সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ ভাগ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

১৩৭-নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসকর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১২

দ্বাদশভাগের সূচীপত্র

	বিষয়				পৃষ্ঠা

বিশেষ ভ্রমসংশোধন

৬৭ পৃষ্ঠায় ২৪ ছত্রে "কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভগিনীর" স্থলে "ভাগিনেয়ী" ছাপা হইয়াছে। "ভগিনী" পাঠই শুদ্ধ।

দ্বাদশ ভাগ]　　　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

মাণিকগাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল

মহাত্মা বুদ্ধ "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" প্রচার করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবার পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোন কোন বৌদ্ধ নরপতি ও শ্রমণগণের গুণকীর্ত্তন করিতে অনেকানেক কোবিদ লেখনী ধারণ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক ও নাটিকা হইতে একথার প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তারপর হিন্দুর ভারতীদেবী যখন দেবভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাষায় ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রায় ঐ উদ্দেশ্যেই 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। রামাই পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার কাব্যে বৌদ্ধপ্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাদিগের গ্রন্থে স্পষ্ট বৌদ্ধভাব পরিদৃশ্যমান না হইলেও, মূলে যে বৌদ্ধপ্রভাব অন্তর্নিহিত আছে, বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত দশজন ধর্ম্মমঙ্গলরচয়িতার নাম শ্রুত হইয়াছি, (কিন্তু একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, উক্ত সকল গ্রন্থই আমাদের দৃষ্টির অধিকারে আইসে নাই।)

গ্রন্থরচনাকাল।

তাঁহাদের মধ্যে রামাই পণ্ডিত প্রথম। তৎপরে ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, খেলারাম. সীতারাম, রামদাস কৈবর্ত্ত (আদক উপাধিধারী), রূপরাম, ঘনরাম ও সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল বোধ হয় ময়ূরভট্টের পরই রচিত হয়। পরিষদ্ হইতে মাণিকগাঙ্গুলীর যে ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ পুঁথিখানি ১২৬ বৎসরের,—("বিতারিখ ১০ই ফাল্গুন শকাব্দা ১৭৩১ কুম্ভে মাসে কৃষ্ণে পক্ষে প্রতিপদি তিথৌ।")। মাণিকগাঙ্গুলী গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে। সিন্ধুসহ যুগ দন্ড যোগভার সনে॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। সর্ব্বারি সরাগ্নি দণ্ডে সাজ হল গীত॥'

ইহা হইতে গ্রন্থসমাপ্তির সন বাহির করা কঠিন। আমরা ইহাকে ১৪৭০ শকাব্দা ধরিয়া লইয়াছি। এরূপ অনুমানের কারণও পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইল। গাঙ্গুলী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বারদিনে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁহার গ্রন্থে কেবল ময়ূরভট্টের

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন,—'বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল। দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥' লাউসেনের যে বৃত্তান্ত কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ কৈফিয়ৎ মত 'ত্র্যধিক শকাব্দার' ঘটনা। যথা—

'ত্র্যধিক শকাব্দা সাতে ঢেকুরের কয়। লাউসেন দিলেন নৃপতি বরাবর ॥'

সেকালের প্রত্যেক কবিই যখন দেবাদেশানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এরূপ দোহাই দিয়া থাকেন, তখন মাণিকগাঙ্গুলীই বা কিরূপে সে প্রথার ব্যতিক্রম করেন? তিনিও অম্লানবদনে অক্ষুব্ধচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবেশধারী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন এবং পূর্ব্বোক্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। এ সম্বন্ধে কবির অজুহাত নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

গ্রন্থরচনার কারণ।

কবি পাঠান্তে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে তুঙ্গাড়িগ্রামে গমন করেন। তথায় যাইয়া পাঠ আরম্ভ করিতেই একমাস কাটিয়া গেল। অতঃপর পাঠ আরম্ভ করিবেন এমন সময়

'দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন। মায়ের হয়েছে হেথা অকালমরণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কপালে মারি ঘা। কি হৈল হায় হায় কোথা গেল মা ॥'

তাঁহার শিরোদেশে এক ব্রাহ্মণ সন্তান বসিয়াছিলেন, তিনি নানারূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দ্বারা তাঁহার শোকাবেগ প্রশমন করেন। তদনন্তর কবি টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশপূর্ব্বক বিদায় লইয়া সঙ্গে 'থুঙ্গি পুঁথি' বাঁধিয়া ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বেলা ছয়দণ্ডের মধ্যে বেতানলে নদী পার হইয়া দৈবক্রমে কবি পথ ভুলিয়া যান। তিনি সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে অতি শ্রান্তদেহ হইয়া খাঁটুলে পৌঁছিলেন। তথায় দেশড়ার মাঠে তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ—

'পূর্ব্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইয়া পথে। অপূর্ব্ব অদ্ভুত মূর্ত্তি আশাবাড়ি হাতে ॥
অতি বৃদ্ধ অনন্তবচন অতি স্থির। দেখিতে দেখিতে হ'ল যুবর্ত্ত শরীর ॥'

তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় আলাপে কবি জানিলেন, ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ পণ্ডিত। তিনিই

'বাহুল্য করিয়া মোরে কহিলেন নাম। রাজ্যধর বিদ্যাপতি রম্ভাপুরে ধাম ॥
সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে। অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যাবে ॥
জগতে তোমার যশ হবেক যেরূপে। সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥'

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন। তারপরই

'আঁখি পালটিতে হ'ল অন্ধকারময়। বিপ্রে না দেখিয়া বড় হইলাম বিস্ময় ॥
বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে থুঙ্গি পুঁথি। একজন পণ্ডিত আসিয়া উপনীতি ॥
ধর্ম্মের পাদুকা দুটি বাঁধা আছে গলে। বসিলা বিশ্রাম আশে সেই বৃক্ষতলে ॥
জিজ্ঞাসা করিল মোরে যতনে বসিতে। রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেল এই পথে ॥

কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন ? আগন্তুক উত্তর করিলেন, —'তুমি দেখ্‌ছি অদ্ভুত কথা ব'লছ ?

'চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা। পদ্মতুল্য নম্রপ্রতি পাদুকা কর সেবা ॥
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ। সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥'

আগন্তুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কবি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেই,—

'দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে ॥'

জলাশয়ের ধারে যাইয়া কবি দেখেন, পীযূষতুল্য বারি, তাহাতে শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। প্রভুর সেবার জন্ত কতকগুলি পদ্ম তুলিয়া এবং শীঘ্র শীঘ্র স্নান কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইতেই সরোবর অদৃশ্য হইল। তারপর বৃক্ষমূলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন,— 'পণ্ডিত নাই, নাইকো পাদুকা।' বৃক্ষতলে কবি ধ্যান করিয়া 'ধর্ম্মায় নমঃ' বলিয়া পদ্ম অর্পণ করিলেন, পরে বেলা অবসান হইলে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় দিবসে কবি রঙ্গাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাজিপুর পার হইয়া তারামণি-তীরে সেই ব্রাহ্মণের পুনরায় সাক্ষাৎ পাইলেন। এবার

'আশা বাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে ॥
নির্জ্জন নিভৃত স্থানে নাহি লোকজন। সমীপে আলেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন ॥
বধিয়া তোমাকে আজি বাড়িব নির্বৃত্তি। কাতর হইয়া কত করিলাম স্তুতি ॥
দ্বিজ হইয়া দস্যুবৃত্তি দেখি বিপরীত। আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত ॥
বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্ব্বর। দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর ॥
বুঝি তোর আজি হল বিঘোর মরণ। এত শুনি মোর হল অঘোর নয়ন ॥'

কবির কাতরতায় ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, যাও, তোমার ভয় নাই। আমি কোন কার্য্যবশতঃ হাজিপুর যাইতেছি, তুমি রঙ্গাপুরে আমার ভবনে যাইয়া অপেক্ষা করগে। কবি রঙ্গাপুর যাইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, রাজ্যধর বিদ্যাপতি নামে কোন ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে নাই। তৎপরে পথ পর্য্যটনে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও উৎকট চিন্তায় জরাক্রান্ত হইয়া কবি গৃহে আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শিরোদেশে সেই দ্বিজ আবির্ভূত হইয়া

'কহেন, কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ। উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ ॥
গীত রচ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া। নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া ॥'

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কবি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে,

'দ্বিজ কন, বেসাড়ায় কৈলে যার সেবা ॥
দ্বিজের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম। না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ। অন্তকালে দিব দু'টি অভয় চরণ ॥
* * * * *
বারদিনে সমাপ্ত হইবেক বারমতি। বিলম্ব করহ যদি হবেক বিপত্তি ॥
দিয়া বীজমন্ত্র লিখি দিলেন নকল। ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদর। জগত ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর ॥'

চতুর্থ সোদর গায়ক হইবেন। শুনিয়া কবি সমুদয় বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তাহা হইলে আমার যে জাতি যাইবে, দেশ বিদেশে অখ্যাতি হইবে। তাহাতে

'জগত ঈশ্বর কর আমি তোর জাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া। অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া॥
সপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান। এতেক বলিয়া প্রভু হল্যা অন্তর্দ্ধান॥'

তৎপর কবি গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন এবং প্রভুর আজ্ঞামত বারদিনে সম্পূর্ণ করিয়া গাওনা করেন।

গ্রন্থের পরিচয়।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল ছোট বড় ২৬৯ অধ্যায়ে এবং দেবদেবীর বন্দনা ও প্রলয়বর্ণনা বাদ ২৩টী পালায় সমাপ্ত। প্রথমে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে 'নিরঞ্জনায় নমঃ' বলিয়া বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ। ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মের বন্দনা অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

'বন্দ নিরঞ্জন, সৃজন পালন, দেবতার চূড়ামণি। তোমার মহিমা, অপার অসীমা, কি বর্ণিতে আমি জানি॥
তান রাগ মান, না জানি কেমন, সকলি তোমার ঠাঁই। অতি জ্ঞানহীন, তাহে অভাজন, আমারে ত্যজিও নাই॥
দেবতা কিন্নরে, পশু পক্ষী নরে, সকলে সমান দয়া। উরহ আসরে, রক্ষ নায়কেরে, দেহ চরণের ছায়া॥
কৈলাস শিখর, ত্যজি একবার, কণ্ঠে হও অধিষ্ঠান। আপনার গুণ, শুনহ আপন, প্রভুদেব ভগবান্॥
তুমি পরাৎপর, বিষ্ণু মহেশ্বর, কে আছে তোমার পর। তুমি কৃত্তিবাস, অনন্ত আকাশ, তুমি সূর্য্য শশধর॥
ইন্দ্র আদি দেব, তোমার বৈভব, তুমি (ই) বিধার বিধি। তুমি জ্যোতির্ম্ময়, পুরুষ অব্যয়, নাই জন্ম জরা আদি॥
ধবল আসন, ধবল ভূষণ, ধবল চন্দন গায়। ধবল অম্বর, ধবল চামর, ধবল পাদুকা পায়॥
পরম সাদরে, পূজিলে তোমারে, ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়। মনের আঁধার ঘুচে সবাকার. আপদ্ দূরেতে যায়॥
মার্কণ্ডেয় মুনি, কহে কটু বাণী, ধবল হইল অঙ্গে। যমুনার তীরে পূজিল তোমারে, নানা বাদ্য গীত রঙ্গে॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে, অবনি লোটায়ে, কহিল কাতর বাণী। হলে অনুকূল, ব্যাধি দূরে গেল, আনন্দিত মহামুনি॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা, সর্ব্বগুণে তেজা, দানেতে কর্ণ সমান। অকাতর হয়ে, তোমারে পূজিয়ে, পুত্র দিল বলিদান॥
কাতর কিঙ্কর, ডাকে বারে বার, মনে বড় কষ্ট পাই। হইয়া সদয়, শত্রু কর ক্ষয়, প্রভু বাঞ্ছার সখাই॥
মনে অভিলাষ, রচি ইতিহাস, তোমার আদেশ পেয়ে। অনুকূল হয়ে, সাঙ্গ করিবে, চরণের ছায়া দিয়ে॥
অজ্ঞান কুমতি, কি জানি যে স্তুতি নিবেদি তোমার পায়। তোমার চরণ, করিয়া স্মরণ, দ্বিজ শ্রীমাণিক গায়॥'

কবি ধর্ম্মকে "ধৌতকুন্দেন্দুধবলকায়ং', 'উলূকং বাহনং' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

"উলূকং বাহনং ধর্ম্মং কামিন্যা সহিতং শিবং। ধৌতকুন্দেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্ধর্ম্মং নমাম্যহং॥"

তৎপর গণেশের বন্দনা, গণেশের পর দুর্গার বন্দনা, তারপর গৌরাঙ্গের বন্দনা, শিবঠাকুরের বন্দনা, পুনরায় গণেশের বন্দনা, ধর্ম্মের বন্দনা, সরস্বতীর বন্দনা, তার পর নানা দেবদেবী ও পিতামাতা, ডাকিনী যোগিনী, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের বন্দনা। এই শেষোক্ত বন্দনা-অধ্যায়ে কবি তৎকালীন প্রচলিত নানা স্থানের গ্রাম্য দেবদেবীর সহিত ধর্ম্মের উল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হন নাই। এস্থলে উদ্ধৃত হইল,—

'কোতিহার বাঁকুড়া রায় বন্দি একমনে। অসংখ্য প্রণতি শীতলাদেবীর চরণে॥

কুরুম্বের নরসিংহ বৈতলের বাঁকুড়া রায়। শুক্তাবে পূজি দোঁহে নত হয়ে কায় ॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়োধর্ম্মে বন্দিয়া সাদরে। শ্যামবাজারের ছলুরায়ে দিয়া জয় জয় কারে ॥
দেপুরে জগৎরায়ে জোড় করি কর। গোপালপুরের কাঁকড়া বিছায় বন্দি তার পর ॥
ত্রিয়াসের কালাচাঁদে ইঁদাসের বাঁকুড়ারায়। বন্দিব বিস্তর নতি ক'রে নত কায় ॥
গোপুরের স্বরূপ নারায়ণ স্বর্ণ সিংহাসনে। বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণে ॥
পশ্চিমপাড়ায় যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাঁহায়। বরুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায় ॥
গুচুড়া গ্রামের বন্দি শীতল নারাণে। আলগুড়চিন্নায় ক্ষুদিরায়ে বন্দি সাবধানে ॥
আকুটি কুমারায়ার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন। বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্তা সহিত। বাজপুরে দেহারে বন্দি দাঢ্য করি চিত ॥'

অতঃপর কবি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ ও গ্রন্থরচনার কারণ এবং প্রলয় ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ২৩টী পালায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে, যথা—রঞ্জার জন্মপালা, ঢেকুরের পালা, হরিচন্দ্রের পালা, রঞ্জার শালেভর, সেনের জন্মপালা, লাউসেনের জন্মপালা, আখড়াপালা, কলা নির্ম্মাণ পালা, গৌড়যাত্রা প্রস্তাব, বাঘের জন্মপালা, বাঘবধপালা, বারুইপাড়া, সুরিক্ষার পালা, রাজসম্ভাষণ পালা, দেশাগমন পালা, কাঙুর পালা, গণ্ডকাটা পালা, কানড়ার বিবাহ পালা, মায়ামুণ্ড পালা, ঢেকুর পালা , অঘোর বাদল পালা, জাগরণ পালা এবং স্বর্গারোহণ পালা।

মাণিক গাঙ্গুলীর পিতার নাম গদাধর, পিতামহের নাম অনন্তরাম, প্রপিতামহের নাম সুদাম, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম গোপাল গাঙ্গুলী। গদাধরের ছয় পুত্র ছিল, প্রথম কবি মাণিক, দ্বিতীয় দুর্গারাম, তৃতীয় মুক্তারাম, চতুর্থ ছকুরাম, পঞ্চম রামতনু এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম নয়ান ছিল। গদাধরের সুদৃশ্যা সুলক্ষণা ও শান্তস্বভাবা অভয়া নাম্নী এক কন্যা রত্নও ছিল। কবির মাতার নাম কাত্যায়নী। কবি যখন ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন, তখন ইহাঁরা সকলেই জীবিত ছিলেন, কেবল তিনি 'স্বস্হীন' হইয়াছিলেন ;—

কবির পরিচয়।

'বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর। বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর ॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম। মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম ॥
রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ। সর্ব্বানুজ নয়ান সকলে ধন্য ধন্য ॥
এক কন্যা অভয়া আখ্যাত অতি ভব্যা। শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী সভ্যা ॥
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নীসুত। সত্য ভণে ধর্ম্ম আগে সুর মহত্ত ॥'

কবির জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। তিনি তথাকার দেবতা 'বাঁকুড়ারায়' ও 'শীতল সিংহকে' প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কবির পিতা গদাধর শীতলসিংহের অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ অনন্তরাম একজন স্বনামধন্য পুরুষসিংহ ছিলেন। কবি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বংশ 'বাঙ্গাল মেল গাঙ্গুলী গাঁই' নামে পরিচিত ছিল। কবির সহোদর দুর্গারামও সুবিখ্যাত গুণধাম ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর ছকুরাম ধর্ম্মমঙ্গল

গাওনা করিতেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। রামতনু একজন রসিক পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

রামাই পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধযুগের অবসানকালে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধ নরপতি মহীপাল, বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিবরণ এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর ময়ূরভট্ট ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। পরবর্ত্তী প্রত্যেক ধর্ম্মমঙ্গলকারই তাঁহাকে আদি ধর্ম্মমঙ্গলকার বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। রামাই পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করায় পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের নিকট যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। ময়ূর ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ না করিলেও, বৌদ্ধপ্রভাব হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ এখনো বাঁকুড়া জেলায় প্রচলিত আছে। রামদাস, রূপরাম ও সীতারাম সমসাময়িক (১৬০০-১৬৫০ খৃষ্টাব্দ) এবং খেলারামের পরবর্ত্তী। খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে, সীতারামের ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এবং রামদাসের ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। তৎপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঘনরাম এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত করেন। মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থে ধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের মধ্যে কেবল ময়ূরভট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রূপরাম, সীতারাম, ঘনরাম প্রভৃতির কাব্যে স্ব স্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের বন্দনা দেখা যায়। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ময়ূর ভট্টের পরই মাণিক গাঙ্গুলি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেটা কোন্ সময় ? আমাদিগকে কেবল অনুমান, গ্রন্থোক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের নাম এবং রচনাকালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ণয় করিতে হইবে। কবির গ্রন্থে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এবং প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ও তৎপার্ষদগণের বন্দনা আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তিনি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের (১৪০৭ শক) পরে এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (খেলারামের গ্রন্থরচনার কাল*) কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার সময় তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছিল না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি পাঠার্থী হইয়া ভুড়াড়িগ্রামে যাইয়া, স্বপ্নে মাতৃবিয়োগ-সংবাদে ব্যাকুলিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পথে দেশড়ার মাঠে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পান এবং পরে তাঁহারই আদেশে বারদিনে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন। কাজেই বলা যাইতে পারে তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হয়। আর একটী বিশেষ কারণে আমরা মাণিক গাঙ্গুলীকে ২য় ধর্ম্মমঙ্গলকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলকার এবং মাণিকের জন্ম।

---

* 'ভুবনশকে বায়ু মাস শরের বাহন। খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥
হে ধর্ম্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম। গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥"
১৪ ভুবন, ৪৯ বায়ু, ইহাতে ১৪৪৯ শাক হইল। শরের বাহন—ধনু, উহা পৌষ মাস।

'প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠে কৌতুক হয়ে মনে। নূতন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে॥'

কবি একাধিক বার নূতন মঙ্গল বিশেষণ দিয়াছেন। ময়ূর ভট্টের গ্রন্থ সাধারণতঃ গৌড়-কাব্য বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্য এবং তৎপূর্ব্বে আর কাহারো ধর্ম্মমঙ্গল বিদ্যমান থাকিলে কবি কখনই ধর্ম্মকাহিনী লিখিতে বসিয়া নিজের গ্রন্থকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া অভিহিত করিয়া সত্যের অপলাপ করিবেন কেন? তিনি স্থানে স্থানে ভণিতায় 'শোভন মঙ্গল'ও বলিয়াছেন :—

"অনাদি ভাবিয়া রঞ্জা বসিল ভোজনে। শোভন মঙ্গল দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে॥"

এই ভণিতিও বহুবার পরিদৃষ্ট হয়। 'শোভন মঙ্গল' বলিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, এই ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে পাতকরাশি বিনাশপ্রাপ্ত এবং লক্ষ্মীর সুদৃষ্টিপাত হয়। কবি গ্রন্থ-পাঠফল গাইয়াছেন—

একে একে যেবা শুনে ধর্ম্মের মঙ্গল। পুত্রধন লক্ষ্মী হয় বাঞ্ছা নিরমল॥

অন্যত্র,—দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে সখা বাঁকুড়া রায়। ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গায় গাওয়ায়॥

অন্যত্র,—কুষ্ঠ আদি ব্যাধি বিনাশ সকল। আর—উপহাস যে করে সে যায় রসাতল॥

অন্যত্র,—না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ। খসি পড়ে অস্থি মাংস গলে যায় দেহ॥

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পুর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, 'প্রাতিমোক্ষ'* প্রচার দ্বারা যে ধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের শেষ বৌদ্ধনরপতি পালরাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তৎপরে একাদশ শতাব্দীতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সেননরপতিগণের অভ্যুত্থানে এবং জয়াভিলাষী বিধর্ম্মী মোসলমান বাদশাহগণের সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম সেইস্থান অধিকারের জন্য লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ আরম্ভ করিল। যখন গজনী-পতি মাম্মুদ ভারতবর্ষের হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হিন্দুস্থান নর-রুধিরে নিমজ্জিত করিতে লাগিল, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমানগণ হিন্দুশাসনের প্রলয়কালজ্ঞানে হিন্দুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাণ্ডবের সহিত অট্টহাস্য করিতে লাগিল, তখন ভারতের একপ্রান্তে বসিয়া সেন-নরপতিগণ কাব্যব্যূহ রচনা করত "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-মলয়-সমীর" উপভোগ-জনিত বিশ্রাম সুখানুভব করিতেছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নিস্তেজ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম দীপ্তি-শালী হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরেই কবিকুলনৃপতি মৈথিল বিদ্যাপতি এবং বাঙ্গালীর আদিকবি চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা দ্বারা গৌড়জনের ও বাঙ্গালীর কর্ণ-কুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন নিমাই সন্ন্যাসী যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের যশঃগৌরব মধ্যাহ্ন সৌরকর সদৃশ। নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম তৎকালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার

বৌদ্ধপ্রভাব।

* বিনয়পিটকের প্রথম অংশের নাম পটিমোক্খ। উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থে তৎপরিবর্ত্তে 'প্রাতিমোক্ষ' উল্লিখিত আছে। বিধি প্রতিপালন দ্বারা পাপ প্রতিমোচন করাকে 'প্রাতিমোক্ষ' বলে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিধি উহার অন্তর্গত।

করিতেছিল। তখন বঙ্গের প্রান্ত সীমায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারেই ছিল না তাহা বলিতেছি না। তখনো বৌদ্ধধর্ম্ম "নিবাতনিকম্প প্রদীপমিব" মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। কাশীতে শ্রীচৈতন্য বৌদ্ধ প্রভাব বিধ্বস্ত করিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হইয়াছিল না। কারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অত্যল্প কাল পরে বিরচিত কোনো কোনো গ্রন্থে বৌদ্ধসংস্রবের পরিচয় বিদ্যমান আছে। ইহার এক প্রমাণ মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, তাহাতে বৌদ্ধ নিদর্শন দেদীপ্যমান।

'আরোহণ আম্বির পাথারে লাউসেন। শূন্যমূর্ত্তি সাতবার স্বান্তরে ভাবেন ॥'
অন্যত্র—'সবিস্ময়ে লাউসেন শূন্যমূর্ত্তি ভাবে। তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহণ করে ॥'

এই 'শূন্যমূর্ত্তি' কোনো হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ইহা বৌদ্ধদিগের 'শূন্য' বা 'মহাশূন্য'। বৌদ্ধধর্ম্ম মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধ্যমিক দর্শন সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে এই চরাচর জগৎ শূন্যতার বিবর্ত্ত এবং উহার শেষ পরিণাম শূন্যতা বা মহাশূন্য। মুক্তিলাভ-করিতে হইলে বাক্য মনের অগোচর এই শূন্যতা ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশূন্যে নিমগ্ন হইলে আর মর্ত্ত্যের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মাধ্যমিক-দিগের মতে জগৎ ও জীবাত্মা মহাশূন্যে পরিণত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের মুচি, চামার, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নীচ-জাতিসমূহের মধ্যে যে 'ধর্ম্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। ধর্ম্মের মন্ত্রের একটী চরণ এইরূপ—'ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদাং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং।' ধর্ম্মের পুরোহিতগণও নীচজাতীয়।

'সাবধান হয়ে শুন বিধি কিছু বলি ॥
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে তেজিয়া সকলে। জাতজ বীজজ যে যে চাঁপায়ের কূলে ॥
সঙ্গে লবে সজ্জান ভবতা বার ব্যক্তি। পূজাবিধি ভজনেতে যা সবার ভক্তি ॥

*　　*　　*

কর্ম্মকার, নাপিত, কুলজ মালাকার। কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর ॥'

এতদ্ব্যতীত ডোম, হাড়ি প্রভৃতির ধর্ম্মপূজার বিবরণও মাণিক গাঙ্গুলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাণিকের ধর্ম্মমঙ্গলে 'কালাচাঁদ' ধর্ম্মের কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। ১৩০৪ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, হুয়াদা ভাঙ্গামোড়ার পার্শ্ববর্ত্তী শোয়ালুকে কালাচাঁদ ধর্ম্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত তত্রত্য গোয়ালা পণ্ডিতগণ। এইরূপ মাণিকের কাব্যের নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধপ্রভাব দেখান যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'ধর্ম্মপূজার' প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত। তিনি মহারাজ ধর্ম্মপালের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, কবি যথার্থই কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নদী যেমন বুকভরা সলিল লইয়া দুকূল প্লাবিত করিয়া সটানে বহিয়া

কবিত্ব।

যায়, গাঙ্গুলীর রচনাও তেমনি উচ্ছ্বাসভরে একটানা ছুটিয়া গিয়াছে, কোথাও কষ্টকল্পিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার ছিল। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত অপর যে সকল ধর্ম্ম মঙ্গলে যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই আছে,—সেই রঞ্জাবতী, সেই লাউসেন, সেই ঢেকুরের পালা ইত্যাদি। অবশ্য কবি তাঁহাদের অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে মৌলিকত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কবির সংস্কৃত সাহিত্যেও অধিকার ছিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠ করিলে আমাদের চণ্ডীর কথা মনে পড়ে।

'কলুষনাশিনী কালরাত্রি করালিনী। নৃসিংহনাশিনী (?) নমোঽস্তু তে নারায়ণি॥
দক্ষের দুহিত্য দুর্গে দুর্গতিনাশিনী। নাগারিবাহিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণি॥
বিশ্বের নিদানভূতা বরাহরূপিণী। শ্রীনন্দনন্দিনী নমোঽস্তু তে নারায়ণি॥' ইত্যাদি॥

দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোকও মাণিকের ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়।

"পৃথিব্যাঃ কা গতিশ্চৈব পৃথিব্যাং কোঽপি দুর্লভঃ। প্রধানং কোঽপি রত্নং কঃ কথয়স্ব সুনাগরঃ॥"

তদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে কতিপয় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। কবি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল। মুরারি ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত। অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র॥
ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পর। উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বচ্ছর॥"

আমাদের বিশ্বাস কবি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

ধ্বন্যাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আমরা ভারতচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না। আমরা একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি,—

'গজপতি গর্জ্জিয়া, চলিল তর্জ্জিয়া, সহ তার কত শত কোল।
মত্ত শবিপুরা, চলিল কেঁউঝুড়া, কোপে ধায় কর্পূর ধল॥
এক কালে বাদ্য, বাজে কত পদ্য, ডিগি ডিগি ডিগি ডম্ফ।
গুড় গুড় ঝাঁ ঝাঁ, ধিক তাং ধাঁ ধাঁ, আকতাং আঠু জগঝম্প॥
কাড়া করে ঢ্যাং ঢ্যাং, ঢ্যাম্ ঢ্যাং ঢ্যাং, চ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঢ্যাং ঢোলে।
মৃদঙ্গ থৈতা, তাথৈ থৈতা, থৈ থৈ থৈ থৈ রোলে॥
অশ্বের দড়বড়ি, দাঁতের কড়মড়ি, বারণ বৃংহিত তায়।
সেনার নিঃস্বনে, লোকের হেন মনে, প্রলয় হইল প্রায়॥'

আদিরস।

ভারতচন্দ্রের সহিত আর একটী বিষয়ে মাণিকগাঙ্গুলীর সুন্দর তুলনা হইতে পারে, সেটী আদিরসঘটিত বীভৎস কাণ্ড। পরবর্ত্তী কালে ভারতচন্দ্র আদিরসের তরল বন্যায় ভাষাসুন্দরীকে যেমন নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পথপ্রদর্শক বোধ হয় মাণিক গাঙ্গুলী। তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর নৈতিক অবনতির চিত্র এইরূপ। এক জন সুপুরুষ বলিতেছেন,—

"যুবক পুরুষ হয়ে যুবতীরে ডর। ভাল দেখে একটাকে শাপটায়ে ধর ॥"

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যক্তি সহোদর ভ্রাতা। 'সুরিক্ষার পালায়' লাউসেন নটিনী পরিবৃত হইয়া পাপঙ্কের উপর উপবেশন করিল, সুরিক্ষা বাম হস্ত দ্বারা মুখে তাম্বূল তুলিয়া দিতে দিতে তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া

'বুকের বসন তুলে খল খল হাঁসে।'

তার পর বলিল ;—

'দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে ॥
অবিরল শ্রীফল যুগল যেন ছুটী। অনঙ্গের এই ধন আগুনের কুটী ॥
যুগল কমল হস্ত যদি দেও ইথে। সুখ পাবে স্বর্গ যাবে সদ্য চেপে রথে ॥
আমার অধরে আছে অমৃতের সর। উদর পুরিয়া খাবে হইবে অমর ॥
ঘুচাইয়া কর্পূরের কন্দর্পের শেল। প্রত্যহ আমার পায় মাখাবেন তেল ॥'

মাণিকগাঙ্গুলী বঙ্গীয় ললনাকুলের যে জঘন্য প্রণয়চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই ঘৃণাকারজনক।

'পরের রমণী মোরা পিরীতকে মরি। রসিক পুরুষ পেলে হার ক'রে পরি ॥'

যে বঙ্গবধূগণ পতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সমাজের রমণীর পরপুরুষের প্রতি এতাদৃশ আশক্তি প্রকৃতিই নিন্দার্হ এবং যে কবি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করেন, তিনিও ক্ষমার অযোগ্য। ভারতচন্দ্র যে ভাবে সুন্দরের রূপ দেখাইয়া রমণীবৃন্দের স্ব স্ব পতির নিন্দা করাইয়াছেন, মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও সেইরূপ রমণীগণের পতিনিন্দা আছে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতচন্দ্রের আদর্শ কবি মাণিকগাঙ্গুলী। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবিও রমণীর গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ ও তৎপর তাহাদের অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

'ভূতলে শয়ন করে বিছায়ে অাঁচল। অরুচি আসিয়া অন্ন করিলেক বল ॥
ওদনাদি ব্যঞ্জনে কেবল দেখে বিষ। ইচ্ছা হয় আমানি অম্বলে অহর্নিশ ॥
নয় মাস প্রাপ্ত যবে হইল রঞ্জার। বসিলে উঠিতে নারে গর্ভ হল ভার ॥
বড় কষ্ট উঠে যদি ধরে উরুবর। উঠিলে ঘুরায়ে মাথা কাঁপে কলেবর ॥'

তৎপর সাধভক্ষণ। রঞ্জাবতীর গর্ভ হইয়াছে, কি খাইতে সাধ যায়, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—

'শুসুনির শাক আনি সম্বরিবে তৈলে। শেষে দিবে শর্ষপ বাটনা সিদ্ধ হলে ॥
অম্ল ঝালে অল্প অল্প আনি দিবে কাটি। দৃঢ় করে দিয়া কাটি দিবে তাকে ঘাঁটি ॥
গুড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি। অল্প অল্প লবণ দিয়া উলাইবে হাঁড়ী ॥
কটু তৈল কিছু দিয়া সম্বরিয়া পুন। প্রচুর পিঠালি দিবে পাক হয় যেন ॥
ঠিক বলি ঠাকুরাণী ইহা যদি পাই। এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই ॥
আর এক আছে সাধ আনি পুঁই খাড়া। যথোচিত জল দিয়া ঝাল দিবে বাড়া ॥
সিদ্ধ হলে শেষে দিবে শোভাগুলি কুল। কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূল ॥
ঝোল রাখি ঝাল দিয়া ঝাল দিও পরে। সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে ॥

চিংড়ী চাঁদা কুচানি চাঁপা নটে শাকে। অধিক লবণ দিয়া পাক কর তাকে॥
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ। প্রচুর করিয়া দিবে পিটালি মরিচ॥
ঝোলে দিয়া কই মাছ করে চড় চড়ি। তৈলেতে ভাজিয়া তায় দিও ফুল বড়ি॥
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর। কাটী দিয়া কর দ্রব যেন হয় ক্ষীর॥
আধারে তুলে সব বাহিরে কণ্টক। এই ব্যঞ্জনের চূড়া অরুচিনাশক॥
তায় যদি কিছু হয় লবণ বিহীন। খেতে পারি ঢের করে বসে সারাদিন॥
সফরীর পেট চিরি বার করে পোঁটা। পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা॥
লবণ সর্ষপ তৈল কিছু দিবে তায়। শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায়॥”

কিন্তু এসত্ত্বেও কবির ‘লখ্যা ডুমুনী’, ‘হরিহর বাইতি’ প্রভৃতির বীরত্বব্যঞ্জক উন্নত চরিত্র, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, প্রভুভক্তি ইত্যাদি বহুবিধ সদ্‌বৃত্তিনিচয়ের উল্লেখ কাল্পনিক হইলেও তাহা “ইতস্ততঃ প্রতিফলিত সত্যের কিরণ-রেখা আমাদিগকে একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক জগতের সন্ধান দিতেছে। রাজদ্বারে মিথ্যা কথা না বলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা, মিথ্যা বলিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইবে, এই সমস্যার ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আজ কাল কয়জন বাঙ্গালী হরিহর বাইতির মত দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত হইবেন! স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে বিমলা যেরূপ মনে ব্যথা পাইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক করিয়াছিল, আজ বঙ্গের কয়জন গৃহলক্ষ্মী মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে স্বামীকে সেই ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারেন? ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জার অভ্যন্তর হইতে সামাজিক যে চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহা আমাদিগকে অতীত স্বাধীনতার কথা স্মৃতিপথে উজ্জীবিত করে। যে সমস্ত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবন সমুজ্জ্বল হয়, এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপাখ্যানের ভিতর আমরা সেই পৌরুষদৃপ্ত চরিত্রগৌরবের আভা দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও মিথ্যার প্রতি অখণ্ড ঘৃণা যখন পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুটিরেও এরূপ সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত ছিল, তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই স্বর্গোপম ছিল।”* তার পর লখ্যার বীরত্ব। আজকাল বুয়র ও জাপানী রমণীগণের বীরত্ব দেখিয়া বঙ্গবাসী ঘরে বসিয়া বেশ বাহবা দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদেরই দেশে পূর্ব্বে যে একজন ডুমুনী অশেষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অন্বেষণ করিবার অবসর কি তাঁহাদের জুটিতেছে না? লাউসেন ধর্ম্মের পূজা দিতে হাকণ্ডে গিয়াছেন; রাজধানী ময়না-রক্ষার ভার লখ্যার পতির উপর ন্যস্ত আছে। ইত্যবসরে গৌড়ের রাজা ময়না আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, লখ্যার পতি উৎকোচে বশীভূত হইয়া প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইল। তদ্দর্শনে লখ্যার স্বামীর প্রতি তীব্রশ্লেষোক্তি এই—

‘ময়না তোমার হাতে করি সমর্পণ। সেনে গেল হাকণ্ডে সেবিতে সনাতন॥
যদি আজি জাতি কুল না রাখিবে তার। পরকালে কেমনে হইবে তবে পার॥

---

* ভারতী ১৩১০ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের লিখিত ‘হরিহর বাইতি’।

মরি মরি যার ধনে মনে অভিলাষী। দিবা রাত্রে হুকুম যোগায় দাস দাসী॥
তাঁর শত্রুর সহিত করিতে চায় ভাব। গজমণি তেজিয়া গোবর হয় লাভ॥

স্বামী উত্তর করিল,—

বীর বলে বিরূপ বিধাতা এতদিনে। পলাইয়া থাকি চল পদ্মুমার বনে॥
কুলা পেখা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল। আর না সহিতে পারি এ সব জঞ্জাল॥

স্বামীর বাক্য শুনিয়া লখ্যা বলিল,—

এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে। কাঞ্চন বেচিবে কেন কাঁচের বদলে॥
ধিক্ ধিক্ তোমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্। ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক্॥
শুধিব সেনের মুন সাধিব কামনা। মরণ অবধি আমি রাখিব মন্ত্রনা॥

* * * *

লক্ষ্যা বলে যখন ছিলাম বাপের ঘরে। চঙ্গ গাছ তালকে বিঁধেছি এক সরে॥
খুড়ি লাফে পেরাতাম খাজুরের খানা। আদ্যরস বিশেষ তোমার আছে জানা॥
তের তিন বয়সে হইল তের ছেলে। শরে বিন্ধে ডুফাল করিতে পারি শিলে॥'

তৎপর লখ্যা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে বিপক্ষীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া প্রভুভক্তি ও রমণী-বীরত্বের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিল। আজকালকার বঙ্গললনাগণের কথায় কাজ কি, তাহাদের 'অর্দ্ধাঙ্গ'গণই সমর-যাত্রার নাম শুনিলে চমকিত হন। স্বীয় অমূল্য জীবন ডালি দিয়া স্বদেশ রক্ষা করা তাহাদের নিকট এক অভাবনীয় অদ্ভুত প্রসঙ্গ।

অনতিকাল পূর্ব্বের বঙ্গদেশের মল্লযুদ্ধের পরিচয় এইরূপ ঃ—

'শুনে এত ক্রোধযুত মল্ল সারেঙ্ধর। সেনে তর্জ্জি উঠে গর্জ্জি কাঁপে কলেবর॥
লাথ লাথ উড়পাক ঐ ছলে লম্ফ। ধরাধর থর থর বসুমতী কম্প॥
লাউসেন যম হেন যবে হয় ক্রুদ্ধ। মল্ল সেন ঐ ছলে করে ঘোর যুদ্ধ॥
প্রথমেতে হাতে হাতে পরে পায় পায়। কসা কসী চুসা চুসী মাথায় মাথায়॥
পেলা পেলী চেলা চেলী প্রমদে প্রমত্তং। হাঁকা হাকী ডাকা ডাকী দোহে অপচিত্তং॥
বলাহক সম ডাক ছাড় সিংহনাদং। মার মার অনিবার করে ঘোর শব্দং॥
সারেঙ্ধর সেন পর উতারিল কিলং। যেন মিসে ভাদ্র মাসে পড়ে পোকা তালং॥
কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যেন বাটং। নির্ভয় সারঙ্গধরে মারে সুচাপড়ং॥
ঠায় চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে মূর্চ্ছাপন্নং। উপটিয়া বেগে গিয়া সেনে ধরে তূর্ণং॥'

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়ায়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বারান্তরে অন্য প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকিল। কবির জন্মস্থান বেলডিহা, বর্দ্ধমান জেলায়। কবি গ্রন্থপ্রারম্ভে নানা স্থানের দেবদেবীর বন্দনাপ্রসঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার জাড়া গ্রামের (জাড়গ্রাম—চকদীঘির দক্ষিণ) 'কালু রায়ের' উল্লেখ করিয়াছেন। জাড় গ্রামের নীচে দামোদর নদী, ইহারও উল্লেখ ধর্ম্মমঙ্গলে আছে। "অভিরামলীলামৃত" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশমত জাড়গ্রামে এক

মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ এখন বিদ্যমান আছেন। ভাঙ্গামোড়ার বাঁকুড়া রায় ধর্ম্মদেব অতি পুরাতন। অনেক গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মদেবের উল্লেখের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তল্লিখিত অনেক স্থানের ধর্ম্মদেবের উল্লেখ সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলেও দৃষ্ট হয়। সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মের উল্লেখ এইরূপ :—

'গবপুরে বন্দিব স্বরূপ নারায়ণ। আখুটীর ধর্ম্ম বন্দো হয়ে এক মন ॥
জাড় গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালু রায়। দিবানিশি কতেক গায়েন গীত গায় ॥
পূর্ব্ব দ্বারী সম্মুখে দামোদর। দুদিকে তুলসী মঞ্চ দেখিতে সুন্দর ॥
বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়া স্থিতি। অনুপম গুণধাম অনন্ত শকতি ॥
সদ্‌বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন ॥
সুয়াদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে। পাইল গোপের সুত তপস্যার বলে ॥
বন্দিপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়। দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায় ॥'

মাণিক গাঙ্গুলী এতদপেক্ষা বহুতর স্থানের ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি 'গোপাল পুকুরের কাঁকড়া বিছা' এবং 'পড়ানের ঘাঁটের' বন্দনা করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বৌদ্ধপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনও করেন নাই। তিনি নানা স্থানে তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ ভক্তি প্রদর্শনকরত বন্দনা এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর কবিত্বশক্তি দুর্লভ হইলেও ভাষা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। স্থানে স্থানে এমনই দুরূহ অপকৃষ্ট গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। এস্থলে দুই একটী গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করিলাম :—

ভর্সা (ভরসা), তেহরি (তিনতার, তেহরি চাঁপার মালা), অমিখিয়া, সেঙাতিন, খিতিন, নাগান করিব (বলিব), গোতর (শরীর), আচান্ত (আচমন শেষ করিয়া), হিসরে, পিত্তয় (প্রত্যয়)। কিন্তু এ শব্দ-'বিত্যয়' আমাদের ধরিবার অধিকার নাই, কারণ কবির প্রার্থনা,—

"সুধীকুলে আমার সদত সবিনয়। সুধিবে যদ্যপি থাকে শব্দের বিত্যয়।"

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা

রঙ্গপুর, বগুড়া, দিনাজপুরের কতক অংশ এবং সমগ্র কোচবিহার রাজ্যের জনসাধারণের কথিত ভাষাকে ডাক্তার গ্রীয়ামসন্ রঙ্গপুর বা রাজবংশীভাষা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে প্রধানতঃ রাজবংশী জাতিরই বাস, সুতরাং তাহাদিগের কথিত ভাষাকে সসীম রঙ্গপুরভাষা আখ্যার পরিবর্ত্তে বিস্তৃত রাজবংশী আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত। রাজবংশী ব্যতীত এই সকল প্রদেশে যে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায় বসতি করিয়া আছে, তাহাদিগের মূল ধরিতে গেলে রাজবংশী প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণের নিকটে উপনীত হইতে হইবে। উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ কোচবিহার রাজ্যের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যবন করতলগত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু অধিবাসিগণের একঅংশ ইসলাম্‌ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপরাংশ পার্ব্বত্য ও বন্য প্রদেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে কোচবিহার রাজ্যের সহিত মুসলমানগণের সন্ধিস্থাপনের পর তাহারা বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পায়।

ঐ সকল হিন্দু বিজাতীয় ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত ভ্রাতৃগণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক করার জন্য তাহাদিগের "নস্‌স" (নষ্ট) আখ্যা প্রদান করে। রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের প্রজা-তালিকাদিতে অদ্যাপি মুসলমানগণের 'নসস' আখ্যা লিখিত হইয়া থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্বচিৎ নস্‌স আখ্যা ঘুচিয়া পাইকাড়, মণ্ডল, সেখ, সরকার, পরামাণিক প্রভৃতি উপাধি লিখিত হইয়া থাকে। নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও এই মুসলমানেরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে নাই; তবে তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের পারসীকভাষা রাজবংশী ভাষার সহিত স্থানে স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে। ঐরূপে মিশ্রণ এত স্বল্প যে তাহা গণনীয় নহে।

রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি।

কোন্ অতীত যুগের মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত শব্দ-সকলের প্রতিধ্বনি রাজবংশীভাষা রক্ষা করিতেছে, তদ্বিষয় আলোচিত হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ইহার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৌদ্ধযুগের পালিভাষা ও বাঙ্গালাভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষা গঠিত হইয়াছে অথবা ইহাকে রূপান্তরিত পালিভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অনেকানেক পালিশব্দ রাজবংশী ভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এস্থলে কয়েকটী মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

রাজবংশী ও পালিশব্দ	বাঙ্গালাশব্দ	রাজবংশী ও পালিশব্দ	বাঙ্গালাশব্দ
জিব্‌হা	জিহ্বা	মিচ্ছা, মিছা	মিথ্যা
পেম	প্রেম	ঞান, গিয়ান	জ্ঞান
কোধ	ক্রোধ	সচ্চ	সত্য
বাহ্মণ	ব্রাহ্মণ	বন্ন	বর্ণ
কাম্দ	কান্দ	সংবচ্ছর	সম্বৎসর
থান্, ঠান	স্থান	মংস	মাংস

রাজবংশী ভাষার সহিত পালিভাষার উচ্চারণগত সাদৃশ্যের জন্য বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত তাহার বহু পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। এস্থলে প্রধান কয়েকটী সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে :—

রাজবংশী ভাষার পালিভাষার ন্যায় 'স্থ' স্থানে 'থ', 'ষ্ঠ' স্থানে 'ট্ঠ', 'ষ্ট' স্থানে 'স্‌স', 'জ্ঞ' স্থানে 'ঞ', 'ক্ষ' স্থানে 'খ' 'ঋ' স্থানে 'ই', 'ব' স্থানে 'ভ' 'ভ' স্থানে 'ব', এবং 'থ' স্থানে "ট্ঠ" উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

স্থল—থল, স্থান—থান্, ঠান, জ্যেষ্ঠ—জেট্ঠ, নষ্ট—নস্‌স, আজ্ঞা—আঞ্ঞা, পক্ষী—পখি, চক্ষু—চউখ, পক্ষ—পখ, ঋষি—ইসি, কৃষ্ণ—কিষ্ট, মৃত্যু—মিত্যু, বিবাহ—বিভা, বল্লভ—বল্লব, লাভ—লাব, গর্ভিণী—গাবিণ, কোথায়,—কোট্ঠে, এথায়—এট্ঠে, সেথায়—সেট্ঠে ইত্যাদি।

পালিভাষার ন্যায় স্থানে স্থানে (´), (এ) উচ্চারিত না হইয়া বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া থাকে এবং স্থানে স্থানে উহারা বর্জ্জিত হয়। যথা—

বর্ষা—বস্‌সা, কুর্শামচ্ছ—কুস্‌সামাচ্ছ, তোর্ষানদী—তোস্‌সানদী, বর্ণ—বন্ন, ধর্ম্ম—ধম্ম, কর্ত্তা—কত্তা, মর্ত্ত্য—মত্ত, গ্রাম—গাঁও, প্রজা—পজা, চৈত্র—চৈত, প্রীত—পীত।

পালিভাষার ন্যায় রাজবংশী ভাষার অনুনাসিক 'ঞ' এর উচ্চারণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কাঞ্ঞ—কে, তাঞ্ঞ—সে, মুঞ্ঞ—আমি, অঞ্ঞ—ও, যাঞ্ঞ—যে, তুঞ্ঞ—তুই ইত্যাদি।

বাঙ্গালাভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার উচ্চারণগত বিশেষ আর এক পার্থক্য এই যে, শব্দের আদিস্থিত "র" এর সহিত স্বরবর্ণ অ, আ, উ, ঊ, ও, ঐ যুক্ত থাকিলে র উচ্চারিত না হইয়া যুক্তস্বর গুলি উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত স্বরবর্ণগুলির সহিত যদি কোন ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত না হইয়া যদি তাহারা একাকী শব্দের আদিতে থাকে, তবে তাহাদিগের সহিত "র" যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা :—

রসি—অসি, রমণী—অমণী, রাত্রি—আত্তির, রাম—আম, রাগ—আগ, রূপনারায়ণ—উপনারাণ, রোগ—ওগ, রৌদ—ঔদ, অতি—রতি, আম—রাম, উত্তর—রুত্তর, ওঝা—রোঝা, ঔষধ—রৌষধ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' এর সহিত পূর্ব্বকথিত স্বরবর্ণ সকলের এই অদ্ভুত পরিণতি পালিভাষা-প্রসূত কিনা তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের বিচার্য্য।

পালিভাষার সহিত ঈদৃশ নৈকট্যপ্রযুক্ত রাজবংশীভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষা অপেক্ষা প্রাকৃতেরও অধিক সন্নিহিত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে বাঙ্গালাভাষার সহিত প্রাকৃতের নৈকট্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে রাজবংশী ভাষার কথিত শব্দগুলি স্থাপন করিলেই আমাদিগের এ উক্তির সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রাকৃত	রাজবংশী	বাঙ্গালা
পথর	পাথর	পাথর
সাঞ্ঝা	সাঞ্ঝা	সাঁঝ
জেঠ্ঠা	জেট্ঠা	জেঠা
ণঙ্গল	ণাঙ্গল	লাঙ্গল
এহ্ম	এহ্মি	এমত
এওক	এও	এতেক
জেওক	জেও	যতেক
হলাদ্দ	হলদ	হলুদ
হত্থী	হাথী	হাতী

প্রাকৃতের আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতির রূপ রঙ্গপুরের স্থানীয় কবিগণের রচিত কাব্যাদিতে দৃষ্ট হয়।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অপেক্ষা রাজবংশী ভাষায় প্রাকৃতের সহিত ক্রিয়ার নৈকট্য অধিকতর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাকৃত অচ্ছির সহিত অনেক ধাতুর যোগ হইয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা—

করোচ্ছে, করোচ্ছি, = করিতেছে, করিতেছি।
এইরূপ কাঁদোচ্ছে, কাঁদোচ্ছি, মারোচ্ছে, মারোচ্ছি ইত্যাদি।

করোমির প্রাকৃত 'করোম' যাহা সর্ব্বত্র ভবিষ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা এখানে করিম্ এবং ঐ রূপ খাইম্, যাইম্, দিইম্, নিইম্, ইত্যাদি তুচ্ছার্থে ভবিষ্য-কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আসীৎএর অপভ্রংশ আছিল শব্দ অরূপান্তরিত অবস্থায় রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাজবংশী ভাষাকে বৌদ্ধযুগের পালিভাষার রূপান্তর অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ রহিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান-শীর্ষক বৌদ্ধযুগের বাঙ্গালাভাষার আকার সম্বন্ধীয় যে সকল গাথা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা আর কিছুই নহে, রাজবংশী ভাষায় রচিত এতদ্দেশীয় কোন কবির রচিত কাব্যাংশ মাত্র। ঐ সকল গান পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি দুর্ল্লভ মল্লিক নামক কোন ব্যক্তি বিকৃত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দীনেশবাবু সেই পুস্তকেরই অনুসরণ করিয়া থাকিবেন।

মাণিকচাঁদ গোপীচাঁদের গান রঙ্গপুর কোচবিহার প্রভৃতি স্থানের চুণ-ব্যবসায়ী যুগী (যোগী) জাতীয় লোকেরা দ্বিতন্ত্রী বা দোতারা নামক বীণাযোগে দ্বারে দ্বারে গাইয়া অদ্যাপি জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই সকল যুগীদিগের ধর্ম্ম-পূজাদির প্রকরণ দেখিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শেষ-নিদর্শন বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনুমান করেন।[১] বস্তুতঃ বঙ্গের একপ্রান্তে পালরাজগণের পতনে বৌদ্ধধর্ম্ম আশ্রয় বিহীন হইয়া পুণ্যতোয়া করতোয়ার পূর্ব্বপারে অরণ্যময় বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎকালে কামরূপ-রাজ্য মধ্যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল এবং উহা ক্ষত্রিয় নরকবংশের পতনের পর হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। ভাস্করবর্ম্মা নামে কামরূপেশ্বর ছিলেন মাত্র। এই ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌সিয়াং কামরূপ পরিদর্শন করেন। তিনি তখন কামরূপে বৌদ্ধ মন্দিরাদি দেখিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা হিন্দুরাজা হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ছিল, তিনি বঙ্গের সেনরাজগণের ন্যায় বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না।

ধর্ম্মপালকেই এতদ্দেশীয় বৌদ্ধরাজ্যের স্থাপয়িতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কিরূপে আপন রাজ্যস্থাপন করেন তাহার কোন্ ইতিহাস নাই। ধর্ম্মপাল বঙ্গের পালবংশসম্ভূত কোন বৌদ্ধ নরপতিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার মৃত ভ্রাতা মাণিকচাঁদের পত্নী সুবিখ্যাতা বীররমণী ময়নামতীর যুদ্ধের গাথা যুগীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া রাজত্ব ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভবচন্দ্র রাজা হন। এই বংশের শেষ রাজার নাম পালরাজ। তাঁহার বাটীর স্থান 'পালের গড়' নাম অদ্যাপি ধারণ করিতেছে। ময়নামতী ও ধর্ম্মপালের বাটীর স্থান 'ময়নামতীর কোট' ও 'ধর্ম্মপালের গড়' নামে রঙ্গপুরে বিখ্যাত। এই সকল বিবরণ হইতে রঙ্গপুর জেলা যে বৌদ্ধদিগের শেষলীলা ভূমি ছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত পালিভাষা বিতাড়িত হইলেও কামরূপে তাহা রক্ষিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমিত্যাগ করিয়া হিমাচলের পরপারে গমনের পূর্ব্বে, পবিত্র কামরূপ ক্ষেত্রেই শেষ অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিল। এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের যে উচ্চ বিজয়নিনাদ জগতে ধ্বনিত হইতেছে, তাহা যে স্থানে প্রথমে উত্থিত হইয়াছিল, তথা হইতে কেবলমাত্র ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রাখিয়া চির বিদায় গ্রহণ করে, সেই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইতেই রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু হায়! অযত্নে এ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও থামিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা ভারতের অনুদারতার পরিচয় আর কি আছে!

প্রাকৃত ও পালিভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম আকার বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ অনুমান করিবার আরও কারণ এই যে, প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা কাব্যাদিতে রাজবংশী ভাষার বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) প্রবন্ধলেখক মহামহোপাধ্যায়ের মত পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন।

দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের উদ্ধৃত বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কাব্যাদির ও বৌদ্ধযুগের অপ্রচলিত শব্দতালিকা রাজবংশী ভাষার শব্দতালিকার নামান্তর মাত্র। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, এককালে বঙ্গের সর্ব্বত্র রাজবংশী ভাষার প্রচলন ছিল ও তদ্দ্বারা কাব্যাদিও রচিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজবংশী ভাষাতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে আসাম সন্নিহিত বলিয়া আসাম দেশীয় আসামী, মেছ প্রভৃতি ভাষার সহিত ঐ সকল স্থানের কথিত রাজবংশী ভাষার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ আসামীভাষাও সংস্কৃতমূলক বলিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত তাহার যে পরিমাণ সাদৃশ্য আছে, রাজবংশী ভাষার সহিত তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক সাদৃশ্য নাই। আর মেছ প্রভৃতি অনার্য্যভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। এমত অবস্থায় রাজবংশীভাষা, আসামীভাষা বা অনার্য্যভাষা সম্ভূত বলিয়া উপেক্ষার বস্তু নহে।

এক্ষণে আমরা উহার বিভক্তি-চিহ্নাদির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শব্দসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইব।

রাজবংশী ভাষার বিভক্তি চিহ্নাদি।

প্রথমা বিভক্তিতে প্রাকৃতে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। রাজবংশীয় ভাষা ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই। যথা—রাজাএ ডাকে,—রাজা ডাকে; চোরে তামাম্ নিচে—চোর সমস্ত লইয়াছে ইত্যাদি।

প্রাকৃতের ন্যায় দ্বিতীয়াতে রাজবংশী ভাষায় সর্ব্বত্র 'ক' বিভক্তি চিহ্ন সংযুক্ত হইয়া থাকে। কুত্রাপি বাঙ্গালার ন্যায় "কে" সংযুক্ত হয় না। প্রাচীন কবিতাদিতেও এই দ্বিতীয়ার 'ক' অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দীনেশ বাবুর পুস্তকের উদাহরণ যথা—"সে যে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক চিন্তয়"; "ভীষ্মক মারিতে যায় দেব ধনঞ্জয়ে" ইত্যাদি। ঐ পতিক ভীষ্মক এবং তোক, মোক, রাজাক ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত। করণ কারকে 'ত' 'দি' সংযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—"দাও দি হাত কাটচে" "দাওত হাত কাটচে"—দা দ্বারা হাত কাটিয়াছে। অধিকরণেও 'ত' সংযুক্ত হইয়া থাকে, কুত্রাপি বাঙ্গালার ন্যায় "তে" সংযুক্ত হয় না, যথা—"হাতত পাএসা নাই"—হাতে পয়সা নাই। "ঘরত্ ভাত নাই"—ঘরে ভাত নাই ইত্যাদি। নিশ্চয়ার্থে 'ই' এর পরিবর্ত্তে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—"হামরাএ যামো"—আমরাই যাইব। 'বর' ও 'গুলা' শব্দদ্বয়ের যোগে সর্ব্বত্র একবচনান্ত পদ বহুবচন হইয়া থাকে যথা—'পখিগুলা' 'ছাওয়ার-বর'—ছেলেরা ইত্যাদি।

রাজবংশীয় ভাষার উচ্চারণগত আরও কয়েকটী বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করিয়া শব্দতালিকা দেওয়া যাইতেছে। শব্দের আদি বর্ণে সংযুক্ত 'ে' একার সর্ব্বত্র 'য়্যা' এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে— শেষ—'শ্যাষ', বেশ—'ব্যাশ', কেশ—'ক্যাশ', দেশ—'দ্যাশ' এইরূপ পড়িতে হইবে।

'এ' একার শব্দের মধ্য বা শেষের বর্ণে সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ ঠিক থাকিবে যথা—দেশে—'দ্যাশে', কেশে—'ক্যাশে', রমেশ—"রমেশ" ইত্যাদি।

তালব্যবর্ণ মধ্যে চ, ছ, জ, ঝ, য, উচ্চারণ দন্ত্যবর্ণের ন্যায় হইবে। 'ড়' 'র' এর ন্যায় স্থানে স্থানে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কুত্রাপি 'র' এর স্থানে 'ড়' উচ্চারিত হয় না।

রাজবংশী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি।

রাজবংশী ভাষার অনেকানেক মৌলিক কাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ রাজার গান উল্লেখযোগ্য। তৎপরবর্ত্তী সময়ে চন্দ্রাবলী, সত্যপীর, নিজমপাগ্‌লা, ইরান্‌বাদসা প্রভৃতি অনেকানেক কাব্য উপাখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল।

ঐ সকল কাব্য তুলট কাগজে পুঁথির আকারে অনেকানেক দরিদ্রের গৃহে বিরাজ করিতেছে। প্রবন্ধলেখকের কয়েকখানি মাত্র হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সত্যপীর কাব্যের উল্লেখ করা গেল, উহা কবির অভিনব সৃষ্টি। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের সহিত কোন অংশে তাহার মিল হয় না। পুঁথিখানির আকারও অতি বৃহৎ।

মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থও রাজবংশী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত মধুপুর নামক ধামে রাজবংশী ভাষায় মাধব রায় নামক ভক্তের দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুবাদিত ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাপি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগের দ্বারা পূজিত হইতেছে।

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ যথাক্রমে রামদেওয়ান ও ভাসান যাত্রা নাম ধারণ করিয়া পূজাপার্ব্বণে লোকের বাটীতে গীত হইয়া থাকে। তাহাদিগের লিখিত পুঁথি প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমগ্র মহাভারত রাজবংশী ভাষায় পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল, ইহা প্রবন্ধলেখক রঙ্গপুরের স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকটে অবগত হইয়াছেন; কিন্তু বহু অনুসন্ধানে তাহা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীর গান ও কুশান গান (লবকুশের যুদ্ধ) রাজবংশী ভাষায় শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকল পালাও বৃহৎ। মনাই যাত্রা, জঙ্গনামা, করিম বিলাপ, প্রভৃতি মুসলমানী গানও রাজবংশী ভাষায় গীত হয়। পুস্তকাদির বিষয় বারান্তরে বিবৃত হইবে।

রঙ্গপুরের দেশীয় শব্দসংগ্রহ।

সর্ব্বনাম।

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্ভ্রমার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
হামি	মুঁইঞ	আমি
হামরা	„	আমরা,

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্ভ্রমার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
হামাক্	মোক্,	আমাকে,
হামারগুলাক্	...	আমাদিগকে,
হামারঘরক্	...	...
হামাকদি	...	আমাদ্বারা,
হামারগুলাক্দি	...	আমাদিগেদ্বারা,
হামারঘরকাদি	...	...
হামার	...	আমার,
হামারগুলার	...	আমাদিগের,
হামাতে	...	আমাতে,
হামারগুলাতে	...	আমাদিগেতে,
তোম্‌রা (এক ও বহুবচন)	তুঁই এঃ	তুমি,
তোমারগুলা	...	তোমরা,
তোমারঘর	...	...
তোমাক্	তোক্	তোমাকে তোকে,
তোমারগুলাক্	...	তোমাদিগকে,
তোমারঘরক্	...	...
তোমাক্দি	তোক্দি	তোমাদ্বারা,
তোমারগুলাক্দি	...	তোমাদিগেদ্বারা,
তোমারঘরক্দি	...	...
তোমার,	তোর,	তোমার,
তোমারগুলার	তোম্মার (যাবনিক)	তোমাদিগের,
তোমারঘরের	...	...
তোমাতে	তোমাত্	তোমাতে, তোমায়,
তোমারগুলাতে	...	তোমাদিগেতে,
যাম্‌রা	যাঁয়	যিনি, যে,
যামরাগুলা	...	যাহারা,
যামারঘর	...	...
যামাক্	যাক্	যাহাকে, যাকে,
যামাক্দি	যাক্দি	যাহাদ্বারা, যাদ্বারা,
যামারগুলাক্দি	...	যাহাদিগেদ্বারা,

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্ভ্রমার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
যামারঘরকৃদি	যাকৃদি	যাহাদিগের দ্বারা
যামার	যার	যাহার, যার,
যামাতে	যাতে,	যাহাতে, যাতে,
তাম্‌রা (এক ও বহুবচনে)	তাঁয়	তিনি, সে,
তাম্‌রাগুলা	...	তাহারা
তামারঘর	...	...
তামাক্	তাতে,	তাহাকে, তাকে,
তামারগুলাক্	...	তাহাদিগকে,
তামারঘরক্	...	...
তামাকৃদি	...	তাহাদ্বারা,
তামারঘরকদি	তাকৃদি	তাহাদিগেদ্বারা,
তামারগুলাকৃদি	...	...
তামার	তার,	তাহার,
তামারগুলার	...	তাহাদিগের
তামারঘরের	...	...
তাত্, তাতে	...	তাহাতে,
এম্‌রা, (এক ও বহুবচন)	এয়ঁায়, এঁ্যায়,	ইনি, এ,
এম্‌রাগুলা	...	ইহারা, এরা,
ইমারঘর	...	...
এমাক্	ইয়াক্	ইহাকে, একে,
এমারগুলাক	...	ইহাদিগকে
এমারঘরক	...	ইহাদিগকে,
এমাকৃদি	...	ইহাদ্বারা
ইমাকৃদি	...	ইহাদ্বারা
এমারগুলাকৃদি	...	ইহাদিগেদ্বারা
এমারঘরকৃদি	...	...
এমার, ইমার	এম্মার (যাবনিক)	ইহাঁর, ইহার,
এমাতে, ইমাতে	...	ইহাঁতে, ইহাতে,
এমারগুলাতে	...	ইহাঁদিগেতে
ইমারগুলাতে	...	ইহাদিগেতে

দেশীভাষা (সম্ভ্রমার্থে)	দেশীভাষা (তুচ্ছার্থে)	পরিভাষা
উম্‌রা (এক ও বহুবচনে)	এম্মার (যাবনিক)	উনি, ওঁ,
উম্‌রা গুলা	...	উহাঁরা, ওরা,
উমারঘর	...	...
উমাক্	...	উহাকে, ওকে,
উমারগুলাক্	...	উহাদিগকে,
উমারঘরক্	...	...
উমাক্‌দি	...	উহাদ্বারা
উমারগুলাক্‌দি	...	উহাদিগেদ্বারা
উমারঘরকদি	...	...
উমার	উস্মার (যাং)	উহার, ওর,
উমারগুলার	...	উহাদিগের, ওদের,
উমারঘরের	...	"
উয়াত্ (অপ্রাণিবাচক	...	উহাতে
অত্ শব্দের পরিবর্ত্তে)	...	...
উমাতে,	...	উহাতে
অতে্	...	...
কাঁয়	...	কে,
কাক্	...	কাহাকে
কাক্‌দি	...	কাহাদ্বারা
দোনোঝন	...	দুইজন, উভয়,
দোনোকোণা	...	...
আর	...	অন্য,
সউগ	...	সমস্ত, সকল,
সউগ্‌গুলা	...	...
সগাঁয়	...	সকলে

বিশেষ্য পদ।

দেশীভাষা	পরিভাষা	দেশীভাষা	পরিভাষা
নাক্‌সুনা	নাসিকার অগ্রভাগ	হাঁটুয়া	জানু
হাঁড়িয়া	কর্ণপটহ	পাঁজ্‌রা	পার্শ্ব

দেশী	পরিভাষা	দেশী	পরিভাষা
হোঁত্লাই	দাড়ি	পিলাই	প্লীহা,
গাঁও, ঠ্যাং	পা	মাটিয়া	যকৃৎ
চউক্	চক্ষু	মীড্ডাড়া	মেরুদণ্ড
জিবা	জিহ্বা	মোচ	গুম্ফ
টুঁটী	কণ্ঠ	ঠোঁট	ওষ্ঠ
গালা	গলা	জীউ	জীবন, প্রাণ
প্যাট	পেট	চরপোটা	নিতম্ব
কমোর	কটি	টিকৃড়া, পুট্কি	গুহ্য
নউগ	নখ	চওয়াল	গণ্ডদেশ
নগল, নগুল	অঙ্গুলি,	কাণসাকা	কর্ণমূল
বুড়ি নউগ	বৃদ্ধাঙ্গুলি	খালে, চাম	ত্বক্
কাণিনউগ	কনিষ্ঠাঙ্গুলি	গিরা	সন্ধিমূল
চরু	উরুদেশ	অগ	শিরা
কাচ	কুচকী	চিপ্	কপালের পার্শ্বদ্বয়
মালাইচাকা	জংঘা ও জানুর সন্ধিমূলস্থ	নাই	নাভি
	গিলের মত অস্থিখণ্ড	মাগ্গো	গুহ্যদেশ (পালি মগ্গো = মার্গ)

মানসিক বৃত্তিসমূহের নাম।

আগ, তাও, ঝাল, কোধ	ক্রোধ,	নালোচ	লোভ,
গোষা	অভিমান,	নাল্চিয়া	লোভী

সন্তানাদির নাম।

ছাওয়া	ছেলে, সন্তান	বেটাছাওয়া	পুত্র
ছইল, পইল,	ছেলে, পিলে,	বেটীছাওয়া	কন্যা
বাল্লক	বালক, শিশু	মাইয়ামানুষ	স্ত্রীলোক

মনুষ্যের সম্বন্ধের নাম।

মাইয়া, বনুষ	স্ত্রী	সাগাই সোদর	কুটুম্বাদি
সোয়ামী	স্বামী	সাগাই	কুটুম্ব
বওনাই	ভগিনীপতি	বঁহু	বন্ধু
জ্যাটো	জ্যেষ্ঠতাত	বোয়াসিন	কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী
মাঁউসা	মেসো	ভাউজ	বড় ভ্রাতার স্ত্রী
বইন	ভগিনী	ভাইস্তা, ভাতিজা	ভ্রাতুষ্পুত্র
শ্বাশুড়	শ্বশ্রূ	ভাস্তী	ভ্রাতুষ্পুত্রী

দেশীভাষা	পরিভাষা	দেশীভাষা	পরিভাষা
সাড়্ভাই	শ্যালিকাপতি	পুত্রাবেটা	পুত্রবধূর ভ্রাতা
তাওয়াই	তালুই	পুতরাবেটী	পুত্রবধূর ভগিনী
বিয়াই, বিয়াণী	বৈবাহিক, বৈবাহিকা	পোষানীবেটা	পোষ্যপুত্র

ইতরশ্রেণীর পুরুষের নাম।

(কালানুসারে)

বৈশাগ	বৈশাখ মাসে যাহার জন্ম হয়,	হিঁয়ালু	শীতকালে যাহার জন্ম হয়,
আষাড়ু	আষাঢ় ” ”	পোঁয়াতু	শেষ রাত্রে ” ”
ভাদু	ভাদ্র ” ”	দুপরিয়া	বেলা দুইপ্রহরের সময় যাহার জন্ম হয়।
আশিনা	আশ্বিন ” ”	আকালু	দুর্ভিক্ষের সময় যাহার জন্ম হয়।
কাতিরাম	কার্ত্তিক ” ”	গাদল	বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়।
পুষু	পৌষ ” ”	ঝড়ু	ঝড় বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়।
মগা	মাঘ ” ”	মঙ্গলু	মঙ্গলবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
ফাগুণা	ফাল্গুন ” ”	বুদারু	বুধবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
চৈতা	চৈত্র ” ”	বিষাদু	বৃহস্পতিবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
জোনাকু	শুক্লপক্ষে যাহার জন্ম হয়,	শুকারু	শুক্রবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
আঁধুরু	কৃষ্ণপক্ষে ” ”		

অর্থশূন্য নাম।

হাওয়াই, বাওয়াই, ডাওয়াই, চেংটু, খোলাকুটা, খ্যাড়কাটু, খেড়ু, নসু, টোংসা, ভ্যাণ্ডা, প্যাণ্টা, হেদল, পাঁতারু, সাঁতারু, কিনু, কিনা, কাণাকড়ি, কাকিয়া, পিয়ালু, গাদলু, টিঁপোল।

গুণানুসারে রক্ষিত নাম।

গোদড়া	যে মোটা,	মুত্ড়া	
চাঁদিয়া	যাহার মাথায় টাক্ আছে	পচা	যাহার বাল্যকালে খোঁস পচড়া হয়।
নিঝালু	ঝাল অর্থাৎ ক্রোধশূন্য ব্যক্তি	কান্দুড়া	যে বেশী কাঁদে
পাছুড়া		দাউদিয়া	দদ্রুবিশিষ্ট লোক
হাগুড়া		বাউদিয়া	অকর্ম্মণ্য লোকের নাম।
মুত্রা			

ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের নাম।

জউলী	চেঙী	উচ্ছবী	বেঙী	হিন্দো
ঝুলী	উজ্জল	জলডুবী	মন্তে	টুংসী
পাতাণী	বুদো	কাঁদুড়ী	পতন	রতন

ঢেঁসো	ময়না	শীতো	বাইদো	টেপরী
গেণ্টী	মুচো	জলো	বাচ্চাণী	ঝুমরী
বাতসী	পুঁটী	সিদ্দে	সুবল্লী	চামান্নী
ভিকো	সুগো	শাপ্‌ণী	মাইলো	বিধো
দমো	মনো	কোঁকরাণী	ঝাপড়ী	রংমালা
ডোমন	চেম্‌ড়ী	হাইড়ো	ঝনঝণী	ট্যাপো

মঙ্গলী যে মঙ্গলবারে হইয়াছে আঁদারী অন্ধকাররাত্রে জন্মগ্রহণকারী

সাতাসী সাতমাসে যাহার জন্ম জোনাকী জ্যোৎস্নারাত্রে জন্মগ্রহণকারী

টেপরী বাল্যকালে প্লীহাতে টেপামৎস্যের ন্যায় যাহার উদর হয়।

কোণা সূতিকাঘরের কোণা কাটিয়া যাহাকে বাহির করা হইয়াছে।

ব্যবসায় অনুসারে নাম।

দেশীভাষা		অর্থ
গাছুয়া	...	তৈল প্রস্তুত করার গাছ যে সকল মুসলমানের আছে
কাঁটারী	...	পিত্তলনির্ম্মিত বাসনাদি যাহারা মেরামত করিয়া থাকে
ছাপরবন্ধ	...	ঘড়ের ঘর নির্ম্মাণকারী
ছাওয়াল	...	যাহারা পূজাদির সময় মেষ, পাঁঠা ইত্যাদি বলিদান করে।
মাস্‌ড়া	...	মাস মাস বেতন লইয়া যাহারা অপরের কৃষিকার্য্যাদি করে।
পাণাতি	...	পাণবিক্রয় যাহার জীবিকা
গুয়াতি	...	কাঁচা ও শুষ্ক গুপারী বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
মাছুয়া	...	(মেছো) মৎস্য বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
বেহারা	...	পাল্কীবাহক, ঐ সকল লোক মৎস্যও বিক্রয় করিয়া থাকে, মুসলমান ও কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায় ঐ কার্য্য করে।
চাঁড়াল	...	চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, ইহারাও মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
কোট্‌ওয়াল.সাদোয়াদ্	...	কোটাল, জমিদারের মফঃস্বল ও স্বল্পবেতনের জমিদারের আদায়কারী।
মণিহারী	...	বিবিধ প্রকারের খেলনা ও পিত্তলাদির গহনা, ফিতে কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি যাহারা বিক্রয় করিয়া থাকে।
পড়িয়া	...	বস্ত্রবিক্রেতা
কাগজিয়া	...	বহুপূর্ব্বে রঙ্গপুর কাগজ প্রস্তুত হইত; কাগজ প্রস্তুতকারী হিন্দু, মুসলমান সকলকেই কাগজিয়া বলে।

দেশীভাষা		অর্থ
বলদিয়া	...	যে সকল মুসলমান বলদে বোঝাই দিয়া লোকের গৃহে গৃহে তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।
পাইকাড়	...	দালাল, মুসলমানের মধ্যে অবস্থাপন্নেরা এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকে।
গীদাল	...	গানের দলপতি বা অধিকারী
হাওয়াইকর	...	আতস্‌বাজী নির্ম্মাণকারী
ডাওয়াই, ডোম,	...	দরমা, কুলা, ডালা, প্রভৃতি প্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ, ইহারা শূকর পালন করিয়া থাকে।
পরামাণিক, বসুনিয়া	...	গ্রামের মধ্যে মানীলোক যাহারা জমিদারের নিকট সামান্য ভাতা প্রাপ্ত হইয়া মফঃস্বল কর্ম্মচারিগণকে আদায় ও জমির সীমা আদি নির্ণয়ে সাহায্য করিয়া থাকে।
বাদিয়া	...	চর্ম্মব্যবসায়ী জাতি বিশেষ ইহারা বিবাহ পূজা প্রভৃতি ঢোল্ সানাই ইত্যাদি বাজাইয়া থাকে।
গুড়াতী	...	অধিক পরিমাণে গুড়বিক্রেতা মুসলমানের সম্ভ্রমসূচক উপাধি
পাসরী	...	পসারী, মিশ্রি, মসলা, বিবিধ গাছড়া ঔষধ প্রভৃতি বিক্রেতা
বাইন	...	ঢোল, খোল, তবলা প্রভৃতি বাদক
ঘাঁসী	...	ঘেসেড়া, ঘোটকের ঘাস সংগ্রহকারক। মুসলমান ব্যতীত রঙ্গপুরের কোন হিন্দু এই কার্য্য করে না।
রাখোযাল্	...	গো-রক্ষক
হালুয়া	...	হলচালক
রোজা	...	ওঝা, মন্ত্রাদি দ্বারা যাহারা ভূতগ্রস্তের চিকিৎসা করে
গুনী	...	উচাটন, বশীকরণ, মারণ, প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ
পড়ুয়া	...	ছাত্র
আড়াকম্	...	বৃহৎ করাৎ দ্বারা বৃক্ষছেদনকারী হিন্দু অথবা মুসলমান
টউলিয়া	...	দেবালয়ের ভৃত্য
নুনাতী	...	লবণবিক্রেতা
গোয়াল	...	গয়লা, দধি, দুগ্ধবিক্রেতা জাতিবিশেষ
হালাই	...	কাঁচা সন্দেশবিক্রেতার উপাধি
ঘাটিয়াল	...	পাটনী
গাড়ীয়াল	...	গো-শকটচালক
নিকারী	...	খুচরা দালাল,

দেশীভাষা		অর্থ
খড়িয়া	...	ইন্ধনকাষ্ঠবিক্রেতা
সরকার	...	সেহাখতি লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা মুসলমানের উপাধি।
বাণিয়া	...	স্বর্ণকার, স্যাক্‌রা
দেওয়ানী	...	১। পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ত্তা ২। গ্রামের চতুর লোক যাহারা আইন ইত্যাদি জানে এবং মকর্দ্দামা, মামলা, উপস্থিত হইলে পয়সা লইয়া পক্ষাবলম্বন করিয়া পরামর্শ প্রদান ও মোকর্দ্দামা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগ করিয়া থাকে, পল্লীগ্রামে পুলিশ ইহাদের সাহায্যে দোষী নির্দ্দোষ উভয় পক্ষ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই দেওয়ানী শ্রেণী দ্বারা পল্লীগ্রামের সরল এবং দরিদ্র প্রজারা বহু প্রকারে উৎপীড়িত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। ইহারাই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া রাজদ্বারে গমনের যোগাড় করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ করে। পুলিশও ইহাদের কৃপায় বহু অন্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া উদরগহ্বর পূর্ণ করিতেছে। বলা বাহুল্য পুলিশ ও উকীল মোক্তারগণের নিকট এই শ্রেণীর লোক সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে।
মুক্তিয়ার	...	মোক্তার অর্থাৎ পাশ করা নিম্ন শ্রেণীর আইনজ্ঞ। ইহাদের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানী শ্রেণীর অনুরূপ কুপরামর্শদাতা ও অযথা মোকর্দ্দমা ও বিরোধের সৃষ্টিকারক। দরিদ্র প্রজাকুলের শোণিত তুল্য অর্থশোষণে ইহারাও কোন অংশে দেওয়ানীগণ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

খড়ের ঘর ও তাহার সরঞ্জমাদির নাম।

চৌয়ারী	...	চারি চালাযুক্ত ঘর
বাংলাঘর	...	দু চালাযুক্ত ঘর
নাকারী ঘর	...	চারি চালাযুক্ত ঘর, দুই চাল বড় আর দুই চাল ছোট
খান্‌কা	...	সদর ঘর
হাঁইসালঘর	...	রান্নাঘর
গোয়াইলঘর	...	গোয়ালঘর
দৌড় চাল	...	সম্মুখের ও পশ্চাতের চালের নাম।

দেশীভাষা		অর্থ
প্যাকই	…	পার্শ্বের চালা ঘরের নাম
উয়া	…	রুয়া (উচ্চারণপার্থক্য মাত্র)
সাঁড়ক	…	রুয়া যাহার সহিত বাঁধে, দক্ষিণ দেশে কোথাও আটন বলে
সুরসি	…	ছাটন
পাইড়	…	যে চারিটী বাঁশের উপরে চাল স্থাপন করা যায়।
তীর	…	
কাবাড়ী	…	দক্ষিণদেশে বাখারী বলে
টুই	…	ঘরের মট্‌কা
বাওনা	…	ঘরের টুইকে রক্ষা করার জন্য তীরেরউপর যে ১॥০ বা ২ হস্ত পরিমিত বংশখণ্ড স্থাপন করা হয়।
পঁই	…	বাঁশের স্তম্ভ বা খুঁটী
আল	…	ঘরের পাড় রক্ষার্থ যে খাঁচ কাটা হয়, কোন কোন দেশে. কাওাই করা বলে।
টাটি	…	ঘরের বেড়া
খোয়া	…	বেড়া মাটি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বেড়ার নিম্নে বাঁশের যে অর্দ্ধ অংশ দেওয়া যায়।
কুকুয়া	…	উল্লিখিত বাঁশের বাহির দিক্ দিয়া থাকে
কোয়াইড়	…	ঘরের দর্‌মানির্ম্মিত দরওজা
চান্‌কা	…	দরওজার উপরিস্থ অল্লায়তন বেড়া
ধাড়া	…	বাঁশের দর্‌মা
চাঁদওয়ারী	…	দোচালা ঘরের প্রস্থ দিকের দুই চালের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার চালা।
ছাঞ্চ	…	ছাঁচতলা
মোকা	…	গৃহকোণ
মাজিয়া	…	মেজে
কাণি	…	ঘরের কোণা
খেড়, (খ্যাড়)	…	উলুখড়
কাশিয়া খ্যাড়	…	কেশেখড়
আউড়	…	ধান্য কাটা হইলে অবশিষ্ট যে অংশ ভূমিতে থাকে, তাহা কাটিয়া নিতান্ত গরিব লোকেরা ঘরের চাল ঢাকিয়া থাকে।
আঁধারী	…	চালে উলুখড় দেওয়ার পূর্ব্বে অল্প অল্প কেশেখড় দ্বারা চাল গুলিকে ঢাকিয়া লওয়া হয়, তাহাকে আঁধারী পাড়া বলে।

দেশীভাষা		অর্থ
বাদাড়	...	দক্ষিণ দেশের লোকে ঘর ছাইবার সময় যাহাকে বাজার বলে
মুকাড়ী বা দাঁতী	...	ঘর ছাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক চালের মুখ দিয়া চারিখানা বাখারি দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কতকগুলি খড় বাঁধিয়া দেয় ইহাকে মুকাড়ী বলে। দক্ষিণ দেশে এরূপ নাই।
টুই ডাবা	...	ঘরের মটকা মেরামত করা
হাড়বাঁধন	...	ঘর ছাইবার কালে যে সকল বাঁধন দিতে হয়
খোঁষা দেওয়া	...	পুরাতন ঘরে স্থানে স্থানে খড় সংযোগ করা
কাঁড়া	...	চাপের সহিত পাইড়ে যে টানা দেওয়া হয়
সুতলী } বাটি }	...	পাটের সরু দড়ি যাহা দ্বারা ঘর ছাইবার কাজ করিতে হয়।
অসা (রসা)	...	পাটের মোটা দড়ি
ছোতা	...	দুইজনে হাতে ধরিয়া যে পাটের দড়ি প্রস্তুত করে। কোন কোন দেশে তাহাকে কচ্ড়া বলে।
ঝাঁঝিয়া	...	শালকাঠের স্তম্ভ।
মট্কা	...	গোলাঘর।
ছেঁচা	...	বাঁশের ছাঁচা।
মাচা	...	বাঁশ দিয়া প্রস্তুত, ইহাতে দ্রব্যাদি রাখা যায়, অভাবে শয়নও করা যায়।
টং	...	শস্যরক্ষার্থে ক্ষেত্রমধ্যে যে অতি উচ্চ খুটির উপর গৃহ প্রস্তুত হয়।
চেকওয়ার	...	বংশ দ্বারা নির্ম্মিত বাড়ীর ঘেরা
মালানী খোর	...	ইহার গাঁথনে ফাঁক থাকে } খোর দুই প্রকার
চাপা খোর	...	ইহার গাঁথনে ফাঁক থাকে না } খোর দুই প্রকার
বাওটাটি	...	সদর হইতে অন্দর পৃথক্ রাখিবার জন্য যে বেড়া।

গৃহনির্ম্মাণোপযোগী অস্ত্রাদির নাম।

দাও	...	দা
কুড়াল	...	কুঠারী
বাইস্	...	বাসলে
সুয়া	...	বেড়া বাঁধিবার সময় দড়ি ফিরাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়
খন্তি	...	মৃত্তিকাখননের অস্ত্র
থোড়্কো	...	গর্ত্ত হইতে মৃত্তিকাউত্তোলনার্থ ব্যবহৃত বংশনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ
টাকুরাসি	...	পাটের সরু দড়ি প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

কৃষিকার্য্যের সরঞ্জাম।

দেশীভাষা		অর্থ
ণাঙ্গল	...	লাঙ্গল
জেঁায়াল	...	
মই	...	
বিদা	...	না:লা
কুর্শা	...	কঠিন মৃত্তিকাখণ্ড ভাঙ্গিবার জন্য যে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতুড়ী ব্যবহৃত হয়
হাঁচনি	...	হাত লাঙ্গলে ধান্য হইতে বিচালী পৃথক্ করার জন্য যে বংশদণ্ড
পাস্থন	...	খুর্‌পা
কাইচা	...	শস্যছেদনের অস্ত্র
কোদাইল	...	কোদাল
নেংড়া	...	মইএর সহিত আর জেঁায়ালের সহিত যে দড়ি বাঁধা থাকে।
যুক্তি	...	জেঁায়াল গরুর স্কন্ধে সংলগ্ন করিতে যে রসির প্রয়োজন হয়।
ঝাঁপি	...	রৌদ্র ও বৃষ্টিরক্ষার জন্য বাঁশের ও তালপাতা নির্ম্মিত ছত্র।

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সকলের নাম।

ইস্	...	লাঙ্গল সংযুক্ত লম্বা কাষ্ঠদণ্ড
কয়ার	...	যে অংশে লৌহফলক সংযুক্ত থাকে
ফাল	...	লৌহফলক
মুটিয়া	...	লাঙ্গলের যে স্থান কৃষক ধরিয়া থাকে
পাতার	...	ইস্ লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য যে বাঁশের ফলক দেওয়া হয়
লানাই	...	ইসের গোড়ায় যে অঁাচ যাহাতে লাঙ্গল আটক থাকে
আম্‌ড়া	...	ইসের সহিত জেঁায়াল বাঁধিবার জন্য যে পাঁজ কাটা থাকে
মুন্সী	...	লাঙ্গল সংযুক্ত বংশদণ্ড

ধান্য গাছ হইতে পৃথক করাকে—"মলান করা" বা "মাড়া" বলে।

ধান্য হইতে খড় কুটা ইত্যাদি কুলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার নাম—"বাও দেওয়া"।

চাউল প্রস্তুতের জন্য সিদ্ধ করাকে—'উষান' কহে।

ঢেঁকী-যন্ত্রে চাউল প্রস্তুত করাকে···বারাবাণা বলে।

ধান্য গাছ সকল কাটিয়া স্তূপাকৃতি করিয়া রাখার নাম—"পুঁজান"।

যে পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে ধান্য গাছ হইতে পৃথক্ করা হয় তাহাকে—"খলান" বলে।

পোয়াল	...	বিচালী।
ফাউড়ী	...	ধান্যস্তূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরানের যন্ত্র।

কুশাইয়ের গাছ অর্থাৎ আক মাড়িবার দেশীয় যন্ত্রাদি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে সম্প্রতি দেশীয় যন্ত্রের পরিবর্ত্তে রেণিক্ ও বার্ণ কোম্পানীর লৌহযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে ও দেশীয় যন্ত্রাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

দেশীয় আকমাড়া যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম।

বুড়ীগাছ	...	যে কর্ত্তিত বৃহৎ গাছের গুঁড়ির কতক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া উপরে তিন হস্ত পরিমিত অংশ রাখা হয় ও তাহাতে একটী বৃহৎ গর্ত্ত করা হয়।
গুণা	...	ঐ গর্ত্তে ইক্ষুদণ্ডগুলিকে পেষণ করিবার জন্য যে ৮।১০ হাত লম্বা কাষ্ঠদণ্ড স্থাপন করা হয়।
কাত্‌রী	...	অপর একটী ৪।৫ হাত লম্বা কাষ্ঠখণ্ড যাহার সহিত গরু যোড়া হয় এবং যাহার উপরে বসিয়া একটী মনুষ্য গরুকে চালিত করে।
সুয়া	...	কাত্‌রীকে গুণার সহিত সংযুক্ত রাখিবার জন্য তাহার মস্তকোপরি যে কাষ্ঠ খণ্ড ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বাটির অনুরূপ একটী গর্ত্ত কাটা থাকে।
পাত্‌লা	...	বুড়া গাছটীর নিম্ন ভাগে ইক্ষুরসনির্গমনের যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রণালী সংযুক্ত থাকে।
মোরা	...	মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃহৎ গামলা যাহাতে ইক্ষুরস পতিত হয়।
ছুঁদা	...	ইক্ষুরসের গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য যে বৃহৎ উনামশ্রেণী মৃত্তিকায় খনন করা হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বৃহৎ 'কড়াই' বা কটাহ ও ৬টা খোরা" অর্থাৎ মৃত্তিকার গামলা ছুঁদার উপর বসান হয়। এক সঙ্গে ঐ সকল সংযুক্ত উনানে জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে।

নকী	...	যে শুষ্ক লাউএর খোলের সহিত একটী বংশদণ্ড সংযুক্ত করিয়া কটাহ হইতে উত্তপ্ত গুড় উঠান হয়।
ছেউনী	...	যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ইক্ষুদণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।
কাত্‌রা	...	কাষ্ঠনির্ম্মিত তস্‌লা; যাহার মধ্যে ৫।৬ খানি ইক্ষু স্থাপন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।

ঘাণীগাছ অর্থাৎ—তৈল মাড়িবার দেশীয় যন্ত্র এই যন্ত্র ইক্ষু মাড়িবার দেশীয় যন্ত্রের অনুরূপ কেবল ইহার সরিষা পেষণের দণ্ডটীকে "গুণা" না বলিয়া "যাইট" বা জাট বলা হয় এবং

কাত্‌রীর উপরে পেষণ কার্য্যের সুবিধার জন্য "ভরা" অর্থাৎ কাষ্ঠ বা পাথরের একটী ভারী দ্রব্য স্থাপিত হইয়া থাকে।

ঠুলী	...	বলদের চক্ষের আবরণ

শস্যের মাপ।

৬০ সিক্কা (কাঁচা) ও ৯০ সিক্কা (পাকা) ওজনে সের ধরিয়া এক সের পরিমাণ তণ্ডুল যে বেত্র নির্ম্মিত পাত্রে ধরে তাহাকে "টালা" বলে।

(কাঁচা) ৩ টালা	...	এক দোন।
২০ দোনে	...	এক বিশ।
১৬ বিশে	...	এক পৌটী।

তামাকের ওজনে কালাচাঁদী মণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কাঁচা ৭।।০ মণে এক মণ।

আবাদ ক্ষেত্রের নাম।

দেশীয় ভাষা		অর্থ
জমি, ভুঞ্‌ঞ	...	ক্ষেত্র
উঁচা	...	এই সকল জমিতে পাট, কলাই ও আশুধান্য, চাষ হয়
দোলা	...	হৈমন্তিক ধান্যাদি আবাদের উপযুক্ত জমি
ভাঁট	...	যে স্থানে গৃহাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তামাক, আলু, ইত্যাদিও সময়ে সময়ে আবাদ হয়।
খেড় বাড়ি	...	যে জমিতে ঘর ছাউনির খড় রক্ষা করা হয়
বাঁশবাড়ি	...	যে জমিতে বাঁশ জন্মে
আইল	...	ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের বন্ধনী
মাল্লি	...	মৎস্য আটক রাখায় জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়
পাগার	...	পগার।
জান	...	মৎস্য ধরিবার জন্য যে গর্ত্ত খনন করা হয়
বাস্তু	...	বসত বাটীর তলস্থ ভুমি।

কৃষিজাত শস্যের নাম।

ধান্য দুই প্রকার যথা

বিত্‌রী	...	আশু ধান্য
হেঁউত	...	হৈমন্তিক।

বিভিন্ন প্রকার বিত্‌রী ধান্যের নাম।

গড়িয়া, ধনকাচাই, জাবর-সাইল, নেলপাই, বোয়ালদার, আউশ, মালাসিরা, বটি, চাপালো, পাড়াসী, ছাতন-ডুম্‌রা ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার হৈমন্তিক ধান্যের নাম।

অতি সূক্ষ্মধান্য—বিন্নফুল, গোপাল ভোগ, জগন্নাথ ভোগ, উকনি মধু, দাউদখানি, পক্ষীরাজ, পর্ব্বতজিরা, দুধকলম, চন্দনচুর, কাটার ডাপ।

মধ্যম রকমের মোটা—বেত, পাকড়ী, পানি সাইল, কচুদালা, মালশিরা, ঞুচর সাইল, যশোয়া, ইত্যাদি (মোটা) কালা সাঞলা ইত্যাদি।

দেশীভাষা		অর্থ
গোম	...	গম।
কাউন	...	কাউনি।
চিনিয়া	...	চিনে।
মুসুর	...	মুসুরী।
খেসারী (উচ্চারণ খাসারী)		
টাউরী	...	মাসকলাই।
কুলটী	...	ঐ জাতীয় আর এক প্রকার কলাই।
অহর	...	অরহর
জোয়ার	..	মকাই
শস্‌সা	...	সরিষা
তামাকু	..	তামাক।
হামাকুর	...	ইহা এক শ্রেণীর তামাকের নাম; অত্যন্ত তীব্র কেবল পাণের সহিত খাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম।—জাতভেলেঙ্গি, শগুনভেলেঙ্গি, গোছ্‌ড়া, নাওখোল, সেন্দুর-খতুয়া, সুরুযমুখী, বানুয়া।

কোষ্ঠা পাট শণ শোণ

কুস্কুরা শোণজাতীয় চারাগাছ, যাহার আঁসে মাছ ধরা সূতা ও জালাদি প্রস্তুত হয়।

কুশাইর আখ, বিভিন্ন প্রকার আখের নাম।—খেড়ী, হেওামুখী, মুগী (লম্বা আখ), বোম্বাই (লালমোটা আখ) কাজ্‌লা (লালসরু আখ)

অসুন রসুন পেঁয়াজ পলাণ্ডু

মোতা জলজঘাস, যাহা দ্বারা মাদুর প্রস্তুত হয়।

কচু চারিপ্রকার যথা—আটিয়াকচু, মানাকচু, বাঁশকচু, বইকচু।

সরিষা তিঁন প্রকার যথা—রাইসস্‌সা, টোড়াসস্‌সা, জাতিসস্‌সা।

গোল আলু প্রধানতঃ তিন প্রকার—সেন্দূর-খটুয়া, শীলবিলাতী, ধলাআলু। পুরাআলু, গোঁজাআলু, হাথীপাঁয়াআলু, তেপাতাআলু, সেকরকন্দআলু, বাগগোপাআলু, মাছআলু, কাঠাআলু, কেশরআলু, প্রভৃতি মেটো আলু।

মৎস্য ধরার সরঞ্জাম।

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
জন্‌গা	বংশনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ	ডেঁড়ু	বংশনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ
পলাই	ঐ	পেষ্ঠী	ঐ
জাকই	ঐ	ঢাঙ্গী	ঐ
হেঙ্গা, ভগা	ঐ	ধোড়্‌কা	ঐ
কোঁচা—বংশখণ্ডে সংযুক্ত লৌহ ফলক, যদ্দ্বারা মৎস্যকে বিদ্ধ করিয়া মারা হয়।		ঠুসী	ঐ

বিভিন্ন প্রকার মৎস্যধরা জালের নাম—ফাঁসীজাল, ঝাঁটজাল, চট্‌কাজাল।

মৎস্যের নাম।

সেরণপুটী	বড় বড় পুটী	ছাঁড়কা	ডানকাণা
খলসা	খয়রামাছ বা খোল্‌সে	ফ্রিচ্‌লা	ছোট ছোট চিংড়ি মাছ
চেঙ্	যে গড়াই লাফাইয়া ২ চলে	শউল	শকুলমৎস্য
চাক্‌মাছ	বৃহৎ কচ্ছপ	ছুড়া	ছোট কচ্ছপ
চেলা	ছুঁইমাছ	মওয়া	মৌরুল্যা
ধেঁড়াই	কোন কোন দেশে ভ্যাদা	ভাংনা	বাঁটা
গচি	ছোট বাইন মৎস্য বা পাকাল	চেংটি	ছোট ছোট গড়াই মৎস্য
সাঁটী, টাকী	ল্যাটামাছ	ট্যাংনা	টেংরা
গড়াই	ঐ	খাক্‌লে	

বিভিন্ন প্রকার পশুর নাম।

গাই	গাভী	বাছুর	গোবৎস,
দামড়ী, বা আঁড়িয়া	এঁড়েগরু।	দাম্‌ড়ী বা দামুড়া	বক্‌না গরু
হালুয়া গরু বা বলদ	বলদ ;	নাকোয়ান	যে গরুর নাক দড়ি বিদ্ধ
ঘোঁড়া	অশ্ব,	টাটু	পুরুষ অশ্ব
মাদি ঘোঁড়া	স্ত্রী অশ্ব	উভয়লিঙ্গ ভঁইস্	মহিষ
হাথী	হস্তী	মাখ্‌না	দন্তবিহীন পুং হস্তী
মাত্‌ড়া হাথী	হস্তী	দাঁতাল	দন্তযুক্ত ঐ
মাত্‌ড়ী	হস্তিনী	গণেশ	একদন্ত ঐ

হস্তীর নাম—যাত্রাকালী, যাত্রামঙ্গল, রংমালা, পটী, শামলাল দুর্গাপ্রসাদ, হীরাপ্রসাদ, জংবাহাদুর, পবনপেয়ারী, মতিগজ, মতিমালা, বাতাসী।

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
মাহুৎ	হস্তিচালক,	সরে মাহুৎ	প্রধান হস্তিচালক।
মেট্ মাহুৎ	হস্তীর আহার্য্য সংগ্রাহক	চারা	হস্তীর খাদ্য
চরাই	হস্তীকে স্বাধীনভাবে খাইতে দেওয়া	ভাকুড়	হস্তিবন্ধনের স্তম্ভ
		থান্	হস্তিবন্ধনের স্থান
আণ্ডু	কাঁটাযুক্ত লৌহ নির্ম্মিত হস্তিপদ বন্ধনী	বেড়ী	লৌহ-শৃঙ্খল।
		চারজামা	হস্তীর পৃষ্ঠে বসিবার জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসন
ছুড়	লৌহ ফলক যুক্ত ৫।৬ হাত লম্বা বংশ-দণ্ড, যাহা দ্বারা হস্তীকে আঘাত করা হয়।	ডাঙ্গস্	অঙ্কুশ
		ঝুল্টি বা গলাঞ্চি	হস্তীর গলা বেষ্টনের দড়ি
		ডুম্চি	হস্তীর লেজের নিম্নে যে বক্র লৌহ থাকে।
ডুম্	হস্তীর লেজ।		
হাইলোন	হালোয়ান ছাগল	মেড়া	মেষ,
বকরী	ছাগল	এঁ্যাহুর	মূষিক।
পাঠা	ঐ	বিলাই	বিড়াল
ভোটা	কুক্কুর	ভোটী	কুক্কুরী
সনেয়া	ছোট ইঁদুর	ধড়েয়া	বড় ইঁদুর
চিকা	ছুঁছা,	সাঁইল্লা	গন্ধ মুষিক
বাগ	ব্যাঘ্র	বাগিণী	ব্যাঘ্রী;
শুওর	শূকর,	শোশা	শশক।
গঁয়দা	খট্টাশ	বেজী	নকুল
ছেদার	শজারু	খ্যাক্‌শিয়াল	খেঁক্‌শিয়াল
গাঁড়ো, হাঁপা	বনবিড়াল	ভাণ্ডি	ভল্লুক,

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

প্রাচীন মুসলমান কবিগণ।*

এই প্রবন্ধে ৮৫ জন মুসলমান কবির নাম প্রদত্ত হইল। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একমাত্র চট্টগ্রাম হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালায় কত কবির আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও অদ্যাপি সকল স্থানের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। সুতরাং এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

এই ৮৫ জন ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রকাশিত না থাকায় জানা যাইতে পারে নাই। অনেক কবি কোন ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনা না করিয়া কেবল সঙ্গীত, পদ ইত্যাদিই লিখিয়া গিয়াছেন।

এই তালিকাভুক্ত কবিগণের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিয়াছেন, অথচ রচিত গ্রন্থাদির আরবী পারসী নামকরণ করিয়াছেন। অনেকগুলি আরবী পারসী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ বিধায় এরূপ নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান কবিগণের সময় নির্দ্ধারণের সুযোগ আজও উপস্থিত হয় নাই। সংগ্রহকার্য্য শেষ হইলে এবং তাহা মুদ্রাযন্ত্র সাহায্যে লোকলোচনের গোচরীভূত হইলেই সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। কেবল অত্যল্প কবিই স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে আপনার পরিচয় বা আবির্ভাব কালের সামান্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রায় সমস্ত কবিই ১০০ হইতে ৩৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইবেন। অবশ্য দু'চারজন কবি খুব আধুনিকও হইতে পারেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ৪০ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক কবি আছেন।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অদ্যাপি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য-পরিষৎ ও মুসলমান শিক্ষা-সমিতি তাহার উদ্ধারের জন্য মনোযোগী হইলে মুসলমান জাতির বিশেষ গৌরব ও উপকারের কাজ করা হইবে। নিম্নে কবিগণের ও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের নাম ও সংখ্যা দেওয়া হইল।—

১। কমরআলী—১ রাধার সংবাদ—ঋতুর বারমাস। ২ বৈষ্ণবপদাবলী।

২। সেখজালাল—১ সখীর বারমাস।

৩। (মোহাম্মদ) হারিপণ্ডিত—১ জৈগুনের বারমাস। ২ মেহের নেগারের বারমাস।

৪। মতিউল্লা—১ রসরঙ্গের বারমাস।

৫। দৌলতউজীর—১ লয়লা মজনু। প্রায় ২০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক।

---

* গত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ত্রিপুরা লাকসাম গ্রামে যে মুসলমানশিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় পরিষদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বক্তৃতা মধ্যে এই প্রবন্ধ উল্লিখিত হয়।

৬। মোহাম্মদ খাঁ—১ মুক্তাল হোসেন। ২ কেয়ামত-নামা। ৩ কাসিম-যুদ্ধ। ইনি বহু দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। ইঁহার বিস্তারিত পরিচয় আছে।

৭। মুজাফর—১ হানিফার পত্রের উত্তর। ২ ইনান দেশের পুঁথি।

৮। সৈয়দ সুলতান—১ জ্ঞান-প্রদীপ। ২ সবে-মেয়ারাজ। ৩ জ্ঞান-চৌতিশা। ৪ অফাত-রছুল। ৫ হজরত মোহাম্মদ চরিত।

৯। আলাওল—১ পদ্মাবতী। ২ সয়ফল মুল্লুক-বদিয়ুজ্জামাল। ৩ সেকান্দরনামা। ৩ হপ্ত-পয়কর। ৫ সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী। ৬ তউফা। ৭ রাগনামা। ৮ বৈষ্ণবকবিতা।

১০। দৌলতকাজি—১ সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী।

১১। নছরোল্লা খাঁ—১ জঙ্গনামা।

১২। সাহাবদিউদ্দীন—১ ফতেমার ছুরতনামা। ২ দরবেশী বা বৈষ্ণবপদ।

১৩। আলিরাজা বা কানুফকির—১ জ্ঞানসাগর। ২ ধ্যানমালা। ৩ সিরাজকুলুপ। ৪ যোগ-কালন্দর। ৫ দরবেশী ও বৈষ্ণবকবিতা।

১৪। নূরমোহাম্মদ—১ মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

১৫। চান্দ—১ সাহাদুল্লা-পীর পুঁথি।

১৬। নছরোল্লা—১ মুসার ছওয়াল।

১৭। জীবনআলী (পণ্ডিত)—১রাগতালের পুঁথি।

১৮। মোহাম্মদ আকবর—১ জেবলমুল্লুক্-সামারোখের পুঁথি।

১৯। চাম্পাগাজী (পণ্ডিত)—১ বৈষ্ণব-কবিতা। ২ রাগতালের পুঁথি। ৩ সৃষ্টিপত্তন।

২০। কাজি হাসমত আলী চৌধুরী—১ ফগ্‌ফুর্‌সাহ্। ২ আলেফ্‌লায়্‌লা বা আরব্যোপন্যাস।

২১। সরিফ—১ লালমতী-সয়ফলমুল্লুক্।

২২। করিমউল্লা—১ যামিনীভান।

২৩। মোতল্লিব—১ কিফাইতোল্‌মোছল্লিন্।

২৪। সৈয়দ নূরউদ্দীন—১ রাহাতুল্‌কুতুব। ২ দাকায়েৎ।

২৫। সেখমুনসুর—১ আমীর (মোহাম্মদ হানিফার) জঙ্গ।

২৬। আরিফ—১ লালমনের কেচ্ছা।

২৭। মোহাম্মদ রাজা (রেজা)—১ তামিম-গোলাল-চৈতন্য সিলাল।

২৮। হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর '(তওয়ারিখী-হামিদী'-প্রণেতা)—১ ক্লীবত্ব-মোচন। ২ ত্রাণপথ।

২৯। মোজাম্মেল—১ ছাহাৎনামা।

৩০। বালক ফকির—১ নামহীন পুঁথি।

৩১। মোহাম্মদ আলী—১ কিফাইতোলমোছল্লিন্। ২ মুরসিদের বারমাস। ৩ পারমার্থিক সঙ্গীত।

৩২। মোহাম্মদ কাসিম—১ সুল্‌তান জম্‌জমার পুঁথি।
৩৩। মোহাম্মদ সফি—১ নূরকন্দিল।
৩৪। সের বাজ—১ মল্লিকার হাজার সওয়াল।
৩৫। জৈনউদ্দীন—১ নামহীন পুঁথি।
৩৬। সেখ ফয়েজ উল্লা—১ গোর্খ (গোরক্ষ) বিজয়।
৩৭। হাসিম পণ্ডিত—১ রাধিকার বারমাস। ২ বৈষ্ণব ও পারমার্থিক কবিতা।
৩৮। রফিউদ্দী—১ জেবলমুল্লুক সামারোখের পুঁথি।
৩৯। হাজি মোহাম্মদ—১ নামহীন পুঁথি।
৪০। কবির মোহাম্মদ—রঙ্গমালা।
৪১। সমসের আলী—১ রেজওয়ান সাহা।
৪২। ফকিরহোসেন—১ আমছেপারার ব্যাখ্যা।
৪৩। কমরআলী (২য়)—১ নামহীন পুঁথি।
৪৪। বদিউদ্দীন কাজি—১ চিপ্ত ইমান।
৪৫। গেলাম মাওলা—১ সুলতান জম্‌জমার পুঁথি।
৪৬। সমছদ্দি ছিদ্দিকী—১ ভাবলাভ।
৪৭। আবদুলহাকিম—১ ইউসুফ জেলেখা। ২ লালমতী-সয়ফলমুল্লুক্।
৪৮। বনিজ মোহম্মেদ—১ ইমাম সাগর।
৪৯। সের তনু—১ ফাতেমার ছুরৎনামা।
৫০। দানিস কাজি—১ সৃষ্টিপত্তন। ২ পারমার্থিক সঙ্গীত।
৫১। মোহাম্মদ হানিফ বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৫২। মীর্জা ফয়েজুল্লা " "
৫৩। মীর্জা কাঙ্গালী " "
৫৪। আবাল ফকির " "
৫৫। পীর মোহাম্মদ " "
৫৬। সের চাঁদ " "
৫৭। সৈয়দ আবদুল্লা " "
৫৮। নাসির মোহাম্মদ " "
৫৯। সৈয়দ আইনদ্দীন " "
৬০। নাছিরদ্দীন " "
৬১। মোছন আলী " "
৬২। বক্‌সা আলী " "
৬৩। এবাদোল্লা " "

৬৪। লাল বেগ	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৬৫। আবদুল মালী	” ”
৬৬। সৈয়দ মর্ত্তুজা	” ”
৬৭। সেখ ভিখন	” ”
৬৮। সাল বেগ	” ”
৬৯। কবীর	” ”
৭০। আকবর সাহ	” ”
৭১। সেখ ফতন (পোতন)	” ”
৭২। আলী মর্দ্দীন	” ”
৭৩। এর্সাদ উল্লা	পারমার্থিক সঙ্গীতরচয়িতা।
৭৪। সর্ফত উল্লা	” ”
৭৫। আমীর আলী	” ”
৭৬। আলী মিঞা	” ”
৭৭। দেওয়ান আলী সাহ	” ”
৭৮। ফুলা মিঞা	বৈষ্ণব পদাবলী লেখক।
৭৯। মনোহর	” ”
৮০। আব্বাছ (আলী)	পারমার্থিক সঙ্গীতকর্ত্তা।
৮১। আফঝল	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৮২। সমসের (আলী)	” ”
৮৩। আবদুল ওহাব	” ”
৮৪। আমান	” ”
৮৫। সৈয়দ জাফর	শাক্তসঙ্গীতরচয়িতা।

আবদুল করিম।

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে সকল নিরক্ষর কবির দল যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কবিতা রচনা করিতে গিয়া ধর্ম্মভাবের সঙ্গে উন্নতধরণের কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহারা প্রায়শই জাতিবিশেষের ধর্ম্ম বা সামাজিক রীতি নীতির অনুযায়ী না হইয়া সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমিকতার সাহায্যে জাগতিক ধর্ম্মের ছায়া অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়া সমশ্রেণীর মধ্যে কতকটা উন্নতভাবের সমাবেশ করিয়া থাকে। একটি সারিগীতে উল্লেখ আছে যে—

সারি-গীত।

"আগম নিগম হদিশ কোরাণ পয়দা যার হাতে।
জনম ফৌত আস্‌মান পানি সে দেয় দুনিয়াতে॥
ইমাম হোসেন হজরতের পোতা সহিদ কারবোলাতে।
রামের সীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে॥
হায় রে হায় এসব খেলা যে খেলেরে ভাই।
লোকে তারে বলে আল্লা হরি কৃষ্ণ সাঁই॥" ইত্যাদি

সারিগীতের আদর এবং যত্ন বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

নিরক্ষর-কবিসমাজের মধ্যে সারিগীত-রচয়িতারাই অতি উন্নতভাবের মার্জ্জিত কবিতা রচনা করিতে সুপটু। যত প্রকার গ্রাম্যকবিতা আছে, তাহার মধ্যে সারিগীতই শ্রেষ্ঠ।

যখন দেশের লোকে ইতিহাস বলিয়া কোন গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর করে নাই, তখন নিরক্ষর কবিগণের গ্রথিত গানই দেশের ঐতিহাসিক জ্ঞানদাতা ছিল।

ঐতিহাসিক গীত।

১। ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়াল বর্গি এলো দেশে
চড়ুই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।
নাড়া কেটে ভাড়া দেব থাক্‌গে জমিদার বসে।

এই শ্লোকটীর মূলে একটি রাজনৈতিক ভাব এবং দেশের উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যবিপর্য্যয়মিশ্রিত বা রাজস্ববিপ্লবভাব নিহিত আছে। বর্গি নামক মারহাট্টা জাতির উপদ্রব এবং তাৎকালিক জমিদার প্রজার আন্তরিক গতি ও দেশের শস্যবিপর্য্যয় লইয়া নিরক্ষর কবিগণ শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিল।

২। হাতীকো পর হাওদা ঘোড়াপর জিন।
জলদি আও জলদি আও সাহেব হেষ্টিন্।

৩। সেবিষম কুলবেড়ে, সেপাহীতে নেয় কেড়ে, পরাণে না মেরে। ইত্যাদি

এইরূপ ভাবের কত প্রকার শ্লোক তৎকালের দরিদ্রা রমণীগণ চরকা কাটিবার সময় সমস্বরে গান করিত। তাহাদের নিকট হইতে শিশুগণ শিক্ষা করিয়া এই সকল ওজোগুণময়ী কবিতা মাঠে মাঠে প্রান্তরে প্রান্তরে গান করিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত কবিতাকর্ত্তারা নিরক্ষর কি না তাহা কবিতাগুলির ভাষায় উপলব্ধি হইবে।

৪। সুতীর রাজা নন্দকুমার, লক্ষ বামুণ কল্লে সুমার। ইত্যাদি

৫। আজগবী এক আইন হয়েছে,
কৌন্‌চলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাধিয়েছে।
হায় রে হায় একি হলো বামুণের ফাঁসি হলো,
নন্দকুমার মারা গেল গুরুদাস ধূলায় পড়েছে। ইত্যাদি

৬। জগত শেঠের বাড়ি, উমিচাঁদের দাড়ি, আর গোবিন্দলালের ছড়ি।

অতঃপর আর একরূপ অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করা যাইতেছে। এই সময় দেশের মুসলমান-গৌরবরবি চির অস্তগমনের পথে গমন করিতেছিলেন, শ্বেতদ্বীপরাজলক্ষ্মী এই সময় তাঁহার বিশ্বগ্রাসী হৃদয় পাতিয়া পুত্রগণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন এবং বিধাতা গোপনে থাকিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা স্বরূপ ইংরেজকে এই দেশে কোরাণিকগণের তরবারির শাসন হইতে সভ্যতা শিক্ষা দিতে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। ঠিক্ এই সময় অভিশপ্ত বঙ্গভূমির নিরক্ষর কবিগণ "প্রসিদ্ধ গিরিয়া উত্থানের" আলিবর্দ্দী ও সরফরাজ খাঁর সমরকাহিনী বিবাদ-ব্যাপার লইয়াও অনেক কবিতা প্রস্তুত করিয়াছিল। যথা—

১। সহর হইতে নবাব হইল বাহির সহর ক'রে খালি।
দিনে দিনে সোণার বরণ হয়ে গেল কালী।
মারা মারি লেগে গেল "গিরিয়া" ময়দানে।
কান্দে বাঙ্গলার সুবেদার হাপুস নয়নে।
পূর্ব্বেতে করিল মানা জাফর খাঁ নানা।
ভাল মন্দ হলে নবাব সহর ছেড় না।
গিয়াস খাঁ বলিল তখন শুন নবাবজি।
আলিবর্দ্দীর শির কেটে এনে দিব আজি।
শুন শুন ওরে গিয়াস পাঠানের জাতি।
ময়দানে পড়িল যেন মার আর কাটি।
পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণের স্থানে।
আলিবর্দ্দীর তাম্বু পড়ে গিরিয়া ময়দানে।
শুন তুমি ওরে গিয়াস বলি যে তোমাকে।
ভাইজান মিশিতে আসে লড়াই বল কাকে।

হায় গো আল্লা বারি তাল্লা খেয়াল দিন রেতে
গিয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দীর সাথে।
মার মার করে গিয়াস লড়াই করিল
কলার বাগানে যেন ঝুড়িতে লাগিল।
তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে,
গিয়াস খাঁ করে লড়াই ঢাল মুড়ি দিয়ে।
ভাল ভাল কামান সব করিলেক বিলি
নবাবের কামানে ভরা ইট আর বালি।
দশ কাঠা জমি নিয়ে গিয়াস খাঁর ঘোড়া ফিরে
হাজার হাজার পলটন এক চক্করে মারে।
হাতী পড়িল ঢুল ঢুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে
পাঞ্জাদার ডুবাইল সাহস বিলের কোণে॥

আবার পলাশীর সমরকাহিনী লইয়াও গ্রাম্য কবিগণ নীরব ছিলেন না, তাহাদের কবিত্ব-বৈভব বঙ্গভূমির, এমন কি, সমগ্র ভারতভূমির দৈবপরিবর্ত্তনের ঘটনা কি বিস্মৃত হইতে পারে? যথা—

২। কি হলো রে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গা গুলি লাল কুর্ত্তি গায়
হাটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়।
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী
কল্‌কেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি।
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান
মীরজাফরের দাগা-বাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে বঙ্গের শেষ নবাব্ মীরকাসেমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার আভাস লইয়া তৎকালের গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক গ্রাম্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিল, যথা—

৩। বাঙ্গলামুখি করে পানসী ভরে দেখ্‌তে লাগে ভাল।
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্ত্তি লালে লাল॥

৪। শোন শোন এক ভাবে কাব্যরসের কথা
নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা ॥
৫। সঙ্গে আছে তুরুক সোয়ার
আগুন পানি নাহি মানে করে মার মার ॥
৬। সাম্‌নে গুল্‌কি গেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা।
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মামুদতকীর ঘোড়া ॥
৭। ফিরিল মামুদতকী তাহা দেখি দাঁতে কাটে ঘাস।
বাবুজান একটি চাকর তেরা নফর গায়ে ভরা মাস ॥

ইত্যাদি রূপ গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক রূপ কবিত্বের আলোচনা করিয়াছিল।

বঙ্গের নিরক্ষর ধর্ম্মভাবগ্রাহী কৃষিসমাজ "গুরুসত্য" নামে একটি অভিনব ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া তাহাদের কবিজনসুলভ কাব্যরসের মাধুর্য্যে সমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে। এবং নিম্নশ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান অনেক অজ্ঞানী বা সন্দেহজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক উন্নতি জন্মাইয়া দিতেছে। যে সকল লোক 'গুরুসত্য'মতের অনুযায়ী ক্রিয়াপদ্ধতি লইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহারা প্রায় সকলেই সংসারে একরূপ নির্লিপ্ত। ইহাদের দৈনিককার্য্য সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা নিষ্কাম ধরণের। এই মতের প্রধানগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক। ইহারা গৃহস্থ অথবা শিষ্যের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করে এবং গুরুনামে দেবতা অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপাসনাক্রম শিক্ষা দেয় ও উচ্চৈঃস্বরে "জিগীর" নামে একপ্রকার শব্দ করে। শিষ্যগণ এই সকল গুরুগায়কের সঙ্গে তৈল, পান, ও তামাক ব্যবহার করিয়া গীত গাইতে থাকে।

গুরুসত্য।

এই 'গুরুসত্য'গানের কবিত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আমরা "লালন ফকীরের" ও "ঈশানফকীরের" গীত উল্লেখ করিব। এই দুইকবি যে কত গুরুসত্য সঙ্গীত প্রচার করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির বাহিরে। বোধ হয়, সমস্ত গুরুসত্য সঙ্গীতগুলি একত্র প্রকাশিত হইলে "বিশ্বকোষ" অভিধানের ন্যায় একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত সঙ্গীত উদ্ধৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং সাধ্যও নহে। নলেগীত অধ্যায়ে লালনফকীরের অনেক কথা বলা হইয়াছে, তবে ঈশানফকীরের কিছু পরিচয় এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। "অকূল দরিয়ায় পড়ে দয়াল আমি না জানি সাঁতার।
না জানি সাঁতার আমি না বুঝি ব্যাপার ॥
কত ঢেউ কত তুফান উঠে দিবারাতি।
আমি, একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি ॥ (দয়াল করি যে বসতি)

তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাথার।
এবার পড়েছি পাথার॥" ইত্যাদি

আহা এইরূপ একপ্রাণতা, এইরূপ তন্ময়তা, এইরূপ গভীর ভাবুকতা গ্রাম্যকবিতার মধ্যে কেবল গুরুসত্য গীতেই শোভা পায়। একচখো দৃষ্টি না হইলে আর পাথারে পড়িয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, তাই নিরক্ষর কবি গাইল, "একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি"।

একদিন চৈত্রমাসের দিবাবসানে আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে আমার জন্মভূমি শিঙ্গা-শুলপুরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় একজন দশমবর্ষ-বয়ঃক্রম নমঃশূদ্রশিশু একটি গুরুসত্য গান গাইয়া গোরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, গীত শুনিয়া আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া তাহার সঙ্গে চণ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম আজ প্রসঙ্গাধীন সেই গীতটি উদ্ধৃত করিয়া গুরুসত্য সঙ্গীতের কবিতা পাঠকের সম্মুখে ধরিব। যথা—

২। "আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল ফুটেছে আখীর।
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে জাহির, রে সম্মুখে জাহির॥
ফুল ঝরে পাখী উড়ে পাতায় শিশির
গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির, দয়াল আলোক শশীর।
তাই ভেবে কান্দে ঈশান যাতনা গভীর, বড় যাতনা গভীর॥"

একে বালকণ্ঠ, তাহাতে গুরুসত্য সঙ্গীতের সেই আবেগময়ী মনোমুগ্ধকর সরল প্রাণস্পর্শী স্থর—তাহার উপর ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বর্ণনায় আমাকে প্রকৃতই তন্ময়ত্ব শিক্ষা দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্যসঙ্গীত-গায়কগণের বড় ভক্ত হইয়া উঠিলাম।

পাঠক মহাশয় নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট ইহা অপেক্ষা উচ্চধরণের সর্ব্বজনীন বিশ্বময় সৌন্দর্য্য স্পৃহাশক্তি আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন? বিশ্বাস সে হৃদয়ে ঘনীভূত, ভক্তি সে হৃদয়ে শতমুখী। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র এই নিরক্ষর কবিহৃদয়কে ধন্য! কাব্যরসগ্রাহী ভাবুক গুরুসত্য-পথাবলম্বী এই নিরক্ষর কবি-শিষ্যগণকে ধন্য!

৩। জীবনে নাই রে আশা, কর শ্রীগুরুচরণ ভরসা, ও তোর মাটির দেহের নাই ভরসা।
ও মন এই দেহের গুমর মিছে, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে,
কালশমনে ফাঁদ্ পেতেছে ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।
ও মন ভাই বল বন্ধু বল, সময়ে সকলি ভাল—
গুরু বিনে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাসা।
ও মন অষ্টম জনে কাষ্ঠ নেবে, মেটে ঘড়া সঙ্গে দিবে।
দু'জনাতে কাঁদে লবে, নদীর কূলে দিবে বাসা।

৪। এই ভবে গুরুর চরণ তরণী করে নেও না।
শ্রীগুরুকাণ্ডারী ক'রে নিত্যধামে যাও না।

ছয়জন সঙ্গে যুক্তি করে, পাঁচজনেতে আড়িমারে
ভক্তিরাখি গুরুর পায়ে নামের নৌকায় চড় না।
এবার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে ভবপারে যাও না। ইত্যাদি

৫। ও গুরু সাধের ময়না কোন দিন উড়ে যাবে রে, উড়ে যাবে রে।
তখন খালি খাঁচা পড়ে রবে রে, পড়ে রবে রে।
গুরু আমার মনের মাণিক, আমি গুরুর পোষা শালিক,
গুরুর দয়া বিনে ধরবে কাল বিড়াল এসে রে—বিড়াল এসে॥

এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নিরক্ষর 'গুরুসত্য'-প্রথাপ্রবর্ত্তক কবিগণ অনবরত সপ্রেম-কারুণ্য হৃদয়ে শিষ্যানুশিষ্যসহ এই নিম্নবঙ্গের নিরক্ষরসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বমতের পোষকতাসহকারে গীতিকবিত্বে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গুরুসত্য সঙ্গীত কবিত্বরাজ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিতে পারে। একটি কিংবদন্তী প্রকাশ করে যে, খুল্না জেলার বিখ্যাত নদী রূপশার নিকটবর্ত্তী আউটপোষ্ঠ "বঠিয়াঘাটার" অপর পারস্থিত জনমা নামক স্থানের একটি পোদজাতীয় ফকীর না কি সর্ব্বপ্রথমে এই গুরুসত্য সঙ্গীত রচনা করিয়া বাদায় গমনশীল যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই গুরুসত্য গ্রন্থ পুরাতন অঘোরপন্থিমতের একটি অংশবিশেষ। অনেকগুলি গীতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। অঘোরপন্থিমতাবলম্বিগণ যেমন ব্যবহারে এবং আচারে কোন গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নহে, সেইরূপ গুরুসত্য মতাবলম্বিগণও কোন ক্রিয়াবিশেষের অধীন নহেন। এইমতে কোনরূপ অন্যভাবের উপাসনা নাই। কেবল একস্থানে সকলে সমবেত হইয়া গীতি প্রার্থনায় উপাস্যের উপাসনা করে। অঘোরপন্থিমতের সঙ্গে ইহার কতদূর মিল আছে, তাহা নিম্নের সঙ্গীতাংশে অনেকটা বুঝা যায়, যথা—

৫। চাই নে আর খাওয়া দাওয়া কুড়িয়ে খাবো মরামাস।
তোমারে দেখ্‌বার জন্য (দয়াল আমার) চেয়ে আছি বারমাস।
বিষ্ঠামূতে শরীর আমার গড়া বায়ুর জোরে।
দিয়াছ প্রাণের দয়াল বাতাসে আমায় ভরে॥
আমি তোমার তুমি আমার আর যে কিছু নাই।
কওকি দয়াল চাঁদ আমার যাবে কিসে শ্বাস।
যারে খাবো খেয়েছি তারে বসে বারমাস। ইত্যাদি

এই গীতটির অনেকাংশ আমার স্মরণ নাই, যাহা স্মরণ ছিল, তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে গুরুসত্য গীতের কতকটা মর্ম্ম অনুভাবে জানা যায় যে, এই মতাবলম্বিগণ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি মন দিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও শুচি অশুচির বিচার আদৌ মানে না। এই জন্যই বলি যে এই প্রথা আর অঘোরপন্থিপ্রথা একই মস্তিষ্কের দুইরূপ ফল।

অতঃপর আমরা আর একটি অভিনব গ্রাম্য কবিতার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

ত্রিনাথ-পূজা। এই প্রথা প্রায় আজ ৩০।৪০ বর্ষ মাত্র বঙ্গের জেলা বিশেষে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ ত্রিনাথপূজাগীতি কহে।

ত্রিনাথ বলিলে আমরা সাধারণতঃ তিনের নাথ এই অর্থ বুঝি এবং ইহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবপ্রধানের সমবেত নামকে ত্রিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থানবিশেষে এই ত্রিনাথপূজাকে ত্রিনাথ-মেলাও কহে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মূলে কিন্তু "ত্রিত্ব" জ্ঞানের কৌশল-সূত্রে মণিগ্রন্থনের ন্যায় সমস্তই গাঁথা। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মের সর্ব্বত্রই তিন লইয়াই কীর্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত।

ত্রিত্বসেবক হিন্দুজাতির নিরক্ষর কবিগণ এই কারণেই ত্রিনাথ নামে একটী অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব বাহির করিয়া সমশ্রেণীর নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই ত্রিনাথপূজার মন্ত্র এবং অন্যবিধ উপাসনাপ্রণালী সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে সকল চরিত্র হীন কৃষক যুবক পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের শাসনভয়ে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারাই এই ত্রিনাথপূজায় বা মেলায় একটি প্রকাণ্ড গঞ্জিকাসেবনের দল গঠন করিয়া গৃহস্থদিগের আঙ্গিনায় সর্ব্বসমক্ষে গাঁজার ধূঁয়ায় অন্ধকার করিয়া দেয়। ত্বরিতানন্দদায়ক গঞ্জিকা তখন অনবরত তাহাদের মুখ দিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বগীতি বাহির করিতে থাকে।

দেশের সাধারণ অধিবাসীগণের বাড়িতে ত্রিনাথ মেলা হইয়া থাকে। এই প্রথার একজন মূল বা রচয়িতা আছে। সে ব্যক্তি গৃহস্থগণের কোন দৈবমাঙ্গল্য কার্য্যের জন্য আশা দিয়া তৈল, সুপারী, আর গাঁজা খরিদ করিয়া সন্ধ্যার সময় দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। যখন সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তখন পূজার আয়োজন করিয়া গাঁজা খাইতে থাকে। আর গীত গাইয়া কবিত্ব প্রকাশ করে। যথা—

সাধু রে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম নিও
ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল জায় না নীলে বোঝা।
ও রে পাঁচটি পয়সা হলে রে হয় ত্রিনাথের পূজা॥
ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা
তার গলায় হবে গলগণ্ড চক্ দিয়ে বের হবে ঢ্যালা। সাধু রে ভাই ইত্যাদি।
গোলকের একপাশে ক্ষীরোদের কূলে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ছিল নাম গানে ভুলে।
হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী
আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি।
বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হবে উপায়
কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায়॥
আমরা তিনে এক একে তিন জানে জ্ঞানিজনে
মুখ্যু লোকে না জানে পূজা করিবে কেমনে।

শুনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়।
"ত্রিনাথ" নামে পূজা হইবে ধরায়।
তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে।
পূজিলে কলির লোক তরিবে তুফানে।
এই সব কথা যারা না শুনিবে কাণে।
তারা ধনে পুত্রে হবে নষ্ট রামাই ফকীর ভণে॥
(সাধু রে ভাই দিন গেলে ইত্যাদি।)

এইরূপ ভাবের গীত, শ্লোক, ছড়া এবং কবিত্বময় উপকথা এই ত্রিনাথপূজায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যে সকল মায়ে-তাড়ানে বাপে-খেদানে উচ্ছৃঙ্খল যুবক এই ত্রিনাথভক্ত, তাহারা ঠাকুরের ভক্তিতে যতটা ভক্তিযুক্ত না হউক, শ্রীগঞ্জিকার লোভে অতিরিক্ত ভক্ত। রামাই ফকীর নামে যে ভণিতাটি উদ্ধৃত হইল, উহা একদিন একটি গণ্ডগ্রামের কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে গিয়া ত্রিনাথপূজায় শুনিয়াছিলাম। রামাই ফকীরকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যে, সে এই ত্রিনাথপূজার ছড়া আর গীত এবং চৈত্র মাসের অষ্টক গীত প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লেখা পড়া জান। উত্তরে শুনিলাম, "তাহা হইলে আমি মধুসূদন দত্ত হইতাম।" সেই সময় একটী অষ্টক সঙ্গীত শুনিতে চাহিলাম। রামাই উঠিয়া অন্যের হস্তলিখিত একখানি প্রকাণ্ড খাতা দেখাইল। উহাতে প্রায় সহস্রাধিক গীত লিখিত আছে।

অদ্যাপিও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে এই ত্রিনাথ মেলা প্রচলিত আছে। এখনও অনেকানেক নমঃশূদ্র, মালো, জালিয়া, তাঁতি, কাপালী, রজক প্রভৃতি জাতিতে এই পূজার প্রবল প্রাধান্য আছে। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ইহার প্রধান স্থান।

বস্তুতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুগণ এখন কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা শাস্ত্র উহা শাস্ত্র। বাস্তবিক প্রকৃত শাস্ত্র যে কি, তাহা অদ্যাপিও সাধারণ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুসভ্য ইংরেজ শাসনের গুণে এবং বর্ত্তমান সময়ের জন কয়েক শিক্ষিত দেশীয়ের জন্য বঙ্গবাসী শাস্ত্রমর্ম্ম অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। এই কালের শিক্ষিত বঙ্গবাসী পত্রিকাপাঠকগণই অগ্রণী। কিন্তু ধরিতে গেলে সমগ্র বঙ্গবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন। এই কারণে মধ্যশ্রেণীর হিন্দুসমাজের চতুর অথবা "অজ্ঞানে চালাক" লোকে অর্থাৎ যাহাকে সাধারণ লোকে "বোকা চালাক" বলিয়া থাকে, সেইরূপ লোকে কোন একটি অযথা ধুয়া ধরিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য স্থানবিশেষকে বা বস্তুবিশেষকে মিথ্যা ঘটনায় অতি রঞ্জিত করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলা দেয়। একটা "বার" হইয়াছে শুনিলেই তথায় দলে দলে গিয়া সকলে উপস্থিত হয়। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুগণের কেহ কেহ এই বার ঘটনায় গীত শ্লোক,ছড়া প্রস্তুত করিয়া বারপ্রবর্ত্তক নিরক্ষর উপাসক মহাশয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা অনেকটা বারের ঘটনা জানি। যে সময় কোন বাক্সে যাত্রীর দলের লোকের নিকট গীত শুনিয়া-

বার-গীত।

ছিলাম, সে সময় উহা অনাবশ্যক মনে করিয়া স্মরণ রাখি নাই। তবে বাগেরহাট মহকুমার প্রসিদ্ধ খাঞ্জালির দরগার বারের গীতের কতকাংশ আর মাগুরা মহকুমার শিমাখালিগ্রামের বারের গীতের কতকাংশ যাহা স্মরণ আছে, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিব। বঙ্গের পাঠক তাঁহার জানা বারগীতের স্মৃতি জাগাইয়া এই অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই বারগীতে গ্রাম্য কবিতার কত কবিত্ব আছে।

যখন পৌষ মাসের সেই দারুণ হাড়ভাঙ্গা শীতের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ খাঞ্জালির দরগা-বারে যাইতে থাকে তখন তাহারা গাইতে থাকে। যথা—

"বল ভাই আমিন—আমিন, ও ভাই ময়ীন!
পীরের দরগায় গেলে রাজা ছেলে পায় কোলে,
পাপের আগুণ নিবে যায় দরগা পুকুরের জলে। * * *
কানায় দেখে পথের বালি শুনে লোকের মুখে,
পয়সা কড়ি চিড়ে মুড়ী লয়ে চলে রুখে।

এই ত হইল দরগা বারের গীতার্দ্ধ; এখন শিমাখালী বারের গীতাংশ শুনুন।—চৈত্র মাস ভীষণ রৌদ্র—পথে আশ্রয় নাই অথচ সদ্যঃপ্রসূত শিশু লইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকুলললনাগণ বারে যাইতেছে। সঙ্গে দুই একটি অপরিণত বয়স্ক বালকই রক্ষক। প্রসূতির সঙ্গিনী রমণীগণ দিগন্তে কণ্ঠস্বর মুখরিত করিয়া গাইতেছে, আর সেই প্রখর চৈত্র রবিকরদগ্ধ মুহ্যমান সমীর তাহা ভাস্করের উত্তপ্ত গগন-আসন পর্য্যন্ত লইয়া পৌছাইতেছে। পথে মধ্যে মধ্যে কোন নাতি ছায়াযুক্ত ঝোপের আড়ে রমণীদল বসিয়া সঙ্গের রক্ষিত ঘটের উতপ্ত জল পান করিতেছে, আর স্ব স্ব পারিবারিক সুখদুঃখের আলাপ করিতে করিতে অদ্ভুত মহিমাকাহিনী মুক্তপ্রাণে কীর্ত্তন করিতেছে। বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিতেছেন "তোর ভয় নাই লো—গাছ তলার ধূলিতে তোর স্বামী বশ কর্‌তে পারিবি"—অমনি আবার অপর সঙ্গিনীগণ ভক্তির ফোয়ারা ছুটাইয়া গাইতেছে যথা—

"হরি নামের লুট নিবি কে আয় ঠাকুরের কাছে।
যে যা চাস্ পাবি লো তাই ঐ দেখ ঠাকুর যাচে।
এমন দয়াল ঠাকুর আর নাইকো কোন খানে।
ধন্য শিমেখালির হাট ঠাকুরের আসন যেই স্থানে।
আয় লো যত রোগী তাপী চন্নামেত্য পেয়ে।
পায়ের ধূলা তুলে নিয়ে আঁচল ভরগে গিয়ে।
* * * * কত কানা খোঁড়া।
গাছ তলাতে শুয়ে হলো পা তাদের জোড়া।
যত নারী লোক সব যায় শিমেখালি, হাতে পান গুয়ার থলি।
যখন যায় মুখ শুখিয়ে, তখন কৌটা খুলে বসে ঠ্যাং মিলায়ে,
ধানের ভূইর আলি।

দুটো পয়সা নিয়ে যায় বাজারের পর, কেনে পদ্মপাপড়ি-খর,
কেউ কিনে বালা চুড়ি, কেউ কেনে পাচ্‌নহরি,
কেউ বলে ওলো দিদি এবার বড় দর।
যত ফচ্‌কেরা সব নারী দেখ্‌তে যায়, কোনটা কোন ভাবে দাঁড়ায়।
জানে না ভক্তিতত্ত্ব, নাহি তায় আত্মতত্ত্ব, এই কথা পাঁচুদত্ত বল্লে দোষ হয়॥

এই গীতটিতে নানারূপ পদযোজনা আছে। সমস্তাংশ আমার স্মরণ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাও সকল উদ্ধৃত করিলাম না, কেন না নিরক্ষর গ্রাম্য-কবিগণের কবিত্ব-মাধুর্য্য ইহাতে তত নাই। তবে গ্রাম্যকবিতার একটা অংশ বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইল—ইহাতে পাঠকপাঠিকা তৃপ্ত হইবেন, ইহাই প্রবন্ধলেখকের অনুরোধ।

অতঃপর বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার প্রচলিত চৈত্র মাসের "অষ্টকগীত" উল্লেখ করিব। বঙ্গের পাঠকগণ এখন একবার আসুন এই প্রসঙ্গে হিন্দুজাতির দেবদেবী পূজার কতকটা অংশ স্মরণ করুন। দেখিবেন যে হিন্দুজাতি ধর্ম্মকার্য্যে কতদূর গ্রাম্যপ্রথার এবং কুসংস্কারের দাস হইয়াছে।

চড়ক-পূজা।

চৈত্র মাসে "চড়ক পূজা" নামে একটি উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই চড়কের পূজায় শিব পূজা হয়। কিন্তু দুঃখের কথা, এই পূজার শিবোপাসনা আমাদের শাস্ত্রসম্মত নহে। শাল, শেল, বালা, ঢাকি, হাজরা, নীল, ধূল, মেড়ার মাথী, চণ্ডাল প্রভৃতি লইয়া এই পূজার ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত এই চড়ক পূজার অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে, তাহার অধিকাংশই নীচজাতির ব্যবহারোপযোগী। এমন কি, এই পূজায় যে গীতগুলি প্রচলিত আছে, উহারও ভাবভঙ্গী গাইবার ধরণ, বাজনা, সুর, তাল, শব্দবিন্যাস নিতান্ত সাধারণভাবে গঠিত। বালা নামক চড়ক পূজার প্রধান পাণ্ডা সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে লোকের বাড়ী বাড়ী যে গীত গান করিয়া থাকে, তাহার সুর, ভাব, নৃত্য এবং শব্দবিন্যাস শুনিলে ইহা যে আর্য্যজাতির উপাসনার অঙ্গ তাহা আদৌ স্মৃতিতে আইসে না। বালা মহাশয় ঢাকের বাজনাসহ নাচিয়া নাচিয়া গাইতেছেন যথা—

১। উত্তর থেকে এলো দেবী লাল কাপড় গায়
হাড়ের মালা গলায় দিয়ে পূজা খেতে চায়।
পূজা না পাইয়া দেবীর দন্তের কড়মড়ি
নারী লোকে দেও হুলু বল শিবের ধ্বনি।

২। বোর ধানের আলিতে ছিল কটকটে ব্যাং
লাফ দিয়ে এসে ধরল রায় বালার ঠ্যাং।
রায় বালা রায় বালা ধর্ম্ম অধিকারী
শিবের নামে ঢাক বাজাইয়ে বল হরি হরি।

৩। ধূপ ধূনচি ধূপের বাতি ঘট মঙ্গলায়
ধূপের গন্ধেতে গোপাল আমার কাছে আয়।
আয় রে কালিকার পুত গাছ নেয়ে ধূপ
চড়ক পূজায় তোর হাতে আমার যতরূপ।
আমার আসরে যদি না কহিবি কথা
দোহাই তোমার শিব ঠাকুরে খা সেবকের মাথা।

৪। গজানন ষড়ানন দুই পুত্র কোলে
ভাঙ্গ ধূতুরা খেয়ে শিব নিদ্রা জান ভোলে॥

ইহা ছাড়া বালা মহাশয় নারায়ণের দশ অবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব-কবি মহাত্মা জয়দেবের উপরেও এক হাত চাল্ চালাইয়া থাকেন। এই দশ অবতার বর্ণনকালে বালাগণ বন্দনা নামে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে—উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি যথা—

"প্রথমে নমস্কার করি দেলীর মহাস্থান
ষাট্ সত্তর মুদ্দা যার উনকুটি প্রণাম।
পুরাণে আছে গুরুর নাম কইতে পারি কত
মস্তক নামাইয়া প্রণাম করি শিবের আসন দুয়েরী শত।

* * * * *

ওঠ ওঠ মহাপ্রভু নিদ্রা কর ভঙ্গ,
তোমার সেবক ডাকে উঠে দেখ রঙ্গ।
কার্ত্তিক গণেশ লয়ে আছ নিদ্রে ঘোরে,
কেমনে করিব প্রণাম প্রভু হে তোমারে।
প্রভু তোমায় বড় ভয় তুমি সদা নিত্য,
জানি আমি সদানন্দ তুমি হে চৈতন্য।

* * * *

বন্দন পূর্ব্ব দ্বারে দেব দিবাকরে
শত অশ্বে রথ টানে, যার অরুণ সারথি।
অন্ধকারে দীপ্তি হয় সদা করে গতি॥
বিমুখ হইও না মোরে করিহে প্রণতি;
শ্রীমুরলীধর, জুড়ি দুই কর, প্রণাম সূর্য্যদেব প্রতি।

* * * *

বন্দন উত্তর দ্বারে, কৈলাস শিখরে
হিমালয় জানি।

ও যিনি পার্ব্বতী সহিতে,   সদা নৃত্য গীতে,
গায় তিলকাবলি।
ও শিব খেয়ে ভাঙ্গের গুড়া,   মাথায়ে শশিচূড়া,
আকুল সদা করে মেলা—
ও যার মাথার উপর,   সাপের বাজার,
বিরাজ করিছে সদা।
ও যার করেতে ডুম্বরী,   বাজায় ফুকারী,
গায় বাঘ ছাল বাঁধা।
শ্রীমুরলীধর, জুড়ি দুই কর, প্রণাম করি শিবপদে ॥ ইত্যাদি

এইরূপ ভাবে কোন সময় শ্লোক, কোন সময় গীত গাইয়া বালা মহাশয় চড়কোৎসবে প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রাম্য কবিতায় অনেকটা শিক্ষিতের ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার রচয়িতা এবং গায়কগণ যে পূর্ণ নিরক্ষর, তাহা যিনি চড়কপূজার কার্য্য ও গীত শুনিয়াছেন, তিনি অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল গ্রাম্যগীতির কবিগণ নিরক্ষর হইলেও ইহারা সাধারণের নিকট "চাষা পণ্ডিত" নামে পরিচিত। ইহারা অনেক সময় ভদ্রলোকের নিকট থাকিয়া পুরাণের তত্ত্ব এবং ভদ্রজন-ব্যবহৃত শব্দ শিক্ষা করে। এই জন্য ইহাদের গ্রথিত গীতে অনেকটা উচ্চ অঙ্গের শব্দবিন্যাস আছে।

এতদ্ব্যতীত এই চড়কপূজায় "অষ্টক গীত" নামে আর এক প্রকার গ্রাম্যগীত প্রচলিত আছে।

অষ্টক গীত

প্রায় অধিকাংশ স্থানে এই সকল গীত অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্যকবিগণ দ্বারা রচিত হয়। চৈত্র মাস আসিবার উপক্রম হইলে কৃষকপল্লীর পাড়ায় পাড়ায় এই অষ্টক গীতের পেরাজ (রিহারসাল) দিতে শুনা যায়। হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান পূজা দুর্গোৎসব অপেক্ষা এই চড়কপূজায় কৃষকসমাজের আমোদ, উৎসাহ ও আগ্রহ অতিশয় অধিক। সাধারণ হিন্দুজাতি যেমন পূজার সময় বলিলে শারদীয় উৎসবকে বুঝে, কৃষকসমাজ সেইরূপ চৈত্রমাসের দেল্ পূজাকে বুঝিয়া থাকে। দুর্গাপূজার প্রারম্ভে যেমন উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত আমোদ হইয়া থাকে; চড়ক পূজার প্রারম্ভে সেইরূপ অষ্টকগীত বালার শ্লোক কৃষকসমাজে আমোদ উপস্থিত করে। এই অষ্টক গীতের অধিনায়ক অধিকারী হয় ত একজন নমঃশূদ্র, কিংবা জালিয়া, ধোপা বা মালো, ঊর্দ্ধসংখ্যা একজন কৈবর্ত্ত। ইহাদের শিক্ষা গুরুমহাশয়ের পাঠশালার শিশুবোধ "দাতাকর্ণ" গল্পে পরিসমাপ্ত। কেহ কেহ বর্ত্তমান সময়ের প্রায়ই মারামারি (প্রাইমারি) পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র। লেখাপড়ার এইরূপ উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এই সকল অধিকারিগণ কোন গ্রাম্য স্বল্পশিক্ষিত কবির নিকট হইতে গীত সংগ্রহ করে। অথবা নিজের প্রকৃতিজাত প্রতিভার গুণে কিছু সংগ্রহ করে। যখন অষ্টকের দল প্রস্তুত হয়, তখন ৪।৫টি বালক সংগ্রহ করিয়া নিজে যৎসামন্য বেহালা কি ঢোলক বাজাইয়া গীত শিক্ষা দেয়। তাহার পর কোন দেলুতের (চড়ক-পূজার গৃহস্বামী)

বাড়ীতে ৪।৫ টাকা বায়না লয়। নীলাম্বরী কাপড়ের দ্বারা ছেলেগুলির মাথা মুড়িয়া তাহাতে রূপার গোট ঝুলাইয়া দেয় এবং কালিতে পাট ডুবাইয়া মেয়েলী চুল প্রস্তুতপূর্ব্বক বালকদিগকে সাজাইয়া অধিকারী গান করিয়া বেড়ায়। অথবা কোন কোন সামান্ত অর্থশালী অধিকারী যাত্রার দলের পুরাতন পরিচ্ছদ খরিদ করিয়া ছোক্‌রা-দিগের মাথায় মেমের টুপি দিয়া চুণ কালির সঙ্গে রং ফলাইয়া গান করিয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উক্ত ধরণে এই চড়ক পূজার সঙ্‌ বাহির হয়। সাধারণতঃ অষ্টক গীতের অধিকারী ভায়া পুথি পড়িয়া ছোকরাগণের সরকারী করিয়াই বাহার লইয়া থাকে। চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে এই অষ্টক গীত গায়কগণের কত আনন্দ—হৃদয়ে সুখের ফোয়ারা ছুটিতেছে, প্রাণভরা হাসি বুকভরা কৌতুক লইয়া ইহারা লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে দেলুতীর সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ফিরিতেছে। এই সময়ে এই গায়কগণ কচি আম, নোনাফল, ফুটি, অপক্ক তরমুজ খাইয়া ঘটী ঘটী জল পান করিতে থাকে। সুখের বিষয়, এত অত্যাচারে এই গায়ক শিশুগণের কোন বিশেষ পীড়া হইতে শুনি নাই। ইহারা কিন্তু বলে যে শিবঠাকুরের কল্যাণে ব্যাধি হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে আমোদ কৌতুকের সময় হৃদয়ে শান্তি থাকে বলিয়া পীড়া প্রকাশ হইতে পারে না। যাহা হউক, দেবতার প্রসঙ্গেই হউক আর অভ্যাস গুণেই হউক এই অষ্টক গায়কগণ বড় শ্রমসহিষ্ণু।

একটি অষ্টকের দলে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৬।৭টি লোক থাকে। দুইজন বাদক, একজন জুড়িদার, আর ৩।৪টি গায়ক। এই গীতের বাঁধনি প্রায়ই আট চরণে সমাপ্ত—তাই ইহাকে অষ্টক কহে। পদ্যের লঘু ত্রিপদী অথবা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে এই গীত গ্রথিত। যখন মধ্যে মধ্যে বালকগণ ও অধিকারী অতি উচ্চস্বরে "আহা বেস্" বলিয়া গীতের বাহার দিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, তখন অতি গম্ভীর ব্যক্তিকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আমরা নানারূপ অষ্টক গীত শুনিয়াছি, আবশুক বোধে গুটি দুই গীতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া শ্রবণেচ্ছু পাঠকের পিপাসা নিবারণ করিতেছি। যথা—

১। শুন বৃন্দে সহচরী, যে দুঃখে অভিমান করি,
তোমা বিনে আর কারে কবো ;
যখন প্রেম করিলেন দয়াময়, হাতে ধরে রাধার পায়,
বলে ছিলেন অন্যে নাহি চাবো।
এখন তা গেল দূরে, ডাক্‌ছেন সদা বাঁশির সুরে,
ললিতের জন্যে ফিরে ফিরে চায় ;
একদিন নিশি প্রভাত হলে পরে, দেখা দিলেন কুঞ্জদ্বারে,
তাম্বূলের দাগ দেখি শ্যামের গায়। ইত্যাদি

২। যত সব গোয়ালানারী, কলসী কাখে সারি সারি,
যমুনাতে জল আন্‌তে যায় ;

বনমালা দিয়ে গলে,　　বসি তমালের তলে,
দূর হতে তাই দেখেন শ্যামরায়।
আহেরীর নারীগণ,　　জলে করে সন্তরণ,
বস্ত্র নিয়ে কদম্ব ডালে রাখেন দয়াময়,
ও কানাই কাপড় দাও, দোহাই তোমার মাথা খাও,
কুলনারী শরম রাখা দায়।

ইহা ছাড়া অন্যরূপ ভাবেরও অষ্টক গীত আছে, কিন্তু প্রায়শঃই পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত। সুতরাং অতিরিক্ত গীত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটাইব না।

বাঙ্গালীর শিশু-সন্তান হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই কবিতার আদর ও আস্বাদ জানে এবং কবিতা রচনা করিতে সমর্থ। এই দেশের এক জন নিরক্ষর কৃষক যেরূপ কবিতার আস্বাদ অনুভব করিতেছে এবং করিতে পারে,সেরূপ শক্তি অন্য দেশীয় শিক্ষিতের নিকট দুর্লভ। যাহারা কবিত্বকে মনুষ্যত্ব জ্ঞান করেন তাঁহারা দেখুন, এই ভীরু দুর্ব্বল জাতির গৃহে গৃহে কত মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা গদ্য সাহিত্য লিখিতে বা বলিতে পটু, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকে লেখক,বক্তা, গ্রন্থকার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পদ্য সাহিত্য লেখককে সাধারণতঃ কবি বলে। কিন্তু ধরিতে হইলে যে সাহিত্যে ভাব,রস ও আকর্ষণ আছে, তাহাই কাব্য এবং তাহার লেখকই কবি। নির্দ্দিষ্ট অক্ষরময় বাক্য হইলে কিছু কবিতা হয় না। আবার অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত অসার গদ্যলেখককেও কিন্তু গ্রন্থকার বলে না। যে লিখায় ভাব নাই রস নাই আকর্ষণ নাই এবং সমাজ বিশেষের শিক্ষা নাই, সে লেখা উন্মাদের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের ভারতীয় লেখকগণ সমস্ত লেখাই পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া যে গদ্য লেখা আদৌ নাই তাহাও নহে।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া লিখিত সাহিত্য ব্যতীত আর একরূপ সাহিত্য দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যের এই গুপ্ত অংশকে লোক "উপকথা"—পুরণকথা (পুরাণকথা), উপন্যাস, কৃষকের ভাষায় "রূপ্‌কথা—উকৃকথা" ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। যখন বঙ্গ-সাহিত্য অতি শিশু, কেবল সংস্কৃত জননীর ক্রোড় হইতে বাহির হইয়া হিন্দি পারসি প্রভৃতি ধাত্রীগণের হস্ত ধরিয়া বেড়াইতেন, তখন এই উপকথা সাহিত্য-প্রস্তুত-কর্ত্তার মুখ হইতে শ্রোতার মুখে মুখে স্ফুরিত হইত। অদ্যাপিও পল্লিবাসিনী কামিনীগণের মুখে এবং বৃদ্ধগণের নিকট অথবা কার্য্যহীন অলস যুবকগণের মুখে উপকথা শুনিতে পাই। যখন বঙ্গভাষার শিশুত্ব-বিমোচিত হয় নাই, তখন যে সকল উপকথা রচিত হইয়াছিল, উহা বঙ্গভাষার পূর্ণতা-প্রাপ্তির প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অগ্রে লিখিত সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

উপকথা।

পুরাতন উপকথা-রচকগণ বর্ত্তমান উপন্যাস (নভেল) লেখকগণের পথপ্রদর্শক। পুরা-

তন উপকথা বর্ত্তমান উপন্যাসের রাসায়নিক উপাদান! প্রাচীন রীতি এখন পরিমার্জ্জিত হইয়া উন্নত হইয়াছে ভিন্ন সম্পূর্ণ নূতন একটা কিছু প্রস্তুত হয় নাই। পূর্ব্বকালের উপকথা-রচয়িতৃগণ রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র, পাত্র, মিত্র, কোটাল, ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী, রাঘব মৎস্য, তালপত্রের খাড়া, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, সিংহ প্রভৃতি পশু ও শুক প্রভৃতি পক্ষীর ভাষা লইয়া প্রস্তাবনা আরম্ভ করিয়া যুবক-যুবতীর প্রেম বিরহ, বিবাহ, দেবভক্তি, পারিবারিক ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপারে পরিসমাপ্ত করিতেন।

প্রাচীন উপকথা অদ্যাপিও বঙ্গসমাজ হইতে বিলোপ হয় নাই। এখনও বর্ষীয়সী পিতামহী এবং নিষ্কর্ম্মা বর্ষীয়ান্ পিতামহগণের নিকট ব্যাঙ্গম ব্যাঙ্গমীর কথা আর তালপত্রখাড়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ দিকে আবার নিরক্ষর কৃষক সমাজের রসিক পুরুষের নিকট "মধুমালার কথা" "কেশবতী রাজকন্যার কথা" শুনিয়া অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক মহাআমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে হিন্দুভাবের উপকথা আর মুসলমানী "কেচ্ছা" লইয়া গোলেবকাওয়ালীর কথা, শোনাভানের কথা—হাতেমতাই ইত্যাদি অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। আরব্যগণ "কেচ্ছা" বলিয়া যে সকল উপকথা আরব্য বা পারস্য উপন্যাসের ভাষা হইতে সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, উহা হইতেও বঙ্গীয় উপকথার অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে সময় ইসলাম গৌরব ভারতে একাধিপত্য করিতেছিল—মুসলমানী ভাষা যখন হিন্দু ভারতের এক মাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল, সেই সময় হইতে বঙ্গে উপকথা প্রচলনের মাত্রাধিক্য আরম্ভ হয়। মুসলমান জাতির কি বিদ্বান্, কি অবিদ্বান্ সকলই কিছু কিছু খোস্‌গল্পপ্রিয় এবং বিলাসী। উপকথা প্রস্তুত-প্রণালী ইহাদের একটা জাতিগত স্বভাব অথবা ধর্ম্মবিশেষের কাহিনী। কোরাণের "ইউসুপ সুরা" ইহার দৃষ্টান্ত। ইসলাম ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে উপকথা মণিকাঞ্চনের ন্যায় সংযোজিত।

ভারতে যখন মৌলবী, মুন্‌সী প্রভৃতি বিদ্বৎশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, তখন হইতেই আরব্য, পারস্য প্রভৃতি ভাষার উপকথা দেশময় ব্যাপ্ত হয়। এই সময় হইতে চিরকল্পনাপ্রিয় হিন্দুজাতি কল্পনাদেবীর হাত পায়ের প্রসর দিয়া নানারূপ সাজশয্যায় তাহাকে সাধারণের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ উপকথা বলিতে বা লিখিতে গিয়া পুরাণের সরঞ্জাম লইয়া মুসলমানী উপকথার চুণ, খড় যোগে বড় বড় উপকথা-গৃহ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ রাজপুত্র, সদাগর ও সদাগর পুত্র লইয়া উপকথা কল্পনা করিয়া মুসলমানী পরী, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের ভাষায় আরো ভাষা ফলাইতে লাগিলেন।

উপকথার জনক জননীগণ কেহ শিক্ষিত, কেহ অশিক্ষিত, কেহ অর্দ্ধশিক্ষিত কেহ বা নিরক্ষর। আমরা নিরক্ষর ঔপন্যাসিকের উপকথা লইয়া অদ্য আলোচনা করিব। যে সকল নিম্নশ্রেণীর লোক উপকথা প্রস্তুত করিতে লাগিল, তাহারা বর্ণজ্ঞানশূন্য—সুতরাং তাহারা যাহা রচনা করিল, তাহা তাহাদের সমাজের উপযোগী এবং তাহাদের সমাজের পূর্ণ আদর্শ। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ উপকথায় গ্রাম্যতা গুণই হউক আর দোষই হউক, ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

এই সমস্ত উপকথাগুলি শুনিতে আপতমনোরম বটে, কিন্তু উপসংহারে গিয়া উপস্থিত হইলে আর তাহার মধুরতা থাকে না। আমরা সাধারণ উপকথা হইতে যে সকল কবিত্বময় সঙ্গীত এবং কল্পনা-কুশলতা পাইয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে গ্রাম্য-উপকথাও কতদূর নিপুণতার সঙ্গে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই সমস্ত উপকথা প্রস্তুত করে তাহারা কে, কোথায়—কেমন ভাবে ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, কেবল এইমাত্র জানি যে গ্রাম্য-উপকথা নিরক্ষর সমাজে অদ্যাপিও আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এক দিন একটি অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে ডাক্তারী ব্যবসার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই সময় এক রাত্রিতে কতকগুলি কৃষক আমাকে ঘিরিয়া গুড়ুক খাইতে ছিল এবং "মধুমালার" উপন্যাস বলিতেছিল। আমি এক মনে তাহা শুনিয়াছিলাম। উপন্যাসটী বলিবার সময়, বক্তা মাঝে মাঝে অতি উচ্চঃস্বরে গীত গাইয়াছিল; সেই গীতের কোনও কোনও অংশ অংশ আমার স্মরণ আছে এবং এই পুস্তকে লিখিবার সময় আবার সেই বক্তাকে আনাইয়া গীত সংগ্রহ করিয়াছি।

উপন্যাসটি অতি বৃহৎ, সেই জন্য উহা উদ্ধৃত হইল না, কেবল সংক্ষেপে উহার ভাব উদ্ধার করিয়া কল্পনাকুশলতা এবং গীত উদ্ধৃত করিয়া গ্রাম্য কবিতার কবিত্ব দেখাইব মাত্র। গল্পটী এই—

'এক রাজপুত্র মৃগ-শিকারে গিয়া দৈব দুর্ব্বিপাকে কোনও কৃষিপল্লীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় একটী পুকুরের ঘাটে কৃষককন্যা মধুমালার রূপে মুগ্ধ হইয়া যুবক যুবতীর লালসাময় প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার পর রাজপুত্র তাহার রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হন, কৃষকযুবতী মধুমালা রাজপুত্রের বিরহাগ্নিতে পুড়িয়া পুড়িয়া তার অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরিশেষে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মধুমালার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু রাজপুত্র তাঁহাকে পরিণেতা ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন মধুমালা রাজপুত্রের পূর্ব্বপ্রণয়ের অভিজ্ঞানের স্বরূপ একটী অঙ্গুরীয়ক দেখায়, কিন্তু ভাগ্যফলে চোর বলিয়া তাহাকে কারাগারে যাইতে হয়। মিলনের প্রথম দিনে রাজপুত্র মধুমালাকে দুইটী অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছিলেন, তাহার একটীতে "বিবাহ" শব্দ, আর একটীতে রাজপুত্রের নাম অঙ্কিত ছিল। মধুমালা প্রথমটী হারাইয়া ফেলিয়াছিল, উহা বোয়াল মৎস্যে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, প্রমাণ দেখাইবার সময় মধুমালা 'বিবাহ' অক্ষরাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটী দেখাইতে পারে নাই। দৈবক্রমে একদিন এক জালিয়া রাজপুত্রকে একটা বোয়াল মাছ উপহার দিয়াছিল, রাজপুত্র যে বোয়াল মাছটী উপহার পাইয়া ছিলেন, উহা মধুমালার বাটীর পুষ্করিণীর মাছ; উহার উদরে দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কটী পাইয়া রাজপুত্রের সকল কথা স্মরণ হয়। তখন মধুমালা উদ্ধার পাইল এবং রাজপুত্রের পাটেশ্বরী হইয়া একেবারে সপুত্র রাজরাণী হইয়া বসিল।"

এই হইল এই উপন্যাসের ঘটনা। ইহা ছাড়া ইহার আরও আনুষঙ্গিক পাণ্ডুড়ী আছে, মূল ঘটনা হইতে পাঙ্ড়ি গুলির বর্ণনায় কবিত্ব এবং কল্পনাকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যায়। বর্ণনা-চাতুর্য্যে মধুমালা উপন্যাসের গীতগুলির মধ্যে মধ্যে অনেক উচ্চাঙ্গের কবিত্বাভাস আছে। উত্তমে, অধমে না মিলাইলে ঠিক সামঞ্জস্য হয় না, এইজন্য আমরা আর একটী কথার অবতারণা করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানে আর মধুমালার উপাখ্যানে অনেকটা মিল আছে। শকুন্তলা ঋষিকন্যা বন্য-হরিণীর সঙ্গিনী। মধুমালা কৃষককন্যা গ্রাম্য গাভীর সহচরী। শকুন্তলার প্রণয়পাত্র ভারতের সম্রাট্ রাজা দুষ্মন্ত,—মধুমালার প্রণয়াধিকারী এক অজানিত রাজকুমার। শকুন্তলার সখী আজন্ম তপোবনবিহারিণী প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, বনফুল, মধুমালার সখীও মালঞ্চ আর পুষ্প, গ্রাম্য বীথিকার ক্ষুদ্র শেফালিকা। শকুন্তলা বনের লতা, মধুমালা গ্রাম্যলতা, শকুন্তলা স্বর্গের নিখুত পারিজাত, মধুমালা মর্ত্ত্যের ফুল্লমল্লিকা। শকুন্তলা সরলা, মধুমালাও সরলা। শকুন্তলা পুত্রবতী, মধুমালাও পুত্রবতী। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, রাজপুত্রও মধুমালাকে চিনিতে না পারিয়া বেশীর ভাগ কারাগারে দিয়াছিলেন। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইলে রাজা তাহাকে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু মধুমালা একটী অভিজ্ঞান দিতে না পারিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা সম্রাট্স্মৃতিতে উঠিতে পারেন নাই, মধুমালা দৈবঘটনায় রাজপুত্রের প্রণয় পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিল, এই দুই আখ্যায়িকার এই স্থলেই বিশেষত্ব, এই স্থানেই বিভিন্নতা। মধুমালার উপকথা—অভিজ্ঞান শকুন্তলার সঙ্গে এইরূপ ভাবেই মিল হয়।

তাই বলিতেছিলাম, যে নিরক্ষর কবি এই মধুমালার উপকথা প্রণয়ন করিয়াছে, সে ব্যক্তি কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ কল্পনা-কুশলতায় উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই উপকথাটির মধ্যে প্রায় শতাধিক সঙ্গীত আছে, বক্তা কথায় কথায় গীত গাইয়া আমার নিকট নিরক্ষর হৃদয়ের কবিত্বপ্রভা উদ্দীপিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীতত্রয়ের গুটি কতক চরণ মনে আছে। পাঠক উহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই উপকথা-সঙ্গীত কত দূর কবিত্বময়!

১। বঁধু তোমায় করব রাজা বসে তরুতলে,
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে।
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোর গলে॥
সিংহাসনে বসাইতে দিব এই হৃদয় পেতে,
পিরীতি মরম মধু দিব তোরে খেতে; * * *
বিচ্ছেদেরে বেন্ধে এনে ফেল্‌ব পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুট্‌বে কেওয়ার ডালে। ইত্যাদি—

২। হেন সোণার বিলরে কত ফুল ফুটেছে হায়রে।
নড়াল সরাল সোণার পাখী চরে সেই বিলেরে॥
গুরোল বাসে মারব পাখী—পরাণে বধেরে।
(ও না সোণার পাখীরে)
আমার পরাণে সহিবে কত আমি অবলা নারীরে।

। আমার এই সুখের সময়, মরা মালঞ্চে ফুল ফোটেরে।
এমন ব্যথিত সই রে মোর দুঃখে জনম গেলরে॥
সুখের দিন পেয়েও হায় পেলেম নারে।
সিঁদকেটে চোর গিছ্‌লো ঘরে, ঘরের লোক সব পলাইল ডরে।
আমার অঞ্চলের ধন কুচো সোণা খ'সে প'লো অন্ধকারে।
ও যেমন কুমরেতে এনে মাটী, ছেলে করে পরিপাটী—
কাচায় তার রং মেসেনা মধুমালার ভাগ্যে আজ বুঝি তাও হ'লো না॥"

এই গীতত্রয়ে সাধারণ চক্ষে কবিত্ব দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু মধুমালার উপকথা শুনিবার সময় আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানিয়া শুনিয়া গীত তিনটী শুনিলে নিরক্ষর-রচয়িতাকে কবি বলিতে আর দ্বিধা থাকে না। যে সকল উপকথায় গীত সকল সন্নিবিষ্ট আছে, উহা যিনি শুনিবার ইচ্ছা করেন, তিনি কোনও কৃষিপল্লীর রসিক ব্যক্তির নিকট শুনিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক নিরক্ষর ব্যক্তি উপকথাপ্রসঙ্গে কবিত্বময় গীত গাইয়া সমশ্রেণীর মধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকে, উপকথা-সঙ্গীতে বঙ্গদেশের কৃষিসমাজ, পূর্ণরূপে শিক্ষিত কবির উপন্যাস পড়া শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রসন্তান হইতে শতগুণে আমোদ ভোগ করিয়া থাকে। এই দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসী এখনও সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত এবং চতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর; ইহারা এই উপকথা-সঙ্গীতে এবং উপকথার গল্প লহরীতে নিমজ্জিত হইয়া উচ্চ অঙ্গের উপন্যাস-প্রিয় ভদ্রলোকের অপেক্ষা পরম সুখভোগ করিয়া থাকে! (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা।

দুর্গার শাঁখাপরা।

সত সঙ্গে রস রঙ্গে বৈসেছেন ভবানী।
বিনয়ে বলে কুতুহলে শুন সকল বাণী।
তুমি ত শুইয়ে, আমি ত মেয়ে, থাক রাত্রি দিনে।
তোমার কাপালে পড়ে আমার
সাধ নাইকো পূরে।
রূপা সোণা অলঙ্কার না পরিলাম গায়ে।
শিবায় মরে দেবের মাঝে।
হাত বাড়াতে মরি লাজে।
হাত বাড়াতে নারি।
দুহাতে দুগাছি শঙ্খ দেহ পরি।
হাসিয়ে হর বল্‌ছে শুন হে শঙ্করি।
আমি কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি টঙ্ক পাব কথি।
আমার সম্বল সিদ্ধিঝুলী আর বাঘের ছালা।
এক ডুম্বরু হাতে শিঙ্গা গলায় হাড়ের মালা।
আমি তৈল বিনে ভস্ম মাখি অন্নাভাবে সিদ্ধি।
বস্ত্রাভাবে বাঘছাল কোমরেতে বান্ধি।
এঁড়ে বলদটির দাম রে কাহণটেক্ কড়ি।

সে না বেচ্‌লে হবে গৌরীর
একগাছি শঙ্খের কুটি।
গৌরীমেয়ে স্বতন্তরা কেবা শুন্‌তে পারে।
আপনি পরগা শঙ্খ মানা নাইকো মোরে।
তখন ভোলানাথকে গৌরী দিচ্ছেন গাল।—
দেবতা হয়ে কেবা করে শ্মশানবসতি।
দেবতা হয়ে কেবা মাখে ভূষণ বিভূতি।
দেবতা হয়ে কেবা যায় কুচুনীর পাড়া।
দেবতা হয়ে কেবা হয় পরনারীহরা।
থাক্‌রে ধুচুনীর পুত কুচুনীর মাথা খেয়ে।
ক্রোধ করে যাব কাল ছুটি বাছাকে লয়ে।
কোলে নেন কার্ত্তিক হাঁটনে নেবুদ্দর।
ক্রোধ মুখে যাচ্ছেন গৌরী মা বাপেরি ঘর।
অষ্টসখী মেনকা লয়ে বসেছেন আপনি।
কোথা হতে এলেন মা ভবানী।
তখন বিশ্বেশ্বর করেন অনুমান।
বিশাইকে ডাকে করান শঙ্খের নির্ম্মাণ।
মধুল মধুল চিড়ল দাঁত।
মহাদেব শাঁখারীর রূপ ধরিলেন আপনি।
শঙ্খের ঝুলী স্কন্ধে করি যান ধীরে ধীরে।
শঙ্খ নেবে শঙ্খ নেবে একথাটী বলে।
ও শাঁখারী আমি নেব শঙ্খ।
এ শঙ্খের কত নেবে টঙ্ক।
এ শঙ্খ পরগা তুমি উচিত বলে মনে।
এ শঙ্খে আছে হীরা মুক্তা ঝালর গাঁথা।
শঙ্খের নাম শুনিয়ে মহামায়ার
আকুল হলো চিত্তি।
তৈল জলে হস্তে করি বের হলেন ভবানী,
তৈল জলে হস্ত মলেন ঠাকুর পশুপতি।
একগাছি করে শাঁখা পরান,
শাঁখারী মন্তরটি করেন সার।
মহামায়ার হাতের শঙ্খ না বের হয় আর।
গৌরীর হাতের শঙ্খ বজ্রের কিরণ।
এখন না হয় গৌরীর দানের আড়ম্বর।
ও শাঁখারী সাবধান হয়ো।
এ সকল কথা মানুষ বুঝে বলো।
কোথা গেলি পদ্মা আমার কথা শুন্।
কিছু দশ পনর টাকা লয়ে শাঁখারীকে
বাড়ীর বাহির কর।
টাকা নাহি নিব পদ্মা কড়ি নাহি নিব।
এ শঙ্খের বদলে এক রাতি বাসরে বঞ্চিব।

ঘেঁটুপূজা।*

[১]

গীত

করবীর তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক করবীর ভরুক সাজি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে কর্‌বে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনী।
টগরের তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক টগর ভরুক সাজি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে কর্‌বে কি।
আমার ঘেটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনি।
চাঁপার তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক চাঁপা ভরুক সাজি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে কর্‌বে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের ছাউনী।

---

* "ঘণ্টাকর্ণ" পূজাকে চলিত কথায় "ঘেঁটুপূজা" কহে। এই চৈত্রমাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ হইয়া সংক্রান্তি পর্য্যন্ত থাকে, এবং নূতন বৎসরের অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বিসর্জ্জিত হয়। "ঘেঁটুপূজা" কুমারী বালিকাগণের একটী অতীব-পবিত্রতম ও প্রীতিকর এবং অবশ্যকরণীয় পূজা।

[২]

বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
করবীর ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাইয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে।
বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
টগরের ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাইয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজেরে।
বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
চাঁপার ফুল ফেলে মারে ঘেঁটুর বদন চাইয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজ রে।

[৩]

সোণার খুরি তেল-হল্‌দী রূপার খুরি চন্দন।
এখানে স্নান কর হে গোঁসাই ঈশ্বর মহাদেব।।
কিবা আমি স্নান করিব হে গঙ্গে
স্নান নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে।।
আদা না কুটেছি জিরারে জিরা মুখে মিলায়ে যায়।
এখানে ভোজন করহে গোঁসাই ঈশ্বর মহাদেব।
কিবা আমি ভোজন করিব হে গঙ্গে,
ভোজন নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে।।
গুয়া না ছেড়েছি জিরারে জিরা
মাথায় পানের বিড়া,
এখানে মুখশুদ্ধি কর হে গোঁসাই ঈশ্বর মহাদেব।
কিবা আমি মুখশুদ্ধি করিব হে গঙ্গে,
মুখশুদ্ধি নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে।।

[৪]

সুবর্ণ কাষ্ঠের গড়াঙ্গং রে মুক্তা পাটের শিকিয়া।
কৃষ্ণের কাঁন্ধে ভার দিয়া চলিল রাধিকা।
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী।
ভাঙ্গা লা মোর ফুটা লা মোর ফুটিঙ্গের খুনী।
ফেলাও রাধিকা দধির পসারি নৌকা হোক খালি
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী।
দধি আন্‌লেম দুধ আন্‌লেম নৌকা হৈল ভারি।
দধি আমার গোটা গোটা দুধ বটের আটা।
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়া চলিল রাধিকা।
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী।

অন্নপ্রাশনের মাঙ্গল্যগীত।

[১]

মায়ে না সুধি করে ওরে ছেলে কুঙর রে।
কোন্‌খানে পোহাইলা নিশি রে?
মাগো না গেলেম হাটে, না গেলেম বাজারে,
না গেলেম চন্দ্রবালিকার মহলে গো।
ওরে ছেলে কুঙর রে!
কি কি পেলে দানে রে?
থালা পেলেম, ঝারী পেলেম, আর পাব কি গো।
সংসারের সার পেলেম, কোলেরি কৃষ্ণ গো।

[২]

বত্রিশ গাভীর দুধে পরমান্ন রেঁধে ছিলেম বড় রঙ্গে
সেহত না খেলে ছেলে বড় কিবা দোষ পেয়ে।
তবে মা আমি এ ক্ষীর খাব।
তোমার দানের সাড়ী যৌতুকে পাব।
তবে বাবা আমি এ ক্ষীর খাব।

তোমার দানের থালা যৌতুকে পাব।
তবে দাদা আমি এ ক্ষীর খাব।
তোমার দানের ঝারী যৌতুকে পাব।

বিবিধ গাথা।

[১]

হাকাকাণা জুজুনানা তালের গাছে আছে।
যে ছেলে কাঁদে তার ঘাড়ে চড়ে নাচে।

[২]

যার যে স্বভাব মর্‌লে টুটে।
ঝিঙ্গার ফুল সাঁজে ফুটে।

[৩]

ভ্যাঁট রঙ্গা চর্ম্মচিকা বস্‌তে দিলাম ঠাঁই।
রূপ ত আছে ঢেরঢেরী গুণ ত কিছু নাই।

[৪]

কর্ম্মে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে।
পাত পাড়িত মেজে যুড়ে।

[৫]

কিসে আদা কিসে নুন।
ঠাকুর দাদার কথা শুন।

[৬]

কি কহিব হে সখি করম কো বাত।
বিধি করিলা কুপোষ্য হাত।

[৭]

হাত ফুল ফুল গা ফুল ফুল আথাত না দেয় ফুঁক।
পরের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ যে হেন মুখ।

[৮]

জল চিকণ হাতে, পথ চিকণ পায়ে।
পরপুরুষে নারী চিকণ, ছেলে চিকণ মায়ে।

[৯]

দেখেছি দেখবো আর।
চটের গলায় চন্দ্রহার।
বানরের কাণে সোণা।
ছুঁচার গায় তুলসী-দানা।

[১০]

হরি আছেন কোন্‌খানে ?
পদ্মডাঙ্গার বন্‌খানে।
সেখানে হরি কি করে ?
কাদা গিঁজে গিঁজে মাছ ধরে।
তবে কি তোদের মাছ ধরা ?
হরি খেতে চান মণ্ডা মনোহরা।

[১১]

চোকো চোকী যতক্ষণ।
মন পুড়ে ততক্ষণ।
ঘাটায় গেলে আধেক মন।
বাড়ীতে গেলে ঠন্ ঠন্।
হাটের হেটরী রে ভায় পথের পরিচয়।
হাট ভাঙ্গিলে রে ভায় কাহারও কেহ নয়।

[১২]

বাঘের মাথায় কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল।
বাঘ বেড়াচ্ছে নদীর কূল।
বাঘ নয় বাঘ নয় দোপায়া কুকুর।
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতের তীর কাম্‌টা ফেক্কে মেরেছে।

[১৩]

নাকের নোলক নাক পাতিলে জঞ্জাল।
গোয়ালা ননীচোরা ঠাকুর রাখাল।
একদণ্ডে চলে গেল রাধিকার বাড়ী।
মধ্যখানে বৈসে আছে রাধিকা সুন্দরী।
রাধা বলে কে কে, কেষ্ট বলে আমি।
কে খেয়েছে তোর ননী কাকে বলিস্ চোর ?
মারতে সখী মার্‌তে সখী সর্ব্বসখীর বেটা।
এক্‌লা পেয়ে, মার্‌তে চাও বড় বুকের পাটা।
এক কল্লই ডুবল্লই লাগ্‌ল হুঁড়াহুঁড়ি।
কেষ্ট ঠাকুর কেড়ে নিল যত গোপের নারী।

[১৪]

বাবারে কাকা কেনে নিলে টাকা।
সাগরদীঘীর জল বহিতে কাঁকাল হলো বাঁকা।
মাগো মা বাবুর দেশে বিভা দিলা ছাতু খাব না।

[১৫]

বগারে বগীরে এবার বড় বান।
ডাঙ্গা দেখে ঘর বাঁধ্‌নো খুঁটে খাব ধান।
বগার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি বগীর মাথায় চুল।
সত্যি করে বল্‌রে বগা যাবি কত দূর।
আমি যাব বিলে বিলে।
দুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতের ফেললড়ী খান ফেলে মেরেছে।

[১৬]

দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী।
সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড় জননী।
কাঁচা সোণার বরণ গর্ভর তাইত এলো না।
সাধ করে দিলেম নিমাই হাতে তার বালা।
নদীয়া বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা।

[১৭]

আমার খোকন বাবু লক্ষ্মী।
গলায় দিব তক্তি।
কোমরে দিব হেঁলা।
থাকুর থুকুর করে আমার বড় মানুষের ছেঁলা।

[১৮]

তমাকু কুটা বল্লভা।
জগজ্জীবন দুল্লভা।
আশ পাশ মাথার বেদনা।
গাগ্‌ড়া হতে এঁলো তমাকু পাটনাঁ হলো থানা।
এক ছিলিম তমাকু নিয়ে দশ জনাতে খায়।
পথের পথিক রে বেটা, সেহো রহে যায়।
আম নষ্ট, কাম নষ্ট, ধর্ম্ম নষ্ট, বায়।

[১৯]

আমার খুকী দুধের সর।
কেম্‌নে যাবে পরের ঘর।
পরে মার্‌লে গালে চড়।
গাল কর্‌বে চড় চড়।
খুকী আমার বল্‌বে যে
হে বিধাতা আমার মরণ কর্‌ কর্‌।

[২০]

পানকৌড়ী পানকৌড়ী উঠ উঠ।
জামাল এলো পিঠা কুঠ।
আসুক জামায় বসুক মাটি।
তবে দিব পরের বেটী।
পরের বেটী নড়ে চড়ে।
সাত সতীনে ডুবে মরে।

[২১]

মাগো মা ঘাটে যেওনা, ফেউর এসেছে।
ফেউরের মাথায় পাকা চুল দাদা দেখেছে।
দুইটী কাতলের মাছ, লফ্‌কে উঠেছে।
একটি হলেন গণেশ ঠাকুর একটি হলেন টিয়ে।
টিয়ের বেটী বিভা দিলেন লাল সাড়ীখানি দিয়ে।
ভাত বড় রান্ধেন টিয়া ব্যঞ্জন বড় রান্ধেন।
স্বামীকে ভাত দিয়ে দুয়রে বসে কাঁদ্‌ছেন।
কাঁদ্‌ছো কেন কাঁদ্‌ছো কেন, আর এক মুট খাও।
সাত দুয়ারে কেঁওয়ার লাগায়ে মায়েরবাড়ী যাও।
দামিলের আলা মালা মলিদের ফুল।
ঝারে ঝুরে খোঁপা বাঁধ্‌বো হাজার টাকার মুল।

[২২]

শাক তুল্‌তে গেলেম।
দল দলিতে পলেম।
লজ্জার কারণে আসি ঠাকুদ্দাদা বল্লেম।

[২৩]

এখনকার যে অলঙ্কার।
চরণের উপর চমৎকার।
নাম পায়েতে গুজরী পাতা।
উপর পায়েতে কলস্ কাটা।
কলস্ না থাক্‌লে বল্‌তে বা কি।
এত অলঙ্কার দিয়েছেন পতি।
দানা দানা কাড়লী।
মরদানা, তেখরী, পঁহুচী।
গলার সাজ কতকগুলা।
চিক্, চৌদানী, মুড়কীমালা।
মাথার সাজ কতকগুলা।
স্বর্ণ সিথি, কলাটে পেড়া।
নাকের সাজ কতকগুলা।
কর্‌লা ফুল, দায়মল কাটা।
কাণের সাজ কতকগুলা।
ফুল ঝুম্‌কা পিপলপাতা
এখনকার যে মত উঠেছে।
বিবিয়ানা ঝুম্‌কো দেওয়া।
স্বর্ণ সিথে এত আভরণ দিয়েছেন পতি।

[২৪]

কি খাবার মন বাবু কি খাবার মন।
হাটের চুঁচড়া মাছ, বাড়ীর বেগুণ।
সে খেয়ে খোকা বাবুর এতই নাচন।

[২৫]

বাপ ধন শ্বশুরের নাতি।
এত দিন ছিলে কতি।
হরিদ্রার বনে।
মায়ের বিকলি শুনে।
এলেম বনে বনে।

[২৬]

সৈ সৈ সৈ আর কিছু কি দেখেছ ঘাটে কূলে ?
সারি সারি মেয়ে বসেছে আঁউলা দিচ্ছে চুলে।
ঘটির উপর তেলের বাটী, মাজতে আছেন শাঁখা।
শাঁখার কোলে কঙ্কণ ঝুলে, ঐসারে শর দেখা।
কাহার গলায়মালা কাচপউলা, আটবজরার কুঁকী
ভাল করে ঘষিও তার গাঁথন গাঁথা রূপী।
চৌলে চৌলে জল দিচ্ছে, ঐ সে গৌর গায়ে।
গা বহে বহে পচ্ছে ধারা মগ্ন হচ্ছে তায়ে।
ঘোম্‌টা টেনে ডুবটি দিলেম, লাজ করলেম কারে।
ওপারে কানাইয়া ঠাকুর, লাজ কর্‌লেম তারে।

[২৭]

পাণ চিবাচ্ছেন, জল খাচ্ছেন, বড় মানুষের ঝি।
হাতেতে গেউসা, আর গলায় ঝিঝেড়ী।
আজ থাক বাছা তুমি চিড়া চন্দন খেয়ে।
কাল যেয়ো বাছা তুমি দুধ পাঞ্চ খেয়ে।
মা ত সিন্দূরী সিন্দূর পরাচ্ছেন।
বাপ ত গুরুজন নৌকা সাজাচ্ছেন।
ভায় ত চণ্ডাল ছেলা তাকাচ্ছেন।
চেলা করে ঝিকি মিকি চেলা করে কটে।
কতক্ষণে যাব আমি সমুদ্রের ঘাটে।

[২৮]

কাল গেছিলেম তোমার বাড়ী তুমি নাইকো ঘরে।
তোমার বাড়ীর কাল কুজ, কাণ ঝন্ ঝন্ করে।
কেন রে কালুয়া বাঁদর তোর পা ?
যখনি আস্‌বে সাধের কুটুম তখনি ঝাঁ ঝাঁ ?
আমি ক্ষণে উঠি, ক্ষণে বসি, মোর মনটি চোর।

[২৯]

নুকুকু ঝাৎ।
খুকী আমার নুকুকু ঝাৎ।

খুকীর আমার সোণার সিংহাসন, রূপার বাটা।
খুকী আমার পোলরে, টোলা পড়শে ধর রে।

[৩০]

চন্দ্রবালা ভণ্ড ভালা মায়ে থুলে নাম।
বিরস বদন চন্দ্রবালা মণ্ডাখাবার চান।

[৩১]

যায় খুর্ খুর্ খুর খুরা।
ভাঙ্গলো খাটের খুড়া।
টুট্‌লো পাটের তোড়।
চাঁদ মুখ দেখ্‌তে এলো সৈদাবাদের লোক।
সৈদাবাদের লোক বলে কি কি গহনা ?
শাঁখার উপর বাজুবন্দ, গলায় হাঁসলা।

[৩২]

ওরে আমার ধনখানি।
হিচলতলার বন খানি।
ধন ধন ধন ধনা।
পাকোড়োর গাছের ফেনা।
হয় না কেন ভিন্‌কা খুকী কানে দিব সোণা।

[৩৩]

মাগো মা ঝাউ বনের হাউ এসেছে।
হাউ নয় হাউ নয়, বুদ্ধি বলছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান ফিক্কি মেরেছে।
গলাতে রক্তমালা তক্ত গেঁয়েছে।
কারবাদের রসবতী জলকে নেমেছে।
সত্যি করে বল কন্যা তোমার বাড়ী কোন্ পাড়া ?
আমার বাড়ী মধ্যি গাঁ।
আস্‌তে ডাহিন, যাইতে বাঁ।

[৩৪]

নিন্দযা নিন্দযা সোণামুখীর ছা।
তোর মা হাটে গেল, কালায় ভিজা খা।
কালায় ভিজা খাব না, চিড়া ভাজা খাব।
চিড়াতে ধ্যান। বুড়ী ঢেকি ধরি টান্।
নাক কাটিতে ভালরে বড় মানুষের ঝি।

[৩৫]

চাঁদ মামা চাঁদ মামা তোরে দুহায়।
এক খুকীর বিভা দিব ষোল বিহায়।
ধান হলে পাতান দিব।
গাই বিয়েলে বাছুর দিব।
দুধ খাবার বাটী দিব।
বস্‌তে পিড়ি দিব।
খুকীর কপালে আমার টুক্ দিয়ে যা।

[৩৬]

নিন্দ যা নিন্দ যা ডোমের পালা।
সাত ভায়ের বহিন তুমি হরিশের চালা।
চাঁদ পাড়িয়ার কেনে মা বাপ হারালেম।
ঝাঁরি পেটারীর কেনে জাতি মজালেম।

[৩৭]

খুকী আমার কৈ ? খাটে শুয়ে ঐ।
খুকীর আমার কোন্ বাড়ী ?
নষ্ট হৈল চিনি কর্পূর, অম্বল হোল দৈ।
খুকীর আমার কোন বাড়ী
আগা পাছা ফুলবাড়ী।
ডাক ডাক বোধ করি।
কুলীন কন্যা দান করি।

[৩৮]

তাল কাটে কি খেজুর কাটে কাটে বনখাজা।
হাতীর পর ঘোড়ার নাচে চাম চিলিয়া রাজা।
রাজার কান ধর রে।*

[৩৯]

ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো ঝাল পিঠালী খেয়ে।
আজ ঘুঘুর অধিবাস, কাল ঘুঘুর বিয়ে।
ঘুঘুকে লয়ে গেল ড্যাংরাকোলের মেলা।

* বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াবিশেষ।

কাঁচ কাঁচ চুলগুলা ঝেড়ে বেঁধেছে।
হাতে দেবশাঁখা মোম্ লেগেছে।
গলাতে মুণ্ডমালা রক্ত চুষেছে।
আজ তুমি থাক বাছা দুধপান্ত খেয়ে॥
কাল তোমায় লয়ে যাবে সংসার কাঁদায়ে।
আগে কাঁদে বাপ মা, পিছে কাঁদে পর।
পর পত্তে লেখা অছে, যাও শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘরের বেতের ছাউনী।
তার তলে বৈসে আছে যশোদানন্দিনী।

[৪০]

বড়বৌ বড়র ঝি।
তাকে বা বলিব কি।
ছোটবৌ মহাতাপান।
সকলেরি প্রাণধন।
মারতরবৌ কাঁজিয়াল থুরে।
বৌ বলিতে ঝেঁজে উঠে।

[৪১]

আতর গোলাপ পদ্মপলাশ।
আতুল্যির তুল্যি বৌমা।
গঙ্গা যমুনা। ঠাণ্ডা বৌমা।

[৪২]

ঘু ঘু ঘু সোণার ঘাঁটা।
চম্পাবতী তেলের ঘাঁটা।
সোণার পড়্বি না রূপার পড়্বি।
চাঁদ মুখে চুম্ব দিবি।

[৪৩]

মেগ্যি ছেলে জেঠা, এসো ভায়ের বেটা।
গেছিলা শ্বশুর বাড়ী হয়ে এসেছ মোটা।
কি বলিব জেঠা, ভোজনের কিবা ঘটা।
ষাট মাত্র বেলা হতে আনে তেলের বাটী।
বিনয় পরিপাটি।
তৃপ্ত মুড়কী ভাজা। কাঁঠাল কোষী খাজা।
ঘি চিনিতে সাজা।
ঢেস কালিতে আতপ চাউল কাহারও হাতে কুলা
শুধু তেওয়ার জল বরা ভাজেন তৈলে।
বড় মাছের ডিম, তাতে বড় বটিয়া সিথ।
বড় শ্বশুরের ভিম্বী নাকে একটী তিলক।
জল ছিটিয়া বিছানা পাড়ে চোকে আসে নিদ্রা।

[৪৪]

দরস কাপড় পর্লে ফাঁয়ার মন তুলালি তাহাতে
চল সখী দেখিতে কদম তলার ঘাটেতে।

[৪৫]

বাম হস্তে তেলের খুরী ডাহিন হস্তে খৈলা।
কোন্খানকার পানসী মাঝিরে তুলে নিলে নৌকা
কেঁদনা কেঁদনা সাধু, তুমি কান্দন ক্ষেমাকর।
ধীরে ধীরে নৌকা বাহরে গৌরীর কাঁদন শুন।

[৪৬]

কার লেগে বাড়ালেম রে কাল রে তুলসী।
গৌরীর লেগে বাড়ালেমরে গৌরী এমন ঝি।
মা আমার কে লয়ে যায়;
সোণা আমার কে লয়ে যায়।
মা কাঁদে বাপ কাঁদে পেটারী সাজায়ে।
খেলাবার সঙ্গিনী কাঁদে ধূলায়ে লুটায়ে।
এমন ইচ্ছে করে বাবা গলায় দি কাটারি।
মারে মোর কে লয়ে যায়।
সোণারে মোর কে লয়ে যায়।

[৪৭]

দেবতার মা বুড়ী। কাঠ নাই পেলি।
ছখান কাপড় পেলি। ছবৌকে দিলি।
আপ্নি মরে জাড়ে (শীতে)
কলার গাছে আড়ে।
কলা পড়ে ধুপ্ ধাপ্। বুড়ী খায় কুপ্ কাপ্।
এক সের আটা, দুসের পাটা

বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সুকবি পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের জীবনী সম্বন্ধে যে অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, ভদ্র মহাশয়ের বর্ণিত তাঁহাদের জীবনবিবরণ অতিসংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেকগুলি ভ্রম রহিয়াছে। পরন্তু ঐ ভ্রমের উপর নির্ভর করিয়াই ভদ্র মহাশয় পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের "শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু" গ্রন্থ সঙ্কলন উপলক্ষে একটু বিদ্রূপ কটাক্ষ প্রয়োগ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ইতিহাসচর্চ্চার যেরূপ অভাব, ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ যেরূপ দুরূহ, তাহাতে ঐরূপ ভ্রম থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীনভাবে ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যে অনেক প্রামাণিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া তথ্যনির্ণয়ে সাহায্য করিবে, এই আশায় গৌরপদতরঙ্গিণীর সঙ্কলনকর্ত্তা অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধনে সাহসী হইলাম।

ভদ্র মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশসম্ভূত পদামৃতসমুদ্রগ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের গুরু ছিলেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর ইহা প্রকৃত, কিন্তু এই রাধামোহন ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশসম্ভূত "পদামৃতসমুদ্র"-গ্রন্থপ্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশ-সম্ভূত। তাঁহার নিবাস টেঁয়া। এই টেঁয়া গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি সব্‌ডিবিসনের অন্তর্গত ও কান্দি হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভূত মুরশিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী টেঁয়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। অশেষগুণালঙ্কৃত, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গুণগ্রামে মোহিত হইয়া যশোর ভূষণার রাজা সীতারাম রায় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। বঙ্কিম বাবুর সীতারাম উপন্যাসে যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই কৃষ্ণপ্রসাদই সেই চন্দ্রচূড় ঠাকুর। ইনিই রাজা সীতারামের সর্ব্বকার্য্যের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র আনন্দ চন্দ্র ও গৌরীচরণ; গৌরীচরণের পুত্র রাধামোহন, রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং

অদ্বিতীয় পদকর্ত্তা ছিলেন। রাধামোহন ভণিতাযুক্ত পদসমূহের অনেক পদ ইঁহার রচিত। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস এই রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় ৮৫সংখ্যক পদ যথা—

"গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন উলাসী, প্রেম সুখরাশি, যুগল রসের ধাম॥
ইহা সবাকার, বংশ পরিবার যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে রতিমতি মাগে বৈষ্ণব দাসের মন॥"

এই পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব দাস দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ফলতঃ বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস শ্রীরাধামোহন পদধ্যান করিয়া যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, ঐ পদে তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষাগুরু টেঁয়ানিবাসী রাধামোহন ঠাকুরকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। মালিহাটী-নিবাসী পদামৃতসমুদ্রগ্রন্থপ্রণেতা-রাধামোহন ঠাকুর নহে। উভয় রাধামোহন ঠাকুরপাদ সম-সাময়িক ছিলেন। টেঁয়া ও মালিহাটী গ্রাম পরস্পর সন্নিহিত, এইজন্যই ঐ ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে! বৈষ্ণব দাস তাঁহার গুরুবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া "গুরুকুলপঞ্জিকা" নামক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন, উক্ত গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশাবলীর বিবরণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এইবংশে টেঁয়া শাখার সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন, শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শেষোক্ত তিন জন কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের কন্যাবংশের গুরু।

শ্রীযুক্ত ভদ্র মহাশয় বৈষ্ণব দাসের জীবনীসম্বন্ধে আচার্য্যবংশকুলতিলক রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ও মুরশিদাবাদের নবাব মুরশিদ্ কুলি খাঁর মধ্যস্থতায় স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অবলম্বনে যে বিচার হয়, ঐ বিচারের সন তারিখ লিখিতে গিয়া গুরুতর ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। সন তারিখ লিখিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন ১১১২ সাল অর্থাৎ ১৬৪০ শকে এই বিচার হয় (গৌরপদতরঙ্গিণী ১৩৭ পৃষ্ঠা)। পরে রাধামোহন ঠাকুরের জীবনী বর্ণনা সময় ঐ বিচার ১১২৫ সাল অর্থাৎ ১৬৫০ শকে সম্পন্ন হয় লিখিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী ১৭১ পৃষ্ঠা)।

ভদ্র মহাশয়ের কোন্ উক্তি ঠিক ? ১১১৫ না ১১২৫ ? আবার ১৭১ পৃষ্ঠার ফুট নোটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "১১২৫ এর সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে খৃষ্টীয় ১৭১৮ শাক হয়, তাহা হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ শকাব্দ হয়"। ১৭১৮ হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৫০ হয় এ অঙ্কশাস্ত্র তিনি কোথায় পাইলেন ? আর ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি সাহস সহকারে বলিতেছেন, "অমৃতবাজার আপাস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর পরিশিষ্টে ১৬৪০ শকাব্দ আছে, তাহা ভুল"।

ভদ্র মহাশয় শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় আচার্য্য প্রভুর পুত্র গতিগোবিন্দ, তৎপুত্র জগদানন্দ ও জগদানন্দের পুত্র রাধামোহন, সুতরাং রাধামোহনকে আচার্য্যপ্রভুর প্রপৌত্র স্থির করিয়াছেন ; কিন্তু তিনিই আবার কয়েক পৃষ্ঠার পর ১৭০ পৃষ্ঠায় রাধামোহন

ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া নানা তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, রাধামোহন শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

বৈষ্ণবদাসের পিতৃমাতৃদত্ত নাম গোকুলানন্দ সেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর সেন, জাতি বৈদ্য, নিবাস মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়াগ্রাম, গোকুলানন্দের গুরুদত্ত নাম বৈষ্ণব দাস। তাঁহার ভ্রাতার নাম রামগোবিন্দ সেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভদ্র মহাশয় রামগোবিন্দকে গোকুলানন্দের পুত্র বলিয়াছেন। গোকুলানন্দ সেনের পুত্রের নাম গৌরহরি ও কন্যার নাম রুক্মিণী দেবী। গৌরহরির কোন বংশ নাই। রুক্মিণী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস কবিরাজ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়স একশত বৎসরের উর্দ্ধ হইয়াছে। জেলা বর্দ্ধমান কাঁটোয়া উপবিভাগের অন্তর্গত কেতুগ্রাম তাঁহার বাসস্থান। তথায় তিনি পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। গোকুলানন্দ সেনের ভ্রাতা রাম-গোবিন্দ সেনের রাধাবল্লভ ও নন্দকিশোর নামে দুই পুত্র ও হরমণি নামে এক কন্যা জন্মে।

উদ্ধবদাসের পিতৃমাতৃদত্ত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার, গুরুদত্ত নাম উদ্ধব দাস। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র মজুমদার, জাতি বৈদ্য, নিবাস টেঁয়াগ্রাম। রাজচন্দ্র মজুমদারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের এক কন্যা জন্মে। এই কন্যার সহিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপনিবাসী হলধর মল্লিকের বিবাহ হয়। হলধর মল্লিকের পুত্র বৃন্দাবন মল্লিক, বৃন্দাবনের পুত্র হরিমোহন। অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মধুসূদন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়গণ এই হরিমোহনের পুত্র। ভদ্র মহাশয় যে লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের সন্তান জন্মে নাই, ইহা তিনি কি প্রকারে জানিলেন?

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভ্রাতার নাম গোকুল মজুমদার নহে, গোলাপচন্দ্র মজুমদার। তাঁহার চারিপুত্র রামকৃষ্ণ, রামকেশব, নিমাই ও রবিনারায়ণ। রামকেশব মজুমদারের পুত্র নিতাই-চাঁদের পত্নী শ্রীমতী নৃসিংহময়ী অদ্যাপি জীবিত আছেন। রামকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার পুত্র গৌরগোপাল সেন। গৌরগোপালের পুত্র শ্রীমান্ প্রাণবল্লভ সেন তাঁহাদের বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভাগিনেয়ীর সহিত বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত মান্দারবাড়ী নিবাসী মধুসূদন সেন মহাশয়ের বিবাহ হয়। তিনি মান্দারবাড়ী হইতে আসিয়া টেঁয়াগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বম্ভর ও কৃষ্ণধন। বিশ্বম্ভর সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মালিহাটী নিবাসী ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক মাণিকচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন ও সুচিকিৎসক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে; নীলমাধব, গৌরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। নীলমাধবের একমাত্র পুত্র কিশোরী-মোহন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মধ্যম গৌরচন্দ্রের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনন্দন ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল।*

* বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক।—সঃ পঃ সঃ।

মধুসূদনের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণধন সেন মহাশয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, সাধারণে তাঁহাকে চিকিৎসাবিষয়ে দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাঁহার তিন পুত্র ; শচীনন্দন, যশোদানন্দন, দৈবকীনন্দন। ইহাঁদিগের মধ্যে দৈবকীনন্দনের তিন পুত্র, শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র ও শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র।

শিবচন্দ্র সেন মুরশিদাবাদ জেলার শ্রীরামপুরের ভগীরথপুর নামক স্থানে বাস করেন এবং তথায় তাঁহার পুত্রেরা বাস করিতেছেন ; মধুসূদন সেন মহাশয়ের বংশীয়েরা অপর সকলেই টেঁয়াগ্রামে বাস করিতেছেন।

গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বেই অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস। ইহাঁরা টেঁয়াগ্রাম নিবাসী ত্রিবেদী মহাশয়দিগের গুরুবংশ। ত্রিবেদী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায় পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া টেঁয়া গ্রামে বাস ও উপরোক্ত অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ত্রিবেদিবংশে প্রধান প্রধান মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা রিপণ কালেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভার সুদক্ষ সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, লালগোলাধিপতির গৃহচিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী, কার্য্য-কুশল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ও পরহিতৈষী শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার ত্রিবেদী মহাশয়গণ এই বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন। এই দেশপ্রসিদ্ধ ত্রিবেদী মহাশয়দিগের গুরুকুলে "কৃষ্ণরায় জিউ" নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র, ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই বিগ্রহদেবের বর্ত্তমান সেবাইত।

কথিত আছে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় জিউর এক দিবস রাত্রে গোকুলানন্দ সেনকে প্রত্যাদেশ করেন যে, রাত্রিতে বড়ি পোড়া ও পরিষ্টি অন্ন ভোজন করিতে তাঁহার অভিলাষ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রাত্রিকালে এই বিগ্রহ দেবের ভোগ দেওয়ার কোনই প্রথা ছিল না ; গোকুলানন্দ এ প্রকার ঈশ্বরানুগৃহীত, দেশমান্য, ও দেশপূজ্য ছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশের বিষয় প্রকাশ করিবামাত্র রাত্রিকালে বড়ি পোড়া ও পরিষ্টি অন্ন দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়জিউ বিগ্রহের ভোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় এবং তদবধি রাত্রিতে ঐ প্রকারে ভোগ হইয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস উভয়েই গুরুবংশের জলকষ্ট নিবারণ জন্য গুরুবংশের বাড়ীর পার্শ্বে দুইটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। এই দুইটী পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণব দাসের জলাশয়ের নাম "বৈষ্ণবকুণ্ড" এবং উদ্ধব দাসের জলাশয়ের নাম "ঠাকুর পুষ্করিণী।"

আজ কতকাল হইল বৈষ্ণব দাস ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বাস্তু ভিটায় বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বৈষ্ণবদাস ঠাকুর ও উদ্ধবদাস ঠাকুর মহাশয়দ্বয় যে স্থানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করত রাধাকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন, যে স্থানে দেশদেশান্তর হইতে বৈষ্ণব সাধুগণ সমাগত হইয়া কৃষ্ণকান্ত গোকুলানন্দের সহবাসে

গোকুলধামের রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, যে স্থানে বসিয়া গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্ত পদকল্পতরু প্রণয়ন ও তাহা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন, গোকুলানন্দের সেই বাসস্থান অন্যের বাসোপযোগী নহে; ঐ স্থান গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্তের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য স্থল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ যাবৎ কেহ এ স্থানে বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহশীল হরিভক্ত যুবক কর্ত্তৃক ঐ স্থানে প্রত্যহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশ-দেশান্তর হইতে বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনীয়াগণ ঐ ভিটা সন্দর্শন ও প্রণাম জন্য সমাগত হইয়া থাকেন।

টেঁয়াগ্রাম ভাগীরথীর সন্নিকটবর্ত্তী। ভাগীরথী তীরস্থ প্রসিদ্ধ কপিলেশ্বর মন্দির এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে একক্রোশ মাত্র ব্যবধান। ময়ূরাক্ষী, ব্রহ্মাণী, দ্বারকা ও কূয়ার এই চারি স্রোতস্বতী টেঁয়াগ্রামের কিয়দ্দূর উত্তরে একত্র সম্মিলিত হইয়া "বাবলা" নাম ধারণ করত টেঁয়া বৈদ্য-পুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তিন ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর পবিত্র দেহে সম্মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে দুই ক্রোশ অন্তরে চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাসের আবাস স্থল ঝামটপুর গ্রাম ও তাহার সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের লীলাভূমি উদ্ধারণপুর ও নৈহাটী; পশ্চিমে একক্রোশ অন্তরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট এবং তাহার পার্শ্বেই মহাপ্রভুর প্রিয় অন্তরঙ্গ গদাধর ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দের বাসভবন ভরতপুর নামক গ্রাম।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে টেঁয়াগ্রাম উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই গ্রামে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভূত কৃষ্ণপ্রসাদ, কৃষ্ণবল্লভ, নন্দমোহন, জগমোহন, রাধামোহন, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়গণ; গোকুলানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণ; বিশ্বম্ভর, কৃষ্ণধন প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকান্তের খুল্লতাত-পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে অন্যতম দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকীয় কার্য্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও এইগ্রাম একটী ভদ্রপল্লী বলিয়া বিখ্যাত!

শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত।

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বঙ্গের নিরক্ষর কবিগণের ক্ষুদ্র জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, এই ভারতের ক্ষুদ্র অংশের কবিত্বে বঙ্গভূমি যখন আলোকিত, তখন না জানি সমগ্র ভারতীয় নিরক্ষর কবির কবিত্ব আলোচনা করিলে কি মহা আলোকসমুদ্রে পড়িব! এই প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় নিরক্ষর একটি স্ত্রীকবির জীবনী আলোচনা করিয়া পাঠকের মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিব।

পুরাতন যশোহর আধুনিক খুলনা জেলার অতি নিকট প্রায় সুন্দরবনের পার্শ্বস্থিত "জাপুসা" গ্রামে একটি পোদ জাতীয় রমণী নিরক্ষর স্ত্রীকবিগণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার বংশীয় ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বর্ণিত কামিনীটির অসাধারণ কবিত্বপ্রতিভা একসময় দেশীয় কৃষক-গায়কগণের ওস্তাদ রূপে পরিগণিত ছিল, এই বংশের কৃষকগণ এ অঞ্চলে অতি গণ্য মান্য। ইহাদের সাধারণ নাম "কবেল", ইহা ছাড়া ইহাদের অপর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার উপায় নাই। ইহারা একে নিরক্ষর তাহাতে জঙ্গলিজাতি—বিশেষতঃ এই কবেল-বংশ বর্ণিত কামিনী ব্যতীত অপর কেহ কবিত্ব শক্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন সময় এই কবেল-কামিনীর ভগিনীপুত্র তারাচাঁদ একটি "গাজি গীতের দল" লইয়া স্থানে স্থানে নাম প্রকাশ করিয়াছিল মাত্র। তারাচাঁদের দলের গীত আমি শুনিয়াছি, তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বর্ষ মাত্র। একদিন তারাচাঁদ বিশেষ কোন কার্য্য গতিকে আমার আত্মীয় খুলনা জেলার বেলফুলিয়া পরগণার শ্রীফলতলা গ্রামে ৺ দীননাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত হয়। সেই সময় তারাচাঁদ তাহার মাসির অসীম কবিত্বময়ী জীবনীসহ দুইটি গীত এবং গুটিকয়েক শ্লোক বলিয়াছিল। উহার পূর্ণাংশ না হইলেও অনেকটা অংশ আমি পাঠককে উপহার দিতে পারিব। এই অঞ্চলে উক্ত রমণীকে অদ্যাপিও "কবেলকামিনী" বলিয়া থাকে। এই কবেল নারী যে কত গীত-শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। ইহার রচিত গীতগুলি প্রায়ই শ্যামা-বিষয়ক। শ্লোকগুলি কতকটা আদিরসমিশ্রিত মার্জ্জিত শব্দ দ্বারা গ্রথিত। আমার মনে পড়ে, তারাচাঁদ যেন নিম্নের শ্লোকটি অবিকল এইরূপ বলিয়াছিল। অথবা আমার পূর্ণ বয়সের জ্ঞানের স্মৃতিই এইরূপ হইবে। যথা—

কবেল কামিনীর গীত

১। হাত ঝুম্ ঝুম্ পায়ে পাইজোড় কোমর দুলে যায়।
যৌবন জোয়ার ছুটলে পরে কুল ছাপিয়ে ধায়॥
পাতার আড়ে ফড়িঙ্গ উড়ে দেখতে চমৎকার।
বাসি ফুলের মধু খেতে ভোমরা করে ঝনাৎকার॥

২। তল্লাবাঁশের বাঁশী সে যে কত গুণ জানে,
যেখানে কোণের বউ বাজে সেইখানে।
নিত্তি আসি বসে বাঁশী ডাকে মালঞ্চের ধারে,
রাধার পরাণ উস্‌কে উঠে ফুল ফুটান পরে।
তখন ছুটল রাধা শুনে আধাঁ কল্লো বাঁশীর ডাক্।
কলসী কাখে চলে ঝুকে ছোটে শ্যাম পিরীতির থাক্॥
তখন জটিলে কুটিলে বুড়ি গোস্বা করে কয়,
তোর শ্যাম পিরীতের ভাঙ্গব হাড়ি সে যে বাড়ী এলে হয়॥

৩। জল ছোব না আগুন খাবে কর্‌বে পরাণ খাক্
বৌ লোকে পিরীত টান্‌বে এমনি গুণের ডাক্।
চান্দের কোলে কালিলেপা জোনাকীর পায়ে বাতি
পিরীতি পাগল পাগলা পাগলি খায় পিরীতির লাথি।

৪। রাজার ঝিয়ে কুটনা কুটে কাটল কচিহাত,
কায়েত ছোড়া তা দেখিয়ে ভাঙ্গে আপনার দাঁত।
তার দাঁত ভাঙ্গিল নাক কাটিল লোকের কাণাকাণি,
ছুট্‌লে বান্ধাল হয় না সামাল পড়্‌লে পিরীতের ঘানি॥ ইত্যাদি।

কেবল জাপুসা গ্রামের কবেল কামিনীর রচিত গীতগুলির আলোচনা করিয়া তাহার গীত দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কৃষককামিনী কবি হইয়া কতদূর উন্নতি করিয়াছিল। গীত দুইটি এই —

১। ফুটল ফুল কালাবেটির পায় পর,
তার মূল রয়েছে আকাশের পর, এ ফুলের তলাস করে কে বল।
সে যে রক্তজবা রাঙ্গাকলি একবোঁটায় দুই ফুল ধরে,
কত পথ পাথালি রাজা প্রজা শাঁই ফকিরে খোঁজে তারে।
ফুলের তলাস বল কে করে।
আছে কালাবেটি বড় খাটি সে ফুলের মাথার পরে।
তার চরণ দুটি কতকোটি চাঁদ স্বরজে আলো ধরে।
সেই ফুল ফেলে ধল্লে পরে যাবি রে পরপারে॥

২। বল রে কালী মনের কালি মুছবি যদি সংসারে।
তাজা মরা বাসি পচা কিছুই নাই রে তার ঘরে।
সে কল্লাবেটি দাড়ায় খাটি দিয়ে পাটি বাবার ঘাড়ে।
করে না লড়ন চড়ন কিরণ ঘুরণ জাদু ক'রে রাখে তারে।
বেটির আলোকে প্রাণ আছে তাজা ডাক রে মন তাই তারে॥

যখন এই গীত দুইটী আমার হাতে আসিল, তখন আমার এক আত্মীয়টী তাহা আধুনিক ভাঙ্গা থিয়েটারী সুরে গাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধ নমঃশূদ্র সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় বলিল, আমি তারাচাঁদের দলের ছোকরা ছিলাম, আমার নাম কাশীনাথ মণ্ডল। আমি কত গীত শুনাইতে পারি, কিন্তু আমার এখন বড় মনে নাই। মনে করিয়া শুনাইতে পারি। এই বৃদ্ধ নমঃশূদ্র আমাকে নিরক্ষর স্ত্রী কবি কবেল কামিনীর সম্বন্ধে একটী গল্প বলিল। উক্ত গল্পে নিরক্ষরা কবেল-কামিনীর অনেক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যাত আছে। বৃদ্ধ বলিল, একদিন প্রাতে অমাবস্যা তিথিতে কবেল-বেটি একটী মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের "বিরাট" নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখে "শ্যামাসঙ্গীত" শুনিয়া নিজে নাকি জগজ্জননী শ্যামা তাঁহাকে "কবেল" উপাধিতে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ নমঃশূদ্র যে গীতার্দ্ধ আমারে শুনাইয়াছিল, উহার সমস্ত আমার স্মরণ নাই। যাহা স্মৃতিতে আছে, তাহা পাঠককে উপহার দিতেছি, নতুবা এই স্ত্রী কবির কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণ বুঝাইতে পারিব না যথা—

"আসমানে উঠেছে শ্যামার গায়ের আলো ফুটে ;
তাই দেখতে সভে সাজের কালে এলো লোক ছুটে।
* * * * বেটির বেগার বেড়াই খেটে।
কত সলক কত রশ্মি কালী মায়ের পায় * * *
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়" ॥

ধন্য নিরক্ষর স্ত্রী-হৃদয়ের শক্তিকে। এই কৃষকরমণী দেবদুর্ল্লভ কবিত্ব লইয়া কৃষিপল্লিতে এইরূপ কত সঙ্গীত কত শ্লোক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সময় তারাচাঁদ গান করিতে যাত্রা করিত, আমরা তাহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি যে, সে তাহার পূজনীয়া মাসিমাতার চরণোদ্দেশ্যে বলিত, যথা—

"মেঘের মাঝে তুমি ওস্তাদ গীত গড়িতে আছ,
তোমার পায়ে কোটি পেন্নাম আমারে গীত শিখিয়ে দেছ"

ইহাতে সাধারণতঃ সেই স্ত্রী কবিটির প্রতি তারাচাঁদের এবং সাধারণ লোকের ওস্তাদী চাল প্রকাশ পাইতেছে। তারাচাঁদ নাকি দুই একটি গাজিগীতের ধুয়া প্রস্তুত করিত, কিন্তু তাহাও তাহার স্মরণীয়া মাসিমাতার নামে ভণিতা দিয়া। তাহার একটী সামান্য চরণমাত্র আমার মনে আছে যথা—

"কবেল বেটি বলে গাজি দেও বাল্লকে ছায়া"

আর একটি গীতের দুই চরণ এই—

"পরগণে হোগলার মধ্যি গ্রাম জাপুসা।
গীত গড়িয়ে গারস্তালী করে কবেল মা ॥"

এই ভণিতায় আমরা জাপুসা গ্রামের অবস্থান বুঝিতে পারিলাম। খুলনা জিলায় "হোগল পরগণা" অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই পরগণায় অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। লকপুরের চৌধুরিবংশ তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

খুলনা জিলার দক্ষিণাংশে যে বিস্তৃত স্নন্দরবনপ্রদেশ প্রাতঃস্মরণীয় মহাবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত রাজ্যকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আবাসভূমি করিয়াছে, এই অংশে বর্ত্তমান সময়ে লোকে সুন্দরী কাঠ তৃণজাতীয় নল, হোগলা এবং জ্বালানী কাঠ কাটিতে গিয়া থাকে। এই কার্য্যকে লোকে "বাদার বাওয়াল ব্যবসা" কহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে "ফরেষ্টডিপার্টমেণ্ট" করিয়া একজন কমিসনার দ্বারা শাসন করিতেছেন। যে সকল কৃষক জাতীয় লোক এই বাদার ব্যবসা করিতে যায়, তাহারা বলিয়া থাকে যে সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে "কানাই বলাই" নামে দুইটী নির্ব্বাক্ উলঙ্গ উদাসীন ফকির আছে! উহাদের অনুগ্রহ না হইলে কেহ সুন্দরী কাঠ সুবিধামত লাভ করিতে পারে না।

এই দুই পুরুষ কত কালের লোক, কেহ তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না। বাওয়ালীগণ বলে, ইহারা প্রকৃত নির্ব্বাক্ নহে, বাক্‌সংযত পুরুষ। সময় সময় প্রধান প্রধান বাওয়ালীর সঙ্গে আলাপ করে এবং অনেক রকম নলে-গীত শিক্ষা দেয়।

কানাই বলাইএর গান.

এই দুই ব্যক্তি এক গর্ভজাত কিনা এবং আহার বিহার করে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কানাই বলাই নাম ইহাদের কে রক্ষা করিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই দুই ব্যক্তি যে সকল গীত গাইয়া থাকে তাহার দুইটি গীত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় গীত দুইটির সমস্তাংশ আমার স্মরণ নাই এবং সংগ্রহও করিতে পারি নাই! যে বৃদ্ধ বাওয়ালী আমাকে এই গীত দুইটি এবং কানাই বলাই ফকিরের বিষয় বলিয়াছে,—সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাই গীত দুইটি সমস্ত শুনিতে পাই নাই!

১। বুনোবাদাড়ে ডাকে পাখি জোয়ারে ছোটে খাল।
আয়রে আয় বান্দির পুত কাটতে হোগলানল ॥
আমরা আগে আগে যাই মায়ে স্মরণ করে।
তোরা আয় খোন্তা কুড়ল বেকী হাতে করে ॥
বসে আছে একলা বনে বনো-বিবির পুত।
আয়রে তোরা বাদার মাঝে ওরে নেড়ে ভুত ॥

২। মোরগ মুরগী রাতপোয়ালে বসে গাছের ডালে।
আমরা দুই ভাই তোদের জন্যে নামি লোনা জলে ॥
* * * আসমানে উঠল বাহার সুজ্জি উঠল চালে,
আয়রে বাওয়াল নিবি যদি, গাজির ঘোড়া আছে গাছের তলে ॥ ইত্যাদি

এইরূপ নানাপ্রকার গীত নাকি এই দুই পুরুষের রচিত। কিম্বদন্তির উপর বিশ্বাস করিলে এই দুই ব্যক্তিকে নিরক্ষর কবি মধ্যে গণ্য করিতে হয়। ইহাদের গীতে কবিত্ব মাধুরী

তত্ত্ব অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু বাওয়ালীগণ ইহাদের বড় ভক্ত এবং ইহাদের রচিত গীত না গাইয়া বাদার বাওয়াল ব্যবসা আদৌ করেনা। বাদা অর্থে সুন্দরবন বিভাগকে বুঝিতে হয়। পশ্চিম-উত্তর বঙ্গের পাঠকগণ বাদা বলিলে বোধহয় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, সেই জন্য আমরা বাদার এবং বাওয়াল ব্যবসার অর্থ উত্তমরূপ বুঝাইবার জন্য আরো একটুকু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে এবং চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পুর্ব্বাংশে বঙ্গসাগর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ভুভাগ বনময় হইয়াছে, উহাকে "বাদা" বলে। এই বাদায় এখন আবাদ হইয়া অনেক জমি উত্থিত হইতেছে। আর সুন্দরবন কমিসনারের আদেশে ইহার স্থানেস্থানে অনেক গ্রাম বসিয়াছে। গ্রামবাসিগণ প্রায়ই পোদ, চণ্ডাল এবং মুসলমান। এইস্থানে ধান্য, নারিকেল, সুপারী, সুন্দর কাষ্ঠ, তৃণ জাতীয় নল, হোগলা, জ্বালানীকাষ্ঠ ও গোল নামক বৃক্ষের পত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। লোকে বলে এইস্থানে অনেক দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। তাহার মধ্যে কালী এবং গাজিনামক মুসলমান ফকিরের প্রাধান্য বেশী। সুন্দরবনের ব্যাঘ্রকে লোকে" "গাজির ঘোড়া' কহে। এই বাদার ব্যবসায়িগণ বাদা গমনকালে এবং অবস্থানকালে একরূপ ভাষা ব্যবহার করে, উহা সাধারণ ভাষা হইতে কেমন যেন একরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বলিয়া বোধ হয়। খাওয়া বলিতে নাই, তাহার স্থানে "কাট" বলিতে হয়। মরা বলিতে নাই, "ভাল" বলিতে হয়। সাধারণ লোকে এই জন্য কাহারো মৃত্যুসংবাদ বলিতে হইলে "বাদাই ভাল" বলিয়া বিদ্রূপ করে।

বাদার গীতকে নলে-গীত বলিয়া থাকে। বাদার বাওয়ালীগণ তৈল মৎস্য ব্যবহার করেনা, একবেলা নিরামিষ আহার করে। মাথায় লম্বা চুল রাখে, গলায় রুদ্রাক্ষ নয় তুলসীর মালা ধারণ করে। ইহাদের আদেশ না হইলে কেহ বাদায় নামিয়া কোন কার্য্য করে না। বস্তুতঃ বাওয়ালীগণ এইস্থানের একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা, গবর্ণমেণ্টের ফরেষ্টারগণ ইহাদিগকে অতি সম্ভ্রম করেন। আমরা কোন সময় একটি ফরেষ্টারের নৌকায় ১৫ দিন অবস্থিতি করিয়া বাদার বনশোভা এবং কার্য্যাদি দেখিয়াছিলাম। পাঠককে তাহাই অবগত করাইলাম।

বঙ্গদেশে যত প্রকার সঙ্গীতময় গীতের দল আছে তাহার মধ্যে "গাজিগীতের দল" অতিনিম্নে। যাহারা এই গীতের দলের লোক তাহারা প্রায়ই মুসলমান, তবে স্থান বিশেষে নমঃশূদ্রও আছে। এই গীতরচয়িতাগণ একে কৃষিপল্লির কৃষক, তাহাতে আবার নিরক্ষর। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছু অধিক পরিমাণে সৌখিন অথবা সামান্য কিছু সঙ্গীতপ্রিয় হয়—সেই অপর কতিপয় লোক সংগ্রহ করিয়া একটী দল গঠন করে। গাজির গীতের দলে একজন মূল গায়ক, গুটিকয়েক নৃত্যকারী সঙ্গীত জানা বালক, এবং একটী বেহালাদার ও একটি মৃদঙ্গবাদক থাকে। মূল গায়ক কীর্ত্তনের পদাবলীর ন্যায় পদ বলিয়া সুরে কথা বলিতে থাকে, আর দলের লোকে তাহাতে একটী অব্যক্ত সুর মিলাইয়া গাইতে থাকে। বালকগণ

গাজীর গীত

সময় সময় নৃত্য করিয়া—দুই একটী বাজে গীত গাহিয়া শ্রোতা এবং দর্শকের মনস্তুষ্টি করিয়া থাকে। মূলগায়ক মহাশয়কে "খেড়ো" বলে। এই খেড়ো মহাশয় একটী সামান্য অর্দ্ধমলিন চাপকান গায়ে দিয়া মাথায় বাব্‌রিচুল অথবা লম্বা চুল ঝুলাইয়া গলায় পুঁথির মালা দোলাইয়া হাতে একটী কাল চামর্ লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো দাড়াইয়া কখনো বসিয়া কখনো নাচিয়া উপন্যাস বলিতে থাকেন—আর মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধসংখ্যা চারি পাঁচটী প্রচলিত সামান্য শব্দযোজিত এক চরণ গীত গাইয়া থাকেন।

এই গাজি-গীতের উপন্যাস অথবা সঙ্গীতাখ্যায়িকা "মুসলমানী কেচ্ছা" অর্থাৎ একটী কল্পিত বাদসাহ কি ওমরাহের কাহিনী, এই গীতের সুর তাল প্রায় এক ভাবেই প্রচলিত। তবে বর্ত্তমান সময়ের শ্রুত অনেক হাটো মাঠো গীতের সুর খেড়ো মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। মূলগীত শুনিতে হইলে সেই একঘেয়ে বাজনা আর অতি চীৎকারময় সুর শুনিতে হয়। সাধারণতঃ গীতগুলি অর্দ্ধতালে আর ঠুংরিতালে গীত হইয়া থাকে। এই গীত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে হইয়া থাকে কিনা জানিনা, তবে শুনিয়াছি যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভদ্রলোক নিঃসন্তান হন, তিনি নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য দুই তিন পালা গাজির গীত মানত্ করিয়া থাকেন। কেননা প্রবাদ আছে যে, গাজি ও কালু নামক ফকিরদ্বয়ের আশীর্ব্বাদে এক অপুত্রক বাদসাহের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

দিল্লীর লোদীবংশের সম্রাট্ সেকন্দরের পুত্র গাজি জগতের অসারত্ব দেখিয়া ফকিরী গ্রহণ করে এবং উক্ত পথে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের জন্য অতি কঠোরতা সহ্য করে। এই গাজি আর আমাদের নবদ্বীপচাঁদ পতিতপাবন শ্রীগৌর হরি এক সময়ের ধর্ম্ম-সংস্কারক। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী যেমন নিত্যানন্দ—সেইরূপ গাঁজির সঙ্গী কালু ফকির। দুঃখের কথা এই, মহাবিরাগী সংসারে নির্লিপ্ত কালুফকির নিরক্ষর কৃষকগণের হাতে পড়িয়া একটী সঙের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। গাজি গীতের দলের খেড়ো মহাশয় কালুফকিরের নামে কেমন একটী হাস্যজনক সুর যে উঠাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে অতি সংযমী পুরুষকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কালু ফকির যেমন উদাসীন, গাজিও তেমন গৃহবাসী। কিন্তু গাজি বাদসাহ-পুত্র বলিয়া এই গাজির গীত-রচয়িতা নিরক্ষর কবিগণ তাহার সম্বন্ধে অনেকটা অলৌকিক ঘটনা গীতে সংযোজিত করিয়াছে। একেত এই দেশবাসী সাধারণ জনসমূহ অতিরঞ্জিত বিষয় ভালবাসে, তাহার পর আবার আমাদের দেশের অতিরঞ্জিত শাস্ত্রব্যাখ্যাকারিগণের গুণে অনেক অসম্বদ্ধ অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকে অনেক প্রকার "ভান্" প্রস্তুত করে। ব্যাধি বিশেষের লক্ষণকে একটী দেব দেবীর নামে সংযুক্ত করিয়া কিছুকাল ভেল্কী দেখায়। এই সকল কারণে দেশী নিরক্ষর কবিগণ গাজির গীতের রচনায় অনেক অমানুষিক ঘটনার সমাবেশ করিয়াছে।

এই গীত-রচয়িতাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রবর্ত্তন করে, তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। কৃষকশ্রেণীর নিকট লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই যে, বর্ত্তমান কৃষ্ণগঞ্জ

রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র কৃষিপল্লির একজন ফকির "হজ" করিয়া মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী "পুলিবাও" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রিকালে খোয়াবে (স্বপ্নে) একটী কব্বরস্তম্ভের নিকট হইতে গাজির মহিমা প্রকাশের আদেশ পায়। আবার অনেক মুসলমানী কেচ্ছা কেতাবে পীর পয়গম্বরগণের মধ্যে "গাজিপীরের দরগা" কথাটী আছে এবং অনেক স্থানে গাজির দরগাও আছে। এইরূপ ভাবের দরগার একটী ফকির বলিয়াছে যে, কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসনের "বাজিত ফকির" এই গাজির গীতরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও কএকটি গাজির গীতের পদদ্বারা আমরা নূতন রচয়িতার নাম পাইয়াছি। যথা—

"কর্ কর্ ওরে বান্দা আখেরির কাম কর
পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া হাওয়ার পিঠে চড়্।
দেও, পরি, ভুত্দানা বাদ্সা শোলেমানে
জিন্দেগী ভর করে বস্ আল্লার ফরমানে।
আস্রফ ফকিরে বলে শুন মমিন ভাই
দেওরে গাজির সিন্নি আমি প্রথম গীত গাই॥" ইত্যাদি,

ইহাতে এই আরসফ্ ফকির একজন প্রথম সময়ের গাজির গীতগায়ক এইভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই সামান্যাংশে এই গীতের আদিপ্রবর্ত্তকের নাম জানা কঠিন। এই গাজির গীত-রচয়িতা বা গায়কগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনী অদ্য পাঠককে উপহার দিতেছি। এই ব্যক্তি জাতিতে নমঃশূদ্র। অধুনা ইহার বংশীয়গণ "গা'ন্ বিশ্বাস" বলিয়া অভিহিত। মাগুরা মহকুমার পশ্চিমাংশে "ফটকি" নদীর তীরস্থ ধনেশ্বরগাতি গ্রামে ইহার জন্ম। নাম "জয়চাঁদ গা'ন"। যখন জয়চাঁদ অতিশিশু, তখন নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ তারামণি চক্রবর্ত্তী একদিন তাহার পিতার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—"এই বালকটির আকারে বোধ হয় ইহার উপর সরস্বতীর বড় কৃপা হইবে। অনেক লোকে ইহার মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইবে"। প্রকৃত পক্ষে সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল। ধনেশ্বরগাতি গ্রামের একটী নব্য স্বল্প শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, তারামণি চক্রবর্ত্তীর জ্যোতিষে সামান্য জ্ঞান ছিল। ইনি তজ্জন্য নমঃশূদ্র সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়চাঁদের ভাবী ভাগ্যকথা সেইজন্য নমঃশূদ্র সমাজে প্রচারিত হইল। জয়চাঁদ গানের পিতা বংশীধর মণ্ডল চাষী চণ্ডাল এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, তারামণির চক্ষে বড় যজমান, সাধারণ যাজক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজমানের মনস্তুষ্টির জন্য অনেকরূপ স্তাবকবাক্য বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল। জয়চাঁদের পিতা পুরোহিতের কথায় বড় ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্রের ভাবী মঙ্গলের জন্য বসত বাটীর নিকটবর্ত্তী 'দীঘল গ্রামে" একটী সে কালের মুসলমান গুরুর নিকট পুত্রকে লিখাপড়া শিক্ষা দিতে পাঠাইয়াছিল। জয়চাঁদ বিদ্যা শিক্ষার দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল মুসলমানী কেচ্ছা এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম অনেকটা পরিজ্ঞাত হইল। এই কারণে শুনা যায় জয়চাঁদকে শেষে পরিণত বয়সে নির্ধনাবস্থায় স্বজাতির নিকট অনেকটা অবনত হইতে হইয়াছিল।

জয়চাঁদের নিজমুখে এইমাত্র তাহার বাল্যজীবনী আমরা শুনিয়াছি। যখন জয়চাঁদ গীতের দল গঠন করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এতদূর মন্দ ছিল যে, দুইবেলা আহার করা তাহার পরিবারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। কোন এক সময় জয়চাঁদ যশোহর নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে যাত্রা গীত শুনিতে গিয়া যাত্রার অধিকারীর মিষ্টবাক্যে যাত্রার দলে মিশিয়া নানারূপ যাত্রার ভাবভঙ্গি, গীত, সুর নাচ শিক্ষা করিয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর জয়চাঁদ এই কার্য্যে থাকিয়া কিশোর কাল হইতে যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত অতীত করিয়াছিল। যখন গৃহে আসিল, তখন পিতার উপার্জ্জিত লাঙ্গল গরু জমী সমস্তই প্রায় উদরের জন্য পরিবারগণ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া জয়চাঁদ পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনেক চিন্তার পর বাল্যের অভ্যস্ত মোসলমানী কেচ্ছার ঘটনা লইয়া যৌবন বয়সের শিক্ষিত যাত্রার ধরণে একটি গাজির গীতের দল প্রস্তুত করিল। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার বিখ্যাত ধনী "তালখড়ির ভট্টাচার্য্য" মহাশয়দিগের বসতির নিকটবর্ত্তী "উজগ্রামের" তরিবুল্লা কারিকরের নিকট গাজি গীত শিক্ষা করিয়া এই দলের উন্নতি করিয়াছিল। এই তরিবুল্লার পুত্র হাচিম বিশ্বাস বর্ত্তমান সময়ের একজন নামজাদা জারি গীতের দলপতি। জয়চাঁদ পালার প্রথমেই ভণিতা দিয়া গাইত যে—

"প্রথম বয়সের শিক্ষা কেচ্ছা মোসলমানী,
তাই আজ গেয়ে বেড়াই ওমা বীণাপাণি।
তার পর যাত্রা গীতে বালক সাজিয়ে,
যত গীত ছিল শিক্ষা সুরে ভাজ দিয়ে।
ধর্ম্মরাজ সভায় তাই গাবো ধুয়া ধরে,
ওস্তাদজী তরিবুল্লার শিখানর জোরে॥" ইত্যাদি।

জয়চাঁদ হিন্দুর ছেলে—গাজির গীত রচনা এবং গান করিলেও হিন্দু দেবদেবীর নাম, মাহাত্ম্য-লীলা কিছুই তাহার রচনায় পরিত্যাজ্য হয় নাই। যখন জয়চাঁদ গাজি গীতের গৌরচন্দ্রিকা করিত, তখন ছড়া বলিবার সময় বলিত যে—

নম গণপতি দেব আশীর্ব্বাদ কর,
এসে বস সরস্বতী কণ্ঠের উপর।
ছেলেকাল গেল খেলায় যৌবন গেল রসে,
বেরদ্দকালে দুর্গা নাম মনে নাহি আসে।
কি করিস্ ওরে মন দেখ্‌রে নয়ন মুদি,
কালের পরে কালীরূপা ভবরোগের ওষধি।
নম নম সভার লোক আশীর্ব্বাদ কর,
বালক জয়চাঁদ বলে নেক নজর কর॥ ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবে প্রায় হিন্দুর প্রচলিত দেবদেবীর নাম এবং মুসলমান ফকির, দরবেশ,

পয়গম্বর প্রভৃতির নাম করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে সুরের সঙ্গে মূলপালা আরম্ভ করিত। আবার পালার ছড়া বলিবার সময় একটি অর্দ্ধ-হিন্দুস্থানী অর্দ্ধ-মুসলমানী কাওয়ালী তালের গীত গাইয়া যাইত। বালকগণ তখন দোয়ারকি করিয়া কমলে কঠিনে মিশ্রিত একরূপ শ্রবণমধুর সঙ্গীতসুধা শ্রোতার কর্ণে ঢালিয়া দিত। যথা—

ওরে রাম রহিম জুদা করিস্ নেরে ভাই,
ঐ যে কাশী মক্কার একি গুণ বিচারে দেখ্‌তে পাই।
মন্দিরে কালীর ঘর, এলাহি থাকে মুসিদ পর,
সন্ধ্যা আহ্নিক নমাজ রোজায় কিছু ভেদ নাই।
তাইতে গান জয়চাঁদ কয়, আয় হিন্দু মুচ্ছলি আয়,
যেতে হবে এক জায়গায় সে জন আছে সব ঠাঁই।

এইরূপ বিদ্বেষবিবর্জ্জিত ধর্ম্ম সম্মিলন সঙ্গীত গান করিয়া এবং রচনা করিয়া জয়চাঁদ হিন্দু মুসলমান মাত্রেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। তাহার স্বজাতীয়গণ এইরূপ শক্তি দেখিয়া জয়চাঁদকে আবার পূর্ব্বের বিদ্বেষ ভুলিয়া সমাজে তুলিয়া লইয়াছিল। জয়চাঁদের গীতে সঙ্গীতের রসশক্তি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সাধারণতঃ তাহার রচিত গীতগুলিতে প্রেম আর ভক্তির আধিক্য কিছু মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। জয়চাঁদ যখন গাজি গীতের নায়ক-নায়িকার প্রেমবর্ণনা করিত, তখন তাহার উপমাস্থানে কৃষকগণের সর্ব্বদা পরিচিত পদার্থের তুলনা করিত। যথা—

সুন্দি নালের কলি যেমন দোলে শোলার মাঝে।
রাজার বেটির পিরিতী তেমনি হানিফ্ মরদের কাছে।
জোনাকী বাতি যেমন নিব্‌লেও থেকে যায়।
সোনা ভানের নেবা পিরিত তেমনি হানিফের গায়। ইত্যাদি

একদিন মাগুরা মহকুমার উপর জয়চাঁদ দলবলসহ গান করিয়াছিল। তখন জয়চাঁদের বয়স প্রায় ৫০।৫৫ হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা ১০।১২ বর্ষ বয়স্ক বালকগণের কণ্ঠস্বরকে অনুচ্চ ও কর্কশ ভাবিয়া ছিলাম। এই সময় জয়চাঁদ উপস্থিত ভদ্রলোক-গণের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ একটি সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া সভ্যগণের মনস্তুষ্টি করিয়াছিল। শ্রোতার দলে আমরাও বসিয়া জয়চাঁদের উপস্থিত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সঙ্গীতটী ততদুর উৎকৃষ্ট শব্দে অথবা ভাবে রচিত নয়। কিন্তু সুরের মোহন আকর্ষণে তৎকালে শ্রোতাগণের নিকট শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। যথা—

হাদে বাহার কিবা হয়েছে বাবুরা সব বলেছে।
আমি অতি মুখ্যমতি, জানিনা শাস্ত্রকতি,
লিখা পড়ায় বোকা হাতী গীতে আমায় খেয়েছে।
স্বর্গে ইন্দির সভা আছে শুনি আমি লোকের কাছে
ঠিক্ যেন সেই সভার মত এ সভাটী লেগেছে। ইত্যাদি।

এই গীত শেষ হইতে না হইতে এই মহকুমার একটী উদার চরিত্র সুরসিক মোক্তার অমনি তাঁহাকে একখানা অর্দ্ধ ছিন্ন শালের চাদর দান করিয়াছিলেন। জয়চাঁদ তখন চাদরটি মাথায় দিয়া আবার মূল গাজি গীত গাইতে গাইতে ঘুরিতে লাগিল। আর একটি অর্দ্ধমূল গায়ক বা গাজি গীতের "খেড়ো" গাইতে লাগিল যথা —

ওরে তোরা দরগা পানে আয়
দয়াল গাজি ঐখানেতে রয়,—
যেমন দ্বিতীয়ের চাঁদ ফান্দ পাতিয়ে, তারার গায় আলো দেয়
তেমনি ধারা, জয়নাল আমার ছুরতে বেড়ায়। ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবের গীত গাইয়া জয়চাঁদ গান নিরক্ষর কৃষক-সমাজে অতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমরা তাহার রচিত সামান্য দুই একটী গীত মাত্র জানি—কিন্তু জয়চাঁদ যে সমাজের কবি সেই সমাজের কৃষক স্ত্রীপুরুষগণ জয়চাঁদ গানের গীত না গাইয়া শীতকালের কোন সময় কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে বলিয়া আমরা শুনি নাই। গাজি-গীত প্রায়ই শীতকালে গৃহস্থের বাটীতে হইয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলার স্থানে স্থানে শীতকালেই জয়চাঁদের রচিত গাজি গীত প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার রচিত গাজি গীতের মধ্যে আমরা কিন্তু কবিত্ব রস পাই নাই। কেবল নিরক্ষর কবির জীবনী আলোচনায় জয়-চাঁদের ন্যায় নামজাদা গাজি-গীত-রচয়িতার কাহিনী সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়া গাজি গীত রচয়িতার গ্রাম্য গীতি প্রদর্শন করিলাম মাত্র। এই গীতের যত বাহাদুরী সমস্তই ছড়া মধ্যে আবদ্ধ। এই জন্য একটী আমার জানা অল্প কবিত্বময় ছড়া উদ্ধৃত করিয়া এই কবির জীবনী আলোচনা শেষ করিব। যথা—

"অনুপ সহরে রাজা চন্দ্রভানু নাম
সূর্য্য উজল কন্যা তার রূপে দিনমান।
একদিন সাজের কালে বসে সরোবরে
ফুল তুলি মালা গাথে বিনি সুতি তারে।
"দুল দুল ঘোড়া" চড়ি হাঁনিফা সেথায়
ভাঙ্গা চাঁদ উঠে যেন আসমানের গায়।
কন্যা বলে ওরে নেড়ে মরতে আলি ক্যান
জান বাচ্ছা কেটে রাজা করবে খান খান॥
হানেফ বলে শুন বিবি বলি যে তোমায়
বাপজান মরেছে তোমার করিয়ে লড়ায়। ইত্যাদি

গাজি গীতের ছড়া এইরূপ। এই গীতের এই স্থানেই বিশেষত্ব—এই স্থানেই কবিত্ব। ছড়া বলিতে বলিতে খেড়োগণ মাঝে মাঝে দুই একটী সামান্য গীত গান করিয়া থাকে। কিন্তু জয়চাঁদ যাত্রার দলের ছোকরা, তাই তাহার রচিত গাজি গীতে অনেক যাত্রা ভাবের গীত

আছে। এমন কি দেশের প্রচলিত কবি গীতের সুরও জয়চাঁদের গীতে পাওয়া যায়। স্থূল কথা এই যে, গাজি-গীতের অধিপতিগণের মধ্যে জয়চাঁদ একজন পরিবর্ত্তক এবং সংস্কারক। নূতন ধরণে গাজি গীত জয়চাঁদই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। জয়চাঁদের প্রতিবাসী থৈপাড়ার ঘোষ-বংশীয় একটী যুবক একদিন আমার নিকট চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষার সময় প্রকাশ করে যে জয়চাঁদ ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময় জয়চাঁদের বয়ক্রম ৭২ বর্ষ হইয়াছিল। জয়চাঁদ লেখা পড়া জানিত না অথচ কবি ছিল—আর তৎপুত্র প্রসন্ন কবি পিতার পুত্র হইয়া লেখা পড়া অল্প শিখিয়া কবিতা প্রস্তুত দূরে থাকুক, জয়চাঁদের অনেক ছড়ার অর্থ বুঝিতে পারে না। এই গাজি গীতে যতরূপ গীত, ছড়া, ও শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে আমরা অন্যান্য গ্রাম্য কবিতার ন্যায় তত কবিত্ব পাই নাই। কেবল সহজ সরল কথার গাথুনিতে ইহা কাব্য সাহিত্যের প্রসাদ গুণের একটী আদর্শ মাত্র। জয়চাঁদ মরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গাজি গীতের সঙ্গে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবেনা।

জারীগান ও পাগলা কানাই

সঙ্গীত কবিত্বের মধ্যে নিরক্ষর কবির হস্ত চালিত অথবা কল্পনাপ্রসূত গীতি কাব্যে জারী গীত একটী অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্বময় নির্দ্দোষ আমোদ। এই গীতের সমালোচনা স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে—যাহারা ভাবুক ও রসগ্রাহী, তাহারা নিশ্চয়ই যাত্রাদির ন্যায় জারী গীতকে যত্ন করিয়া শুনিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে জারী গীতের যেরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে আর কিছুকাল পরে জারী গীত দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের পাঠকগণ হয়ত জারী গীত নাম শুনিয়া একটা কিম্ভুতকিমাকার পদার্থ বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জারী গীত একটা কিম্ভুতকিমাকার পদার্থ নহে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের পাঠককে জারী গীতের টীকা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে উত্তরপশ্চিম বঙ্গের পাঠকগণকে জারী গীতের ভাষ্য করিয়া বুঝাইতে আমি টীকাকার মল্লিনাথের স্থান অধিকার করিতে পারিব কি ?

জারী—অর্থে প্রচার। ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশই আরবিক ধর্ম্মের ছায়ায় প্রতি-পালিত নিরক্ষর মুসলমান কবিগণকৃত আরবিক কাহিনীঘটিত সঙ্গীত। তবে হিন্দুর দেশে থাকিয়া যে সকল মুসলমান কবি বাহিরে "কোরাণ" ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দুর সঙ্গে অধিকাংশ সময় চলা ফেরা করে, তাহারা দুই একটী হিন্দু ধরণের জারী গীত প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে "ধুয়া" নামে একটী অংশ আছে; সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আভোগ, অন্তরা, চিতেন, প্রভৃতি অংশ, আর মুখড়া, আস্থায়ী, কোলখোজ, মিল ও পর চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে। এই জারীগীতেও সেইরূপ ধুয়া, আবেজ, ফেররা, মুখড়া, বাহির চিতান প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ ভাগে বা অগ্রে একটী অথবা আবশ্যক বোধে দুইটি ধুয়া থাকে।

যে সময় খঞ্জনীর বাজনাসহ জারী-ওয়ালা ঝুমর ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গাইতে থাকে, তখন যে কি সুন্দর সঙ্গীতশ্রবণস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে, তাহা যিনি নিবিষ্ট চিত্তে জারী গীত শুনিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তত মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। জারী গীতের

দলে কয়েকটি বালক, এবং বালকণ্ঠ সদৃশ জন কয়েক কৃষক গায়ক ও এক বা দুইজন বালক সর্ব্বোপরি মূলগায়ক বা "বয়াতী" থাকে। এই গীতের দলে বর্ত্তমান সময়ের রুচি অনুযায়ী বেশ ভূষার তত পারিপাট্য নাই। কিন্তু দুই একদলে সামান্য রকমের কিছু কিছু পরিচ্ছদ আছে। উহাও তত মার্জ্জিত রুচির নহে। বর্ত্তমান যাত্রাওয়ালার ন্যায় লম্বালম্বা বক্তৃতা আর ধূমধাম জারী গীতে আদবেই নাই। যৎসামান্য বক্তৃতা সুরের সঙ্গে গাঁথা আছে। যত কিছু মনোহারিত্ব, যত কিছু বাহাদুরি, যত কিছু কবিত্ব-প্রকাশ সমস্তই সঙ্গীতের মধ্যে। এই গীত কবি ও তরজার মত দুইদলে পাল্লা দিয়া হইয়া থাকে। আবার স্থান বিশেষে একদলেও গীত হয়। কিন্তু পাল্লাপাল্লীর মধ্যে কোনরূপ বিশেষ কিছু বান্ধা নিয়ম নাই অথবা কবিত্ব ফলান নাই। তবে সাধারণ ভাবের বান্ধা পাল্লায় জারীর ধুয়া লইয়া অথবা ছড়া লইয়া দুই দলে পরস্পর গীত হইবার সময় খুব অধিক পরিমাণে দ্বেষাদ্বেষী হয়। যখন উভয় দলের বয়াতীতে বয়াতীতে পাল্লা চলে, তখন অন্যান্য গায়কগণ কেবল একটী সামান্যপদবিশিষ্ট সুর ভাজিতে থাকে। আবার স্থান বিশেষে ধুয়ায় পাল্লা হইয়া থাকে। এই পাল্লা দেওয়া জারী গীত শুনিতে অতি মধুর।

অধিকাংশ সময় একটী সামান্য চাঁদোয়া খাটাইয়া ময়দান প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থানে জারী গীত হইয়া থাকে। কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জারী গীত দিয়া থাকেন এমন অপবাদ আমরা কখনও শুনি নাই। এদিকে আবার কোন উচ্চপদস্থ মুসলমান এই গীত তাঁহার বাটীতে দিয়াছেন এরূপ বাক্যও আমাদের কর্ণে কোন সময় উঠে নাই। কেবল বারোয়ারী, মেলা প্রভৃতি স্থানে এবং কৃষক হইতে উন্নতাবস্থার মুসলমান বাড়ীর বাহির প্রাঙ্গণে এই গীত হইয়া থাকে।

যাহাদের জন্য জারী গীত রচিত এবং গীত হয়, তাহারা ইহাকে যত্ন ও আদর করে বলিলেই যথেষ্ট হইল। যে বস্তু যাহার জন্য প্রস্তুত, সে বস্তু তাহার যত্ন ও অভ্যর্থনা পাইলেই যথেষ্ট। দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ জারী গীতের স্তাবক, ইহাই হইল জারী গীতের সফলতা। আর কোন কোন রসগ্রাহী ভাবুক ভদ্র ব্যক্তি যে জারী গীতকে শ্রাব্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন—ইহাই জারী গীতের মহত্ব এবং বিশেষত্ব।

কোন সময় সর্ব্ব প্রথমে জারী গীত প্রচলিত হয় তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় একদিন কয়েকজন সম শ্রেণীর বন্ধুগণের সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্রেও জারী গীত এদেশে প্রচলিত ছিল। যেহেতু "সঙ্গীত-রত্নাকর" নামে বটতলার আদি প্রকাশিত পুস্তকে দেখা যায় যে "কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার কালে কত জারী গীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদেতে পূজার দিনে রাসযাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালি, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, কুস্তিখেলা, নৌকাবাইস্, ঘোড়ার দৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান থাকিত।"

এখন এই পুরাতন গ্রন্থের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় বিশ্বাস করিলে জারী গীতের প্রাচীনত্ব মানিতে হয়। আবার কেহ বলেন যে তিনি ১২৬০।৬৫ সালে জারী গীত গায়কগণের

নিকট এই গীতের অতি মৌলিকতার আভাস পাইয়াছেন। আমার দশবর্ষের সময় একজন জারী গীত বয়াতীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে তাহার ওস্তাদ একজন বাগ্দীর নিকট জারী গীত শিক্ষা করিয়াছিল। আমার নিকট যে বয়াতী এই গল্প করিয়াছিল, তাহার বয়স তখন ৫০।৫৫ হইবে। তাহার ওস্তাদ নাকি ৬০।৬৫ বর্ষে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল। সুতরাং গল্পকারীর ওস্তাদের ওস্তাদ বাগ্দী মহাশয় অবশ্য ২০।২৫ বর্ষের কমে ওস্তাদী করিতে পারেন নাই, কেননা সাধারণতঃ তৎকালে ২০ বৎসরের কমে কোন ব্যক্তি সাধারণ লোকের নিকট প্রায়ই পরিচিত হইত না। সুতরাং এখন ধরিতে হইলে ওস্তাদ বাগ্দীর শিষ্যের শিষ্য গল্পকারী বয়াতীর ৫৫ বর্ষ বয়সের সময় অনুপাতে সমষ্টিতে গিয়া বাগ্দীর বয়স ১৫০ বর্ষ দাড়ায়। এই সময়কে জারী গীতের প্রচলন সময় বলিতে পারা যায়। সুতরাং জারী গীত ১৫০ বর্ষের অগ্রের নিরক্ষর সমাজের আমোদজনক কৌতুক।

জারীগীতের মৌলিকতায় গিয়া পেঁছিলে আমরা তখনকার যে ঐতিহাসিকতত্ত্ব পাই, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে এই বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের নিকট ঘৃণিত জারী সঙ্গীত এক দিন বঙ্গের উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের অনেকটা আদরের বস্তু ছিল। উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার আমোদ উল্লেখ করা যায়। জারী গীত যে অতি পুরাতন এবং লোক সাধারণের কৌতুকের দ্রব্য তাহা প্রমাণ হইল। এখন ইহার অন্যান্য অংশের আলোচনা করা যাইতেছে।

জারী গীতে যে সকল নিরক্ষর কবির নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে "সনাতন বয়াতী" "রামচাঁদ বয়াতী" প্রভৃতির নাম এস্থানে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুজাতির জারী গীত শুনিতে আমোদ বোধ থাকিলেও বড় একটা আসক্তি তাহাতে দেখা যায় না। বঙ্গীয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান গৃহস্থগণই এই গীতের পালক গায়ক, এবং প্রচারক। কেন না মুসলমান জাতি ভারতে আসিয়া হিন্দুর সকল রকম ব্যবহারেরই একটা না একটা বিরুদ্ধ মত বা প্রথা দেশময় চালাইয়াছিল। এক পক্ষে যেমন ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বিপরীত ভাব প্রতিপালন করিত, অপর পক্ষে সেইরূপ গান, বাজনা, নাচ, তামাসা ইত্যাদিরও পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। অনুমান হয় হিন্দুর রামায়ণ অথবা চণ্ডীগীতের পরিবর্ত্তে বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় এই জারী প্রচলন করিয়াছিল। প্রচলিত রামায়ণ গীত ও চণ্ডীগীতের সঙ্গে জারী গীতের সাদৃশ্যই ইহার প্রমাণ।

এই গীতের সর্ব্ব প্রথম বিকাশক বা প্রবর্ত্তকের নাম অনুসন্ধানে প্রসঙ্গাধীন অনেক কথার অবতারণা করিয়াও আমাদের জ্ঞানে এবং চেষ্টায় তাহার একটা প্রকৃত মীমাংসা হইল না, কিন্তু কতকগুলি অতি পুরাতন জারীওয়ালা বঙ্গীয়বাদক এবং গায়কের নাম একটি আধুনিক প্রচারিত জারীর ধুয়ায় পাওয়া যাইতেছে। যথা :—

১। নামটি আমার মেহেরচাঁদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী,
আমি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী।

শুনি আকাশের এক মেলা হইয়াছে ভারি,
তাতে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই গেতে গিয়েছে জারী।

২। গিয়াছে ঘুণির জাহের পাগলা তাহের আর আরজান-মোল্লা—
আসানউল্লা সোনা, ফেছু, তরিবুল্লা কোরমান মোল্লা।
গেছে রোসন খাঁ নৈমুদ্দি মুন্সী আর সুলতান মোল্লা,
এরা কয় দলেতে পাগলা কানাইর সাথে দিচ্ছে পাল্লা,
তারা সব চালাক চতুর কানাই বড় কল্লা।

৩। গেছে যাত্রওয়ালা মধুকান্, গোবিন্দ অধিকারী,
বউ মাষ্টার আশুবাবু, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী,
গেছে বকুমিয়া, গোপাল উড়ে, আর কুড়নদাস অধিকারী,
ওরে শ্যাম বাউল গিয়াছে তথা যার খোলে বল্‌তো হরি।

৪। আর কবিদার গিয়াছে অনেকজন ;
নীলকান্ত, সাহেব, চিন্তে, রসিক, কবি করে যারা সৃজন।
গেছে চণ্ডী গোপাল হরি সরকার বিলাসী আর কামিনী,
ঝালকাঠির বিপিন সরকার যশোহরের বামামণি,
আন্দী শিবী যুধিষ্ঠির তারক, গোবিন্দ করে তাড়াতাড়ি।

৫। গেছে ঢুলীদার অদ্বৈত দীননাথ চৌগাছার শশী শিবু ভাল গুণী,
চাঁচড়ার ঈশ্বর গিয়েছে ভাই নাম আর না জানি।
গেছে শানাইওয়ালা তুষ্টু, হীরে আর জগা চুনারী
এরা একমেলাতে মেলা করে শুনছে সবে বসে জারী। ইত্যাদি।

এই সকল বঙ্গবিখ্যাত গায়ক এবং বাদকগণ প্রায় সকলই নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর—তবে আশু বাবু, বউ মাষ্টার প্রভৃতি দুই চারিজন ব্যক্তির নাম আবেগের ঝোঁকে সঙ্গীতরচয়িতা এই গীতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ওস্তাদগণ নিরক্ষর। কেহ বাক্যে কেহ বা বাদ্যে পটু ছিলেন। তবে শ্যাম বাউল নামক নিরক্ষর বৈষ্ণব কবিটীর বিষয় স্থানান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এই সকল জারী গীত প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে ইছু বিশ্বাস আর পাগলা কানাই শ্রেষ্ঠ বয়াতী। অদ্য ইহাদের কাহিনীই আলোচিত হইবে।

যশোহর জেলার দক্ষিণাংশে কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী রছুলপুর গ্রামের "নয়ান ফকির" নামে একটি নিরক্ষর মুসলমান কবি এই জারী গীতের দল প্রস্তুত করিয়া নিরক্ষর কবির শিরোভূষণ পাগলা কানাইকে এই জারী গীত শিক্ষা দেয়। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে আতস বাগু, ও ইছুন নামক আর তিনজন নিরক্ষর কবি কানাইর শিক্ষক। কিন্তু আমরা তাহার বংশীয় একটি কৃষকের নিকট শুনিয়াছি যে নয়ান ফকিরই পাগলা কানাইর গুরু। আতস বাগু অতি প্রাচীন লোক, জারী গীতে কানাইর

অসীম ক্ষমতা ও অসাধারণ রচনাশক্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে অতি পুরাতন ওস্তাদ আতস বাপুকে কানাইর শিক্ষক বলিয়া কীর্ত্তন করা সম্ভব নহে। যাহা হউক কানাই যাহার নিকটেই শিক্ষা করুক না কেন, গুরু হইতে তাহার ক্ষমতা অধিক।

পাগলা কানাই যশোর জেলার ঝিনাইদহ উপবিভাগে নড়াইল জমীদারবংশের কাছারী বাড়ী চাকলা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে ভদ্রপল্লী গয়েশপুরের নিকটবর্ত্তী বেড়বাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া জারীগীতের বহুল প্রতিপত্তির সহিত আপনার উদয়োন্মুখী কবিজন-সুলভ প্রতিভার গুণে সামান্য কৃষকবংশ হইতে বঙ্গবিখ্যাত নাম ও অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে!

নিরক্ষর কবিজীবনী আলোচনায় যে ব্যক্তির নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী লিখিত হইতেছে, তাহার পিতার দুইটী মাত্র পুত্র, কানাই আর উজল। সা ধারণে কানাইকে পাগলা কানাই বলে। এই বিশেষণ পদটী দ্বারা দুগ্ধে মধু সংযোগবৎ এক অতি অপূর্ব্ব ভাবের মিলন হইয়াছে। কানাই বাল্যে দুরন্ত ও যৌবনে বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল—তাই তাহার ভাবুক পিতা কুড়ন সেখ তাহাকে পাগলা মিয়া নাম দিয়াছিল। যখন কানাইর উদয়োন্মুখী প্রতিভা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতাকে কবিত্বের ভাবরাজ্যে লইয়া অমরত্বের পথে চলিল, তখন তাহার পাগলা উপাধি সার্থক হইল।

আর একটী কথা এই যে, দেশীয় মুসলমানগণ হিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া অধিকাংশ সময় হিন্দুর অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়া চলে। এ দিকে আবার বঙ্গের মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দুরক্ত-সম্ভূত। ঐতিহাসিকতত্ত্ব ধরিলে বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানের ভয়ে কোরাণ সরিফের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই জন্যই বলিতে বাধ্য যে, বঙ্গের অনেক মুসলমানই বাঙ্গালি হিন্দু সন্তান। অদ্যাপিও বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ভাবের অনেক নাম এবং আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে। যাদব, কানাই, ঝড়ু, মধু, হিরু, দোকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি প্রভৃতি নাম এখনও অনেক গোঁড়া মুসলমানের আছে; আবার পূর্ব্বের উল্লিখিত "হেচড়া পূজা", পৌষ-পার্ব্বণ, কোজাগরের লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি বিশেষের জন্য হিন্দু উৎসব অনেক মুসলমানও করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে গ্রামে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, সে গ্রামের মুসলমানগণ চৈত্র-সংক্রান্তি, দুর্গা-পূজা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবে প্রায় যোগ দেয়। ইত্যাদি কারণে কবি কানাইর পিতামহ তাহার পিতার নাম কুড়ন সেখ এবং পৌত্রের নাম কানাই রক্ষা করিয়াছিল। তাহার পর কুড়ন সেখ তাহাতে পাগলা বিশেষণ যোগ দিয়া কবির ভাবী জীবনের এক মহা চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল।

একটী জারীর ধুয়ায় আছে যথা—

শোন উজল ভাই তোরে কয়ে যাই
এক জনার হাতে প'ড়ে আছি দুনের পর
তার গুণ কিবা কব আর।
ঠিক্ যেন ভাই কানাকুয় চেয়ে আছে আসমানু জমীর পর!
দানা পানি লয়ে খাব থালের পর॥

বিবির ছুরত যেন তৃতীয়ের চাঁদ
আমি তালপাতের সেপাই তার কলামে ভাইরে ভাই,
হাসলে বিবি দেখায় ছবি—পটোর পটের পর।
আমার কাছে আলি পরে নড়ে যেন কল বিকলে
যেন জলে ডোবা শুন্দি নালের ফল॥
সেই পিরীতে মজেরে ভাই আছি ভবের পর॥

কিন্তু এই গীতটীর ভাব সংগ্রহ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কানাইর এক মাত্র রূপসী স্ত্রী ছিল। কবি কানাই পূর্ণরূপে তাহার প্রেমে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমানগণ এক টুকু ক্ষমতা-পন্ন হইলে প্রায়ই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। বাদশাহ ওমরাওগণের তো কথাই নাই। কিন্তু এই মুসলমান নিরক্ষর কবি কানাই মুসলমানের তালাক আর বিধবা-বিবাহ আদৌ পছন্দ করিত না। ইহা তাহার এই গীতের ভাবে এবং আর একটী গীতের ধুয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায়—

পড়লে তরী তুফানেতে সামাল দেওয়া দায়
তাতে আরো দোফাল পালে নৌকা ডুবে যায়।
এক নারীর এক পতি খোদার কলম এই
দুই হাতে পড়লে গিয়ে নারীর ছুরত সরে যায়।
ইচ্ছাবরী হয়ে নারী যার তার কাছে যায়
আসোকের সোহাগে তার পরাণ ভরা রয়
এটা তো নয় বিধির বিধি মরে নারীর পতি যদি
এক লতা আরেক গাছে জড়ানো কি হয়।
তার ফুলপাতা সব ঝরে পড়ে খালি রসে ভাসা হয়।

যৌবনের অদম্য বলবতী কামতৃষ্ণা লইয়াও কানাই দ্বিপত্নীক নহে। অথবা এক কামিনীর এক প্রেম হইতে তাহাকে ভিন্ন পথে লইতে পারে নাই। আবার আর একটী কথা আছে, কানাইর নিজের শারীরিক সৌন্দর্য্য অতি কদর্য্য তাহা নিজে বুঝিয়াও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। একটী ধুয়া উদ্ধৃত করিয়া তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধুয়াটীতে কানাইর হৃদয়ের উচ্চ গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পারা যায় যে, অভিমানশূন্য সরলতা-গুণের পূর্ণত্ব লইয়া এই কৃষক কবি কেমন মধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন—

শোন উজল তুই প্রাণের ভাই, দেখ দেখি লোকে কি কয়।
আমারে তুচ্ছ করা এতো কি তোর উচিত হয়॥
শোন ভাইরে তোর গায়ে ঢাকাই ছিট্, ভেড়া বাব্রি দেখতে ফিট্,
পাগলা কানাই যেন কপ্নি পরে যাচ্ছে বাদায়।
টেপা টিপি কচ্ছে সবায়—উজলরে ওই দেখা যায়,
কানাই তো পুরুষ মন্দ নয়।

ভাইরে ভাই, দাখিল যেন পাবদা বুড়ো ধোপাঘাটীর ছিদেম খুড়ো—
আবার এই মানুষের এমন গুণ দিয়াছেন খোদায় ॥

এইরূপ সরল ভাবে নিজে নিজের রূপবিষয়ক শ্লেষ দেশপ্রচারিত শিশু বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত জারীর ধুয়ায় বর্ণন করিয়া কত যে নিরভিমানতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

এ দিকে কবি আবার যৌবনকালের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে কেমন সুন্দর ভাবে উচ্চ পথে লইয়া আসিয়াছিল। কেমন বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমপ্রবাহে জগতের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎকে পর্য্যন্ত সমান দৃষ্টিতে দেখিত। হিন্দু মুসলমান বলিয়া কাহারও প্রতি তাহার ঘৃণা দ্বেষ ছিল না। নিম্নের ধুয়ায় তাহার সেই হৃদয়ের ভাব কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যথা—

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয়
সঁকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয়।
এক মায়ের দুধ্ খেয়ে এক দরিয়ায় যায়
কারো গায়ে শালের কোর্ত্তা কারো গায়ে ছিট্, দুই ভাইয়ে রে দেখ্তে ফিট্,
কেবল জবানিতে ছোট, বড়, বোবা, বাচাল চেনা যায়।
কেউ বলে দুর্গা হরি,—কেউ বলে বিস্‌মোল্লা আখেরি,—
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায় * *
মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা সুন্নত করে * *
* * * তবে ভাই ভাইতে মারামারি করে যাচ্ছিস্ কেন সব গোল্লায় ॥

মরি মরি কি গভীর প্রেমিকতা! কি আন্তরিক মহাপ্রাণতা!! কি মধুর বিশ্বজনীন প্রেম!!! হৃদয়ের উদার ভাব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। যে অসংস্কৃত হৃদয় হইতে এইরূপ মহৎ স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস সহজ ভাবে বাহির হয়, সে হৃদয় কত মহান্—কত উচ্চ কত উন্নত, তাহা বুঝিতে গেলে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। যখন কানাই যৌবনরথের রথী তখন তাহার এইরূপ জ্ঞান আপনা হইতে জন্মিয়াছিল। কোন দিন কোন স্থানে যদি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম লইয়া তর্ক উঠিত, তবে কানাই বলিত—

যে পথে যে হাটে উজল, সবই সিমুলের কাঁটা
যে পারে সে নড়ে চড়ে পথ ক'রেনে আঁটা।
এক জনের এক সোহাগে পুত ভুতো ভুলো নাম—
দাদায় ডাকে ভুলো দিদি বলে ভুতো,
ছেলেটি ঠিক্ আসে যেন উজল ভাটার মত,
হায়রে হায় করে না কভু পালটা সোতের ছুতা ॥

কানাইর যৌবন-জীবনীতে বিশেষ কোন স্মরনীয় ঘটনা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। কেবল তাহার একটী সামান্য চাকুরীর পরিচয় পাইয়াছি। মাগুরার নিকটস্থ বাঁশকোটার (আঠারখাদা) চক্রবর্ত্তীগণের বেড়বাড়ি গ্রামের নীলকুঠিতে কানাই নাকি দুই টাকা বেতনে

খালাসীর কার্য্য করিত! যে সময় কানাই যৌবনপ্রাপ্ত যুবক তখন এই অঞ্চলে নীলকুঠির বড় প্রভাব ছিল। ধরিতে হইলে তখন নীলকর সাহেবগণ সাধারণ প্রজার একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বিশেষ ছিলেন। নীলের অত্যাচার এবং বিস্তৃতি লইয়া যে তুমুল দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়া পাদরী মহামতি লংসাহেবের কারাবাস, হিন্দুপেট্রিয়টের স্মরণীয় সম্পাদক হরিশ বাবুর জলন্ত লেখনীর প্রভা বিস্তার, এব বঙ্গীয় কবি-নাট্যকার প্রাতঃস্মরণীয় দীনবন্ধু বাবুর উজ্জ্বল নাটক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয় উহা সেই সময়ের ঘটনা। এই দেশব্যাপী নীলান্দোলন-কালে কানাই খালাসীর কার্য্য করিয়া দুই পয়সা হাত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনিব প্রাচীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, কানাই কখনও কোন নিঃস্ব গৃহস্থের প্রতি অসদ্ ব্যবহার অথবা গবাদি পশুর প্রতি অত্যাচার করে নাই। প্রত্যহ নীল রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নীলের জমির মধ্যে কানাই তখন তাহার ভাবী গৌরবের পূর্ব্ব প্রস্তাবনার সূচনা করিত অর্থাৎ এই সময় হইতেই বাল্যের অভ্যস্ত জারী গীত গাইতে গাইতে ধুয়া রচনা আরম্ভ করে। এই খালাসীর কার্য্য মাত্র আড়াই বৎসর কানাই করিয়াছিল। এই একটী সামান্য চাকুরি ব্যতীত কৃষক-পুত্র কানাই নিজ হস্তে চাষ পর্য্যন্ত করে নাই। এ সময় তাহার পিতা বর্ত্তমান—সংসার নিতান্ত কৃষি-জীবনের অভাবচয়ে পূর্ণ নহে। উদর পুরিয়া আহার পাইলে আর আকস্মিক উৎপাত না হইলে বঙ্গীয় কৃষকগণের অন্য কোন বস্তুর দরকার হয় না। বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষিজীবনী শান্তিময়। দুই বেলা চারিটী উদর ভরিয়া সামান্য আহার জুটিলে আর পরিধানের বস্ত্র এবং ব্যাধিবিশেষের উৎপাত না হইলে ভারতের কৃষকগণের শান্তি একেবারে তাহাদের কঠোর কোমল হৃদয় ছাড়িয়া অন্যান্য ভদ্র সাধারণের হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিতে ব্যগ্র হয়। কানাই এইরূপ শান্তি লইয়া চিরশান্তি ধামের কীর্ত্তি শৈল আরোহণের মহাপথ এই সময় হইতে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এই একটী সামান্য ঘটনা ব্যতীত তাহার যৌবন-জীবনের অপর কোন ঘটনা উল্লেখ যোগ্যই নহে। কেন না কৃষি-জীবনে কৃষি-পল্লির চিত্র ভিন্ন অন্য চিত্র ছায়া প্রায়ই পতিত হয় না।

সমদর্শিতা, প্রতিভা, সরলতা, অমায়িকতা, ঈশ্বরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, জীবে দয়া, বিশ্বপ্রেমিকতা, পরার্থপরতা এবং নামে রুচি প্রভৃতি গুণগুলি যদি মহত্বের প্রতিপোষকতা করে, তবে আমরা এই কৃষক-পুত্র নিরক্ষর কানাইকে কি বলিব? এ গুণগুলি যে তাহার দেহের—মনের নিত্য সঙ্গী ছিল!

যখন কানাই অতি প্রাচীন, তখন এক সময় যশোর জেলার বিখ্যাত বন্দর কেশবপুরে জারী গীতে গিয়া একটী ধুয়ায় প্রকাশ করে যে—

"তিন সন ধরে গাচ্ছি জারি এই কেশবপুর
তার শব্দ গেছে বহুত দূর।
নায়কের শব্দ শুনে, এনেছি লেগাম কিনে,
দিলে ঘোড়া এই বুড়া দাব্ড়াবে গুণি গাছির মেলা মাঠে,
যদি থাকে আমার ললাটে, আর ফিরিবো নারে ভবের হাটে,

পরাণ রবি বসেছে পাটে,—সাঁজ লেগেছে নাকে ঠোটে—
মিটে এলো গলার স্থুর।
ছিল হাটে দোকানি যারা—ক্রমে সরে পলো তারা,
হ'লেম নজর ধরা—দিশে হারা, বেসাতির হিসেব্ হ'ল দূর ॥

এই সঙ্গীতটীর মর্ম্ম অবগত হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, কানাই অন্তিমের সেই শেষের দিনের জন্য কেমন সুন্দর ভাবে প্রস্তুত ছিল। মৃত্যুর সেই ভীষণ ভ্রূকুটি তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে নাই! ভবের খেলা খেলিয়া প্রকৃত মানবগণ শেষের বন্ধু মৃত্যুর জন্য এই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৃত্যু মানবের ঈশ্বরপ্রাপ্তির এক মহাবিস্তৃত পথ। ভক্ত আর ভগবানে এই স্থানেই মিলন হইবার উপায়। মরিবার কথা উপস্থিত হইলে কবি কানাই বলিত—

ডেঙ্গায় জলে আছে পা; হাত ধরে আয় নিয়ে যা।
আর চাইনে ভেল্‌কী খেলতে, বাড়ী যাই হাস্‌তে হাস্‌তে,
শুক্‌নো গাছে ঝুলছে ফল, দূরে গেছে গায়ের বল,
আয়রে মৌও হাওয়ায় দুলে উড়ায়ে দিয়ে বা,
কানা মাছি আছে ব'সে—হাত ধরে আয় নিয়ে যা।

আহা এই নিরক্ষর কবির কবিতা শুনিয়া আর একটী শিক্ষিত কবির কবিতা মনে পড়ে। দুই-টীই প্রায় একি ভাবের মাধুর্য্যে মাধুর্য্যময়ী। সদ্ভাবশতকপ্রণেতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন—

ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়!
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন
অনিত্য সংসার মদে মুগ্ধ অনুক্ষণ।
যারা এই ভবরূপ অতিথিভবনে
চির বাসস্থান বলি ভাবে মনে মনে।
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটি তোমার
তাহা দেখি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।

এখন কথা এই যে, এই শিক্ষিত আর অশিক্ষিত কবিদ্বয়ের কবিত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, শিক্ষিত কবির ভাব হইতে অশিক্ষিত কবি রভাব কত উচ্চে প্রতিভাকে পরি-চালনা করিয়াছে। মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন যে, নীচাসক্ত অবিবেকীরাই মৃত্যুর ভ্রূকুটি দেখিয়া ভয় করে, অন্যে নহে। আর কানাই বলিতেছে—আয় মৃত্যু হাত ধরিয়া লইয়া যা, হাসিতে হাসিতে তোর সঙ্গে বাড়ী যাই। আহা কি গম্ভীর প্রাণতলস্পর্শী কথা। মানব মাত্রেই যদি এইরূপ নির্লিপ্ত-ভাবে কুহকময় সংসার হইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হয়, তবে সে দেবতা নয়তো আবার দেবতা কে?—কবি কানাই কখনও গীতার শিক্ষায় খুর্থও শিক্ষা করে নাই, ইউরোপীয় মহর্ষি ইষার মহাবাক্যও শ্রবণ করে নাই, কেবল মহাযোগী মহম্মদের কামনাময় স্বর্গপ্রাপ্তির শেষ

উপায় "কেয়ামতের" কথাই কাণে শুনিয়াছিল ; অথচ নিজের স্বাভাবিক হৃদয়-চৈতন্যের সাহায্যে ঐরূপ নির্লিপ্ত অনাসক্তের জলন্ত চিত্র-কবিতা ছড়াইয়া প্রকৃত দেশে যাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। ইহা অপেক্ষা প্রকৃতির আদর্শ আর কি হইতে পারে ? আরও শুনুন, কেমন প্রাণ-মনোমুগ্ধকারী মৃত্যুকালের সুন্দর বিবেক-সঙ্গীত। পাশ্চাত্য দার্শনিক জনষ্টুয়ার্ট মিল যেমন মৃত্যুকালে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই অনন্ত জগতের কর্ত্তা থাকে, তবে তাহা ঐ নবোদিত সূর্য্য,—কানাইও ঠিক্ সেইরূপ মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিতে কতগুলি শিষ্য মধ্যে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ শিষ্য বালকচাঁদকে বলিয়াছিল—

আসমানের গায়ে ফু'ট্‌ল আজ্যে চাঁদ সুরযের গায়—
অরে বালক দেখ রে দেখ কানাই মিশে গেল তায়।
তোরা পাল্লিনে আর রাখ্‌তে ধরে—পরাণ পাখা মেলে ধায় ॥
বড় সুখের দিন রে আমার যাব শান্তিপুরে, বাঁশী ডাকৃতেছে সুরে,
তোরা কাফণ* নিয়ে আয় ॥

ধন্য কানাই ! ধন্য তোমার সাধনা ! ধন্য তোমার ভগবদ্‌ভক্তি !! তুমি সামান্য কৃষকবংশে জন্মিয়া যে দুর্লভ ভক্তি-কবিত্বের ভাবরাজ্যে ঐশী শক্তির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলে, তাহা চিরদিনই শিক্ষিত নরের চির লক্ষ্য। তুমি কেবল কবি নও—তুমি সাধক, তুমি যোগী, তুমি ভগবদ্‌ভক্ত, তুমি অমর কবি, তুমি আদর্শ পুরুষ। সেই নিরক্ষর কবি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত-রচনায় কিরূপ সিদ্ধ ছিলেন, তাহারও নমুনা দেখুন—

"ফুল ফুটেছে প্রেম-সরোবরে, ফুলের উদ্দেশ্য বল কে করে।
যোগী যোগসাধন করে—সেই ফুলের তরে,
শুনি ফুল ছাড়া তার মূল রয়েছে চৌদ্দ ভুবনের পরে ॥
এক ভাবেতে মূল এসে—দুই গাছে এক ফুল ধরে,
দিনকানা জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে মরে।
শুনি বার মাসে বার ফুল আসে, ফুটে তিন দিন ছাড়া পুর পাশে,
কত ফুল উড়ে যায় বাতাসে, শুনি লগ্ন যোগে এক ফুল ধরে।—
সেই ফুলে হয় ফলের গঠন আর সব অকারণ সকল যায় জলে ভেসে,
অধরচাঁদ বিরাজ করে সেই ফুলে ব'সে,
ফুল ফুটে হয় জগৎ আলো, ব্যাপিত হয় সব ঘটে,
বার মাসে দুই পক্ষ—কোন পক্ষে কোন ফুল ফোটে, যে ফুল আছে সব ঘটে ;
কত জন হয়ে বেভোলা, পড়ে আছে গাছতলা, ফলের আশে ঘুরছে দুই বেলা,
ফুলের ফল কিছু নয় সামান্য ধন, যে করেছে সাধ্য সাধন,

---

* মৃত্যুকালীন আচ্ছাদনী বস্ত্র।

পায় সে অমূল্য রতন, দেছে যারে নিঠুর কালা,
ফুলের ফল পেলে হয় চৌদ্দ পুরুষ উজলা,
কানাই তাই ভাব্‌ছে বসে, ভেবে কিছু পায় না দিশে, ফলের আশে ঘুর্‌ছে দেশান্তরে।
কি ভাবে এক ফুল এসে দুই গাছে এক ফুল ধরে॥"

পাঠকের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য আর একটী দেহতত্ত্বের গান উদ্ধৃত করিলাম—

"পাগলা কানাই বলে—গড়া রথ নূতন কলে,
চালাতাম সাবেক বলে এই শেষকালে কল্‌ বিকলে চলে না।
আমি ঠেলে ঠুলে চালাতে চাই যে ঠেলবার সে ঠেলে না—
ঠেলতে ঠুলতে দিন গিয়াছে এখন আর ঠেলা আসে না;—ভাটি রথ চলে না॥
এ রথে ছিল যারা, সব সরে পলো তারা,
হয়েছি দিশেহারা নজর ধরা সরে যেতে পাল্লেম না।
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে, বলে ভাটি রথে থাকবো না।
ইন্দ্র চন্দ্র রিপু তারা প্রবোধ মানে না—ভাটি রথ চলে না॥
এ রথ নূতন ছিল গড়া, খুব টনকো ছিল দড়া,
কত জোরে চলতো ঘোড়া—কি পরিপাটী
আমরা এই ষোল জনে—এ রথ দেখে শুনে,
দিন কতক টেনে টুনে, দিয়েছি কত বাহার;—এর সারথি হয়েছে ভাটি,
দড়াতে জোর নাইকো আর,
পাগলা কানাইর হলো কেবল টানাটানি সার;—এ রথ চলে না আর;
যদি ছুতর পেতাম তালি দিতাম সাবেক সাবেক বল রাখিতাম—এ রথ পুরাণ হতো না।
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে বলে ভাটি রথ থাকে না।"

এতদ্ব্যতীত কোন একটী প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট এই কবির রচিত আর একটী ভাবসঙ্গীত পাইয়াছিলাম, উহাও উক্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল যথা—

"চোর দেখে ভাই আছি ভবের পর, আইনেতে শুনেছি তার সমাচার,
চোরের ঘর অন্ধকার—(রে গুনি) পূর্ব্বেতে বসত ছিল তথা তার।
মায়ার গুণে গেল সে সাত আকাশের পর,
তথায় গিয়ে করিল বিহার তার খেলা ধূলা এখন আছে ভবের পর,
হচ্ছে খাটি পরিপাটী খেলার ছুতো এই হাটে,
সে চোর কখনও যায় না কারো নিকটে—
এই হাটে এই ঘাটে নামটী তার সাধু সাধু রটে।
যে জন বেড়ায় অন্য পাড়ায় চোর তার ঘাড়ের উপর উঠে,
পাগলা কানাই বলে ওরে আল্লা তুই যারে ঘটাস্‌ তার ঘটে।

আর একলা চোরে চুরি করে গৃহী কত জন, না জানি চোর বেটা কেমন ;
এই হাটের আছে নয় গাছ পথ
কোন পথ ধরে যায় সে চোর বজ্জাৎ
তার সাথে কইলে বাত করে সে বড় উৎপাত,
মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে মালখানা করে হাত
সে নারী হয়ে চুরি করে ঠিক্ যেন আদমের আওনাৎ ॥"

এই গীতটীর অর্থ গ্রহণ করিতে বড় জটিলতার মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু সাধারণ পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ কিছু চিন্তা করিলে ইহার ভাব অনুমান করিতে পারিবেন—সহজ জ্ঞানে গীতের মর্ম্ম অনুভব করা কঠিন। কানাইর একাধারে কবিত্ব এবং ভজনপদ্ধতি অপূর্ব্ব। শেষ দেহতত্ত্ব গীতটী এই—

"ভাই রে বুড় বয়েসে কানাই এক ধূয়া বেঁধেছে
এ ধূয়োর নাম স্বর্গ পাতালে—এ ধূয়োয় বিচার করে কে ?
ভবের পর এক শক্শো পয়দা আল্লার পৈদিস নয়কো সে,
আসমান আর জমিন্ পবন পানি যুড়ে রয়েছে,
পাগলা কানাইর বাড়ী তার কাছে।
সে মহম্মদের নয়কো উন্নত, আদমের নয় বনিয়াদ,
এই ভবের পর জুয়ো মুট খেলায়,
ভাই সকল রে পাগলা কানাই তাই কয়ে যায়,
কত ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল পড়ে আছে তার আশায়।
গেল চারটী কাল হলো সব রসাতল ভাই রে সেই শকসোর জ্বালায়।
কেউ আছে বসে গাছতলা,
আমার তো বুদ্ধি জ্ঞান নাই, তিনে পয়দা এই দুনিয়া শক্সো কিন্তু তিন ছাড়া,
বেদ পুরাণ কোরাণ তন্ত্র খুঁজে পাবে না—
তার তো কেউ সন্ধান কল্লে না,
অসন্ধানি থাকলে পরে সে তো কারো ছাড়ে না।
এই মর্ম্ম কথা কইবো কোথা, কতি বড় পাই ব্যথা, কেহ শুন্লে না,
এই বুড় হয়ে চুল পাকালেম তবু তাঁরে চিন্লেম না।"

পাগলা কানাইএর আর দুইটী গান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিব—

১। "মরার আগেতে মর, শমনকে ক্ষান্ত কর,
যদি তা করতে পার ভব পারে যাবি রে মন রসনা।
মৃত্যু দেহ জেন্দা করা থাকতে কেন কর না,
মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না, মরার ভাব জান না ॥

মরা কি এমনি মজা, মরে দেহ কয় তাজা,
দেহ না ফুলের সাজা, শমন বলে ভয় কিরে তার, কালাকালের ভয় থাকে না।
মার ডঙ্কা ভবের পর, মৃত দেহ জেন্দা ক'রে হবে ভব পার,—
গুরু হবেন কাণ্ডারী এড়াবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার ;
নৈলে মরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন পরেছি,—
কয়ে যায় তাই পাগলা কানাই ;—
আমি চক বুজিলে সলোক দেখি মেল্লে পরে আঁধার হয়,
তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়, তোরা মরবি কেরে আয় ;
আর অধর ধরা জীয়ন্তে মরা, জীব হয়েছে ভজন সারা,
জীবের কিছু জ্ঞান হলো না, ওরে মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না ॥"

২। "পাগলা কানাই বলে, ও পরমেশ্বর তুই যা করিস্ তাই সত্যি
গেল আশ্বিনে ঝড় তারা ব্রহ্মময়ী জগদম্বা নিষ্পত্তি—
কার্ত্তিকে ঝড়ে ভেঙ্গে কল্লি জগধাত্রী।
যত ভট্টাচার্য্যিরা কয় তারা মা—মা মা
আমরা ফুল দি তোরে কি কত্তি—
কার সনে বা যুদ্ধ হলো, সসাগরা ধরা গেল, জীবের দুর্গতি।
তোরে আদ্যাশক্তি বলে ওমা ভগবতি!
এবার ফল ফুলারি কলা নারিকেল সকলের হল ক্ষতি ;
এখন কি দিয়ে আর করবো পূজো তারা মা মা মা
হল এবার বিনে কলায় নৈবিদ্দি।"

১২৭৯ সালের ৫ই আশ্বিন ঝড়ের দিন কানাই তাহার জমিদার মহাশয়দিগের দালানে থাকিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে উক্ত ধূয়াটি বান্ধিয়া গান করিয়াছিল। ঐ দিন জারি গীতের অন্যতম বয়াতি ইহু বিশ্বাস যে গানটী রচনা করিয়াছিল, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"বারোশ উন আশি সালের পাঁচুই আশ্বিনে
শুক্রবার এক প্রহর বেলা যখনে ;
বাপ রে বাপ কি বেজায় ঝড় এল পূব দক্ষিণে।
জানি কিনা জানি আছে ঐ কোণে ॥
গেল জ্যৈষ্ঠে ঝড় কার্ত্তিকে ঝড় মধ্যম হল আর এক আশ্বিনে,
সকল ঝড়ের কি বাসা ঐ কোণে।
যাহক তা হয়ে বয়ে গিয়েছিল শুকনার পর,
হায় বিধি কি অবিধি বিধির বেশ্ বিচার,
যতই নাড়ে বুদ্ধি বৃদ্ধি ততই বৃদ্ধি এরূপ ঝড় মরি মরিরে মুই তাহে বন্যের পর।

কারো পোতা সুদ্ধু কেটে নিয়েছে মাচা সুদ্ধ ঘর
সে কামসারা লোকের হয়েছে এবার।
পুরাতন বৃক্ষ আদি এক কালেতে নিল বিধি, কিছুই রল না—
থাকৃগে মনে থাকৃগে মশা এ দুর্দ্দশা কর্‌ল ঝড়,
মারি ঠেলা লাগাই প্যালা রক্ষা করি ঘর,
ঘর থুয়ে আমারে ঠেলে ফেল্লো কাদার পর,
বসে রলেম ঝড়ো চিলেরি আকার,
কিবা করবো ঘর রক্ষে হলো আমার প্রাণে বাঁচা ভার।
বলি ঝড়ো বাবা তুই যা জানিস্ তাই কর,
তাই ভাবছি বসে না পাই দিশে, ক্ষণে ক্ষণে হাসিও আসে, কি হয় কখনে।
ও তাই বলে ইহু দীনবন্ধু এ সিন্ধুর ভাব সেই জানে॥"

উভয় কবির এক সময়ের কবিতা হইতে উভয় কবির গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পাগলা কানাইর কবিতার কাছে ইহু বিশ্বাসের তুলনাই হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ

বাঙ্গালা ব্যাকরণে কারক প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে। সাধারণতঃ ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশাইয়া যে কারক-প্রকরণ রচিত হয়, তাহা অবৈধ অযুক্ত ও অসঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্দ্ধারণ করিয়া কারক-প্রকরণের সংস্কার আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় দেখাইয়াছিলেন, ইংরেজি case ও সংস্কৃত কারক সমান-অর্থবাচক নহে। ইংরেজি ব্যাকরণের case অর্থে বিশেষ্য পদের অবস্থা; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বয় দেখায়। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় নাই, তাহা সংস্কৃত হিসাবে কারক-লক্ষণযুক্ত নহে। যেমন "ভীমো গদাঘাতেন দুর্য্যোধনস্য উরূ বভঞ্জ"—এস্থলে ভাঙ্গা ক্রিয়ার কর্ত্তা ভীম, কর্ম্ম উরু, আর করণ গদাঘাত; তিনেরই সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে। দুর্য্যোধনের উরুর সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই; দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার উরুর সম্পর্ক। কাজেই দুর্য্যোধন খোঁড়া হইলেন বটে, কিন্তু বৈয়াকরণের নিকট তিনি কারকত্ব পাইলেন না, তিনি সম্বন্ধে

ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ বাক্যের ইংরেজি তর্জমাতে ভীমের nominative, উরুর objective, ও দুর্য্যোধনের হইবে possessive case, কেননা উরু দুইটা তাঁহারই সম্পত্তি। আবার ঐ বাক্যটিকে বাচ্যান্তরিত করিয়া কর্ম্মবাচ্যে লইয়া গেলে ভীম প্রথমা বিভক্তি ত্যাগ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্ব যায় না। আর দুর্য্যোধনের উরু দ্বিতীয়া বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমান্ত হইয়া পড়িলেও উহা কর্ম্মকারকই থাকে। ইংরেজিতে কিন্তু অন্যরূপ; Bhim broke his legs, এখানে পাদদ্বয়ে objective, কিন্তু his legs were broken by Bhim বলিবামাত্র পা দুখানা একবারে nominativeএ গিয়া পড়ে। বুঝা গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, ইংরেজির case স্থানগত ও অবস্থাগত।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছে, আর সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তিটি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইংরেজিতে এতগুলি বিভক্তি নাই। কর্ত্তার বিভক্তিচিহ্ন নাই; কর্ম্মের বিভক্তিচিহ্ন আছে, কেবল সর্ব্বনামে মাত্র; বিশেষ্য পদ কর্ম্মে বিভক্তি গ্রহণ করে না, উহার বাক্য মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কর্ম্মত্ব নিরূপণ করিতে হয়। এক possessive case এর বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। করণ, অপাদান, অধিকরণ ইত্যাদি স্থলে পদের পূর্ব্বে preposition বসে এবং বলা হয় পদগুলি in the objective case governed by preposition.—ইংরেজির যাহাতে objective case, তাহা কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, কোথাও বা prepositionএর সহিত অন্বিত। ইহাতে দোষ নাই, কেননা ইংরেজি caseএর সহিত ক্রিয়ার কোন অন্বয় থাকা আবশ্যক নহে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারকের অর্থ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইংরেজি ধরিলে চলিবে না; এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃতের মিল নাই, বরং ইংরেজির মিল আছে। সংস্কৃতে সাত বিভক্তি, বাঙ্গলায় অতগুলা বিভক্তি নাই; গোটা দুই চারি আছে। বাঙ্গালা কারক সেই কয়টা বিভক্তির সাহায্য লয়। অন্যত্র ইংরেজিতে preposition দ্বারা যে কাজ করা হয়, বাঙ্গালাতে postposition দ্বারা সেই কাজ চলে। বাঙ্গালার বিভক্তিচিহ্নগুলি দেখা যাক।

(১) কর্ত্তায় বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না,—যথা—জল পড়িতেছে, ফল পাকিয়াছে, মেঘ ডাকিতেছে। স্থলবিশেষে কর্ত্তার বিভক্তি চিহ্ন 'এ' যথা—'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'চল শীঘ্র দুইজনে কন্যা লঞা যাব' 'তাঁহার মহিমা কিছু লোকে না জানিল'।

(২) কর্ম্মকারকে বহুস্থলে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না যথা—'ভাত খাও' 'গাছ কাট' 'আম পাড়'। স্থলবিশেষে বিভক্তি চিহ্ন 'কে' যথা—'রামকে ডাক' 'যদুকে বল'। পদ্যে 'কে'র স্থলে 'রে' বা 'এরে' প্রয়োগ দেখা যায়—'রামেরে ডাক' 'ব্রাহ্মণীরে দ্বিজবর কহিতে লাগিল'। কচিৎ 'তোমাকে' 'আমাকে' স্থলে 'তোমায়' 'আমায়' দেখা যায়। 'পুত্রে ডাকি বলে' এ স্থলে কর্ম্মে বিভক্তি 'এ'।

(৩) করণে বিভক্তি চিহ্ন 'এ' এবং 'তে' যথা—'কাণে শোন', 'চোখে দেখ', 'দায়ে কাট'

'উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে'। 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতিকে আমরা বিভক্তি বলিতে সম্মত নহি।

(৪) বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচুর বিতণ্ডা জন্মাইবার হেতু হইয়াছে। উহার কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন নাই; কর্ম্মের সহিত অভেদ—যথা 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও' 'দরিদ্রকে ধন দাও' "কন্যা হইলে দাসী করি দিব যে তোমায় (=তোমাকে)"

(৫) অপাদান কারক বিভক্তি চিহ্ন লইতে চায় না, postposition দ্বারা কাজ চালায়—'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে' 'বাঘ হইতে ভয় পায়' 'হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিতেছে'। এই 'হইতে' postpositionএর মূল যাহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালা অব্যয়ের কাজ করে। উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্ত অবিচার হইবে।

(৬) সম্বন্ধের চিহ্ন 'র' 'এর' যথা—আমার বাড়ী, তোমার নাক, রামের বহি।

(৭) অধিকরণের বিভক্তি 'এ', 'তে', যথা—'ঘরে থাকে' 'আসনে বস' 'তিলে তৈল আছে' 'বিছানাতে শোও'। 'এ' স্থল বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া 'য়' আকার গ্রহণ করে, যেমন—'বিছানায় শোও'।

ফলে বাঙ্গালার বিভক্তি চিহ্ন চারিটি মাত্র, 'কে' 'র' 'এ' 'তে'। ইহার মধ্যে 'কে' কর্ম্ম কারকের (এবং সম্প্রদান কারকের) চিহ্ন। 'র' (এবং 'এর') সম্বন্ধসূচক চিহ্ন। আর 'এ' এবং 'তে' বিশেষরূপে করণ ও অধিকরণের চিহ্ন হইলেও সময় ক্রমে কর্ত্তা, এমন কি কর্ম্মকে ও সম্প্রদানকেও দখল করিয়া বসে। নিম্নের উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইবে; যথা—

অধিকরণে—'মাছ জলে থাকে' 'রাম নৌকাতে আছেন' (অথবা 'রাম নৌকায় আছেন')

করণে—'কাপড়ে ঢাক' 'লাঠিতে মার' ('ঘোড়ায় চল')

কর্ত্তায়—দু'জনে যাব, দু'জনাতে যাব, দুজনায় যাব।

কর্ম্মে—'জগন্নাথে প্রণমিল অষ্টাঙ্গ লোটিয়া'।

সম্প্রদানে—'জগন্নাথে দিব কন্যা হয়ে হৃষ্টমন'।

'দ্বারা' 'দিয়া' 'হইতে' 'থাকিয়া' প্রভৃতি পদগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে পারে না, তাহা অন্য কারণেও বুঝা যায়। 'আমা দ্বারা এ কাজ হইবে না' এই বাক্যে 'আমাদ্বারা' স্থলে 'আমার দ্বারা' 'আমাকে দিয়া' যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। বলা বাহুল্য 'আমার' ও 'আমাকে' বিভক্ত্যন্ত পদ; 'দিয়া' বিভক্তি লক্ষণ হইলে একটা শব্দের উপর দুটা বিভক্তির যোগ হইয়া পড়ে। তদ্রূপ অন্য উদাহরণ—'রাম চেয়ে শ্যাম ছোট' 'রামের চেয়ে শ্যাম ছোট', 'লাঠি দিয়া মার' 'লাঠিতে করিয়া মার' 'হাতে ক'রে লও' 'কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম্, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম্' 'তাঁহার লেগে মন কি করছে' 'আমার পানে চাও' "চাহিলা দূতী স্বর্ণলঙ্কা পানে" 'তিনি নইলে চলিবে না' 'তাঁহাকে নইলে চলিবে না' এই সকল বাক্যে postposition গুলির পূর্ব্বে পদের উত্তর বিভক্তিচিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথাও লুপ্ত হইয়াছে। বিভক্তি

চিহ্ন কোথায় থাকিবে, কোথায় থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। হইতে পারে ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্ব্বত্রই বিভক্তি ছিল; এখন শ্রমসংক্ষেপের অনুরোধে বিভক্তিচিহ্নগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সমস্তই লোপ পাইতে পারে; এমন কি এমন সময় আসিতে পারে, যখন postposition গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তি-পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিলক্ষণে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ কথা। বর্ত্তমানে উহাদিগকে বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না। উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।

লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির বিভক্তিচিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। ইউরোপে classical ভাষাসমূহে, dative, accusative, ablative, প্রভৃতি নানা কারক ও তদনুযায়ী বিভক্তিচিহ্নের কথা শুনা যায়। ইংরেজি সে সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সংস্কৃতে যত বিভক্তিচিহ্ন ছিল, বাঙ্গালায় তাহা নাই।

বাঙ্গালায় দ্বিবচনের চিহ্নও একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে কাজ সারিতে হয়। প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের একমাত্র বিভক্তি 'রা'—পশু—পশুরা, মানুষ—মানুষেরা। কিন্তু বহুস্থলে গণ, গুলা, সব, সকল, প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঐ সকল শব্দকে বিভক্তি চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা অত্যাচার। প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি "অজয়-কিনারে সভে বৈষ্ণবের গণে" "জয়দেব ঠাকুর সঙ্গে বৈষ্ণবের গণ"—অতএব গণ পৃথক্ শব্দ সন্দেহ নাই। প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অন্যত্র বহুবচন প্রকাশের আর একটি কৌশল আছে। যথা 'বৈষ্ণব দিকে = বৈষ্ণবদিগকে' 'বৈষ্ণবদের = বৈষ্ণবদিগের'। দীনেশবাবুর অনুমানে বৈষ্ণবদের = বৈষ্ণবাদির; বৈষ্ণবদিগের = বৈষ্ণবাদিকর। অর্থাৎ এককালে আদি শব্দযোগে বহুবচন প্রকাশ হইত, স্বার্থে 'ক' যোগ করিয়া উহা 'আদিক' এই রূপ গ্রহণ করিত। বর্ত্তমান রূপ ঐ প্রাচীন রূপের বিকৃতিমাত্র। কেহ বলেন 'দিগ' বৈদেশিক 'দিগর' হইতে আসিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় 'আমারদিগের' 'মানুষের দিগকে' এইরূপ প্রয়োগ ছিল; উহাতে 'দিগ' চিহ্নটি এককালে স্বতন্ত্র শব্দ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। ঐ প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক।

এখন মোটামুটি এই কয়টি নিয়ম দাঁড়াইল।—(১) কর্ত্তায় সাধারণতঃ বিভক্তিচিহ্ন থাকে না।

(২) কর্ম্মের বিভক্তি চিহ্ন কোথাও 'কে' কোথাও বা বিভক্তি চিহ্ন থাকে না।

(৩) সম্বন্ধ বুঝাইবার চিহ্ন 'র'।

(৪) অপাদানের বিভক্তি চিহ্ন নাই। (৫) সম্প্রদানের চিহ্ন কর্ম্ম হইতে অভিন্ন।

(৬) করণ ও অধিকরণের চিহ্ন 'এ' এবং 'তে'; কিন্তু ঐ দুটি চিহ্ন উহাদের নির্দ্দিষ্ট নিজস্ব নহে, অন্য কারকেও উহাদের যোগ হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য, যে বাঙ্গলার যখন প্রয়োগরীতি এইরূপ, তখন ব্যাকরণে এতগুলা কারক কল্পনার দরকার কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার সম্প্রদানকারক ঘটিত বিতণ্ডাটা তোলা আবশ্যক। সংস্কৃতে কারক অর্থগত। যে কর্ত্তা, সে কর্ত্তাই থাকিবে; 'রামো বনং জগাম' এস্থলে প্রথমান্ত রাম কর্ত্তা, 'রামেণ বনং গতম্' এস্থলে তৃতীয়ান্ত রামও কর্ত্তা। বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া কারক নির্ণয় হইল না। আবার 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্' (অগ্নি কাষ্ঠে তৃপ্ত হন না) এস্থলে কাষ্ঠ তৃপ্ত্যর্থধাতুর যোগে ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও করণ কারক। 'দ্বির্দিবসস্য ভুঙ্‌ক্তে'—দিনে দুইবার খায়—এস্থলে দিবস ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও অধিকরণ। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বিভক্তি দেখিয়া কারক নিরূপণ হইবে না, অর্থ দেখিতে হইবে। এখন 'দরিদ্রকে ধন দাও' এই বাক্যে দরিদ্রের বিভক্তি কর্ম্মের বিভক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও দরিদ্র যখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানত্ব যাইবে কিরূপে? ক্রিয়ার সাধক যদি সর্ব্বত্রই করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্ব্বত্র সম্প্রদানই হইবে।

কাজেই একপক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে কেবল বিভক্তিমাত্র দেখিয়া কর্ম্ম বলা চলিবে না। বিভক্তি দেখিয়া কারক স্থির করিতে হইলে, 'সাপে কাটে, বাঘে খায়' এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কর্ত্তা না বলিয়া অধিকরণ বা ঐ রূপ কিছু বলিতে হয়।

পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এইরূপ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিভক্তি। সাধারণতঃ কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট। এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই, কর্ম্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক করা হয় নাই। তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় ভোজন-ক্রিয়ার পাত্রকে সম্ভোজনকারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়নকারক, এইরূপে ক্রিয়ামাত্রেরই জন্য এক একটা বিশেষ কারক স্থির করিতে হইত। ফলে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, তাহার নাম কর্ম্ম; উহার নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ামাত্রেরই পক্ষে এই বিধি। কেবল দান-ক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্য সকল ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বাঙ্গলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার কর্ম্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে?

এই যুক্তিতে যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইবেন, তাঁহাদের জন্য সংস্কৃতব্যাকরণের দোহাই দিয়া অন্য একটা যুক্তি দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃতব্যাকরণের কারকগুলি যে কেবল অর্থ দেখিয়াই সর্ব্বত্র স্থির হয় এমন নহে। একটু জোর করিয়া নানা অর্থে একই কারক ঘটান হয়। যেমন অপাদানের মূল অর্থ যাহা হইতে বিশ্লেষণ ঘটে বা সরান যায়। যেমন 'অশ্বাৎ পতিতঃ'

'গৃহাৎ প্রস্থিতঃ' 'জলাদুত্থিতঃ' এই সকল উদাহরণে অশ্ব, গৃহ, জল স্পষ্টতঃ অপাদান। কিন্তু তদ্ব্যতীত, যাহা হইতে লোকে ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিরাম হয়, যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, যাহার নিকট শোনা যায়, তাহারা সকলেই অপাদান—তাহাদের সাধারণ লক্ষণ পঞ্চমী বিভক্তি।

পুনশ্চ দেখ। ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি, এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণে ভৃত্যকে ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন ও তাহাদের অন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন 'ক্রোধদ্রোহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্।' যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান, তিনি সৌভাগ্যশালী জীব। কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধপাত্র ও দ্রোহপাত্র ব্যক্তিরা সম্প্রদান শ্রেণিতে পড়িলেন কিরূপে? তাঁহারা দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্য হেতু দেখি না। এইরূপ 'মোদকং শিশবে রোচতে' 'তত্তদ্ ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্' ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির খাতিরেই শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ক্রোধের পাত্র দ্রোহের পাত্র প্রভৃতিও যদি বিভক্তির খাতিরে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাঙ্গালা দানের পাত্রকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কর্ম্মকারকের কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে?

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যরূপ কায়দাও আছে। ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয়, এই অর্থে 'ধর্ম্মমভিনিবিশতে' এই বাক্যে ধর্ম্ম স্পষ্টতঃ অধিকরণ হইলেও উহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। উপসর্গপূর্ব্বক ক্রুধ্ ধাতু ও দ্রুহ্ ধাতুর সম্প্রদান কর্ম্ম হইয়া যায়; শত্রবে দ্রুহ্যতি, কিন্তু শত্রুমভি-দ্রুহ্যতি। দিব্ ধাতুর করণ কারক বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা পায়। যেমন অক্ষান্ দীব্যতি অক্ষৈর্দীব্যতি, এই কর্ম্মসংজ্ঞা কেন পায়? কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তি চিহ্নের খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্ম্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গলাভাষার ব্যাকরণ দানক্রিয়ার সম্প্রদানকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া এমন কি অপরাধ করিলেন?

ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা কেবল এক দানক্রিয়ার জন্য বাঙ্গলায় একটা পৃথক্ কারক রাখিতে রাজি নহি।

সম্প্রদানকে যদি তুলিতে হয়, অপাদানকে তুলিতে হইবেই। অপাদানের জন্য কোন বিভক্তি চিহ্নই নাই। হইতে, থেকে, প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায়। আমরা দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি পদকে করণকারকের বিভক্তি চিহ্ন বলিতে সম্মত নহি; হইতে, থেকে, প্রভৃতিকেও অপাদানের বিভক্তি বলিতে চাহিব না। উহারা স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ; সংস্কৃত হইতে গৃহীত 'দ্বারা' শব্দটিকে ছাড়িয়া দিলে বাকিগুলা হয় ত অসমাপিকাক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিহার করিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজিতে preposition যেমন objective case এর পূর্ব্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, ইহারা সেইরূপ বাঙ্গলা পদের পরে বসিয়া পদকে শাসন করে বা পদের সহিত অন্বিত হয়। 'হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন' এস্থলে গঙ্গা কর্ত্তাকারক,

কেননা ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অন্বয় আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় নাই; হিমালয়পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের; কাজেই হিমালয় ইংরেজিহিসাবে in the objective case governed by the postpos'ion হইতে; কিন্তু সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। কারক নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক থাকা আবশ্যক; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় পদ বা অন্য কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক নাম প্রযোজ্য নহে। 'হিমালয় হইতে' এখানে হিমালয়কে যদি কারক বলিতে হয়, তাহা হইলে রাম সীতার সহিত বনে গিয়াছিলেন' এই বাক্যের সীতাও কারক হইয়া বসেন।

সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্বই নাই। এই দুইটি উঠাইতে হইবে। থাকে করণ আর অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। আকারান্ত প্রভৃতি শব্দের পর 'এ' বিকৃত হইয়া 'য়' হয় মাত্র। যথা 'নৌকায়' 'বিছানায়'। প্রাচীন পুঁথিতে 'নৌকাএ' 'বিছানাএ' এই বানান দেখা যায়।

করণ ও অধিকরণ উভয়ত্র বিভক্তি এক; তবে অর্থ দেখিয়া কোন্‌টা করণ, আর কোন্‌টা অধিকরণ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। 'হাতে গড়া' এস্থলে হাত করণ, আর 'হাতে রাখা' এস্থলে 'হাত' অধিকরণ। কিন্তু সর্ব্বত্র এইরূপ বিচার চলে কি না সন্দেহ। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ কি অধিকরণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত-ব্যাকরণে 'অলং বিবাদেন' 'কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন' 'মাসেন ব্যাকরণমধীতম্' 'জটাভিস্তাপস-মদ্রাক্ষম্' এই সকল বাক্যে তৃতীয়ান্ত পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই। উহাদের তৃতীয়া বিভক্তির জন্য বিশেষ বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও বারণার্থ, কোথাও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্গে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলায় এইরূপ বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে।' 'বিবাদে কাজ নাই' 'মূর্খ পুত্রে দরকার নাই' 'এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি' 'জটায় তাপস চিনিয়াছি' এই সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় বিভক্ত্যন্ত পদগুলিকে কারক বলাই উচিত, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের স্পষ্ট অন্বয় আছে। কিন্তু কোন্ কারক বলিব? করণ বলিব না অধিকরণ বলিব? আমার বোধ হয় না, সকল পণ্ডিত এক উত্তর দিবেন।

তার পরে আর কতকগুলি বাঙ্গালা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'সীতাসঙ্গে বন গেলেন' "আনন্দে ভোজন করে" "অন্তরে দুঃখিত হইয়া" "স্বচ্ছন্দেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন" "কি কারণে জীয়াইলে না গেলে যমঘর" "তুঞি পুত্রে লজ্জা আগি লভিলাম" "ক্রোধে দুইগুণ বীর্য্য বাড়িল শরীর" "আপনার বলে বীর করিল টঙ্কার" "বহয়ে ধারা প্রেমের তরঙ্গে" "উচ্চ স্বরে ডাকে রাধামাধব বলিয়া" "চারি হস্তে ভোজন করিলা ব্রজমণি" এই সকল স্থলে 'এ' এবং তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্ কারক বলিব? উহারা স্পষ্টতঃ

করণের লক্ষণেও আসে না, অধিকরণের লক্ষণেও আসে না। কোন কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণ বলাও দায়। 'সানন্দে ভোজন করে' এখানে সানন্দকে ক্রিয়াবিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু 'আনন্দে ভোজন করে' বাঙ্গলায় তুল্যমূল্য হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা লাঠি তুলিবেন। নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়া কোনটাকে করণ, কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু সে ক্লেশের প্রয়োজন কি ?

ফলে বাঙ্গলায় ঐ রূপ কষ্টকল্পনার দরকার নাই ; কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম বাঙ্গালায় চলিবে না। এই মাত্র বলিলাম 'ক্লেশের প্রয়োজন কি ?' এখানে প্রয়োজনার্থক শব্দ যোগেও বাঙ্গালায় সম্বন্ধসূচক বিভক্তির যোগ হইয়াছে। কিন্তু 'ক্লেশে প্রয়োজন কি ?' বলিলেও বাঙ্গলায় কোন দোষ ঘটিত না। এখানে 'এ' বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি ? কাজেই বাঙ্গলায় ঐ রূপ আঁটাআঁটি চলিবে না।

আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান ; সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি, যে সকল স্থলে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণির মধ্যেও ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ ; সে গুলিকেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্ত বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণিতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্মবিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজি হিসাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক predicate এর একটা subject আছে, একটা object থাকিতেও পারে এবং তদ্ভিন্ন predicate এর বিবিধ adjunct থাকিতে পারে। এই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক adjunct গুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে 'এ' বা 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে ; তা সে করণ হউক, আর অধিকরণই হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অর্থযুক্তই হউক। কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যতীত আর যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। মূল কথাটার মীমাংসা হইলে পণ্ডিতেরা নাম দিবেন।

যে সকল পদ উক্ত 'এ' আর 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোন রূপে ক্রিয়াটাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে মাত্র, ক্রিয়াটার কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'ঘরে চল' 'বিছানায় শোও' 'হাতে লও' 'কাণে শোন' 'ছুরিতে কাট' 'দড়িতে বাঁধ' 'সুখে ঘুমাও' 'আনন্দে নাচ' 'সঙ্গে চল' 'হাতীতে যাবেন' এই সমুদয় উদাহরণে বিভক্ত্যন্ত পদটা ক্রিয়াকে কোন না কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিতেছে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ আনিবার প্রয়োজন নাই। উহাদিগকে কারক বলিতেই হইবে, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ

সম্পর্কে অন্বয় আছে; মাঝে কোন পদান্তরের ব্যবধান নাই। সকলকে একই কারকের কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না।

ঐ দুই বিভক্তির ভাবখানাই ঐ রূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার জন্য সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঐ বিভক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদকেও ছাড়ে না। 'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে' এই সকল বাক্যের কর্ত্তাগুলি যেন instrumentএ বা করণ কারকে পরিণত হইয়াছেন; উহারা কর্ত্তাও বটেন, করণও বটেন। 'কাটা' ক্রিয়ার করণ যেন সাপ; মারা ক্রিয়ার instrument যেন রাম আর রাবণ। যেন কোন দৈবশক্তি সাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা ঐ ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন; তাঁহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাই। এই জন্য সন্দেহ হয় উহারা যেন প্রকৃত কর্ত্তা নহে; হয় ত কর্ম্মবাচ্যের 'সর্পেণ' 'ব্যাঘ্রেণ' 'রামেণ' 'রাবণেন' প্রভৃতি তৃতীয়ান্তপদই বাঙ্গালায় আসিয়া সাপে, বাঘে, রামে, রাবণে এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঐ রূপ 'মোহে বল' 'তোমায় দিব' 'আমায় ডাক' "কর্ণ পুত্রে ডাকি বলে" "তব পুত্রে কন্যা দিব" "জীবে দয়া কর" এই সকল স্থলে কর্ম্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছে। মানুষগুলা যেন তত্তৎ ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে। ঐ বিভক্তির স্বভাবই এই।

যাক্, সে কারণে কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি, বাঙ্গালাব্যাকরণের কারকপ্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক:— কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক যাহার বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। করণ ও অধিকরণ ও অন্যান্য যাহাদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় দুরূহ; তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, উহার অস্তিত্ব নিরর্থক। অপাদান অস্তিত্বহীন। সম্বন্ধ-বাচক পদ কারক নহে; উহার বিভক্তিচিহ্ন 'র' বা 'এর'।

এই সম্বন্ধসূচক বিভক্তি বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে সকল পদের অন্বয় ক্রিয়ার সহিত নাই, পদান্তরের সহিত অন্বয় আছে, সেই গুলির সম্বন্ধে এই কথা। সম্বন্ধ নানাবিধ; সকল সম্বন্ধ সমান ঘনিষ্ঠ নহে। 'দুর্য্যোধনস্য উরু' 'রামস্য গৃহম্' 'নদ্যা জলম্' 'বায়োর্বেগঃ' এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; সংস্কৃত ভাষায় এ সকল স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ। 'শিশোঃ শয়নম্' 'অশ্বস্য গতিঃ' 'তব পিপাসা' 'সুখস্য ভোগঃ' 'ধনস্য দানম্' এ সকল স্থলে তত্তৎ কর্ত্তৃপদের বা কর্ম্মপদের সহিত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ। ক্রিয়াপদগুলি কৃৎপ্রত্যয় যোগে এস্থলে বিশেষ্যে পরিণত। ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠীবিভক্তি যুক্ত। কিন্তু এরূপ কৃদন্ত পদ যোগেও সর্ব্বত্র ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয় না। 'ধনস্য দাতা' 'ধনং দাতা' দুই সিদ্ধ, যদিও অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার 'গৃহং গচ্ছন্' 'জলং পিবন্' 'গৃহং গন্তুম্' এই সকল স্থলে কৃদন্তের পূর্ব্বে ষষ্ঠী হয় না।

অন্যরূপ সম্বন্ধে অন্যবিধ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন তাদর্থ্যে চতুর্থী, হিতসুখ

নমোভিশ্চতুর্থী, কালাধ্বনোরবধেঃ পঞ্চমী, হেতৌ পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া ইত্যাদি। উদাহরণ কুন্তলায় হিরণ্যম্, গুরবে নমঃ, মাঘাৎ তৃতীয়ে মাসি, ধনাৎ কুলম্, ভয়াৎ কম্পঃ, আকৃত্যা সুন্দরঃ।

আবার অব্যয় পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে বিবিধ বিধি আছে। সীতয়া সহ, ত্বয়া বিনা, দীনং প্রতি, কৃপণং ধিক্, কলহেন কিম্, গৃহাৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বাঙ্গালায় নিয়ম কি দেখা যাউক। বলা বাহুল্য এ সকল স্থলে বিভক্তিযুক্ত পদগুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হওয়ায় কারকলক্ষণযুক্ত নহে।

রামের বাড়ী, মহিষের শিং, ঘোড়ার ডিম, আমার ইচ্ছা, অন্নের পাক, জলের শোষণ ইত্যাদি উদাহরণ বাড়াইয়া দরকার নাই। ঘরে গিয়া, জল খাইয়া, পথে চলিতে চলিতে; এই সকল উদাহরণেরও বাহুল্য অনাবশ্যক।

অন্য উদাহরণ কতকগুলি দেওয়া যাক:—

দীনের প্রতি, সীতার সহিত, ঘরের বাহিরে, নদীর কাছে, গ্রামের নিকটে, ঘরের চারিদিকে, ইত্যাদিতে বিভক্তিচিহ্ন 'র'। কৃপণকে ধিক্, গুরুকে প্রণাম, তোমাকে নহিলে, আমাকে ছাড়া, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি 'কে'। 'ঘোড়ার [জন্য] ঘাস' 'রান্নার [জন্য] হাঁড়ি' 'রোগের [জন্য] ঔষধ' এ সকল স্থানে 'জন্য' শব্দটির ব্যবধান ইচ্ছাধীন এবং বিভক্তি 'র'।

'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে' 'জল থেকে উঠেছে' 'ছাদ থেকে দেখ্‌ছে' 'মাঘ হইতে তৃতীয় মাস', 'রাম চেয়ে শ্যাম ছোট' 'ঘর হইতে বাহির' ইত্যাদি স্থলে অব্যয় পদের পূর্ব্বে বিভক্তি প্রায় লুপ্ত থাকে। ক্বচিৎ বিভক্তির যোগ হয়। যথা 'রামের চেয়ে'।

'চোখে কাণা' 'পায়ে খোঁড়া' 'আকারে ছোট' 'বয়সে বড়' 'নামে দশরথ' 'জাতিতে কায়স্থ' 'ব্যাকরণে পণ্ডিত' 'ক্রোধে পাপ, 'ক্রোধে তাপ' ইত্যাদি স্থলে সেই পূর্ব্বপরিচিত 'এ' বা 'তে'।

অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

না

আর্য্য জাতির ভাষায় 'না' অতি প্রাচীন শব্দ, উহা 'হাঁ'এর বিপরীত, সম্মুখের দিকে উৰ্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয় 'হাঁ', উহা সম্মতিসূচক, আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয় 'না'—উহা অসম্মতিজ্ঞাপক। 'না'য়ের ক্ষমতা বড় ভীষণ, উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উড়াইয়া দিতে পারে।

'না'কে 'হাঁ' করিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলেও উহাকে অব্যয় শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, উহা কোনরূপ বিভক্তি গ্রহণ করিতে চায় না। ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে; কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হইল, তাহাকে একবারে উল্টাইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ ভাষায় আর নাই।

না যে ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে যায় তাহার পরে বসে। যথা;—তিনি করেন না, কর্‌ছেন না, কর্‌লেন না, কর্‌তেন না, কর্‌ছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও—ইহা আদেশ, তুমি করিও না—ইহা নিষেধ। করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়া পরে 'না' বসাইতে চায় না। 'করিয়াছেন না' এর 'করিয়াছিলেন না' উভয় স্থলেই 'করেন নাই' ব্যবহার হয়। এই ই-যুক্ত না বর্ত্তমান ক্রিয়া 'করেন'-কে অতীতকালে পৌঁছিয়া দেয়। তিনি করেন বর্ত্তমানকালে; তিনি করেন না—সেও বর্ত্তমানে; কিন্তু তিনি করেন নাই—একেবারে অতীতের কথা। ঐরূপ অতীত কর্ত্তাসূচক—তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, তাহা হয় নাই। আরও উদাহরণ—করিতে জানিনা, করিতে চাহিনা, করিতে হবেনা, করা যাবেনা, করা হবে না।

না একেলাই ক্রিয়ানাশক কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার সাহায্য করিবার জন্য একটা নিরর্থক 'ক' ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না, আমি যাব না' ইহাই যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবার জন্য বলা হয় 'না, আমি যাব না ক,' বাঙলার এই 'ক' কোন্ মুলুক হইতে আসিয়াছে, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

উপরে—সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থলবিশেষে আগে বসিতে আপত্তি নাই। আমি কি জানি না?—প্রশ্ন কর্ত্তার জ্ঞানে যে সংশয় করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ। আমি কিনা জানি!—অথবা, আমি না জানি কি!—ইহা ঈষৎ সর্ব্বের সহিত ভিতরের কথায় প্রকাশ গর্ব্বিতের ব্যঙ্গোক্তি স্বাভাবিক—ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলা হয় আমি না জানি তুমি ত জান।

সংশয় অনিশ্চয় প্রভৃতি গোলমেলে ভাবের সঙ্গে না ক্রিয়ার আগেই বসিতে তৎপর। যথা তিনি যদি না যান, আমি যাব; তিনি না খান আমি খাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার ফল বিরক্তি

অথবা অভিমান—যথা না হয় না হবে; না যান, না যাবেন; না যান না যাবেন। বিরক্তি বা অভিমান একটু উচ্চ মাত্রায় উঠিলে না একটা ইকার ডাকিয়া লয়, না যান নাই বা গেলেন; না খান নাই খেলেন।

বলা উচিত, এই 'নাই গেলেন' এর নাই এবং 'যান নাই' এর নাই ঠিক এক নাই নহে। 'নাই গেলেন' বস্তুতঃ না—ই গেলেন; ই একটা পৃথক্ শব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃত হি হইতে উৎপন্ন। উহা নাকে দৃঢ় করে। আর 'যান নাই' এখানে 'না'র পরবর্ত্তী 'ই' 'না'র সঙ্গে একবারে মিশিয়া আছে, উহাকে ছাড়াইয়া লইলে অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যাইবে।

'না করিবার জন্য' 'না দেওয়ার ইচ্ছা' 'না যাইতে যাইতে' 'না দিয়া' 'না' 'না বলিয়া' 'না চড়িতে এক কাঁধি' ইত্যাদি স্থান 'না'কে বাধ্য হইয়া ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিতে হইয়াছে। সে কেবল স্থানাভাবে। 'বলা চেয়ে না বলা ভাল' ইহাও তদ্রূপ।

এ পর্য্যন্ত 'না'র যত প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সর্ব্বত্র ক্রিয়ার শত্রুতাসাধক, 'না' একাকীই ক্রিয়া পণ্ড করিতে সমর্থ। যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'যাব না', এত কথা বলার দরকার নাই, ঘাড় নাড়িয়া শুধু 'না' বলিলেই যথেষ্ট; ভাবী-ক্রিয়া ইহাতেই পণ্ড হইল। বুঝিয়া লইতে হইবে, এখানে 'না'র ষোল আনা অর্থ 'যাব না' 'যাব' যথার্থ উহা রহিয়াছে মাত্র। না যখন একটা বিসর্গযুক্ত হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয়, যেমন নাঃ, যেতেই হ'ল; অথবা নাঃ, যাইব না, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ বিসর্গযুক্ত না পূর্ব্ববর্তী ঘটিকাব্যাপী নীরব সংশয় বিতর্ক আলোচনা আন্দোলনের শেষ মীমাংসা; উহা কোন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু সংশয় ছিল, তাহা আমূলে বিনষ্ট করিয়া দিয়া একবারে পরম মীমাংসায় উপস্থিত করে। বৈরাগীর "জগৎটা কিছু নার" এই মীমাংসার কাছে অদ্বয়বাদী দার্শনিকের মীমাংসা নিতান্তই দুর্ব্বল। ইহা অদ্বয়বাদ বা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাস্তিবাদ।

এ পর্য্যন্ত নাকে আমার ক্রিয়ানাশী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা বস্তুর ও বিশেষণ হয়। যথা—না-টক, না-মিষ্ট; না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না কাল; না-ঝাল, না-অম্বল, না-ভাত, না-তরকারি। এ স্থলে না উভয়কেই নস্যাৎ করিতেছে। এককে নস্যাৎ করিয়া অপরকে বাহাল করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রশ্ন হয়, ভাল, না মন্দ? সাদা না কাল? আম না জাম? রাম না শ্যাম? ঐরূপ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে এককে নস্যাৎ করিবার চেষ্টায়—যাবেন না থাকিবেন? খেতে হবে না ঘুমাতে হবে? যাবেন না যাবেন না? এখানে না স্পষ্টতর অথবা এর কিংবা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যাবে কি না যাবে না? ইহার সহিত তুল্য মূল্য যাবে কি যাবে না? অথবা আরও সংক্ষেপে যাবে কি না?

তুমি যাবে না আমি যাব? আমি ফলারে যাব, তুমি পূজো কর্‌বে? আমি ফলারে যাব? এই সকল প্রশ্নেও উভয় সঙ্কল্পের মধ্যে একটাকে নষ্ট বা নস্যাৎ করিয়া অন্যটিকে রাখিবার চেষ্টা। না আপনার নষ্টামি ছাড়ে নাই।

দাদা না কি? এই সংশয়ের তাৎপর্য্য—অন্য কেহ নহে ত।

আমিই করি না কেন? তুমিই যাও না? তিনিই করুন না? এই সকল প্রশ্নে মনে হইতে পারে, না যেন তাহার নষ্টামি ছাড়িয়াছে। 'তিনিই করুন না' ইহার অর্থ তিনিই করুন। কি আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ নায়ের এই ধর্ম্মজ্ঞান আসিল কোথা হইতে? তলাইয়া দেখিলে বোধ হইবে, নায়ের এই মতিপরিবর্ত্তনের ভিতরেও একটু গুপ্ত দুরভিসন্ধি আছে। 'তিনিই করুন না' ইহার গুপ্ত অর্থ অন্যের করিয়া কাজ নাই। একজনকে অপদস্থ করিয়া, তাহার অধিকার কাড়িয়া লইয়া অপরকে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইতেছে। রামই খান না, ইহাতে প্রকাশ্যে রামের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ, কিন্তু অপ্রকাশ্যে শ্যামের, রাখালের ও পাঁচকড়ির প্রতি ঘোর নির্দ্দয় আচরণ। তাহাদিগকে নস্যাৎ করা হইল।

না তাহার সেই নস্যাৎ করিবার প্রবৃত্তি, তাহার দুরভিসন্ধি ক্রমশঃ গূঢ় করিয়া একবারে নিরীহ ভালমানুষের বেশেও দাঁড়াইতে পারে। সেখানে না যেন একবারে হাঁ।

যথা—গেলেনই না—গেলেনই বা, করিলেনই না, করিলেনই বা। যা'ক্ না গোল্লায়=গোল্লায় যাক্, যাইতে দাও।

করই না=কর; খাও না=খাও। না চিরকাল ভ্রূকুটী দ্বারা নিষেধ করিয়া আসিতেছেন, এই সকল স্থলে বিশেষ জোরের সহিত ও জেদের সহিত আদেশ ও অনুরোধ করিতেছে।

অশ্রু ঝরে কার?.না—যার হৃদয় আছে, মনুষ্য কে? না—যে হৃদয়বান্। এ সকল স্থলেও না নিরীহ উদাসীন; যেন উহার স্বাভাবিক অর্থ একবারে পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু উহার কটাক্ষপ্রান্তে একটু নষ্টামির দীপ্তি যেন বাহির হইতেছে।

নার নিকট সম্পর্কের আর কয়েকটি শব্দ আছে:—নাই ও নহে।

নাই'য়ের দুইটা প্রয়োগ পূর্ব্বে পাইয়াছি। তিনি নাই বা গেলেন—এস্থলে নাই=না-ই; উহা বলবত্তর না মাত্র। দ্বিতীয় প্রয়োগ—তিনি যান নাই, আমি যাই নাই, যাও নাই, এ সকল স্থলে নাই শব্দ বর্ত্তমান ক্রিয়াকে অতীতে ফেলিয়া পরে তাহাকে নস্যাৎ করিতেছে। সাহিত্যের ভাষার নাই লোকমুখে 'নি' আকারে বাহির হয়। যথা আমি যাই নি; তুমি যাও নি, সে বলে নি।

'নাই' শব্দের অন্য তৃতীয় প্রয়োগ আছে, উহাই উহার বিশিষ্ট প্রয়োগ। সংস্কৃত 'অস্তি' শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'আছে' আসিয়াছে ধরিতে পারি। কিন্তু এই আছে ক্রিয়া অন্যান্য ক্রিয়ার দল ছাড়া, ইহার আচার-ব্যবহার কি রকম সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। করা ক্রিয়ার কত রূপ—করি, করিতেছি, করিলাম, করিয়াছি, করিয়াছিলাম, করিতাম, করিতেছিলাম, করিব, করিয়া থাকি, করিয়া আসিতেছি, করিয়া ফেলিব, করিতে, করিয়া, করিবার, ইত্যাদি। এইরূপ খাওয়া, পরা, শোয়া প্রভৃতি ক্রিয়ারও নানারূপ। কিন্তু এই দলছাড়া ক্রিয়া কেবল বর্ত্তমানে আছি, অতীতে ছিলাম এই দুইরূপ। ভবিষ্যৎ রূপ পর্য্যন্ত নাই। অতীতের ছিলাম আগে পিছে 'না' লয়;—ছিলাম না, না ছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান আছি কেবল আগে 'না' লয়, না আছি, কিন্তু 'আছি না' নাই। যেখানে 'আছি না' বলা উচিত, সেখানে বলিতে হয় 'নাই'। আছি অর্থে অস্তি, নাই অর্থে

নাস্তি। ইহা কেবল বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ। পুরুষভেদে ইহার বিকার নাই, আমি নাই, তুমি নাই, তিনিও নাই। বলা বাহুল্য খাই নাই, যাই নাই, করি নাই, প্রভৃতির নাই এবং আমি নাই, তুমি নাই প্রভৃতির ঠিক্ এক নাই নহে। ছন্দোবন্ধ পদ্যে 'নাই' রূপান্তরিত হইয়া 'নাহি' হইয়া যায়, "কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের"। খাঁটি 'না'রও পদ্যের ভাষায় একটা হি যোগ করা রোগ আছে—যথা "বাঙ্গালির রণবাদ্য বাজে না বাজে না। বঙ্গদেশে নাহি হয় সমরঘোষণা"। নাহি আবার 'ক' যোগ করিয়া নাহিক (নাইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা—"অন্ন নাহি জুটে"। না য়ের অপর কুটুম্ব 'নহে'। এ একটী অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক শব্দ। আমি নহি (নই), তুমি নহ (নও); সে নহে (নয়); তিনি নহেন (নন্)। সবগুলি বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ দেখি না; পদ্যে 'নহিব' ইত্যাদিকে কদাচিৎ দেখা যায়। সংস্কৃত ভূধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা 'হওয়া' ক্রিয়াতে উপনীত হইয়াছে। না-যুক্ত হওয়া হইতে সম্ভবতঃ 'নহি'র উৎপত্তি। মারা ধরা ও রাখার মত 'নহা' হয় না।

নিকট সম্পর্কের আর একটি শব্দ 'নহিলে' (নইলে) সম্ভবতঃ না—হইলে=নহিলে। সংস্কৃত বিনা শব্দ সাহিত্যে আছেন, লোকমুখে বিনা অর্থে 'নইলের' ব্যবস্থায়। উহাকে বাঙ্গালা অব্যয়ের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। দিয়া, চেয়ে, থেকে, হইতে প্রভৃতির সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসিবে। "ঘুমাও নইলে অসুখ হবে"—এস্থলে নইলে=নতুবা।

আর একটি ক্রিয়াপদ আছে, নারি=পারি না। আমি নারি, সে নারে। ব্যবহার পদ্যেই বেশী, কদাচিৎ লোকমুখে। গদ্য সাহিত্যের ভাষায় দেখা যায় না। নারিল, নারিব, নারিছে, প্রভৃতির রূপের ভূরিপ্রয়োগ মাইকেল করিয়াছেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পল্লী-কথা*

অদ্য এই সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে যে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে যদি ঐতিহাসিকের কোন স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য সকলের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। যে ইচ্ছার বশবর্ত্তিতায় বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত, তাহা কেবল জন্মভূমির প্রতি মমত্ব-বশতঃই সম্ভব হইতে পারে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, তাই আমরা এইপ্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিন্দু বিন্দু ফুলের

---

* সাহিত্য পরিষদের গত ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণকে কিরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদিগের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। সা॰প॰প॰স॰

মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক মধুচক্র রচনায় এই সকল ক্ষুদ্র বিন্দুও সেই প্রকার সহায়তা করিতে পারে।

সচরাচর পল্লীর ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসাধারণত্ব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই যে ঐ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার যোগ্য নয়, একথা মনে হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধ যদিও আলোচ্য দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথাতেই লিখিত, যদিও ইহা বঙ্গের ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষের তথ্যে পূর্ণ বলিয়া স্থানীয় লোক ব্যতিরেকে অন্যের চিত্ত আকর্ষণের যোগ্য নহে, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লিকাহিনী হইলেও দুই চারিটি নূতন কথা শুনাইতে পারে, এই আশায় ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। প্রবল পরাক্রান্ত কোন রাজা জন্মগ্রহণ বা রাজত্ব করেন নাই; ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লবকারী বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে নাই; প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে না বা বিদেশীয় দস্যুবিশেষ দ্বাবিংশতিবার আক্রমণ করিবার অবকাশ পায় নাই বলিয়া যে কোন শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশের সামান্য ইতিহাস ঐতিহাসিকের চক্ষে অগ্রাহ্য, একথাও আমাদিগের মনে হয় না; কারণ ইতিহাস—ইতিহাস, আড়ম্বর নহে এবং দরিদ্রের ইতিহাসে দারিদ্র্য ভিন্ন কে কবে ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করে?

নদীয়া জেলা চারিটি মহকুমায় বিভক্ত:—মোটামুটি ধরিতে গেলে, দক্ষিণে রাণাঘাট, পূর্ব্বে কুষ্টিয়া, মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে মেহেরপুর মহকুমা। শেষোক্ত মহকুমার অধীনে চারিটি থানা। আমরা তন্মধ্যে করিমপুর থানার এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের ঐতিহাসিক তথ্য যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

পদ্মানদীর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী বাহির হইয়া ধেঁাড়াদহ, মোক্তারপুর, গোঘাটা, ত্রিহট্ট, গোয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। করিমপুর জলাঙ্গী গ্রাম হইতে আটক্রোশ দূরে এই জলাঙ্গী নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। ইহারই নিকটে সাহিত্য-খ্যাত Meander নদীকে পরাস্ত করিয়া প্রাচীন ভৈরব সর্পগতি পথে প্রবাহিত। করিমপুর থানার মহকুমা মেহেরপুর এই ভৈরবেরই উপরে। 'রাইটা'র নিকটস্থ পদ্মা হইতে 'হাওলা' 'মাথাভাঙ্গা' বা 'চূর্ণী' নদী বাহির হইয়া শিকারপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটের নিম্নপথে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে, তাহার সব্‌রেজেষ্ট্রী থানা শিকারপুর তিন-ক্রোশ মাত্র হইবে। আখ্‌রিগঞ্জের সন্নিকটস্থ পদ্মা হইতে ভৈরব নামে অপর একটী নদী মোক্তারপুরের নিকট জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে মোক্তারপুর মোহানা ৪।৫ ক্রোশ দূরে ব্যবস্থিত। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, জেলার এই অংশটি নদীবহুল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উল্লিখিত নদীগুলির মধ্যে একটিও এক্ষণে নদী নামের যোগ্য নহে। এক পদ্মা আছে—তাহাও ক্রমশঃ চর পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থান নদীপ্রধান ছিল, এখন সেস্থানে ভয়ানক জলকষ্ট; পূর্ব্বে

যেখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ ছিল, আজ সেখানে সে সকল কারবার লোপ পাইতে বসিয়াছে।

এইপ্রদেশে ২০।২৫ ক্রোশের মধ্যে মহকুমা ছিল না; পরে করিমপুরে একটি স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাও কেবল দুই বৎসর থাকিয়া মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। মেহেরপুর যেরূপ স্থানে অবস্থিত তাহা মহকুমার পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। মহকুমা উঠিয়া যাইবার কারণটি একটুকু অভিনব বলিয়া নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

নদীবহুল বলিয়া এই প্রদেশ নীল আবাদের বিশেষ উপযোগী ছিল। সুবিখ্যাত ওয়াটসন্ কোম্পানি এই সুবিধা দেখিয়া এ অঞ্চলে অনেকগুলি নীলকুঠী স্থাপিত করে। তন্মধ্যে শিকারপুর, আঁধারকোটা, বর্ত্তমান হুগুলবেড়িয়া, আরবপুর, মামুদগাড়ী, বাজিৎপুর, চেঁচানে, আলাইপুর, রামচন্দ্রপুর, তারাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য। এই নীলকাজের জন্য নিরীহ দরিদ্র প্রজার উপর যে অত্যাচার হইত, তাহার নূতন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; নীলদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে তাহা জলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। কুঠীর নিকট মহকুমা থাকিলে সর্ব্বদা অত্যাচার সহজসাধ্য নহে বলিয়া বুদ্ধিমান্ কুঠীয়ালগণ পাকে চক্রে এই মহকুমাকে দূরবর্ত্তিস্থানে সরাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল; ফলে অনতিবিলম্বে করিমপুর হইতে আটক্রোশ দূরবর্ত্তী মেহেরপুরে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং আঁধারকোটা হইতে থানা উঠিয়া করিমপুরে আসিল। এই সময়ে মেহেরপুরে কেবলমাত্র একটি মুন্সেফী চৌকী ছিল; ক্রমে এই মেহেরপুর উন্নত হইয়া এক্ষণে একটী সমৃদ্ধিশালী মহকুমা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানি উভয়বিধ বিচারকার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর প্রায়ই ইংরাজ থাকেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত নদীবহুলতাই এই প্রদেশে চাষীদিগের প্রথম বসবাসের কারণ। উল্লিখিত নদীতীরস্থ উর্ব্বর চরপ্রদেশে শস্যোৎপাদন সহজসাধ্য, তাই দরিদ্র কৃষককুলই প্রথমে এই অঞ্চলে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রদেশে কোন বিখ্যাত ধনী বা রাজবংশ দৃষ্ট হয় না। বলিতে গেলে কৃষক এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক লইয়াই এইপ্রদেশ গঠিত; আবার কৃষককুলের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমানজাতীয়। সম্ভবতঃ এই উৎসাহশীল পরিশ্রমী মুসলমান কৃষকগণই এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। অত্রত্য গ্রামসমূহের নাম হইতেও তাহা কতকাংশে প্রমাণিত হইতে পারে। পল্লীগুলির অধিকাংশই মুসলমান নামে অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপে, যমশেরপুর, আরবপুর, করিমপুর, রহমৎপুর, মোল্লাহাদ, মামুদগাড়ী, মজলিস্‌পুর, তাজপুর, আলিপুর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এমন কি, এখন পর্য্যন্ত এমন গ্রামও দৃষ্ট হয়, যাহাতে হিন্দুর নাম গন্ধও নাই। কুচীডাঙ্গা, তকীপুর, রহমৎপুর, তাজপুর প্রভৃতি গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমানের বাস। হিন্দু যদি থাকে তবে ২।১ ঘর মাত্র;—নাপিত ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

উপরিলিখিত ওয়াট্‌সন কোম্পানীর কুঠীর কুঠীয়াল সাহেবদিগের নামেও পদ্মা তীরস্থ চরে নূতন কয়েকখানি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যথা—Gregsonপুর, Berryনগর ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এ দেশের সাধারণ অধিবাসী নিতান্ত দরিদ্র। বৃহৎ অট্টালিকা, প্রাচীন

দেবালয় বা মঠ ও মস্‌জিদের অভাব হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। ২।১ টি মন্দির ও মস্‌জিদ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও ধনবলের কীর্ত্তি নহে, দারিদ্র্যেরই চিহ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে খোঁড়াদহ ও সুন্দলপুরের ভগ্নমন্দির এবং চোঙ্গাপাড়া ও দোগাছির মৌলবী মস্‌জিদের নাম করা যাইতে পারে। দারিদ্র্যের সহস্র দোষের সহিত সামান্য যাহা গুণ তাহা এ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর পরস্পর সহজ সদ্ভাব প্রধানতঃ এই দারিদ্র্যেরই ফল বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতঃই এই প্রদেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অতিশয় নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়; বিশেষ কারণ না ঘটিলে, তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহার উপরে আবার এই দারিদ্র্য যুটিয়া তাহাদিগকে আরও ভালমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। এই মহকুমার বিচারসংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মও অপেক্ষাকৃত অল্প। অন্যান্য দেশের মতন ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উৎসবাদিব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথায় কথায় লাঠালাঠি নাই। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুর ন্যায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উভয় সম্প্রদায় আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে। মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকে, ঐ পূজা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সত্যনারায়ণ পূজা নামে অভিহিত এবং সিন্নি বা প্রসাদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পর্ব্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা ও অম্বুবাচী উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী পূজার সময় তাহারা দপ্তর কাগজপত্র প্রতিমার চরণে অর্পণ করিয়া থাকে। মুসলমানী একদিলের গানে হিন্দুগণ মুসলমানকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে যোগদান করে। বেহুলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সাধারণতঃ সদ্ভাব ও আচার অনুষ্ঠানে সাদৃশ্য থাকিলেও কুচীডাঙ্গা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই কুচীডাঙ্গায় পূর্ব্বে নবাবের ফৌজ ছিল। এই সকল গ্রামে সাধারণতঃ পাঠানজাতীয় মুসলমানের বাস। তাহারা অপরাপর মুসলমানের ন্যায় নিরীহ নহে, পরন্তু গোবধ, চুরি, ডাকাতি, লাঠিয়ালগিরি প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা প্রায় লিপ্ত থাকে। ইহারা তেজস্বী এবং হিংস্রপ্রকৃতি। মহরম প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ইহারা কিঞ্চিৎ ধূমধামও করিয়া থাকে এবং হিন্দুর গৃহে গৃহে লাঠিখেলা দেখাইয়া বেড়ায়। মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান। ফরাজি বলিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান কাপড় পরিতে কাছা ব্যবহার করে না। তাহারাই একটু বেশী পরিমাণে মুসলমানভাবাপন্ন।

হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে শূদ্রজাতীয় চণ্ডাল, গণ্ডক ও কন্নি নামক প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা বিভিন্ন দেশস্থ উক্ত জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া মনে হয়। কন্নিজাতি সাধারণতঃ সূত্রধরের কার্য্য করিয়া থাকে।

চণ্ডালেরা পাণবিক্রয়, চুণ প্রস্তুত, রাজমিস্ত্রী ও সূতারের কাজ করে; গণ্ডকেরা মুদির দোকান করিয়া ও চিড়া কুটিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই সকল জাতি প্রায়ই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মণকায়স্থ-প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজাতির আচারানুষ্ঠানে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না।

অধুনা এ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা। প্রায় সমুদায় নদী মজিয়া গিয়াছে, বন্যাও প্রায় আসে না, বিল খাল বা বৃহৎ জলাশয় ও নালারও একান্ত অভাব; জমি রাঢ়-দেশের মত আঠাল নহে বা উত্তর অঞ্চলের মত স্যাঁতা নহে; পরন্তু দোআঁশ বা বেলে (বালি), সুতরাং জল ধারণ ও রক্ষণপক্ষে অনুপযোগী। উল্লিখিত কারণে প্রধান যে হৈমন্তিক ধান্য, তাহারই চাষ নাই, কেবল মাত্র আউশ (আশু) ধান্যের আবাদই চলিত। এখানকার প্রধান ফসল রবিশস্য—তন্মধ্যে মুগই শ্রেষ্ঠ। আনন্দপুরী মুগের বেশ সুনাম আছে। চর প্রদেশে কলাই প্রচুর জন্মে—অন্যত্র পলি মাটীর অভাবে এবং জমিতে সার দেওয়া প্রথার প্রচলন না থাকায় ফসল তেমন ভাল জন্মে না। সাধারণতঃ জমিও উর্ব্বরা নহে। জমি প্রায়ই উঠ্‌বন্দী, নিরীখ ৸৵০ হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত; কিন্তু জমার হার বিঘা প্রতি।৵০ হইতে ॥০। আপাত লাভের জন্য জমিদারেরা উক্ত উঠ্‌বন্দীরই পক্ষপাতী; সুতরাং জমির প্রতি কৃষকের আসক্তিও অন্যান্য দেশাপেক্ষা অল্প। তাহারই ফলে জমি আরও অনুর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে। যে বৎসর সময়ে বৃষ্টি হয় না, বা অতিবর্ষণ হয়, সে বৎসর 'অজন্মা' হওয়াতে দেশে 'অকাল' লাগে। জমি-দারের খাজনা বাকী পড়ে, প্রজা নির্ম্মূল হয়। এই প্রকার ঘটনা এখানে নিত্যনৈমিত্তিক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দুর্বৎসরের অবস্থা ত এইরূপ; সুবৎসরের দশাও যে সবিশেষ স্বচ্ছল তাহা নহে। কারণ 'অজন্মা'র বৎসরে দরিদ্র চাষী জমিদার বা মহাজনের স্থানীয় গোলা হইতে ভোজ্‌না ধান দেড়া এবং বীজ ধান দুনা কড়ারে লইয়া থাকে; সুবৎসরে তাহা পরিশোধ করিতে গিয়া সুবৎসরও দুর্বৎসর হইয়া উঠে। ফলতঃ সংবৎসর দু'বেলা অন্ন চাষার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। পেটের দায়ে, বাড়ী ঘর ফেলিয়া, ব্যাধি বিপত্তি অবহেলা করিয়া চাষা রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলে খাটিতে যায় এবং বৎসরের অধিকাংশ কাল তথায় যাপন করিয়া থাকে। তদুপরি কৃষককুল নিতান্ত অশিক্ষিত এবং অলসপ্রকৃতি হওয়াতে দিন দিন আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। সামান্য চেষ্টাতে এ দেশের বেলে মাটীতে আলু পটল প্রভৃতি তরি-তরকারী জন্মিতে পারে, সে চেষ্টাও তাহারা করে না। জমিদার বা অবস্থাপন্ন লোকেও সে বিষয়ে অগ্রসর হন না। শস্যের আরও একটা প্রধান অন্তরায়—বন্য শূকরের উৎপাত। সে উৎপাতে ফসল জন্মিলেও ঘরে উঠিতে পায় না। এই সকল শূকর আবার কুঠীয়াল সাহে-বেরা শিকারের জন্য খড়ের জমির মধ্যে পুষিয়া রাখে, সাধারণে ইহাদিগকে মারিতে পায় না—কাজেই শূকরবংশ উত্তরোত্তর ভয়ানক বাড়িয়া চলিয়াছে।' বড়দিন বা অন্য ছুটী উপলক্ষে কুঠীয়াল সাহেবগণ ও সরকারী সাহেব কর্ম্মচারীরা দলবদ্ধ হইয়া শিকার খেলা করিয়া থাকেন। অপরের এই শূকর মারিবার হুকুম নাই। অনেক সময় পার্শ্ববর্ত্তী লোক এই অত্যাচারে জমিজমা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

এ অঞ্চলে নীলের চাষ ও ব্যবসায় প্রধান কারবার ছিল। এই কার্য্য সাহেবেরা এবং ২।১ ঘর দেশীয় জমিদারও করিতেন। কৃত্রিম নীল হওয়াতে নীলকাজ প্রায় এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা নীলকাজ ছাড়িয়া তাহার স্থানে এক্ষণে ভাগজোৎ আদায় করিতেছেন। মাঝে মাঝে ইহারা জবরদস্তি করিয়া জমীর নিরীখ বৃদ্ধি করেন, এই সকল কারণে ইহাতে প্রজারা অনেক সময় বড় পীড়িত হয়। সম্প্রতি এ অত্যাচার এতদুর গড়াইয়াছিল যে নিঃস্ব নিরীহ প্রজারা দল বাঁধিয়া মাজিষ্ট্রেট্, কমিসনার, এমন কি প্রাণের দায়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়া স্বয়ং ছোট লাট বাহাদুরের কাছে পর্য্যন্ত নালিস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফল কথা, প্রজাদের কোন মতেই নিস্তার নাই। একে ত চাষ আবাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহাতে দেশের 'মুনীষ' বা 'জনের' মজুরী দৈনিক ৵৫ মাত্র, তাহার উপর আবার অত্যাচারের অন্ত নাই—সুতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রজার দুর্দ্দশার অবধি নাই। যাহাদের লইয়া দেশ,—তাহাদের অবস্থা যখন এইরূপ—তখন আর দেশের অবস্থা দারিদ্র্য ভিন্ন কি হইবে? বঙ্গদেশের মধ্যে এত দরিদ্রদেশ আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ, এত দরিদ্র যে হাট এবং মেলা যাহা পল্লীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—তাহা এদেশে এক প্রকার নাই বলিলেই হয়! দুই তিনটি মেলা যাহা এ প্রদেশের মুরুটিয়া, সুন্দলপুর প্রভৃতি স্থানে বসিত—তাহাও এক্ষণে নিতান্ত শ্রীহীন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হাটের অবস্থা এতই হীন যে উল্লেখেরও উপযুক্ত নহে।

এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের একান্ত দুরবস্থা। ধনীলোক, প্রাচীন সঙ্গতিপন্ন সহর বা গ্রাম এবং ব্যবসায়ের অল্পতাই তাহার কারণ। ১৮৮৫ সালে প্রথম 'লোকাল বোর্ড' স্থাপিত হয়; সেই হইতে অল্পে অল্পে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে। 'লোকালবোর্ড' কৃত প্রধান রাস্তা এখানে 'সরাণ' নামে অভিহিত। এখানকার বড় সরাণ জলাঙ্গী হইতে কৃষ্ণনগর পথে কলিকাতা গিয়াছে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ 'রিলিফ্' উপলক্ষে করিমপুর হইতে রেল ষ্টেসন ভেড়ামারা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে—তাহা এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সকল রাস্তায় গরুর গাড়ী কোন প্রকারে যাতায়াত করে। উপরি উক্ত 'রিলিফ্' উপলক্ষে শিকারপুর হইতে কেঁচুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত ১টী খালখনন করিয়া হাউলিয়া ও ভৈরব নদীকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। জলা জমি ও বিলখাল না থাকায় পুল বা সাঁকো অল্প ২।১টি যাহা আছে, তাহাও ভগ্নাবশেষ মাত্র—নূতন করিয়া তাহার মেরামত হয় না। দুর্গাপুর নামক স্থানে ভৈরব নদীর উপর এই প্রকার একটী পুল দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে নদী সকল 'বহতা' থাকায়, যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যাদি জল পথেই নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে নদীগুলি শুষ্ক অথচ স্থলপথে গমনাগমনের জন্য রেলপথও নাই—সুতরাং গমনাগমন ও বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা। নিকটতম রেল ষ্টেসন পূর্ব্বে ছিল—মুন্সীগঞ্জ, ইহা করিমপুর হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এক্ষণে বারক্রোশ দূরে ভেড়ামারা নামক স্থানে ষ্টেসন হইয়াছে; ইহাই এক্ষণে নিকটতম ষ্টেসন। যান-বাহন সাধারণতঃ গরুর গাড়ী; তাহা এক প্রকার সর্ব্বদাই মিলে।

ষ্টীমার যোগেও পদ্মাবক্ষে অধুনা গমনাগমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পদ্মার গতির অনিশ্চয়তার দরুণ তাহাও নিরাপদ নহে—সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। প্রতি বৎসরই ষ্টীমার ঘাটার স্থান পরিবর্তন ঘটে। সম্প্রতি নিকটতম ষ্টীমারঘাটা ৭ ক্রোশ দূরে আলাইপুর নামক স্থানে।

শিক্ষার এদেশে একান্ত অভাব। যখন করিমপুরে মহকুমা ছিল, তখন তথায় একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; মহকুমা পরিবর্তনের সঙ্গে উহা উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী মহেশের পাড়ায় একটী মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাও কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া যায় এবং পরে যমশেরপুর শিকারপুর ও ধোঁড়াদহ গ্রামে মধ্যইংরাজি স্কুল স্থাপিত হয়। কালক্রমে প্রথমোক্ত দুই গ্রামেই এক্ষণে এণ্ট্রেন্স স্কুল হইয়াছে। অনেক গ্রামেই প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা আছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য বিদেশে সন্তানশিক্ষার অন্তরায় বলিয়া সাধারণ শিক্ষা প্রাইমারী ছাড়াইয়া উঠিতে পায় না। পূর্ব্বতন টোলের শিক্ষা যাহা আরবপুর প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন গ্রামে প্রচলিত ছিল এক্ষণে তাহাও লুপ্ত!

শিক্ষার ন্যায় শিল্পেরও নিতান্ত দুর্দ্দশা। কেঁচোডাঙ্গা, যমশেরপুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের মুসলমান জোলা নামক তন্তুবায়েরা তাহাদের তাঁতে এক প্রকার সাদা মাটা কাজ চালাইয়া থাকে—মোটাথান, গামছা ও কাপড় প্রভৃতি তাহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুমারের ব্যবসায় এক প্রকার সামান্য গোছ আছে। কুমার জাতীয় পালেরা শাঁখ হইতে এক প্রকার শাঁখা প্রস্তুত করে—তাহা শিল্প ও ব্যবহার উভয় হিসাবেই সুন্দর। উহা এতদ্দেশীয় সধবার নিত্য ব্যবহার্য্য ভূষণ—বিদেশেও অল্প বিস্তর ঐ শাঁখার ব্যবহার আছে।

পূর্ব্বে দেশ বিদেশের খবরাখবরের কোন সুবন্দোবস্তই ছিল না; মধ্যে কেবল করিমপুরে একমাত্র পোষ্টাফিস ছিল, তাহা হইতে গ্রাম গ্রামান্তরে সপ্তাহে এক আধবার চিঠিপত্র বিলি হইত। এক্ষণে ধোঁড়াদহ, শিকারপুর ও যমশেরপুরে পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে।

এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই। পূর্ব্বে ২।১ খানি গ্রামে অশিক্ষিত হাতুড়িয়া বৈদ্যমাত্র ছিল, তাহার স্থানে এক্ষণে কয়েকখানি গ্রামে পাশকরা ডাক্তার আনীত হইয়াছে।

ধর্ম্মবিষয়ে অন্যান্য প্রদেশ হইতে এ প্রদেশের বিশেষত্ব প্রায় নাই। বামাচারী শাক্তসম্প্রদায় বিরল। মদ্যমাংস সাধারণ্যে হেয় বলিয়া বিবেচিত। অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, গোয়ালাদের মধ্যে 'কর্ত্তাভজা' নামে একটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই। শিকারপুরের সংলগ্ন শান্তিরাজপুর নামক নূতন স্থাপিত গ্রামে খ্রীষ্টান পাদরীরা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ১০।১৫ বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। তথায় তাহারা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে তাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকে। অন্যত্র যেরূপ এ প্রদেশের লোককেও সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দু পূজাপার্ব্বণের মধ্যে দুর্গোৎসবই প্রধান। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অধিকাংশ গৃহেই পশুবলি প্রথা নাই। অন্যান্য পূজার মধ্যে কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিব-পূজা, কার্ত্তিক পূজা, চড়ক, দোল ও রথযাত্রা প্রচলিত।

এ প্রদেশে ফাল্গুনমাসের শেষ তিনদিন ঠকৃঠকে নামক একপ্রকার উৎসব হইয়া থাকে। ওলাবিবি বা ওলাওঠার অধিষ্ঠাত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সন্ধ্যার প্রাকালে পুররমণীগণ কতকগুলি সন্ত নির্ম্মিত মৃৎপুত্তলি মৃৎপ্রদীপ লইয়া গ্রামের ষষ্ঠীতলায় কোন নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া এক একটী জ্বালাইয়া রাখে এবং দলবদ্ধভাবে গ্রামপ্রান্তে সমবেত হন। ঐ সময়ে পল্লী-বালকেরা কলার বাস্না, ছতর বা শুষ্ক পত্রের আটির সহিত কঞ্চি বাঁধিয়া অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খেলা করিয়া থাকে। সকলের হাতেই হস্তপরিমিত শুষ্ক সজিনা বা পাল্‌তে মাদারের দুইটি করিয়া প্রজ্বলিত ঠকৃঠকে নামক কাষ্ঠ থাকে; তাহারা তাহাই ঠুকিয়া অগ্নিক্রীড়া করে। রমণীগণ গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে ওলাবিবির ছড়া আবৃত্তি করিতে থাকেন। ঐ ছড়াতে ওলাবিবিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইবার জন্য মিনতি পূর্ণ সুকরুণ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

আমাদের দেশের ওলাওঠা ভাটির দেশে সাজে।
ভাই বাপকে ঘরে থুয়ে, লোহার শিকলি দুয়োরে দিয়ে,
আমরা যাব ওলাউঠির দেশে।

গৃহ প্রবেশকালে দুটি দুটি দল বাঁধিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ আবৃত্তি করা হয়।

প্রঃ—ঘর কেন আলো? উঃ—সবাই আছে ভালো।
দুয়োরে কেন হাতা? গিন্নি বড় দাতা।
দুয়োরে কেন ঝাঁটি? সবাই লোহার কাটি।

চৈত্র-সংক্রান্তির সময় আর এক প্রকার উৎসব এই প্রদেশে দেখা যায়, তাহাকে 'বুলান' কহে। চণ্ডালজাতীয় 'জন'গণ এই উৎসবের প্রধান উদ্‌যোক্তা। নূপুর ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত হইয়া তাহারা নৃত্যসহকারে কৃষ্ণবিষয়ক ছড়াগীত গৃহে গৃহে গাইয়া বেড়ায়। ঢাকের বাজ্‌নার সহিত "তখন শ্রীদাম কহিছেন বাণী, শুন গো মা নন্দরাণি, কানুরে লইয়া যাব গোঠে" ইত্যাদি গীতে তিন দিন ধরিয়া গৃহস্থ-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে।

সমস্ত বৈশাখ মাসটি ধরিয়া এ প্রদেশে গ্রামে গ্রামে প্রায় সন্ধ্যার পর নগরসঙ্কীর্ত্তন গীত হইয়া থাকে; তাহাতে ভদ্রাভদ্র অনেকেই যোগদান করিয়া থাকেন—অনেক সময় এই সঙ্কীর্ত্তন মহা দলাদলিতে পরিণত হয়।

এই বৈশাখ মাসেই 'পুণ্যপুকুর' নামে একটি উৎসব বালিকাদের মধ্যে পালিত হয়। গৃহাঙ্গণে ছোট পুকুর কাটিয়া তৎপার্শ্বে মৃৎপুত্তলী এবং পুষ্পসম্ভার সাজাইয়া বালিকাগণ প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে পূজা করিয়া থাকে। পূজার কালে এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়—

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা—কে জপেরে দুপুর বেলা?
আমি সতী নিরবধি; সাত ভাই বোন ভাগ্যবতী।
স্বামী শিয়রে পুত্র কোলে,— মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।
জীয়ন্তে না দেখি আত্মবন্ধুর মরণ। মরে পাই যেন শিবদুর্গার চরণ॥

এই বালিকাদিগের মধ্যেই আশ্বিন সংক্রান্তি হইতে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত আরও একটী উৎসব পালিত হয়—তাহার নাম 'যমপুকুর' ইহার আনুষঙ্গিক ছড়া—

ছালাঞ্চা কল্‌মী ডগ্‌মগ্‌ করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে ॥
মারুক পক্ষী ভৈরব বিল। সোণার কৌটা, রূপার খিল।
খিল খুল্‌তে লাগ্‌লো ছড়, আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ ডাক পড়ে— রাজার মাথায় টনক্‌ নড়ে।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়—ঐ সকল ব্রতের অন্য দেশ হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। জ্যৈষ্ঠমাসে পুররমণীগণ পল্লিগ্রামে সমবেত হইয়া 'বনভোজন' উৎসব করিয়া থাকেন। আহারাদ্রির ব্যাপারে এবং ধনী-দরিদ্রের এই মধুর মিলনে উৎসবটি মনোজ্ঞ হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে মুসলমানদিগের মধ্যেও ব্যাধিপ্রশমনার্থ (সাধারণত ওলাওঠা) ছাগবধপ্রথা ও পীরের সিন্নিদান উল্লেখযোগ্য। ঐ মৃত ছাগের চর্ম্ম বংশাগ্রে সংলগ্ন করিয়া পল্লীপ্রান্তে রক্ষা করা হয়।

অন্যান্য সামাজিক রীতি ও প্রথার মধ্যে সূতিকাগৃহের বাঁধাবাঁধি প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি, শীত গ্রীষ্ম বর্ষানির্ব্বিশেষে গৃহপ্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র 'রামকুঁড়ে' নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়। ঝড় বৃষ্টি যাহাই হউক, প্রসূতি সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানসহ দশ দিবস উহারই মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হন। অনেক সময় ইহার কুফল হাতে হাতে ফলিতে দেখা যায়। সুখের বিষয় ইহার বাঁধাবাঁধি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য প্রথার বিশেষত্ব নাই।

এ দেশে গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত গোলপাতা, হোগলা বা বিচালি ব্যবহৃত হয় না। টিনের প্রচলনও এক প্রকার নাই। সাধারণতঃ খড় দিয়া (কেশো বা উলু) চাল ছাওয়া হইয়া থাকে। গৃহ প্রায় মৃত্তিকা দেয়ালে গঠিত। অগ্নিভয়ের জন্য অনেক স্থলে বাঁশের কড়ির সাহায্যে মাটি কোঠা প্রস্তুত হয়—উহা ঐরূপে কতকটা দ্বিতল গৃহের কাজ করিয়া থাকে।

এ প্রদেশে ফল মূলের মধ্যে আম্র ও কাঁঠাল প্রচুর জন্মে। আম্র ভাল নহে। কাঁঠাল ফলের প্রাচুর্য্যে এবং কাষ্ঠের আবশ্যকতায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দরিদ্রেরা কাঁঠালের সময় প্রায় সামান্য অন্নের সহিত কাঁঠাল সিদ্ধ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। সুপারি নারিকেল বৃক্ষ ভাল জন্মে না। এ অঞ্চলে বটবৃক্ষ অধিক দৃষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠা প্রথার জন্য এই বৃক্ষের সংখ্যা আরও বেশী হইয়াছে। নাটনা গ্রামে এরূপ একটী বৃক্ষ আছে, যাহার তুল্য বৃহৎ বৃক্ষ প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ছত্রাকার এই বৃক্ষের পরিধি প্রায় ৬।৭ বিঘা জমিকে আচ্ছন্ন ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

দধি ও দুগ্ধ এখানে সস্তা। 'দুনে' বা দ্বিগুণ সেরে অর্থাৎ ১২০ তোলা হিসাবে দুগ্ধের বিক্রয়। সাধারণতঃ টাকায় বার সের মিলে।

মৎস্য এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। একে ত নদীর অভাব, তাহার উপর 'মারবারি' 'কৈঁয়া'রা মৎস্য হিংসানিবারণার্থ খড়িয়া নদীর জলকর লইয়া স্থানে স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; উক্ত নদীতে মৎস্যহিংসা নিষিদ্ধ। নদী ও জলার অভাবে চাষবাসের যেরূপ অসুবিধা, গো-চর জমির ও বিচালির অভাবে গোরু বাছুরেরও তাদৃশ দুর্দ্দশা। যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দধিদুগ্ধের সুবিধা টুকুও সত্বর লোপ পাইবে।

জীবজন্তুর কোন বিশেষত্ব নাই—চিতাবাঘের সামান্য উৎপাত আছে। অন্য দেশের মত হনুমান্ বাঁদরের উপদ্রব নাই—যাহা কিছু দৌরাত্ম্য তাহা বন্য শূকরের। সর্পসংখ্যা মন্দ নহে। বিল খাল না থাকাতে জলচর পক্ষীর একান্ত অভাব; অন্য পক্ষীর সংখ্যা ও শ্রেণী তত বেশী নহে। কাক—অল্প।

এ অঞ্চলের কথাবার্ত্তায় এক প্রকার টান দেখা যায়। উহাতে মুর্শিদাবাদের কথার প্রভাব সুস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ কেন—ক্যানে, তেল—ত্যাল্, বেল—ব্যাল্ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাঠান ও অন্যান্য ইতর জাতির মধ্যে অনেক নূতন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা:—

কুন্তি বা কতি	(কোথায়)	আম্ সপ্‌রে	(পেয়ারা)
শোঁয়াস্	(শঁসা)	জামির	(লেবু)
শূহুর	(শূকর)	কুস্তুর	(আখ)
রাম	(আম)	আম	রাম (নাম)
হেঁসেল	(রান্নাঘর)	ঢিঁস্‌ক্যাল	(ঢেঁকিশাল)
খড়ি	(কাঠ)	আবর,আবাম্ উথু	(বোকা)
ছোড়ান্	(চাবি)	দগুন	(পলা)
ফিরাণ	(দরজার উপরের কার্ণিশ)	চাতাল	(ছাদ)
উট্‌কান	(খোঁজা)	মেকুর	(বিড়াল)
শোঁশা	(খরগোস)	আন্‌ঠোর	(হারাণ)
উলোপ	(ন্যাকার্ম)	টাট	(রেকাবি)
তীর	(কড়ি)	মাহাতাপ	(রংমশাল)
তিরোঘাট্ দিন	(৩৬৫ দিন, অর্থাৎ রোজ রোজ)		
একাবত্তি	(একাবৃত্তি)	পাণ্ঠি	(পাঁচনবাড়ি)
পাঁড়া	(মহিষ শাবক)	বল্	(বলদ)
গেট্টে	(গর্ত্ত)	ঝুঁজ্‌কি বা পোঁহাত্	(প্রত্যুষ)
কবিতর	(পায়রা)	খরাণি	(গ্রীষ্ম)
গুম্‌সানি	(গুমট্)	কালা	(ঠাণ্ডা)
ঝড়িঝাম্‌টা	(ঝড় বাতাস্)	লিক্	(গরুর গাড়ীর লাইন)

হোড়াই	(গড়ান জমি)	চেরাক	(বাতি)
আদাড়	(নোংরা)	আকড়	(শক্ত)
জাড়	(শীত)	খান্না	(কুৎসা)

হুঁক্যা, কলক্যা, নৈক্যা, চৈক্যাট = হুঁকো,
কল্‌কে, নৌকো, চৌকাট। বাব্‌দো (বাজে)

এতদ্দেশে প্রচলিত গরুর গাড়ীসংক্রান্ত শব্দ।

ফড়্‌,	বাঙড়,	ঘোঁঙাল,	সিমলে,
ফল্লি,	কাঁধকল্লি,	খুঁট,	আম্‌ড়ি,
ধম্‌কা,	ছট্‌ফটে,	তোড়া,	যোৎ,
ধুরো,	তেতারা,	ঠুসি,	রংখিলে, সেপায়া।

গাড়ীর চাকা।

পুঁঠি, আরা, চুল, উলুয়া, বঁদ, ঘুঁকিয়া।

মেহেরপুর থানার অধীনস্থ (ক) করিমপুর, (খ) যমশেরপুর, (গ) শিকারপুর, (ঘ) ধোঁড়াদহ, (ঙ) সুন্দলপুর, (চ) আরবপুর নামক প্রধান গ্রামগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) করিমপুর—এই গ্রাম জলাঙ্গী নদীর তীরে। নদীপথে নৌকা চলাচলের সুবিধা থাকায় ইহা একটী ব্যবসায়ের স্থান। সম্প্রতি নদীটি শীর্ণ হওয়াতে বার মাস বড় নৌকা চলিতে পারে না—ফলে ব্যবসায়েরও উন্নতি নাই—বরং কিছু অবনতি। এখানে স্থানীয় অধিবাসী অল্প, অধিকাংশই কারবারী লোক, ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া চাল ধান ইত্যাদির আড়ত বা অন্য দোকান করিয়া বাস করিতেছে। ৮।১০ ক্রোশের মধ্যে ইহাই একমাত্র গঞ্জ। মহাজন ও আড়তদারেরা এ প্রদেশের শস্যাদি কলিকাতায় চালান দেয় এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনে। অন্যান্য আড়ৎদারের মধ্যে নিকটস্থ ধোঁড়াদহনিবাসী রামেশ্বর সাহার নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে ক্ষমতাবলে একজন সঙ্গতিশালী মহাজন হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বে একবার এখানে মহকুমা স্থাপিত হয়, কিন্তু কারণ বিশেষের জন্য অল্পকাল মধ্যেই মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। এখানে থানা আছে বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি অপেক্ষা ইহা একটু সহরভাবাপন্ন। এখানে একটী পোষ্টাফিসও আছে। মহকুমা যখন ছিল, তখন এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল—এক্ষণে একটী পাঠশালা আছে মাত্র।

(খ) যমশেরপুর—ক্ষুদ্র পল্লী পূর্ব্বে এখানে অনেক গোপের বাস ছিল—প্রাচীন ভদ্র অধিবাসীর মধ্যে ঘটকগণ প্রধান। বাগচী বাবুরা এই গ্রামের জমীদার। ঢাকা-জেলার অন্তঃপাতী ধামসহ গ্রামনিবাসী রামভদ্র বাগচী ১০৫১ সালে নিকটস্থ সুন্দলপুর গ্রামে ঘটকদের বাড়ী বিবাহ করেন। ১০৫৩ সালে জন্মভূমি এবং শ্বশুরালয় উভয় স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। তখন এই গ্রামের নিম্ন দিয়া ভৈরব প্রবাহিত ছিল। ইঁহারই বংশে রামগঙ্গা নামে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌

ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় কমৃতাগুণে ইনি ৭৲ টাকার মুহুরিগিরি হইতে ক্রমে মুর্শিদাবাদ জেলার নসীপুর-রাজের দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্পত্তি অর্জন করিয়া যান। বর্ত্তমান বাগচী বংশের ভূসম্পত্তি ইঁহারই কৃত। ইঁহারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বানন্দ বাগচী পরলোকগত মহারাণী স্বর্ণময়ীর 'বাহিরবন্দ' পরগণার নায়েবী করিয়া যথেষ্ঠ খ্যাতিলাভ করেন। এই বংশ এক্ষণে বহুবিস্তৃত—পরিবারস্থ জনসংখ্যা তিনশতেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ পরিবারের অনেকেই বেশ সুশিক্ষিত এবং রাজ-সরকারে উচ্চপদস্থ। (বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।) ইঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় গ্রামে একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয়, একটী বালিকা বিদ্যালয়, একটি পোষ্টাফিস ও একটি ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে উক্ত রামগঙ্গা বাগচীর দত্ত একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে—ঐ পুষ্করিণী হইতে ২।৩ খানি গ্রামের পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই গ্রামসংলগ্ন 'বিশিঙ্গাদহ' বলিয়া একটি দীঘি আছে। কথিত আছে—বীরসিংহ নামক জনৈক ধনী উহা খনন করিয়াছিলেন। উক্ত বীরসিংহ সুবেদার ছিলেন—এই স্থানে তাঁহার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। উহারই কাছে, 'ছোট বাবুর দহ' ও 'মেজো-বাবুর দহ' বলিয়াও দুইটি দীঘি আছে। রাস্তাঘাট প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এই যমশেরপুর এক-খানি বর্দ্ধিষ্ণু ও শ্রীশালী পল্লী।

(গ) শিকারপুর—'হাউলিয়া' নদীতীরস্থ এই গ্রামখানি আয়তনে বড় ক্ষুদ্র নহে। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে এ দেশে নীলকর সাহেবেরা আসিয়া এই গ্রামেই প্রথম আড্ডা স্থাপন করে এবং নীলকার্য্যের উপযোগী কুঠী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। হাউলিয়া পদ্মার একটী শাখানদী, বর্ষাকালে জল বাড়িয়া উভয় তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত পলিমাটি পড়ে। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'দিয়াড়' বলে। এই দিয়াড় জমি নীলচাষের বিশেষ উপযোগী। এই কারণেই সাহেবেরা এই প্রদেশের মধ্যে এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া লয় এবং এই গ্রামকে সদর মোকাম করিয়া ১৫।২০ ক্রোশের মধ্যে নানাস্থানে কুঠী প্রস্তুত পূর্ব্বক নীলকার্য্য আরম্ভ করে। অধুনা নীলকার্য্য প্রায় বন্ধ, নীলের স্থানে এক্ষণে সাহেবেরা জমিদারী করিয়া ভাগজোত আদায় করিতেছে। এই গ্রাম প্রাচীন এবং বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান। সাহেব থাকে বলিয়া এই গ্রাম এক্ষণে শ্রীশালী এবং দোকান বাজারের অবস্থাও মন্দ নহে। জেলার ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এদিকে সফরে আসিলে এই স্থানেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা একটু "সহুরে"। গ্রাম সংলগ্ন শান্তিরাজপুর নামক নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামে খ্রীষ্টান মিসনারীগণ গির্জা নির্ম্মাণ করিয়া এখান হইতে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করেন। গ্রামে একটী প্রবেশিকা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(ঘ) ধোঁড়াদহ—'জলঙ্গী' তীরস্থ ইহা একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম। চৌধুরী বাবুরা গ্রামের প্রাচীন ও প্রধান জমীদার। এই চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে তহশীলদার ছিলেন—সেই সম্পর্কে ইঁহাদের সম্পত্তিলাভ। পূর্ব্বে নদী ব্রাহ্মণ-

পাড়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে বহুদূর সরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জলাঙ্গী যখন বৃহৎ নদী ছিল, তখন কলিকাতা হইতে ফৌজ লইয়া গঙ্গাজলাঙ্গী বাহিয়া বড় বড় ষ্টীমার ও নৌকা এই পথে পদ্মা হইয়া বহুস্থানে যাইত। উপরি উক্ত ব্রাহ্মণপাড়ায় একটী বৃহৎ আম্র বৃক্ষ আছে। উহাকে লোকে 'বজরা-বাঁধা' গাছ বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে বড় বড় ষ্টীমার ও বজরা ঐ গাছে কাছি বাঁধিয়া অবস্থান করিত। গ্রামে চৌধুরী বাবুদের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। উঁহাদের গৃহে একটী 'পাতাল ঘর' আছে—ডাকাতের বা বর্গীর হাত হইতে ধন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেকালে মাটীর নীচে এই প্রকার ঘর প্রস্তুত করা হইত। উক্ত গৃহে কড়ির গায়ে ৯১৭ শকাব্দা লিখিত আছে। গ্রামে একটী মাইনর-স্কুল ও একটী পোষ্টাফিস আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা গ্রামের অবস্থা এক্ষণে হীন হইয়া আসিয়াছে।

(ঙ) সুন্দলপুর—ভৈরব নদীর তীরে একখানি প্রাচীন ও বৃহৎ সঙ্গতিশালী গ্রাম ছিল। এক্ষণে সে ভৈরবও নাই, গ্রামের সে লক্ষ্মীশ্রীও নাই। মৈত্র ও বাগ আখ্যাধারী ব্রাহ্মণেরা আদিম খ্যাতিশালী অধিবাসী। এই প্রাচীন গ্রামে পূর্ব্বে ১০০০।১২০০ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অনেক লোকের বাস ছিল, এক্ষণে তাহার এক চতুর্থাংশও নাই—সেই সকল ভিটার উপর জঙ্গল জন্মাইয়া এক্ষণে ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। কায়স্থ বংশীয় সরকার বাবুরা গ্রামের জমীদার; পূর্ব্বে গ্রামেই ইহাঁদের নিজের নীলকুঠী ছিল। ইহাঁরা প্রাচীন বংশ, বর্ত্তমান জমীদারের বৃদ্ধ পিতামহ ৺ শ্যামসুন্দর সরকার একজন পরম কৃষ্ণভক্ত লোক ছিলেন। দান ধ্যান, অতিথি সেবা প্রভৃতি বহুতর সংকর্ম্ম দ্বারা তিনি এ প্রদেশে বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় গৃহে বৃন্দাবনবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্পত্তির অধিকাংশ পূজা ও অতিথি সৎকারের জন্য দেবোত্তর করিয়া যান। ভৈরবের শুষ্ক গর্ভে দীর্ঘিকা খনন করিয়া তৎপার্শ্বে ৺ জগন্নাথ দেবের গুণ্ডাবাটীর অনুকরণে গুণ্ডাবাটী নামে একটী উদ্যান প্রস্তুত করেন এবং তথায় তুলসীবিহার নামে একটী মেলা স্থাপিত করেন। উল্লিখিত বিগ্রহের পূজোপলক্ষেই ঐ মেলার জন্ম। কালক্রমে ঐ মেলা উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত জমীদার গৃহে দোলযাত্রায় বড় ধূমধাম ছিল—এখনও এই দুর্দ্দশার দিনে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ফলকথা সর্ব্বতোভাবেই গ্রামটির এখন দুর্দ্দশা। গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। একটী ডাক্তারখানাও আছে।

(চ) আড়বপুর—ইহা একখানি বৃহৎ পল্লী—ইহারই এক অংশের নাম হরিপুর। এই বহুপ্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। পূর্ব্বে এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল এবং দুই তিনটী চতুষ্পাঠী ছিল। শাস্ত্রবিদ্ যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, দূর দূরান্তরের পণ্ডিত সভায় তাঁহারা আমন্ত্রিত হইতেন। এক্ষণে শাস্ত্রচর্চ্চা সম্পূর্ণ লুপ্ত—অতীতের কাহিনী মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগণই এক্ষণে তামাক খাইয়া এবং পাশা খেলিয়া দলাদলি করিতেছেন; কেহ কেহ বা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি কোনক্রমে কণ্ঠস্থ

করিয়া কষ্টে যজমানী রক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রচর্চ্চার স্থল এক্ষণে পরচর্চ্চা অধিকার করিয়াছে। সান্যালরা এই গ্রামের প্রাচীন বংশ, পূর্ব্বে ইহাঁদের অবস্থা মন্দ ছিল না—এক্ষণে হীন হইয়াছে। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট। [illegible]মের জমীদার বাগচী বাবুরা একটি বড় ইন্দারা দান করিয়া এই কষ্টের কতক লাঘব করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়।

মহারাজ সবাই জয়সিংহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে বাঙ্গালী দেওয়ান বিদ্যাধর এই কার্য্যে মহারাজের একজন বিশিষ্ট সহকারী ছিলেন। নগর নির্ম্মাণ বিষয়ে তিনি পূর্ত্ত-প্রাবীণ্যের (Engineering skill) প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতিষ বিষয়েও যে তাঁহার অধিকার ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। যদিও জগন্নাথ প্রভৃতি মহারথী পণ্ডিতগণ গণনাদি এবং যন্ত্রপ্রণয়নাদি কার্য্যে আদিষ্ট ছিলেন; তত্ত্বাবধানভার বিদ্যাধরের হস্তেই ন্যস্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় ভারতবর্ষের পক্ষে একটী কীর্ত্তি; ইহার সহিত আংশিকরূপে আমাদের একজন বাঙ্গালীর নাম সন্নিবিষ্ট থাকিলেই আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর ব্যতীত দিল্লী, মথুরা, বারাণসী ও উজ্জয়িনী নগরেও অল্লাধিক পরিমাণে জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করেন। কাশীর মানমন্দিরস্থ যন্ত্রাদি জয়সিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত। অনেকে মনে করেন যে মানমন্দিরস্থ যন্ত্রাদি মানসিংহের স্থাপিত, বাস্তবিক তাহা নহে। মানমন্দির নামক প্রাসাদটী মহারাজ মানসিংহ তীর্থযাত্রী এবং বিদ্যার্থীর সুবিধার জন্য প্রস্তুত করান, কিন্তু যন্ত্রস্থাপন জয়সিংহের সময়েই হয়। জয়সিংহের পূর্ব্বে ঐ বাটী জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বাটী ছিল না। বেদবেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থিগণ জয়পুর হইতে গিয়া ঐ বাটীতে থাকিতে পাইতেন। পররাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত অর্থ মানসিংহ এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় করিতেন। মথুরা হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আমরা, "নাড়ীবলয়" নামক যন্ত্রের পৃষ্ঠে যে কবিতা কয়েকটী লিখিত আছে, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও সংযোজিত হইল। কবিতা কয়েকটী যে কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তবে ইহা দ্বারা যন্ত্রালয়ের আরম্ভকাল নির্ণীত হইয়াছে;—

"ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মবৃদ্ধিমবলোক্যাত্মা জগত্তস্থুষোঃ
রাজেন্দ্রো জয়সিংহ ইত্যভিধয়াবির্ভূয় বংশে রঘোঃ

লুপ্ত্বা ধর্ম্মবিরোধিনোঽধ্বরমুখৈশ্চাচীর্ণবেদাধ্বভির্-
ধর্ম্মং স্বস্য ধরাতলে রচিতবান্ যন্ত্রান্ সুবোধান্ বহূন্ ॥
গোলপ্রবৃত্তের্গগনে চরাণাং জিজ্ঞাসয়া শ্রীজয়সিংহদেবঃ
আজ্ঞাপ্তবান্ যন্ত্রবিদঃ পুনস্তে চক্রুর্হি যাম্যোত্তরভিত্তিসংজ্ঞম্ ॥
সবজ্রলেপাংশু-বিশুদ্ধ-পার্শ্ব-দ্বয়স্থ-নাড়ীবলয়ৈক-কেন্দ্রম্।
ধ্রুবাভিকেন্দ্রশ্রুতিমার্গকীলং কীলাগ্রভাসূচিতনাড়ীকাদ্যম্ ॥
পিতামহোচ্ছিষ্ট-ময়াংশ্চ ভার্কা রোহাবরোহান্ নবনন্দবৃত্তান্।
প্রতাপসিংহশ্চ বিবুধ্য বিদ্যুস্তান্ কারয়ামাস সুপার্শ্বযুগ্মে ॥
ভারোপমম্লেচ্ছগণস্য বৃদ্ধ-ভূভারশান্ত্যৈ পুনরাদিদেবঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশেঽপ্যবতীর্য্য পূর্ব্বা বতারিতান্ দেবগণানযুঙ্ক্ত ॥
ধর্ম্মাধিকারী বিধিদেবকৃষ্ণঃ প্রাযুক্তি সংরোহিতধর্ম্মপাদঃ।
যন্ত্রেষু বেদাঙ্গবিভূষণেষু দ্বিতীয়যন্ত্রোদ্ধরণঞ্চকার ॥
যস্মিন্নহ্নি চতুর্ষু পক্ষতিথিবারর্ক্ষেষু পক্ষোপত্রিয়-
শ্চাষ্টৈস্ত্রিভিরন্বিতঃ স্মৃতিলবঃ স্যাৎ সাষ্টিশাকস্য সঃ।
নন্দঘ্নস্থিতিরণ্যযুক্ সচ লবো বিশ্বঘ্নবারোণ্যযুক্
বাতত্বঘ্নভমন্যযুক্তমথবৈষা স্তোদ্ধৃতোস্যাস্তিথিঃ ॥"

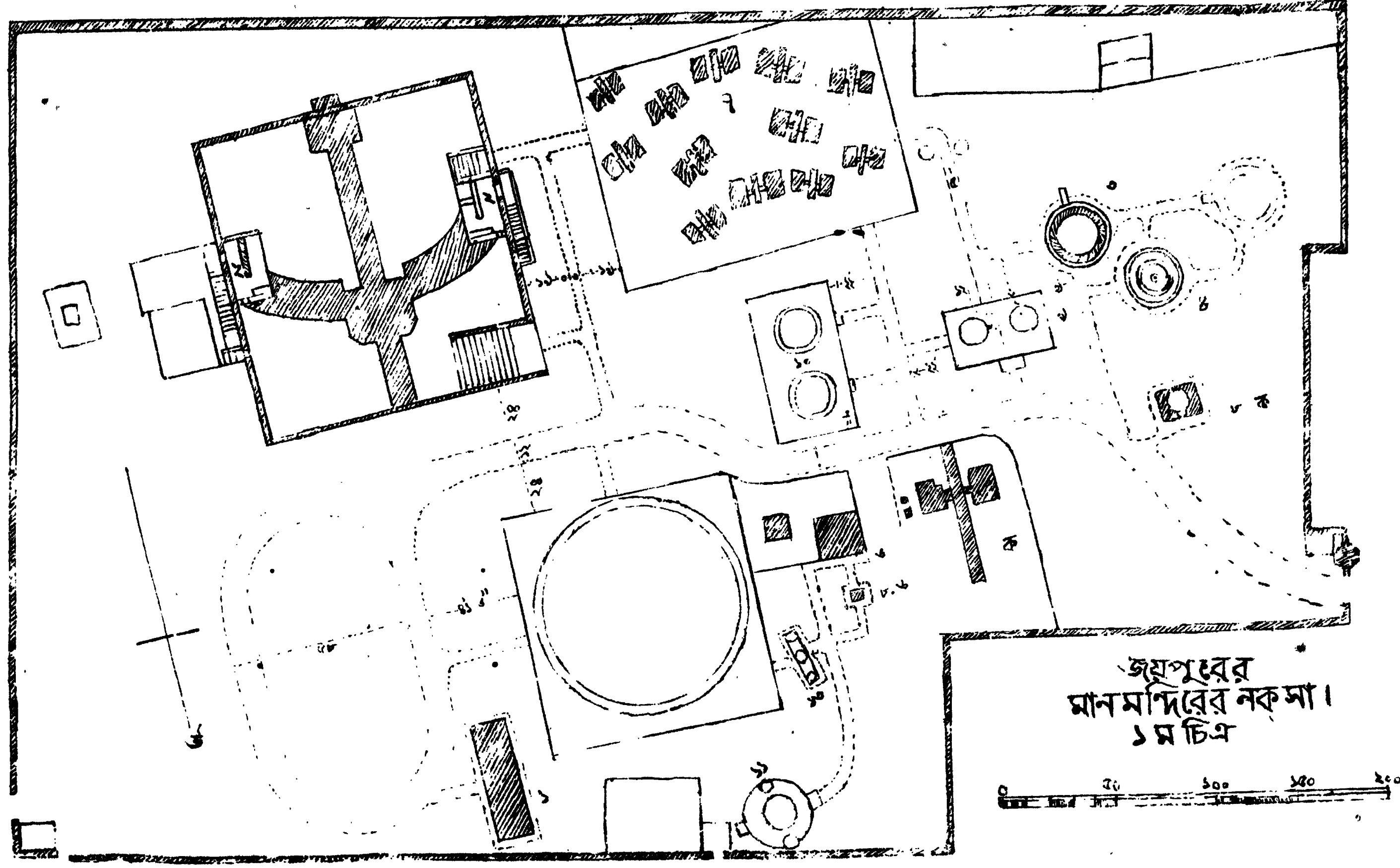
স্থাবরজঙ্গমের আত্মা (শ্রীসূর্য্য) ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি দেখিয়া রাজেন্দ্র জয়সিংহ নামধারণপূর্ব্বক রঘুবংশে অবতীর্ণ হন এবং বেদপদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞাদি করিয়া ধর্ম্মবিরোধী মতসমূহ লুপ্ত করেন ও পৃথিবীতে সনাতন ধর্ম্মস্থাপন করিয়া অনেকগুলি উত্তম যন্ত্র নির্ম্মাণ করান।

গ্রহদিগের গোলপ্রবৃত্তি অর্থাৎ গতি জানিবার ইচ্ছাতে মহারাজ জয়সিংহ যন্ত্রবেত্তা জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণকে আজ্ঞা দেন এবং উহাঁরা "যাম্যোত্তরভিত্তি" নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ইহার দুই পার্শ্বে বজ্রলেপোপরি অংশবিভাগবিশিষ্ট নাড়ীবলয়দ্বয় নির্ম্মিত। ঐ নাড়ীবলদ্বয় সমান্তর ভাবে এক কেন্দ্র। আবার কেন্দ্রদ্বয় ধ্রুবনক্ষত্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থিত। কেন্দ্রদ্বয়ের উপরে যে লৌহশলাকাদ্বয় আছে তাহাদের ছায়াতে ঘটিকাদি সূচিত হয়।

নক্ষত্র সকলের উপর সূর্য্যের আরোহণ এবং অবরোহণের বিষয়ে প্রতাপসিংহ আপনার পিতামহ জয়সিংহের অনির্ম্মিত প্রাচীন নয়সংখ্যক বৃত্তকে বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বুঝাইয়া লইয়া উভয় পার্শ্বে তৈয়ার করাইলেন।

পৃথিবীর উপর ম্লেচ্ছের বৃদ্ধিতে যে ভার বাড়িয়া গিয়াছিল উহা দূর করিবার জন্য শ্রীসূর্য্যদেব পুনরায় ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েন। যে সকল দেবতাকে প্রথমে অবতীর্ণ হইবার জন্য আজ্ঞা দিয়াছিলেন তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ধর্ম্মাধিকারী বিধিদেবকৃষ্ণ যিনি মুক্তি পর্য্যন্ত ধর্ম্মভিত্তিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন, বেদাঙ্গের (জ্যোতিষের) অলঙ্কাররূপ যন্ত্র সকল হইতে দ্বিতীয় যন্ত্রের উদ্ধার করেন।



জয়পুরের
মানমন্দিরের নকসা।
১ম চিত্র

এক্ষণে যন্ত্রস্থাপনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র নির্ণীত হইতেছে।

যদি ঐ দিনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র এই চারিটীর মধ্যে পক্ষকে ৩৭ দিয়া গুণ করা যায় এবং বাকী তিন উহাতে যোগ করা হয়; অথবা তিথিকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া ইতর তিন যোগ করা হয়; অথবা বারকে ১৩ দিয়া গুণ করিয়া অবশিষ্ট তিন যুক্ত করা হয়; অথবা নক্ষত্রকে ২৫ দিয়া গুণ করিয়া আর সকলগুলি যোগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটীর প্রত্যেকটী যোড়শাধিক স্থাপনকালজ্ঞাপক শকাব্দার অষ্টাদশ দ্বারা ভাগলব্ধ ফল হইবে। আর এই অনুসারে গণিত করিয়া প্রক্রিয়া মিলাইয়া সিদ্ধ হইতেছে যে ঐ দিন কৃষ্ণপক্ষ, নবমী, শুক্রবার ও কৃত্তিকানক্ষত্রবিশিষ্ট এবং ঘটনা সময় ১৬৪০ শকাব্দা (অর্থাৎ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ) ছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ১৮৭ বৎসর হইল এই যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সমীকরণে পূর্ব্বোক্ত গণিতক্রিয়াটী স্পষ্টীকৃত করিয়া দেওয়া হইল।

$$
\begin{aligned}
& ২\times৩৭+৯+৬+৩ \\
= \ & ৯\times৯+২\div৬+৩ \\
= \ & ৬\times১৩\div২+৯+৩ \\
= \ & ৩\times২৫+২+৯\div৬ \\
= \ & \frac{১৬৪০+১৬}{১৮} \\
= \ & ৯২
\end{aligned}
$$

কবিতা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যন্ত্রালয়স্থ বর্ত্তমান যন্ত্রসকল একা জয়সিংহ করেন নাই। তাঁহার পৌত্র প্রতাপসিংহ অনেকগুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। জয়সিংহের সময় হইতে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ মাধোসিংহের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজাই অল্পাধিক পরিমাণে যন্ত্রালয়ের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতিসাধনকল্পে অর্থব্যয় করিয়াছেন। যে যে যন্ত্র যে যে উদ্দেশে নির্ম্মিত এবং যে যে রাজার সময়ে স্থাপিত বা সংস্কারপ্রাপ্ত তাহা পরপৃষ্ঠার তালিকায় বিবৃত করা গেল।

তালিকায় যে কয়টী যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা গেল, সেগুলি ব্যতীত আরও অনেকগুলি পিত্তল বা কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, যাদুঘরে এবং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গৃহ আছে। যে যে উদ্দেশে যন্ত্রগুলি নির্ম্মিত তাহাদের প্রধানগুলির নাম উল্লিখিত হইল। বাস্তবিক একটী যন্ত্রের দ্বারা তালিকা-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত আরও অনেকগুলি গণনা সাধিত হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রত্যেক যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ লেখা যাইবে, সে সময়ে সেই গুলির বর্ণনা করা হইবে।

জয়পুর-যন্ত্রালয়ের অবস্থান বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ত্রিপোলিয়া দরজা নামক রাজবাটীর তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া কয়েকপদ উত্তরাভিমুখে এবং কয়েকপদ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে প্রাচীরবেষ্টিত একটী চত্বর দৃষ্ট হয়। উহা দীর্ঘে চারিশতহস্ত এবং প্রস্থে দুইশত ষাটহস্ত হইবে। এই স্থানেই জ্যোতিষিকযন্ত্র সকল নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তরদিকে রাজবাড়ী এবং কাছারীবাড়ী, পশ্চিমদিকে কয়েকটী দেবালয়,

বেধালয়স্থ যন্ত্র-তালিকা।

সংখ্যা	নাম	কিসে নির্ম্মিত	কোথায় অবস্থিত	কি ব্যবহার	কোন্ রাজার সময়ে স্থাপিত	কোন্ রাজার সময়ে পুনঃসংস্কৃত বা সংবর্দ্ধিত।
১	দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্র	ইমারৎ	জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়	উন্নতাংশনির্ণয়	সবাই জয়সিংহ	সবাই রামসিংহ
২	ষষ্ঠাংশ যন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
৩	রামযন্ত্র	ঐ	ঐ	উন্নতাংশ এবং দিগংশনির্ণয়	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (২য়)
৪	দিগংশযন্ত্র	ঐ	ঐ	দিগংশনির্ণয়	ঐ	
৫	সম্রাট্ যন্ত্র	ঐ	ঐ	কালনিরূপণ, নতকাল, (hour angle) ক্রান্তি	ঐ	
৬	নাড়ীবলয়	ঐ	ঐ	কালনিরূপণ, নতকাল	ঐ	সবাই প্রতাপসিংহ
৭	রাশিবলয়	ঐ	ঐ	খগোলীয় শর, দ্রাঘিমা	ঐ	
৮	ক্রান্তিবৃত্ত	ঐ এবং পিত্তল	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (২য়)
৯	কপালীযন্ত্র	ইমারৎ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	
১০	জয়প্রকাশ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	
১১	উন্নতাংশ যন্ত্র	পিত্তল	ঐ	উন্নতাংশ নির্ণয়	ঐ	
১২	চক্রযন্ত্র	ঐ	ঐ	ক্রান্তি নতকাল	ঐ	
১৩	যন্ত্ররাজ	ঐ	ঐ এবং যাদুঘর	উন্নতাংশ এবং অন্যান্য গণনা	ঐ	
১৪	যষ্টিযন্ত্র	ঐ অথবা কাষ্ঠ	জ্যোতির্ব্বিদ্গণের বাটীতে	কালনিরূপণ	সবাই মাধোসিংহ (১ম)	
১৫	ধ্রুবভ্রম যন্ত্র ও তুরীয় যন্ত্র	পিত্তল	যাদুঘর	ঐ এবং ক্রান্তিবৃত্তের অবস্থান	পণ্ডিতগণ	
১৬	গোলবন্ধ (Armillary sphere)	ঐ	ঐ	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (১ম)	

১৭ অতিরিক্ত যন্ত্রসকল যথা—জয়সিংহের চতুরভা, পলভাযন্ত্র বা ধূপঘড়ী, অগ্রযন্ত্র, শরযন্ত্র [শেষোক্ত দুইটী এক্ষণে উৎপাটিত।]

পূর্ব্বদিকে অশ্বশালা এবং দক্ষিণদিকেও কয়েকটী মন্দির। ঐ অশ্বশালা এবং মন্দিরের পরেই বাজার। কোলাহলপূর্ণ নগরের কেন্দ্রভাগেই ইহা অবস্থিত, কিন্তু চত্বরটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে কোন প্রকার কোলাহল শ্রুত হয় না; নীরব—নিস্তব্ধ। রাত্রিকালে মহারাজ জয়সিংহ রাজ-কার্য্যের ঝঞ্ঝাট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিবুধ-সেব্যস্থানে সমাগত হইয়া গভীর গবেষণায় সময়াতিপাত করিতেন।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

বোপদেব।*

বোপদেব অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত প্রতিভাশালী বহুদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত নানাবিধ গ্রন্থসমূহই এ বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কএকখানা সাহিত্যগ্রন্থ ও কএকখানি কবিরাজী পুস্তক, তিথিনির্দ্ধার, মহাভারতভাষ্য, ভাগবতভাষ্য, মুক্তাফল গ্রন্থ, পাণিনীয় ভাষ্যের টীকা, পরিভাষাভাষ্য, পদার্থাদর্শ, পরমহংসপ্রিয়া ত্রিংশৎশ্লোকী, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ, এই সমস্ত গ্রন্থ মহাত্মা বোপদেবের রচিত বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অল্প কয়েকখানা গ্রন্থমাত্র প্রচলিত। অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক গ্রন্থই কালবিপর্য্যয়ে বা সংস্কৃত ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বোপদেব দেব-গিরির (দৌলতাবাদের) যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ মহাদেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী হেমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন।

দেবগিরি অর্থাৎ (দৌলতাবাদ) দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। হায়দ্রাবাদ হইতে ২৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও বোম্বাই হইতে ১৭০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। দিল্লীর অধিপতি মহম্মদ তোগলক দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়াছিলেন। তদবধি উহা দৌলতাবাদ নামেই প্রসিদ্ধ। অতএব আমরা এখন হইতে দেব-গিরিকে দৌলতাবাদই বলিব। মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে দৌলতাবাদ হিন্দু রাজার আধিপত্যকালে দেবগিরি নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। বোপদেব হিন্দু রাজার রাজ্যশাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন। উইলসন্ সাহেব স্বানুবাদিত বিষ্ণু-পুরাণের প্রথম খণ্ডে বোপদেবকে দেবগিরিরাজ মহাদেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার রামদাস সেন বান্ধব নামক পত্রিকায় "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রবন্ধেও ঐরূপ লিখিয়াছেন।

* সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থ শাখার ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির দানখণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"সাম্প্রতং বিজ্ঞাপ্যতে হেমাদ্রিস্তু দেবগিরিস্থযাদববংশোদ্ভব-মহারাজাধিরাজ-মহাদেবচক্রবর্ত্তিনো রাজ্ঞো ধর্ম্মাধিকরণপণ্ডিত আসীৎ। হেমাদ্রিরপি স্বয়ং নৃপতি র্যস্য সভাপণ্ডিতো বোপদেব আসীৎ। অনুমীয়তে পঞ্চবসুধরেন্দুমিতে শকসম্বৎসরে দ্বিত্র্যাদিবৎসরন্যূনাধিক্যেন সমজনিষ্ট।"

এখন জানাইতেছি যে, হেমাদ্রি দেবগিরিস্থ যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ মহাদেব চক্রবর্ত্তী রাজার প্রধান বিচারক পণ্ডিত ছিলেন। হেমাদ্রি নিজেও রাজা ছিলেন, যাঁহার সভাপণ্ডিত বোপদেব ছিলেন। অনুমান ১১৮২ শকাব্দের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বোপদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা দ্বারা বোপদেব যে হেমাদ্রির সমসাময়িক লোক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রাজা হেমাদ্রি উৎসাহিত হইয়া বোপদেব দ্বারা "মুক্তাফল" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ স্বরূপ মুক্তাফল গ্রন্থের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবসূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥"

বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবের পুত্র বোপদেব দ্বারা হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। মুক্তাফল ভাগবতভাষ্যাত্মকগ্রন্থ, তাহার প্রমাণস্বরূপ ঐ গ্রন্থের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

"মুক্তাফলেন গ্রন্থেন সদ্ভাগবতশুক্তিনা।
ভক্তিস্বাত্যম্বুনা মুগ্ধমার্কণ্ডেয়শিশুপ্রিয়া॥"

হেমাদ্রি-প্রণীত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক স্মৃতিনিবন্ধ অধুনা যাহা 'হেমাদ্রি' নামে বিখ্যাত, ঐ গ্রন্থও কাহারও মতে মহাত্মা বোপদেব-প্রণীত। মহাত্মা বোপদের নিজ নির্ম্মিত গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব হেমাদ্রিকে দান করিয়াছিলেন। নির্ণয়সিন্ধুর কতিপয় পংক্তি দেখিলেও ইহা অনুমিত হয়।

যদিও বোপদেব হেমাদ্রিকে আপন স্বত্বদান করিয়াছেন, তাহা হইলেও অধুনা সেই গ্রন্থখানি তদীয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। বোপদেব হেমাদ্রির অনুরোধে "হরিলীলা" নাম্নী ভাগবতের একটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই টীকার শেষেও এইরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥"

মন্ত্রি-হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য পণ্ডিত বোপদেবকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধাধ্যায়ের অর্থাদি নিরূপিত হইতেছে।

বোপদেব কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নিশ্চয় হয় না, যতদূর জানা যায়, তাহাতে বুঝিতে পারি, বোপদেব ১১৮২ শকাব্দের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বা পরে চিকিৎসক

কেশবচন্দ্রের ঔরসে রাধামতী দেবীর গর্ভে দৌলতাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত উদ্ভট শ্লোক তাহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল,—

"দক্ষিণে দেবগির্য্যদ্রৌ পক্ষবসুধরেন্দুমে।
রাধামত্যুদরে জাতো বোপদেবো জনার্দ্দনঃ॥"

এই উদ্ভট শ্লোক কতদূর প্রামাণ্য বলিতে পারি না। এই শ্লোক প্রামাণ্য না হইলেও বোপদেব যে ১১৮২ শকাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ ইংরেজী ইতিহাসেও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মহারাজাধিরাজ মহাদেব ১১৮২ শকাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে বোপদেবও তৎসমকালীন লোক ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য। উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বোপদেব খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ বোপদেব অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে হেতু শ্রীধরস্বামী ভাগবতটীকায় এবং মাধবাচার্য্য নিজকৃত মহাভাষ্যটীকায়ও বোপদেবের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব বামনকৃত মহাভাষ্যটীকার পরে মহাভাষ্যটীকা রচনা করেন। তাহাতে অনেক স্থলে বামন-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভাষ্যটীকায় বোপদেব-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন ও পরিশেষে লিখিয়াছেন,—

"বোপদেবো মহাগ্রাহো গ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন প্রমোচিতঃ॥"

বামনরূপ দিগ্‌হস্তী বোপদেবরূপ মহাকুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া কীর্ত্তিপ্রসঙ্গে মাধবকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছেন।

দেবগিরি রাজধানীতে যে বোপদেবের বাস ছিল, কবিকল্পদ্রুমের শেষ শ্লোকে বোপদেব নিজেই তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন—

"স্বর্গে গীর্ব্বাণনার্য্যঃ সুরপতিমভিতঃ শাব্দিকানাং বরেণ্যং
পাতালে নাগরাজং ভুজগযুবতয়ো যস্য গায়ন্তি কীর্ত্তিম্।
যস্তীর্ণং শব্দপাথোনিধিমখিলমিমং গোষ্পদং বা সুরাদ্রৌ
শিষ্যোঽকার্ষীদ্ধনেশঃ কবিকুলতিলকঃ কৈশবির্বোপদেবঃ॥"

স্বর্গে সুরযুবতীগণ শাব্দিকদিগের পূজ্য সুরপতির নিকট, পাতালে শাব্দিকদিগের পূজ্য নাগরাজের নিকট সর্পযুবতীগণ যাহার কীর্ত্তি গান করে, যিনি সমস্ত শব্দসমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়াছেন, সেই ধনেশের শিষ্য কবিকুলতিলক কেশবের পুত্র বোপদেব ইহা সুরাদ্রিপর্ব্বতে রচিয়াছেন।

এই শ্লোকে প্রাচীন টীকাকারগণ "সুরাদ্রৌ" "সুমেরুপর্ব্বতে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ ওরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, এখানে "সুরাদ্রি" শব্দ "দেবগিরি" বাচক, "সুমেরু" বাচক নহে। ছন্দের অনুরোধে "দেবগিরি"

শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "সুরাদ্রি" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ইত্যাদি। আমাদের নিকটেও এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, আমরা তোমার এই একটী ব্যাখ্যাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া "বোপদেবকে" "দেবগিরির" লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ বঙ্গদেশেই প্রচলিত, অন্যত্র নয়। একথার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বোপদেব হেমাদ্রি ও দেবগিরিরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বন্ধুত্ব ছিল, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদি-সম্মত, কারণ এ বিষয়ে বোপদেবের স্বহস্তলিখিত প্রমাণ পূর্ব্বে যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। সে সময়ে রেলপথ প্রচলিত ছিল না পদব্রজেই লোক নানাদেশে যাতায়াত করিত, যে সময় পথ ঘাট অত্যন্ত শ্বাপদসঙ্কুল ছিল, সেই সময়ে বোপদেব সমগ্র বঙ্গদেশ ও নিকটস্থ সমস্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দেবগিরিতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন ও সেইখানে থাকিয়াই গ্রন্থাদি প্রচার, হেমাদ্রির সহিত বন্ধুত্ব ও দ্বারপণ্ডিতের পদপ্রাপ্তি হইয়াছিল। আবার কিছুদিন পরে তথা হইতে সুমেরুপর্ব্বতে গিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

বোপদেব মিথিলাদেশনিবাসী ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদও আছে। যথা—বোপদেব ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন, ২।৩ বার অধ্যয়ন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারেন না। অবশেষে তদীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বোপদেবকে আপন চতুষ্পাঠী হইতে বাহির করিয়া দেন। বোপদেব দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় অভিভূত হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া উন্মত্তের ন্যায় অনিশ্চিত পথে যাইতে থাকেন। অবশেষে বহুদূর যাইয়া একটী বৃহৎ পুষ্করিণীর তটে ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন অদৃষ্টচিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে করিয়া সেই ঘাটে আসিয়া জলের অব্যবহিত পূর্ব্ব সিঁড়িতে কক্ষস্থিত কলসী রক্ষা করিয়া জলমধ্যে অবতীর্ণ হইল এবং স্নানাদি শেষ করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে কলসীটী পূর্ব্বস্থানে রক্ষা করিয়া পরে সিক্তবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কলসী কক্ষে লইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ বহু স্ত্রীলোক ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া সেই ঘাটের সেই একই স্থানে সকলে আপনাপন জলপূর্ণ কলসী ক্রমে রক্ষা করিয়া আর্দ্রবস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কলসীর ঘর্ষণে সেই ঘাটের সেই স্থানটী চক্রাকার আলবালে পরিণত হইল। ইহা দেখিয়া বোপদেব মনে মনে ভাবিলেন যে বহু কলসীর ঘর্ষণে যখন একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটে আলবালের সৃষ্টি হইল, তখন আমার এই স্থূল বুদ্ধিকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলে তাহাও সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে এবং সুন্দর বস্তু প্রসব করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া বোপদেব পুনরায় স্বীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট আগমন করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুনরায় বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া নিজের

অতুলনীয় কীর্ত্তি জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব যে ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবস্নুনা। তেন বেদপদস্থেন বোপদেবদ্বিজেন যঃ॥

অর্থাৎ বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবপুত্র বৈদিকদ্বিজ বোপদেব।

বোপদেব অনেক শ্লোকে স্বীয় পিতা কেশবচন্দ্রকে ভিষক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কাহারও কাহারও মতে বোপদেব অম্বষ্ঠজাতি ছিলেন। এরূপ ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অমূলক সন্দেহ নাই। কারণ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের শেষে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ। বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥"

বিদ্বান্ ধনেশ্বরের ছাত্র ভিষক্ কেশবের পুত্র ব্রাহ্মণ বোপদেব এই বেদপদের স্থান করিয়াছেন।"

দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতিরাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশে গৌড়দেশের ন্যায় চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠজাতির অস্তিত্ব দেখা যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্রও চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। এই নিমিত্ত ভিষক্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকসমূহের "ভিষক্" শব্দগুলি ব্যবসায়বাচী, জাতিবাচী নহে। পিতা চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই বোপদেব কতিপয় বৈদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। দয়ানন্দ নামক কোন আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত স্বকৃত "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বোপদেব জয়দেবের ভ্রাতা ছিলেন। যাঁহাদের পিতা মাতা ভিন্ন, জন্মস্থান পৃথক্, তাহাদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ দয়ানন্দ কোন্ প্রমাণ বা যুক্তিদ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জয়দেব ও বোপদেবের মাতাপিতার নাম ও জন্মস্থান প্রভৃতি যে পৃথক্ পৃথক্ ছিল, তাহা তাহাদের প্রত্যেকের লিখিত শ্লোকদ্বারা বেশ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্র, বোপদেবের জন্মস্থান হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী দৌলতাবাদ, জয়দেবের জন্মস্থান বঙ্গদেশীয় কেন্দুবিল্বগ্রাম, বোপদেবের মাতার নাম রাধামতী দেবী, জয়দেবের মাতার নাম রাধাসুন্দরী বা রামাসুন্দরী।

অনেকে বোপদেবকে গোস্বামী উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও বোপদেবের গোস্বামী উপাধি ছিল এরূপ প্রমাণ পাই নাই। অবশ্য বোপদেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই প্রথমে সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধবোধব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের শেষেও মুগ্ধবোধের পঠনপ্রয়োজন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসংকীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধাল্লভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ॥"

দেবভাষায় কথা বলা হরিনামের কীর্ত্তন করা এই দুইটীই জগতে অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাও মুগ্ধবোধ হইতে লাভ করা যায় না এরূপ নহে, এইজন্য ইহা পঠনীয়।

বোপদেব যে সকল গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিতে

পাই, অতএব তাহা দ্বারাও বোপদেব যে বৈষ্ণব ছিলেন তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। "ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি দ্বিতীয়বার মঙ্গলাচরণ দেখিয়া অনেকে বোপদেবকে "শৈব" বলিতে চাহেন। আমরা বলি, এই একটী সূত্রদ্বারা বোপদেব শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। তবে বোপদেব বৈষ্ণব হইয়াও শিবদ্বেষী ছিলেন না ইহাই মাত্র প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের লেখার ধরণ বিভিন্নরূপ ব'লিয়া এবং মহাত্মা বোপদেবের লেখার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লেখার ধরণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। একথা নিতান্তই অমূলক, কারণ বোপদেব "মুক্তাফল" "হরিলীলা""পরমহংসপ্রিয়া"প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বোপদেব নিজে ভাগবতের ন্যায় একখানি জটিলগ্রন্থ লিখিয়া আবার তাহা বুঝাইবার জন্য নিজেই ঐ গ্রন্থের উত্তরোত্তর তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়া বাহুল্যরূপে সময়াতিবাহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। প্রমাণও পাওয়া যায়,—

"বোপদেবকৃতত্বে চ বোপদেবপুরাভবৈঃ। কথং টীকাকৃতা বৈস্যুর্হনুমৎচিৎসুখাদিভিঃ॥"

ইহা ভিন্ন এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাঁহারা ইহার বিশেষতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ডাক্তার রামদাস সেনের ঐতিহাসিক রহস্যে "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার বিশেষত্ব জানিতে পারিবেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি, কোন, কোন পণ্ডিত বলেন, ভাগবত কুবিন্দকবি-বিরচিত এবং নিম্নলিখিত উদ্ভট শ্লোকটী তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন,—

"জাতে ব্যাকরণং হতং তদখিলং শ্রীবোপদেবে কবৌ গঙ্গেশপ্রভৃতৌ চ নষ্টমধুনা ন্যায়াদিশাস্ত্রং পরং শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং হতং জাতে শ্রীরঘুনন্দনে কলিঘটে তদ্ধর্ম্মশাস্ত্রং হতং॥

উক্ত শ্লোকের "কুবিন্দকবিনাখ্যাতে"এই অংশের অর্থ কি? খ্যা ধাতুর অর্থ প্রসিদ্ধি ও কথন, তাহা হইলে "খ্যাতে" এই শব্দের প্রতিশব্দ "প্রচারিতে" বা "কথিতে" এইরূপ দেওয়া উচিত। এখন একবার বলিতে পারি, কুবিন্দকবি ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্ব্বসাধারণে ভাগবতগ্রন্থ পাইয়াছিল এবং ভাগবতগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষায় ভাগবতকে অধিক সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোটের উপর ভাগবত বোপদেব বা কুবিন্দকবি বিরচিত নহে। ভাগবত অতি প্রাচীনগ্রন্থ।

মহাত্মা বোপদেব কেবল অসাধারণ বৈয়াকরণ ছিলেন তাহা নহে। পদার্থাদর্শ নামক এক খানা দর্শনশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্রী।

বৈদিক তত্ত্ব

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলির তত্ত্ব ও মর্ম্ম লোপ হওয়াতে প্রাচ্য আর্য্যদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা ঘটে। এই সকল মন্ত্রের তত্ত্ব বা মর্ম্ম লোপ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল মন্ত্র যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই ভাষা ক্রমশঃ নানা কারণবশতঃ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ভাষালোপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন্‌টী সত্য তাহার বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সরলভাবে এ বিষয়টী বিবেচনা করিলে স্বতঃই একটী কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলীকে ভাষা বলা যায় এবং যে সকল শব্দ দ্বারা কোন জাতির মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, সেই জাতির অস্তিত্ব থাকিলে তদ্ব্যবহৃত ভাষারও অস্তিত্ব থাকে। সেই জাতি যদি পূর্ব্বব্যবহৃত শব্দাবলী পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দাবলী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, কিংবা যদি উক্ত জাতি সৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা ব্যবহৃত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বৈদিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন যে, বৈদিক আর্য্যগণ ক্ষমতাশালী জাতি ছিলেন এবং কখনও কাহারও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন নাই, সুতরাং পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল এবং অন্যতর নানা কারণে আমরা অনুমান করি যে, ভারতবর্ষনিবাসী প্রাচীন আর্য্যজাতি সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় বৈদিক ভাষার লোপ হয়। ভারতবর্ষনিবাসিগণ বৈদিক ঋষিদিগের যজ্ঞাদি অনুকরণ করিয়া বৈদিক মন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে থাকেন; সুতরাং যদিও মন্ত্রাদির শব্দগুলির প্রচার রহিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের অর্থ ক্রমশঃ স্মৃতি হইতে লোপ প্রাপ্ত হয়। এই ভাষার ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অতি প্রাচীন্‌কালে "নিঘণ্টু" নামক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সকল নিঘণ্টু মধ্যে একখানিমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই নিঘণ্টু গ্রন্থে একার্থবাচী শব্দগুলি একত্র করিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

গৌঃ। গ্মা। জ্‌মা। ক্ষ্মা। ক্ষা। ক্ষমা। ক্ষোণী। ক্ষিতিঃ। অবনিঃ। উর্ব্বী। পৃথ্বী। মহী। রিপঃ। অদিতিঃ। ইড়া। নির্ঋতিঃ। ভূঃ। ভূমিঃ। পূষা। গাতুঃ। গাত্রেত্যেকবিংশতিঃ। পৃথিবীনামধেয়ানি॥

এই নিঘণ্টু গ্রন্থখানি পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় সপ্তদশ পদে বিভক্ত, দ্বিতীয় দ্বাবিংশ, তৃতীয় ত্রিংশ, চতুর্থ তিন এবং পঞ্চম ষষ্ঠ পদে বিভক্ত। এই পদ সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, এই গ্রন্থরচনাকালে গোশব্দ নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত। যথা—প্রথম অধ্যায় প্রথম পদে পৃথিবীবাচক। প্রথম অধ্যায় চতুর্থ পদে—

স্বঃ। পৃশ্নিঃ। নাকঃ। গৌঃ। বিষ্টপ্। নভঃ ইতি ষট্ সাধারণানি ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ পদে—

অঘ্ন্যা। উস্রিয়া। অহী। মহী। অদিতিঃ। ইলা। জগতী। শক্করীতি নব গোনামানি ॥

প্রথম অধ্যায় পঞ্চম পদে—

খেদয়ঃ। কিরণাঃ। গাবঃ। রশ্ময়ঃ। অভীশবঃ। দীধিতয়ঃ। গভস্তয়ঃ। বনম্। উস্রাঃ। বসবঃ। মরীচিপাঃ। ময়ূখাঃ। সপ্ত ঋষয়ঃ। সাধ্যাঃ। সুপর্ণাঃ। ইতি পঞ্চদশ রশ্মিনামানি ॥

প্রথম অধ্যায়ে একাদশ পদে—

শ্লোকঃ। ধারা। ইড়া। গৌঃ। গৌরী। * * * * * * * * * * সুপর্ণী বেকুরেতি সপ্তপঞ্চাদশ বাঙ্‌নামানি।

তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠপদে—

রেভঃ। জরিতা। কারুঃ। নদঃ। স্তামুঃ। কীরি। গৌঃ। সূরিঃ। নাদঃ। ছন্দঃ। স্তুপ্। রুদ্রঃ। কৃপণ্যুরিতি ত্রয়োদশ স্তোতৃনামানি ॥

এই প্রকারে নিঘণ্টু গ্রন্থের পদ সংকলন করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নানার্থে প্রয়োগ হইত। প্রত্যেক শব্দটী নানার্থবাচী হওয়াতে এবং বৈদিক-জাতির লোপ হওয়াতে মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে। এবং আজ আমরা যে কারণে উত্তেজিত হইয়া এই প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত হইয়াছি, এতাদৃশ কারণেই উত্তেজিত হইয়া অতি প্রাচীনকালে মহামুনি যাস্ক নিরুক্ত নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নিঘণ্টু নামক গ্রন্থপ্রকাশের বহুকাল পরে মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ রচিত হয়। নিঘণ্টু নামক গ্রন্থগুলি রচনা হওয়ার পর বৈদিক শব্দের অর্থ বিচার জন্য নানা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার ফলে ঐতিহাসিক, যাজ্ঞিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি অর্থ আবিষ্কার করেন। একটী ঋকের ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই পাঠকের এ বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বচো মনুষ্যা বদন্তি ॥"

এই ঋকের সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। যথা মনীষী ব্রাহ্মণগণ চারি পরিমিত বাক্য অবগত আছেন, তন্মধ্যে তিনটী গুহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে ও চতুর্থটী মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি' এই পদটীর প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এই চারিটী বাক্ সম্বন্ধে প্রাচীন সম্প্রদায়গণ নানা কল্পনা করেন, তৎসমস্তই মহামুনি যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে সংকলিত হয়। নিরুক্তকার বলিতেছেন :—

"কতমানি তানি চত্বারি পদানি ওঁকারো ব্যাহৃতয়শ্চ ইতি আর্ষং নামাখ্যাতে চ, উপসর্গ-নিপাতাশ্চ ইতি বৈয়াকরণাঃ, মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যবহারিকী ইতি যাজ্ঞিকাঃ, ঋচো যজূংষি সামানি চতুর্থী ব্যবহারিকী ইতি নৈরুক্তাঃ, সর্পাণাং বাগ্‌বয়সাং ক্ষুদ্রস্য সরীসৃপস্য চতুর্থী

ব্যবহারিকী ইত্যেক পশুষু তূণবেষু মৃগেষু আত্মনি চ ইতি আত্মপ্রবাদাঃ॥ অথাপি ব্রাহ্মণং ভবতি সা বৈঃ বাক্সৃষ্টা চতুর্ধাব্যভবদেষেব লোকেষু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সা অগ্নৌ সা রথন্তরে যা অন্তরীক্ষে সা বায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সা আদিত্যে যা বৃহতী সা তনয়িত্নাবথ পশুষু ততো যা বাগতিরিচ্যতে তাং ব্রাহ্মণেষদধুঃ তস্মাদ্ব্রাহ্মণাঃ উভয়ীং বাচং বিদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণামিতি" ॥

বাক্যের চারিটী পদ কি? ঋষিগণ বলেন ওঁকার ও ব্যাহৃতিগণ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) চারিটী পদ। বৈয়াকরণগণ বলেন নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত চারিটী পদ। যাজ্ঞিকগণ-মতে মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ ও ব্যবহারিকী, চারিটী পদ। নিরুক্তকারগণ বলেন ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্যবহারিকী বাক্যের চারিটী পদ। সর্প, পক্ষী, ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও ব্যবহারিকী এই চারিটী বা পশুপক্ষী মৃগমনুষ্যাদি মধ্যে যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সকলকেই চারিটী বাক্ বলা যায়। এতৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিতেছেন :—

বাক্ সৃষ্ট হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হয়েন। তিন ভাগ তিন লোকে ও চতুর্থভাগ পশুগণের মধ্যে ইত্যাদি নানা কল্পনা ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকারে বৈদিক ঋক্ বা বৈদিক শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মুনিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থনির্দ্ধারণ দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল এবং উক্ত কারণেই বোধ হয় সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবের সময় মহামুনি যাস্কের আবির্ভাব অনুমান করা যায়। মহামুনি যাস্ক গভীর গবেষণার পর তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সময়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

"অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতেঽর্থমপ্রতিয়তো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশস্তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ। যদি মন্ত্রার্থপ্রত্যয়য়োনর্থকং ভবতীতি কৌৎসোঽনর্থকা হি মন্ত্রাস্তদেতেনোপেক্ষিতব্যম্। নিয়তবাচো যুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্ব্যা ভবন্ত্যথাপি ব্রাহ্মণেন রূপসম্পন্না বিধীয়ন্তে। উরুপ্রথস্বেতি প্রথয়তি। প্রোহানীতি প্রোহত্যথাপ্যনুপপন্নার্থা ভবন্ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনম্। স্বধিতেমৈনং হিংসীরিত্যাহ হিংসন্। অথাপি বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবন্তি।

এক এব রুদ্রোঽবতস্থে ন দ্বিতীয়ঃ।

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্।

অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে।

শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্র ইতি।

অথাপি জানন্তং সংপ্রেষ্যত্যগ্নয়ে সমিধ্যমানয়ানুব্রূহীত্যথাপ্যাহাদিতিঃ সর্বমিত্যদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি। তদুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ। অথাপ্যবিস্পষ্টার্থা ভবন্ত্যম্যগাদৃম্নিজার-য়ামি কানুকেতি॥

অর্থবন্তঃ শব্দসামান্যাদেতদ্বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্রূপসমৃদ্ধং যৎ কর্ম্ম ক্রিয়মাণমৃগ্যজুর্বাভিবদতীতি

চ ব্রাহ্মণম্। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভিরিতি যথো এতন্নিয়তবাচো যুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্যা ভবন্তীতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথেন্দ্রাগ্নী পিতাপুত্রাবিতি। যথো এতদ্ব্রাহ্মণেন রূপসংপন্না বিধীয়ন্ত ইত্যুদিতানুবাদঃ স ভবতি। যথো এতদনুপপন্নার্থা ভবন্তীত্যাম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত। যথো এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবন্তীতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথাসপত্নোঽয়ং ব্রাহ্মণোঽনমিত্রো রাজেতি। যথো এতজ্জানন্তং সংপ্রেষ্যতীতি জানন্তমভিবাদয়তে জানতে মধুপর্কং প্রাহেতি। যথো এতদদিতিঃ সর্বমিতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথা সর্বরসা অনুপ্রাপ্তাঃ পানীয়মিতি। যথো এতদবিস্পষ্টার্থা ভবন্তীতি নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ স ভবতি যথা জানপদীষু বিদ্যাতঃ পুরুষবিশেষো ভবতি পারোবর্ষবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়ো বিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি ॥"

নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং অর্থবোধ ব্যতিরেকে মন্ত্রের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যাকরণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে এবং এই গ্রন্থই আমাদের স্বার্থসোধক। যদি কৌৎসমতানুযায়ী কোন ব্যক্তি কুতর্ক তুলিয়া বলেন যে, মন্ত্রসকল নিরর্থক, সুতরাং মন্ত্রের অর্থপ্রত্যয়ের চেষ্টাও অনর্থক এবং এই গ্রন্থের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে না, তাহার উত্তরে মহামুনি যাস্ক বলেন যে মন্ত্রসকল নিরর্থক নহে, কারণ যে সকল শব্দে মন্ত্র গ্রথিত হইয়াছে তাহা একার্থবাচী। নানা মন্ত্রে ব্যবহৃত হইলেও শব্দ মাত্রের অর্থ পরিবর্ত্তন হয় না এবং শব্দগুলি মন্ত্রে যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ভাষাতেও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণবিধি দ্বারা রূপসম্পন্ন যে মন্ত্র তাহাই ফলদায়ক হয় এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থের দ্বারা মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যথা 'উরু প্রথস্ব ইতি' মন্ত্রটী প্রতিপাদ্য অর্থানুসারে বিনিয়োগ হইয়া থাকে। বৈদিক ও সাধারণ ভাষায় শব্দগুলি যে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে যথা "ক্রীড়ন্তৌ" পদ পিতা ও পুত্রের ক্রীড়াপ্রতিপাদক এবং এই পদটী বৈদিক ও সাধারণ ভাষাতে সমভাবে ও সমান অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কৌৎসমতানুযায়ীর এই আপত্তি সঙ্গত নহে, কৌৎসের দ্বিতীয় আপত্তি যে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি নিয়তযুক্ত শব্দ ও ছন্দ আছে, সুতরাং মন্ত্রের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে যাস্ক বলেন যে, সাধারণ ভাষাতেও এই প্রকার শব্দ ও ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ কারণে মন্ত্রব্যাখ্যান অনাবশ্যক বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কৌৎস পুনরায় তর্ক তুলিতেছেন যে, বৈদিক মন্ত্রে অসম্ভব ব্যাপার উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং মন্ত্রগুলি অনুপপন্নার্থ। যথা "ওষধে ত্রায়স্ব এনম্" "স্বধিতে মা এনম্ হিংসীঃ" এই মন্ত্র পাঠান্তর বৃক্ষোপরি কুঠারাঘাতের বিধান আছে। মন্ত্রের অর্থ, "হে কুঠার। ইহাকে আঘাত করিও না" কিন্তু এই মন্ত্র দ্বারা আঘাত করিবার বিধান আছে, সুতরাং মন্ত্রের অর্থ অনুপপন্ন হইয়াছে। মহামুনি যাস্ক উত্তর করিতেছেন যে, এ আপত্তি অনর্থক, কারণ বৈদিক বিধান অনুসারে এই মন্ত্র দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হিংসা উপদিষ্ট হয় নাই। কৌৎসমতানুযায়ীরা বলেন, বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা অনর্থক, কারণ একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন উপদেশ আছে। যথা—একটী মন্ত্রে বলিতেছেন "এক রুদ্র" অপর মন্ত্রে বলিতেছেন "অসংখ্য রুদ্র আছেন"। এই প্রতিবাদের

উত্তরে ভগবান্ যাস্ক বলিতেছেন—সকল বাক্য অসংগত নহে,কারণ সাধারণভাষাতেও এইপ্রকার বলা যায় "এই ব্রাহ্মণের সমকক্ষ নাই" ইত্যাদি। কৌৎসের অন্য একটী প্রতিবাদ হইতে জানা যায় যে, মহামুনি যাস্কের সময়ে কতকগুলি শব্দের অর্থ লোপ হইয়াছিল, যথা অম্যক, যাদৃশ্মিন্, কামুকা ইতি। এতৎসম্বন্ধে মহামুনি যাস্ক বলিতেছেন যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ না বংশদণ্ডের দোষ? নিশ্চয়ই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ। সমাজ মধ্যে পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়তর ব্যক্তিই দেখা যায়,যাঁহারা সামাজিক বিধানাভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান্ তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলা যায় ও অন্যলোকদিগকে মূর্খ বলা যায়। যদি বাস্তবিক বৈদিক শব্দ-সমূহের অর্থলোপ হইয়া থাকে, পণ্ডিতবর্গ চেষ্টা করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারিবেন, মূর্খের চেষ্টায় হইবে না।

মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার গ্রন্থরচনার পূর্ব্ব হইতেই বেদবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই বিপ্লব নিবারণ জন্য যাস্ক মুনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রকার বেদবিপ্লব নানা সময়ে ঘটিয়াছে। পুরাণ গ্রন্থ সকল পাঠে জানা যায় যে, অষ্টাবিংশতি বার এই বেদবিপ্লব হইয়াছে এবং প্রতিবার পরমকারুণিক পরমেশ্বর বেদব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক বেদবিভাগ করেন ও সামাজিক রাজনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। পুরাণ গ্রন্থে আরও দেখা যায় যে, সগরতনয়গণ যজ্ঞাদি সন্মার্গ বিনষ্ট করেন এবং বিশ্বামিত্র ঋষি পুনরায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। গৃৎসমদপুত্র শৌনক ঋষির জীবিতাবস্থায় বেদবিপ্লব হয় এবং তিনি পুনরায় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত করেন। ভার্গ ঋষির পুত্র ভার্গভূমির সময়ে এবং কৃস্তপুত্র হিরণ্যনাভ ঋষির সময়েও এই প্রকার ঘটনা ঘটে। এ সকল সময়ে যে প্রকার বিপ্লব ঘটিয়াছিল, এখনও তদ্রূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু এখনও বেদব্যাসের আবির্ভাব না দেখিয়া মন স্বতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ কি বলিতে পারেন, কোন্ তিথি নক্ষত্রে মহর্ষি বেদব্যাস ভারত ভূভাগ অলঙ্কৃত করিবেন?

আমাদিগের বৈতানিক অগ্নি বহুকাল হইল নিভিয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে সামগান লোপ হইয়াছে। কোনও যজ্ঞে হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্য্যু প্রফুল্লস্বরে পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন না। বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তীর ন্যায় নিষ্ফল নিশ্চল দণ্ডায়মান আছেন। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দুরাজত্বের সহিত লোপ প্রাপ্ত হইয়া অতীতের সহিত মিশিয়াছেন। বৈশ্যগণ ধর্ম্মহীন হইয়া কালকবলে পতিত হইয়াছেন। একসময়ে স্বাধীনমনা উদারচরিত যাজ্ঞিকগণ সাধারণ ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের আরাধনায় তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ সেই ভাষা পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়, অথচ ব্রাহ্মণগণ সেই ভাষা অবলম্বন করিয়া যজ্ঞাদি চালাইতে থাকেন।

এক্ষণে মন্ত্রাদির অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। এই বিপদ্ হইতে ভট্টমহোদয়গণ যে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন,সে আশা দুরাশা মাত্র। একটী সামান্য মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিয়াও নিষ্ফল হইতে হয়।

"দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ূংষি তার্ষৎ ॥"

আধুনিক কালে উক্ত মন্ত্রটী দধিশোধনে বিনিযুক্ত হয়, কিন্তু এই মন্ত্রের অর্থ কি? এই মন্ত্র মধ্যে 'দধি' নামক কোনও দেবতার স্তুতি আছে কি না? ভগবান্ সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাঽগ্নিবিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ অগ্নির্দেবেভ্যোঽপনিলীয়ত অশ্বো রূপং কৃত্বা যদশ্বেত্যতিষ্ঠৎ ইত্যাদি অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ম্। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তুতিং অকারিষং করবাণি। জিষ্ণোঃ জয়শীলস্য অশ্বস্য। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। নোঽস্মভ্যম্ আয়ূংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু প্রপূর্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ।"

ভাবার্থ—এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি। দধিক্রাবা অগ্নিবিশেষ দেবতা। সেই দেবতার স্তুতি আমরা করিয়াছি, সেই দেব কি প্রকার? জয়শীল ও বেগবান্। তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুর্ব্বর্দ্ধন করুন। ভট্টমহোদয়গণ উক্ত মন্ত্রের এই অর্থ ও উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারেন কি?

এই মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন যে, আমরা যে দধিক্রাবা নামক অগ্নিবিশেষের স্তব করিয়াছি, সেই জয়শীল ও বেগবান্ অগ্নি আমাদিগকে প্রফুল্ল করুন ও আমাদিগের আয়ুর্ব্বর্দ্ধন করুন। এই মন্ত্র হইতে দধিশোধন কি প্রকারে সম্ভব? ভট্টমহোদয়গণ এতৎ সম্বন্ধীয় বিচার করিয়া হিন্দুসমাজের উপকার সাধন করুন।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদান্তর্গত ৪র্থ মণ্ডল ৪র্থ অধ্যায় ৩৯ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র। এই সূক্তে উক্ত ঋষি দধিক্রাবা নামক অগ্নির স্তব করিয়াছেন।

"আশুং দধিক্রাং তমু নু ষ্টবাম দিবস্পৃথিব্যা উত চর্কিরাম।
উচ্ছন্তীর্মামুষসঃ সূদয়ন্ত্বতি বিশ্বানি দুরিতানি পর্ষন্॥
মহশ্চর্কর্ম্যর্বতঃ ক্রতুপা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পূরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথুর্মিত্রাবরুণা ততুরিং॥
যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ সমীদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ॥
দধিক্রাব্ণ ইষ উর্জো মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্রং।
স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রমগ্নিং হবামহ ইংদ্রং বজ্রবাহুং॥
ইংদ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ংত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রযংতঃ।
দধিক্রামু সূদনং মর্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বং॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ॥"

আশুং শীঘ্রগামিনং তমু তমেব দধিক্রাং দেবং নু ক্ষিপ্রং স্তবাম। উতাপি চ দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সকাশাদস্য মাসং চর্কিরাম। বিক্ষিপাম। উচ্ছংতীস্তমো বিবাসয়ংতীরুষসো মাং প্রতি স্বদয়ংতু। রক্ষংতু ফলানি। বিশ্বানি সর্ব্বাণি দুরিতান্যতি পর্ষন্। অতিপারয়ংতু। অন্য-দেবতাকেষু মংত্রেষন্যদেবতাস্তুতিস্তাসাং নিপাতভাক্ত্বান্ন বিরুধ্যতে ॥

ক্রতুপ্রাঃ কর্ম্মণাং পূরকোঽহং মহো মহতোঽর্বতোঽরণবতঃ পুরুবারস্য বহুভির্বরণীয়স্য বৃষ্ণো বর্ষকস্য দধিক্রাব্ণঃ স্তুতিং চর্কর্মি। অত্যর্থং করোমি। হে মিত্রাবরুণা মিত্রাবরুণৌ যুবাং ততুরিং তারকং যং দীদিবাসং নাগ্নিং দীপ্যমানমগ্নিমিব স্থিতং পুরুভ্যো মনুষ্যেভ্যস্তেষামুপকারায় দদথুঃ। ধারয়থঃ ॥

যো যজমানোঽশ্বস্যাশ্বরূপস্য ব্যাপ্তস্য বা দধিক্রাব্ণঃ স্তুতিমুষসো ব্যুষ্টৌ প্রভাতে সত্যগ্নৌ সমিদ্ধে সত্যকারীৎ। অকার্ষীৎ। মিত্রেণ বরুণেন চাহোরাত্রাভিমানিদেবাভ্যাম্ সজোষাঃ সমানপ্রীতিরদিতিরখংডনীয়ো দধিক্রাস্তং যজমানমনাগসং কৃণোতু। করোতু ॥

ইষোন্নেসাধকস্যোর্জো বলসাধকস্য মহে। মহতো দধিক্রাব্ণো দেবস্য মরুতাং স্তোতৃণাং স্বভূতং ভদ্রং কল্যাণং নাম নামরূপমস্তি যত্তদমন্মহি। স্তুমঃ। কিং চাত্র নিপাতভাজো বরুণাদীংশ্চ স্বস্তয়ে ক্ষেমায় হবামহে ॥

ইংদ্রমিবৈনং দধিক্রামুদীরাণা যুদ্ধায়োদ্যোগ্যং কুর্বন্তো যজ্ঞমুপপ্রয়ংতো যজ্ঞমুপক্রম্য প্রবর্ত-মানাশ্চোভয়ে বি হুয়ংতে। আহ্বয়ংতি। যং মর্তায় মর্ত্যস্য সূদনং প্রেরকমশ্বমশ্বরূপং দধিক্রাং দেবং হে মিত্রাবরুণা নোঽস্মাকমর্থায় দদথুঃ। ধারয়থঃ। তং বিহ্বয়ংতে। উভয় ইত্যত্র স্তোতৃশংসিতৃভেদেন বোভয়বিধত্বমবগংতব্যং ॥

দধিক্রাব্ণো অকারিষমিতি ষষ্ঠী পবিত্রেষ্ট্যা অনুবাক্যা। সূত্রিতং চ। দধিক্রাব্ণো অকা-রিষমা দধিক্রাঃ শবসা পংচকৃষ্টীঃ। আং ২, ১২। ইতি॥ দধিদ্রপ্সভক্ষণেঽপ্যেষা। দধি-ক্রাব্ণো অকারিষমিত্যাগ্নিধ্রীয়ে দধিদ্রপ্সান্ ভক্ষয়ংতি। আং ৬, ১২। ইতি সূত্রিতত্বাৎ ॥

দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তুতিমকারিষং। করবাণি। জিষ্ণোর্জয়শীলস্যাশ্বস্য ব্যাপকো বাজিনো বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীংদ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ। করোতু। নোঽস্মভ্যমায়ুংষি প্রতারিষৎ। প্রবর্ধয়তু। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্ধনার্থঃ ॥ দধিক্রাব্ণ ইদিতি পংচর্চমষ্টমং সূক্তং বামদেবস্যার্ষং দাধিক্রং। আদ্যা ত্রিষ্টুপ্ শিষ্টা জগত্যঃ। হংসঃ শুচিষদিত্যেষা সূর্য্যদেবতাকা তথা চানুক্রমণিকা। দধিক্রাব্ণঃ পংচ চতস্রোঽন্ত্যা জগত্যোঽন্ত্যা সৌরীতি। সূক্তবিনিয়োগো লৈংগিকঃ ॥

অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাঽগ্নিবিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ অসুরেভ্যো নিলীয়ত অশ্বো রূপং কৃত্বা যদশ্বত্যাতিষ্ঠৎ ইত্যাদি অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণমনুসন্ধেয়ম্। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তুতিম্ অকারিষং করবাণি। জিষ্ণোঃ জয়শীলস্য অশ্বস্য। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। নোঽস্মভ্যম্ আয়ুংষি প্রতারিষং প্রবর্দ্ধয়তু প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ ॥"

সায়ণাচার্য্যের মতে অশ্বরূপধারী অগ্নি দেবতা এই মন্ত্রের উপাস্য। তিনি এই অর্থ সমর্থন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা হইতে এমন কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ইহাই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত অশ্বরূপধারী অগ্নি ও এই মন্ত্রে উল্লিখিত দধিক্রা বা দধিক্রাবা একই পদার্থ। এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সায়ণাচার্য্যের মতানুযায়ী ভাষ্য স্বীকার করা যায় না। সায়ণাচার্য্য প্রকরণ বিচার করিয়া এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কারণ প্রকরণ বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা ইন্দ্র ব্যতীত কেহই নহেন। যদি সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য আমরা অস্বীকার করি, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ প্রত্যয় হওয়া বোধ হয় একেবারেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। দধিক্রাবা ও অশ্ব শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দগুলি গুণ-বাচক ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে সে গুলি গুণবাচক বিশেষণ। জিষ্ণোঃ অর্থে জয়শীলস্য। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি নাম দেওয়া হইয়াছে যথা—দধিক্রাবা, জিষ্ণু, অশ্ব ও বাজী। দধিক্রাবা শব্দের নিরুক্তসম্মত অর্থ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। "দধৎ ক্রামতি" ইতি দধিক্রাবা, যিনি প্রথমতঃ ধারণ করেন এবং পশ্চাৎ বা পর মুহূর্ত্তেই অতিক্রম করেন। যে ব্যক্তিই এই প্রকার ব্যাপারে সমর্থ হয়েন, তিনিই দধিক্রাবা। যে কোন বিষয়েই হউক, প্রথমে আক্রমণ ও পরক্ষণেই তাঁহাকেও অতিক্রম করা দধিক্রা বা দধিক্রাবা শব্দের প্রকৃত নিরুক্তসঙ্গত অর্থ। ইন্দ্রকে এই মন্ত্রে জেতা বলিয়া উপাসনা করা হইতেছে এবং জেতার গুণ গুলি নানারূপে সরল ভাবে বর্ণিত হইতেছে। জেতার জয়লাভের অঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ইন্দ্রদেবতার স্তুতি পাঠ করিতেছেন। জয়লাভের অন্তর্ভূত ক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে জেতা প্রথমেই আক্রমণ করেন এবং পরক্ষণেই অতিক্রম করেন। এই গুণ বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন যে, ইন্দ্র দধিক্রাবা সুতরাং জিষ্ণু, পরেই ইন্দ্রকে অশ্ব বলিয়া স্তব করিয়াছেন। অশ্ব অর্থাৎ আকাশ ব্যাপ্তি করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অনলস গুণবিশিষ্ট। এবং বাজী অর্থাৎ বেগবান্। এই সকল গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট বামদেবঋষি স্তব করিতে-ছেন :—"সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ।" সুরভি অর্থে সুন্দর অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানে-ন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট রাখিবার ক্ষমতাযুক্ত, মনোহারী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সুরভি অর্থে মাত্র সুগন্ধিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সকল প্রথমতঃ অতি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমশঃ কোন বিশেষ সংজ্ঞাবাচক হইয়া উঠে। সুরভি শব্দের পক্ষেও সেইজন্য সামান্য সংজ্ঞা কল্পনা করা এস্থলে যুক্তিসিদ্ধ। 'মুখ' শব্দে বঙ্গ-ভাষায় ব্যবহৃত মুখ বুঝায় কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। উক্ত প্রকার সাধারণ বা সামান্য ভাব কল্পনা করিলে 'মুখ' শব্দে শরীর বুঝা যায় এবং হিন্দী ভাষায় বদন শব্দটী এই সংজ্ঞাবাচক উক্ত মন্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির এই প্রকার সাধারণ সংজ্ঞা কল্পনা করাই যুক্তিসিদ্ধ এবং ভাব কল্পনা করিলেই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থপ্রত্যয় হইবে। এই কল্পনাসিদ্ধ অর্থটী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। "হে দধিক্রাবা ইন্দ্র তুমি জয়শীল, তুমি অশ্ব, তুমি বাজী। আমি

প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের শরীর সুন্দর কর।" জেতা ইন্দ্রের নিকট উপযুক্ত প্রার্থনা কি হইতে পারে? ইন্দ্র যে সকল গুণে জয়ী হইতে সমর্থ হয়েন, সেই সকলে গুণবান্ হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত এবং উপরোক্ত সরল ব্যাখ্যাও এই কল্পনার সমর্থক। সুতরাং আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই অর্থ ঋষির মনোগত ভাবসম্মত অর্থ। সায়ণাচার্য্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত বা সম্ভবপর, তাহা বিচার করা আমাদিগের সাধ্যাতীত হইলেও, উক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

"দধিক্রাবা অগ্নিবিশেষ এবং সেই দেবতার নিকট আমরা স্তুতিপাঠ করিতেছি। তিনি কোন্ গুণবিশিষ্ট। তিনি জিষ্ণু, অশ্বরূপধারী ও বেগবান্। সেই দেব আমাদিগের মুখ সকল, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুঃকাল বর্দ্ধন করুন।"

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেই সায়ণাচার্য্যের সহিত আমাদিগের মতবৈষম্য আছে। দেবতার গুণব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রকৃত বৈষম্য আছে কি না, বলা যায় না; কারণ উক্ত গুণবাচক শব্দগুলি আচার্য্য সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। পাঠক আরও দেখিবেন, যে মন্ত্রনিহিত প্রার্থনা সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের কল্পনার সহিত আমাদিগের বিশেষ বৈষম্য নাই, কারণ আচার্য্য মহাশয় মুখ শব্দের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মূলগত ঐক্য আছে। আচার্য্যমহাশয় সুরভি শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং উক্ত শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি তাহা আমরা অবগত নহি; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিচার অসম্ভব। আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্মত অর্থ হইতে কিছু বুঝা যায় কি না, তাহা বিবেচনা করুন। আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত সংহিতায় আচার্য্য সায়ণের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সে অনুবাদটী এই :—"বেগবান্, জয়শীল, দধিক্রাবা অশ্বের স্তুতি সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য; তাহাতে আমাদের মুখ সুরভি হইবে এবং আয়ুর পরিমিত সীমাও উত্তীর্ণ হইবে।"

এই অনুবাদটী পাঠকবর্গ ধীরভাবে বিচার করুন। ইহা সায়ণাচার্য্যভাষ্যানুমোদিত অনুবাদ নহে এবং আমরা আশা করি যে আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয় এই অনুবাদের সংগতি প্রমাণ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিবেন।

উপরি উক্ত যে কোন অর্থই এই মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হউক, এই মন্ত্রের যে প্রকার বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা এতন্মধ্যে কোন ব্যাখ্যাই সমর্থিত হয় না। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণগ্রন্থে এই বিধান আছে—

"দ্রাহ্যায়ণঃ আগ্নীধ্রীয়ং গত্বা দধিভক্ষং ভক্ষয়েয়ুরসমুপহূয় দধিক্রাব্ ইতি, অত্র যদ্যপ্যস্মিন্ মন্ত্রে দধিক্রাবেৃতি অশ্বরূপো অগ্নিবিশেষ এব দেবতাত্বেনাভিধীয়তে, তথাপি দধিশব্দযোগাৎ সামান্যেন দধিভক্ষণে বিনিয়োগ ইতি দ্রষ্টব্যং। পাঠস্তু

দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ॥

'দধি দধৎ ধারয়ন্ ক্রামতীতি দধিক্রাবা ক্রমের্বনিষি বিড্‌নোরনুনাসিকঃ স্যাদিতি মকারস্যাকারঃ তস্য দধিক্রাব্ণ এতৎ সংজ্ঞকস্যাশ্বরূপস্য দেবস্য অকারিষং পরিরক্ষণং কৃতবানস্মি, কীদৃশস্য জিষ্ণোর্জয়শীলস্য বাজিনো বেগবতঃ বাজিনবতো বা অশ্বস্য অশ্নোতেরশ্বঃ ক্ষিপ্রং সর্ব্বং ব্যাপ্নুবতঃ স চ দধিক্রাবা দেবঃ সুরভি সুপাং সুলুগিতি সের্লুক্ সুরভীণি সুগন্ধীনি নোঽস্মাকং মুখা মুখানি করৎ করোতু নোঽস্মাকমায়ুংষি চ প্রতারিষৎ ॥'

এই মন্ত্রে যদিও দধিক্রাবা নামক অশ্বরূপ অগ্নিদেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন ; কিন্তু দধিক্রাবা শব্দে দধিশব্দযোগহেতু এই মন্ত্র দধিভক্ষণে প্রযুক্ত হইতেছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, দধিক্রাবা শব্দে দধিশব্দ যোগ হেতু, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা বা মন্ত্রের অর্থসংগতি অগ্রাহ্য করিয়া উক্তমন্ত্র দধিভক্ষণে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দধিক্রা শব্দ মধ্যে দধি শব্দ নাই এবং প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহাও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দধিক্রাশব্দ মধ্যে দধি শব্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া উক্ত মন্ত্র দধিভক্ষণে বিনিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভ্রাহ্মণ স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা প্রাচীনতর বিধান অগ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এবং উক্ত মন্ত্রার্থ ও বিনিয়োগের বৈষম্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় অন্যতর সুসঙ্গত কারণ না পাইয়াই এই কারণটী সশঙ্কিত চিত্তে [illegible] প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজ এই বিধানবিহিত কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত আছেন? উক্ত মন্ত্রটী ইদানীং সামগ ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চগব্য শোধনের মধ্যে দধিশোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা উপাসনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি মন্ত্রের অর্থসম্মত বিনিয়োগ দেখা যায় না। দধিশোধনে যদিও সামগ ও যজুর্ব্বেদিগণ দধিক্রাব্ণ মন্ত্র পাঠ করেন বটে, কিন্তু ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ অন্যতর মন্ত্রের দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যথা—

উদ্‌দ্ব্যধ্বং সমনসংখায় সমগ্নিমিন্ধ্বং বহ্বং সলিলা।
দধিক্রামগ্নিমুষ দেবী মিত্রাবন্তঃ স্বস্তি পারয়ামসী॥

এই মন্ত্রটীও দধিক্রাশব্দ প্রযুক্তই দধিশোধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের বোধ হয় যে, ঋক্‌গুলির অর্থলোপ হইয়া যাওয়ার পর পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপাদির মন্ত্রবিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনিয়োগ নির্দ্দেশে মন্ত্রের অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। এই একটী মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ বৈষম্য হইতে যদি অন্য সকল মন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে একটী বড়ই দুঃখের বিষয় মনে জাগরূক হইতে থাকে। যে ভারতবর্ষ তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য সুপরিচিত, যে ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া ভূভাগের সকল ধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে, যে দেশ আমাদের মাতৃভূমি হওয়ায় আমরাও সংসারে কৃতার্থ বোধ করি ও যে ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আমরা পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট গৌরব করিতে সমর্থ হই, সেই দেশে ও সেই ধর্ম্মে যে এ প্রকার অসংগত অনার্য্য বিধানে যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপাদি বিহিত হইবে, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আমাদিগের বোধ হয়, যে বৈদিক মন্ত্র

মন্ত্রকলের প্রকৃত অর্থ প্রত্যয় নাই বলিয়া আমরা মন্ত্রের বিনিয়োগ ও অর্থের সঙ্গতি প্রতিপাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু এ আশঙ্কা স্বীকার করিলে, সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য অগ্রাহ্য করিতে হয়।

আমরা শুনিতে পাই যে, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য ব্যতীত আরও কতকগুলি বৈদিকভাষ্য প্রচলিত আছে। সেগুলি আচার্য্যগণের বংশপরম্পরাগত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। সেগুলি সর্ব্বসাধারণের বিদিত নহে ও সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের সহিত এই সকল বংশপরম্পরাগত ব্যাখ্যার বিশেষ প্রভেদ আছে। এই সকলের অনুসন্ধান করা নব্য যুবকবৃন্দের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কি কারণে এই প্রভেদ উৎপন্ন হয় বা ঐ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগ প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এই অনুসন্ধানে আমাদিগের মনোনিবেশ করা উচিত। ধর্ম্মের শৃঙ্খলা না থাকিলে সমাজের উপকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমরা বৈদিক ধর্ম্মকে আমাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরবান্বিত হই বটে, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের মন্ত্র আমরা অবগত নহি, বৈদিক ধর্ম্মের ভাষাও অবগত নহি এবং যে ধর্ম্ম আমরা পালন করিয়া থাকি, তাহা বাস্তবিক যে কি ধর্ম্ম তাহাও আমরা জানি না। পরিষদ্‌বর্গের উচিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া যেমন তাঁহারা ভাষার আলোচনায় সমাজকে উপকৃত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সেই প্রকারে ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তাঁহারা তৎপর হয়েন।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী পার্শী ও য়ুরোপীয় শব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি থাকিলে অভিধান সম্পূর্ণ হয় না, সাহিত্য-পরিষদ্‌ এ কথা বুঝিয়াছেন, তাই বাঙ্গালায় প্রচলিত সর্ব্ববিধ শব্দই সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ অভিধান প্রণয়নের কিঞ্চিৎ সাহায্যের জন্যই দেশজ বৈদেশিক ধ্বন্যাত্মক প্রভৃতি বহুতর শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুসংখ্যক আরবী, পার্শী ও উর্দ্দু শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সংগ্রহ একজনের একবারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন। কতকগুলি আরবী ও পার্শী শব্দ তাঁহার এ সংগ্রহে দেখিতে পাইলাম না। আমি নীচে কতকগুলি এইরূপ শব্দ দিতেছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র বৈষয়িক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সেগুলির পার্শ্বে তারকা* চিহ্ন দেওয়া গেল।

আরবী ও পার্শী শব্দের প্রচলন বাঙ্গালায় ক্রমেই কমিতেছে এবং বৃদ্ধেরা এ প্রকারের যে সব শব্দ ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে অনেক শব্দই যুবকেরা বুঝেন না। ইহার পরিবর্ত্তে কিন্তু কতকগুলি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে ও ক্রমেই এরূপ ইংরাজী শব্দের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সব ইংরাজী শব্দগুলিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিলাম। অবশ্য তালিকা সম্পূর্ণ নহে। যে কয়টা শব্দ মনে পড়িল, তাহাই লিখিলাম।

* অকু (আ) = ঘটনা, যথা অকুস্থল।

অছি (আ) = Executor

অলি (আ) = অভিভাবক।

আউল (আ) = প্রথম।

আক্কেলসেলামী (আ) = বুঝিবার ভুলের জন্য যে লোকসান হয়।

আদমছুমারী (পা) = মনুষ্যগণনা (census)

আলগোছে (পারসী, আলগ সে) = না ছুঁইয়া।

আলবৎ (আ)।

আল্লা (আ) ঈশ্বর।

আসকারা (পা) সাহসপ্রাপ্ত, যেমন এ বড় আসকারা পাইয়াছে।

আস্তাবল (আ); ইংরাজী (stable) ও আস্তাবল শব্দ এক; উভয়ই লাটিন হইতে গৃহীত।

* আসখাস (পা) = সখ্স বা লোকশব্দের বহুবচন (সাধারণতঃ পুলিসের তদারকে "আসখাস তলব" কথা শুনা যায়)।

ইয়াদদাস্ত (পা) = মনে রাখার জন্য যাহা কিছু সংক্ষেপে লিখিয়া রাখা যায়। (Memorandum.)

* ইস্তফসার (আ) = বর্ণনা (statement).

ইস্তফা (আ) পরিত্যাগ। যথা—কাজ ইস্তাফা করিয়াছে।

উছিলা (আ) ছল ছুতা (নত্তা) স্থানবিশেষে অছিলাও বলা হয়।

এওজতরাজ (আ) = অদল বদল।

এজরাই (পা) এজবাই ডিগ্রি।

* এবরা (পা) = ছাড়িয়া দেওয়া; যথা জামিন এবরা দিয়াছে। পার্শী বরী শব্দ হইতে উৎপন্ন।

* এমতানাই (আ) = নিষেধাজ্ঞা, injunction।

এলাহি (আ) = Grand

এস্তফা (আ) আরবী ইস্তিফা = ছাড়িয়া দেওয়া।

* ওছিয়ৎনামা (আ, পা) = উইল (will).

ওজি (আ) আরবী এওজ শব্দ হইতে উৎপন্ন (substitute)।

* ওলদে (আ)—আরবী ওলদ = পুত্র।

ওয়াকিফ হাল (আ) = যে অবস্থা জ্ঞাত আছে।

ওয়াজিব (আ) = ন্যায়মত।

ওয়াদা (আ) = প্রতিজ্ঞা; (তমঃসুকে "সর্ব্বদাই ওয়াদার তারিখ" দেখা যায়।

কদর (আ)।

কলম কলমদান (আ)।

কসবী (আ) = পেসাকর বেশ্যা।

কসরৎ (আ) ব্যায়াম, কুস্তী।

কারোয়াই (পা) = কোনও কার্য্যের উদ্দেশ্যে যাহা করা যায়।

খোসবাই খোসবু (পা) পার্শী খোসবু।

গয়ের, গর (আ)—যথা গরজেলা, গরহাজির,

* চিহ্নিত শব্দগুলি কেবলমাত্র বৈষয়িক কার্য্যে ও মকদ্দমায় ব্যবহৃত হয়।

গররাজী, গয়ের শব্দ হইতে আরবী বা গয়ের শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ; বাঙ্গালা কোরে বা দেশভেদে বাগরে অর্থাৎ ব্যতিরেকে বগায়ের শব্দের অপভ্রংশ।

গালিচা (পা) পার্শী কলিচা।

গায়ের (আ) লুকান।

চোস্ত (পা) = tight ; যথা চোস্ত শরীর।

* ছেউম (আ) আরবী সেওম = তৃতীয়।

* ছেব্‌ত (আ)-আরবী সিরৎ = Imprest ; যথা মোহর ছেবত করা।

* জওজে (পা) = স্বামী।

* জাত (আ) = শরীর।

জান (পা) = প্রাণ।

জাহান্নম (আ) = নরক।

জেনানা (পা) পার্শী জন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ = স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় ; বাঙ্গালায় অন্দর মহল অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

* তনাজা (আ) = বিবাদ, ওজোর।

তরিবৎ (আ) = সভ্যতা, আদবকায়দা, etiquette

তহরি (আ) আরবী তহরীর = লেখার জন্য মেহনতানা।

তাক (আ) কোলাঙ্গ।

তাগিদ (পা) পার্শী তাকিদ।

তালাক (আ) = divorce।

তোরতরিবৎ (আ)-তোর এবং তরিবৎ শব্দ দ্বয়ের সংযোগে হইয়াছে, তরিবৎ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

তোয়াক (আ)-আরবী তোক্কা।

দরওয়াজা (পা) = পার্শী দর অর্থাৎ দুয়ার ও আওয়েজ অর্থাৎ ঝুলান = কপাট।

দিলদরিয়া (পা)-দিল অর্থাৎ মন এবং দরিয়া (অর্থাৎ নদী) শব্দদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন = স্ফূর্তিবাজ।

* দোয়েম (পা) = দ্বিতীয়।

নাগাইদ (আ)-আরবী লাগায়েৎ।

নমাজ (আ) মুসলমানদিগের উপাসনামন্ত্র বা ক্রিয়া।

নারাজ (আ) অস্বীকৃত হওয়া।

নারাজী।

নারাঙ্গি (পা) = কমলা লেবু। স্পেনদেশে মুসলমান রাজত্বকালে নারাঙ্গ শব্দের প্রচলন হয়। তথা হইতে narange শব্দ ইংলণ্ডে আসে ও তৎপূর্ব্বে ইংরাজী ভাষার রীতি অনুসারে article a ব্যবহৃত হইত। পরে article a এবং 'narange' শব্দের 'n' একত্রিত হইয়া an orange কথার উৎপত্তি হয় ; 'an" এক্ষণে article রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে ফলের নাম orange দাঁড়াইয়াছে।

নেস্তি (পা) পার্শী নেস্ত অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই = দুর্ব্বল।

ফয়সল (আ) = রায় দেওয়া।

ফয়সলা (আ) = রায় (judgment)।

ফিল(পা) = হাতী, দাবাখেলায় ব্যবহৃত হয়।

ফিলখানা (পা) = হাতিশালা।

বকলম (আ)।

বাগর বা বেগর (আ) আরবী বগায়ের ; গয়ের শব্দ দেখুন।

বাজাপ্তা (আ) = জোবেদা।

* বিমর্জ্জিন (পা)-পার্শী বমুজিব ; বৈষয়িক কার্য্যে অনেক স্থলে ইহা "বিঃ" বলিয়াই লিখিত হয় = অনুসারে মোতাবেক।

বিস্তর (পা) পার্শী বেশতর অর্থাৎ অধিকতর = অনেক।

বিসমোল্লা (আ)-ঈশ্বর, 'বিসমোল্লায় গলদ" সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

বেজাই (পা)-পার্শী বেজা = অত্যন্ত।

বেমাক্কা (আ)-আরবী বেমোকা = অসুবিধাজনক।

বেমালুম (আ) = অন্যের অজ্ঞাতসারে।
বেসরোকার (পা)।
বেয়াড়া (আ) পার্শী আওরা হইতে উৎপন্ন, পার্শীতে 'আওরা" শব্দের অর্থ চরিত্র-হীন দুষ্ট।
মছলুম (আ) আরবী মুসল্লম = সমস্ত, একবারে।
* মজহরে (আ) জাহির শব্দ হইতে উৎপন্ন = উপরে প্রকাশিত।
* মজমুন (আ) = ভাবার্থ।
মবলগ (আ)।
মরদ (পা) = পুরুষ মানুষ।
মায় (আ) = সমষ্টি এবং including।
মাহবরা (আ) = ব্যবহার, অনুশীলন।
মিছিল (আ) = নথী (record)
* মিনাহ (পা) = কম বাদ।
মুচলেকা (পা)-পার্শী মুচলকা = জামীন বিশেষ।
মুদ্দোফরাস (পা)-পার্শী মুর্দ্দাফরাস।
মোৎফরকা (আ) = miscellaneous।
মোতাবেক (আ) = অনুসারে।
মোতালক (আ) = অধীনে; appertaining to।
* মোলাহেজা (আ) = দেখা।
* মোয়াজি (পা) = টাকার হিসাবে যেরূপ 'মবলগ শব্দ" ব্যবহৃত হয়, জমির সম্বন্ধে সেইরূপ 'মোয়াজি' শব্দ ব্যবহৃত হয়।
* মৌছুক (আ) = উপরি উল্লিখিত, সম্মা-নার্থে মজকুর শব্দের পরিবর্ত্তে দলিলে ব্যবহৃত হয়।
* রকবা (আ) = area
রোকড় (আ) = মহাজন ও জমিদারে যে খাতায় খরচ লেখে তাহাকে রোকড় বলে।
রোক্কা } = চিঠি, হ্যাণ্ডনোট।
রোকা }
রোশনাই (পা)-পার্শী রোশনি = আলো (হারাণ বাবু পার্শী রোশনাই লিখিয়া-ছেন; ইহার অর্থ কালী)।
* লওয়াজেমাত (আ) আসবার।
লবেজান (আ) লব (অর্থাৎ ঠোঁট) এবং জান (অর্থাৎ প্রাণ) = যাহার প্রাণ ওষ্ঠে আসিয়াছে।
লাপোয়ারা (আ, পা)।
* শরোকার (পা)।
শলা (আ) = পরামর্শ; (সাধারণতঃ এক-যোগে 'শলা পরামর্শ' রূপে ব্যবহৃত হয়)।
সঙ্গিন (পা) = অত্যন্ত বেশী; ভয়ানক। হারাণবাবু Bayonet অর্থ করেন। কিন্তু ইহা Sanguine শব্দজ।
সদর আলো (আ) = সবজজ। পূর্ব্বে সবজজের 'সদর আমীন আলা' আখ্যা ছিল।
সড়ক (পা) = রাস্তা।
সরজমিন (পা)।
সর্ত্ত (আ)
সহরদ্দ (আ) = সীমানা (Boundary)
সড়ান (পা)-পার্শী সাহরা অর্থাৎ রাজকীয় পথ = রাস্তা।
সহবৎ (আ) = সঙ্গ; যথা খারাপ সহবৎ।
* সরু (আ) = হার; rate কমসরা, কমসরা জমিদারী কার্য্যে খাজনা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।
সয়তান (আ)।
সাজাদা (পা) = বাদশার পুত্র।
সাজাদী (পা) বাদশার পুত্রী।
সিরাস্ত = ভাঙ্গা; Diluvion.
সীমানা (পা)।
* সুরত হাল (পা) = অবস্থায়, আবার ফৌজদারী মকদ্দমায় সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

সুরৎ (আ)।
সেবায়েৎ (পা) = নিন্দা দোষ
সুরখি (পা)=যাহা লাল রঙ্গের ইটের গুঁড়া।
হকুকু (আ) হক শব্দের বহুবচন। সাধারণতঃ 'হকহকুক' একযোগে ব্যবহৃত হয়।
হরকিসিম (পা, আ) = অনেকরকম।
হাতা (আ) Compound
* হামবালের (পা আ) = Analogus নবপ্রকারের।
হেস্তা নেস্তা (পা)-পার্শী আস্ত নাস্ত =Definitely শেষরূপে। কতকগুলি পার্শী ও আরবী উপসর্গের (prefix) যোগে অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; যথা—
বে (ব্যতিরেকে, without) বেপরোয়া, বেআন্দাজ, বেইমান, বেওকুফ, বেহায়া, বেপরোয়া বেকায়দা।
ব (=in, with) বনাম বকলম।
লা (=না) লা[illegible]ায়া লাওয়ারীস,লাখেরাজ, লাজবার, লাচার।
হর (=প্রত্যেক) হরেক, হরকিসিম, হরদম।
গর (গয়ের=অন্য (গরজিলা, গরজায়গা, গরহাজরী গররাজী।
হাম (=সমান, একরূপ হামকালের হাম বয়েসী
ইংরাজী হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছে (• বিন্দুচিহ্নিত শব্দগুলি বাঙ্গালায় স্থায়িরূপে মিশিয়াছে।

আর্মার্ণি
আপীল
আফিস
ইঞ্চি
•ইঞ্জিন
•কেয়ার
•কোচয়ান
•কোর্ট
•কোম্পানি
কোর্টফিস
•ইস্ক্রুপ
ইষ্টিমার
ইস্প্রিং
ইষ্টিলপেন
একাইন
এরারুট
এষ্টকিন
এয়ারিং
•উল
•উইল
কৌসিলি
কনেষ্টবল
কলেজ
•কলেরা
•কম্পাস
কম্ফাটার
কমিটি
কমিশনার
কাক Cork
•কানেস্তারা
কাপ্তান
•কারনিস
কারপেট
কালেক্টর
কুইনেন
কেটলি
কেমবিস
কেলকা
কেরোচিন (kerosene)
•ডেক
•তারপিন (turpentine)
তিরপল (tarpaulin)
তোয়ালে
•তোরোজ (trunk)
•থিয়েটার
•নম্বর
•চেয়ার
খৃষ্টান
গঞ্জি (Guernsey frock)
গ্যাস
গিনি
গিরিমেণ্ট (agreement)
•গেলাশ
•গুদাম
•চিমনি
•চেন
• ওলন্দাজ (Hollander)
যশু
জেল
•টম্‌টম্ (tandum)
•টাইল
•টিকিট
•টিন
•টুল
•টেক্স
•টেবিল
টেলিগ্রাম
টেন
ট্র্যাম
ট্যাঙ্ক
ডাক্তার
ডিস
ডিগ্রি Decree
ডিসমিস
ডেমি
বাইসেকল
•বার্লি
বার্ডসাই
বিম্
বিল্টি (Bill of lading)
•বিস্কুট

নিব
•নোট
নোটিস
•পমেটম
•পলস্তারা (Plaster)
পার্শেল
•পালিস
•পিন বা আলপিন
পিয়ন
পিস্তল
•পুলিস
•পেন
•পেণ্টুলুন
•পেন্সিল
পোষ্টকার্ড
পোষ্টাফিস
পোর্টম্যাণ্ট
প্যানেল
•প্লেগ
ফটোগ্রাফ
•ফরাসি (French)
ফুট্
ফ্রক
ফিরিঙ্গি (Frank)
বডি (Bodice)
বয়া (Buoy)
বগি
•বাক্স
•বার্ণিস
বারিক
রিপোর্ট
•রুল

•বিবর Beaver
•বুরুস
•বুট
বেঞ্চি
•বেহারা
বেয়ারিং
বেলেস্তার (Blister)
বোর্ড (Board)
বোতাম
বোতোল
•ব্যাগ
ব্যাটমবল
ব্যাণ্ড
ব্লটিং
ভিজিট
•মাইরি (by Mary)
মণিঅর্ডার
মাজিষ্টর
•মার্কা
•মার্কিন (American)
মারবল
•মাষ্টার
•মিনিট্
মেহেগনি
•ম্যানেজার
•ম্যাজেণ্টার
•ম্যালেরিয়া
•রবার
•রেল
রিং

রেজিষ্টারি
র‍্যাপার
লগেজ
লণ্ঠন
লাট (lord)
লাঠ (lot)
লংক্লথ
লাইন
•লেডিকেনি (Lady Canning)
= মিষ্টান্নবিশেষ
ল্যাংবোট (long boat)
= যে অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া সঙ্গে থাকে
ল্যাভেণ্ডার
শীল (Seal)
সবজজ
•সহিস
•সমন
সার্ট (Shirt
সারকাস
•সাগু
সিলিপট (Sleeper)
•ষ্টেসন
সেলেট
•স্কুল
হারকেন
হাইকোর্ট
•হারমোনিয়ম
•হাঁসপাতাল
(হেডমাষ্টার)
•হোটেল
হ্যাণ্ডনোট
হুক

এই শব্দগুলি পর্ত্তুগিজ ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।

জানালা
ফিতা
বেহালা (ইং violin)

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ

ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা

সংস্কৃত হইতে ভাষা-বিপর্য্যয় ঘটিয়া কোন্ সময় কাহাকর্তৃক বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করা সহজ নহে। আবার কোন সময় বাঙ্গালা ভাষার বিপর্য্যয় ঘটিয়া জেলা বা প্রদেশ বিভাগে ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহারও কাল নির্ণয় করা অতি কঠিন। ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণতঃ পরগণা ভেদে ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ভেদ ঘটিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ নদী, পর্ব্বত বা বৃহৎ জঙ্গলের এ পার ও পারের ভাষা পৃথক্, কাজেই সমস্ত ময়মনসিংহের ঠিক এক ভাষা নহে। আলাপসিংহ, ভাওয়াল, কাগমারি, জাফরশাহী, সেরপুর, পুখরিয়া প্রভৃতির ভাষা ও উচ্চারণ প্রায় একরূপ; আর ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ, হোসেনশাহী, নসির-উজিয়াল ও খালিয়াজুরি পরগণার ভাষা প্রায় একরূপ, তবে সামান্য মাত্র স্বাতন্ত্র্য আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলায় সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলক্ষণ ছিল, তথাপি গ্রাম্য-ভাষার উচ্চারণ পার্থক্য বিলক্ষণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃতের সমালোচনা তেমন না থাকিলেও ভদ্র-সমাজে ও ভদ্রপল্লীতে গ্রাম্য-ভাষা বহু পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধে খাস গ্রাম্য-ভাষারই আলোচনা করিতেছি, ভদ্রগৃহের ভাষার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় গারো পর্ব্বত, পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভাষা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার শ্রীহট্ট জেলার সংলগ্ন প্রদেশে অনেকটা শ্রীহট্টের ভাষার অনুরূপ ভাষা হইয়াছে। এইরূপ পাবনা, কুমিল্লা, ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার সমীপবর্ত্তী গ্রামাদিতে তত্তৎ জেলার ভাষার অনুরূপ ভাষা প্রচলিত।

মুসলমানগণ বহুকাল একাদিক্রমে এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। উর্দ্দু ও হিন্দী বাঙ্গালার সর্ব্বত্র দেশীয় ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভাষার শব্দ আমাদের ভাষা হইতে এখন আর জোর করিয়া বাহির করিয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের অনেকগুলি শব্দ আমাদের ভাষার অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে। নবাব বাঙ্গালা শাসন করিতেন, কাজেই আদালতের কাগজ পত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখা চলিলেও সেগুলি প্রায়ই পারসী বা উর্দ্দু ভাষার শব্দরাশিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক কাগজ পত্রও সম্পূর্ণ উর্দ্দুতে ছিল। এখন আবার সেই ভাবে ইংরাজী ভাষা আমাদের ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় রহিয়াছে।

ঢাকা ময়মনসিংহের অতি নিকটবর্ত্তী প্রদেশ এবং সে কালে ঢাকায় নবাবের রাজধানী থাকিলেও ময়মনসিংহের ভাষার উপর রাজধানীর ভাষা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আর একটু আশ্চর্য্য যে ঢাকার গ্রামাদির ভাষা এমন কি ঢাকার অপর পারের পারজোয়ার পরগণার ও ঢাকার সংলগ্ন ভাওয়াল পরগণার ভাষা ও তাহার উচ্চারণ ঢাকার ভাষা ও নিজ উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ঢাকা সহরের সাধারণ ভাষা ও উচ্চারণ বহুকাল হইতে যেমন

চলিতেছে, তেমনই আছে। কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বারান্তরে ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার আলোচনা করিব।

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলের ঝালো বা মালো জাতীয় মৎস্য-ব্যবসায়ী ও নৌকাবাহী লোকেরা এক প্রকার অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কথা কহে। সে সকল শুনিয়া বুঝা অপেক্ষা লিখিয়া বুঝান অত্যন্ত কঠিন।

শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ ও বাজিতপুরের পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা অনেকটা শ্রীহট্ট জেলার লোকের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাষা প্রায় একরূপ, কাজেই কুমিল্লার সীমাবর্ত্তী প্রদেশে ভাষা এক রূপই।

এই সকল ভাষা অক্ষরদ্বারা হাতে লিখিয়া দেওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। শব্দের উপর যে সময় যে স্থানে জোর দেওয়া হয়, সে জোর ও উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষার কতকগুলি ক্রিয়াপদ ও তাহার অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল শব্দ কি প্রকারে কোথা হইতে আসিল,তাহার বিবরণ বারান্তরে লিখিব তাহাতে দেখা যাইবে যে এই সকল শব্দ সংস্কৃতের ভগ্ন শব্দ মাত্র।

আইবাইন	আসিবেন।	আইছুইন	আসিয়াছেন।
আইবা	আসিবা।	আইছিলেন	আসিয়াছিলেন।
খাইছুইন	খাইয়াছেন।	খাইবেইন	খাইবেন।
গেছুইন	গিয়াছেন।	দিছ	দিয়াছ।
দিছুইন	দিয়াছেন।	কর্‌ছ	করিয়াছ।
করছুইন	করিয়াছেন।	করবাম	করিব।
করবাইন	করিবেন।	খাউ, খাইন	খান, আহার করেন।
খাইবাম	খাইব।	খাইছুইন	খাইয়াছেন।
খাইছ	খাইয়াছ।	খাইবাইন	খাইবেন।
		যাইবাইন	যাইবেন।

এই প্রকার ছ বা ইন শব্দ ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়; কোন কোন স্থলে দেন স্থলে ছুইন, "বেন" স্থলে বাইন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি বিশেষ পদ ও তাহার অর্থ।

কাউয়া	কাক।	হালিক	শালিক।
আচার্য্যুয়া	আশ্চর্য্য-জনক।	ভেদা	লাথি।
চকি	চৌকি।	মনিষ্যি	মানুষ।
টেকা বা ট্যাহা	টাকা।	ঝাড়ি	গাড়ু।
রুছুম	রকম।	মেকুর, বা বিলাই	বিড়াল

উক্কা, ডাবা	হুকা।	কুত্তা	কুকুর।
তামুক	তামাক বা তামাকু।	কাডল	কাঁঠাল।
নাইরকল	নারিকেল।	লণ্ডন	লণ্ঠন।
জিব্ রা	জিহ্বা।	পদ্দীম	প্রদীপ।
লুটা, লুডা	ঘটী।	উঠান, উডান	আঙ্গিনা।
বাইরাগ, বাহিরাগ	বাহির বাড়ী।	ভাইর, উনিয়া	মাছধরিবার বংশ নির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ।
পইসা	পয়সা।		
উসারা বা আইতনা	বারেন্দা।	বারাত্	নিকটে।
মানু	মানুষ।	হরু বা সরু	সরিষা।
হিয়াল	শেয়াল, শৃগাল।	ভইষ্	মহিষ।
কৈতর	কবুতর।	নাও	নৌকা।
ভইন	ভগিনী।	থাতু	দিদি মা।
ল্যারু	মিষ্টান্ন।	তেনা	নেকড়া।

ঢাকি, আড়ি বা আগইল বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ডুলি বেত বা বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ডুকুরিয়া	ডাকিয়া, বসাইয়া।	একপাটা	চাদর।

(কোন কোন স্থানে কহে মাত্র)

পানি	জল।	পউখপাখালি	পশুপক্ষী।

বাদামিয়া বা ভাদামিয়া—অলস, নিষ্কর্ম্মা।

কাগমারি ও পুখুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কতকগুলি ক্রিয়াপদ।

দিমু	দিব।	আমু	আসিব।
যামু	যাইব।	আব	আসিব।
আবা	আসিবা।	যাবা	যাইবা।
আহ	আইস।	আহেন	আইসেন।
খামু	খাইব।	খায়েন	খান।
যায়েন	যান।	যাবার লাগছে	যাইতেছে।
খাবার লাগছে	খাইতেছে।	আবার লাগছে	আসিতেছে।
দিবার লাগছে	দিতেছে।	আগুয়াও	অগ্রসর হও।
আগুয়ান	অগ্রসর হন।	আমরার	আমাদের।
তোমরার	তোমাদের।	হেগরের	তাহাদের।

আমুগরের	আমাদের।	তাগরের	তাহাদের।
তুমুগরের	তোমাদের।	কি দনে, কি ধন	কি ধরণে, কি প্রকারে।

অধিকাংশ ক্রিয়াপদ মু, এন, বার, লাগছে প্রভৃতি শব্দ দিয়া সমাপন হয়। বিশেষ্যপদেও কতক কতক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সে পার্থক্য উচ্চারণ-ভেদ মাত্র। কাগমারি প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ্য পদগুলিতে ন স্থলে ল ও ল স্থলে ন উচ্চারণ হইয়া থাকে; যেমন—লাউ স্থলে নাউ, নৌকা স্থলে লৌকা, লক্ষ্মী স্থলে নক্ষ্মী।

নৌকার অগ্রভাগকে আগা এবং পশ্চাৎ ভাগকে পাছা কহে। নৌকার রশিগুলিকে কাছি কহে। নৌকা বাহিবার বংশদণ্ড গুলিকে লগ্গী বা চইর কহে। কাষ্ঠ বা বংশখণ্ড যাহা আগা ও পাছায় নৌকার উপরে থাকে তাহার নাম মাচাইল। জল সেচিবার যন্ত্রকে সেওত ও নৌকার উপরের ছাউনীটাকে ধাপাড় বা ছাপড় কহে। নৌকার সর্ব্ব অগ্র ও সর্ব্ব পশ্চাৎ ভাগকে আগা গলই ও পাছা গলই কহে।

ভাণ্ডার গৃহে দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য যে মাচা প্রস্তুত হয়, তাহাকে চাঙ্গ বা মাচাঙ্গ কহে, কোন কোন স্থানে উগাড়ও কহিয়া থাকে।

জমিদারদের সরকারে জমির উত্তম, অধম রকম বিবেচনা করিতে আওয়াল, দুয়ম, ছিয়ম, চাহারম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর হিসাব পত্রে জমাওয়াশীল, তলববাকী, সেহাবন্দী সুমারখাতা, জমাবন্দী, তেরিজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

হস্তী সম্বন্ধে কতকগুলি কথা।

আত্তি	হাতী।	মাউথ্	মাহুত।
মেট্	ঘেসেড়া।	আঙ্কু	লৌহনির্ম্মিত কাঁটা যুক্ত দ্রব্য।
কানার	বাঁশের সলা।	বৈট্	বসিবার ইঙ্গিত।
মাইল্	উঠিবার, অগ্রবর্ত্তী হইবার বা সতর্ক হইবার ইঙ্গিত।	তোর	কাত হওয়ার ইঙ্গিত।
		আগে	অগ্রবর্ত্তী হইবার ইঙ্গিত।
পিচ্ছ	পিছাইয়া যাইবার ইঙ্গিত।	দেলে	দিবার ইঙ্গিত।
তল্লি	কাটা কুটা।	ছই	ডাহিনে বা বামে যাইবার ইঙ্গিত।
ধথ্	থামিবার ইঙ্গিত।	দুম্	লেজ বা লেজ স্থির রাখিবার ইঙ্গিত।

এই সকল শব্দ কেবল হস্তী সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয় অন্য কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় না।

হলকর্ষণ সম্বন্ধে কৃষকদিগের কতকগুলি বুলি।

ঈশ্	লাঙ্গলের সঙ্গের কাষ্ঠ যাহা গরুর কাঁধে জোয়ালের নীচে থাকে।	জোয়াল	উভয় গরুর কাঁধের উপরের কাষ্ঠ।
		ফাল	লাঙ্গলের মুখের লৌহ।
		আগে	অগ্রবর্ত্তী হওয়া।
খুঃ	দূর হওয়া।	ভিতি	গরুকে ডাহিনে বামে বা অগ্রে যাইবার

ধথ্	গরুকে থামাইবার ইঙ্গিত।	হলাইয়া	লাঙ্গল বেশী মাটির নীচে দিয়া শীঘ্র ঘুরিবার কথা।
ত্তিথাইয়া	আস্তে আস্তে ঘুরিয়া যাইবার ইঙ্গিত।	ঠাইত	একস্থানেই ঘুরিবার কথা।
মই বা চঙ্গ	ক্ষেত্র পালিশ করিবার বংশ নির্ম্মিত দ্রব্য।	কাড়া	রসি বা দড়ি।

গরু সম্বন্ধে কতগুলি কথা।

পাজান	রোমন্থন করা।	পাখি	গরু বাঁধিবার দড়ি।
গোঠা	বসন্ত রোগ।	সাপান	সাপে খাইলে।
বান্ বা বাট্	স্তন।	উর, উলান	গাভীর স্তন ও চতুর্দ্দিক্।
চেনা বা চনা	গোপ্রস্রাব, গোমূত্র।	হিড়, দাউন	অনেকগুলি গরু একত্র বাঁধিবার স্থান।
বাছুর	গো-শাবক।		
ডেকা	পুং বৎস।	ডেকী, বকন	স্ত্রী বৎস।
মেনা	ক্ষুদ্র শিং ও শিং বিহীন বৎস।	দামড়া	বলদ।

এই সকল শব্দ হলকর্ষণ ও গরু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্য কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় না।

পশু পক্ষীকে ডাকিবার কতকগুলি অব্যক্ত শব্দ বা সঙ্কেত।

তৈতৈ	হাঁসকে।	কুত্ কুত্	কুকুরকে।
পুরুরুরু	ছাগলকে।	হেরাতু	কুকুরকে।
হাতু বা তু	কুকুরকে।	হেঁ হোঁ	গরু ও বাছুরকে।
পুঁচিপুঁচি	বিড়ালকে।	মেউমেউ	বিড়ালকে।
কুতুকুতু	কুকুর ছানাকে।	চেঁহেহেহে	ঘোড়াকে।
		কুম্‌কুম্	কপোতকে।

বোধকরি পশুপক্ষী সম্বন্ধে এই প্রকার ডাক সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

কতকগুলি তরকারির নাম।

আনাজ	তরকারী।	বাইঙ্গন	বেগুন।
কাকরুইল	কাঁকুড়।	ডেঙ্গা	ডাঁটা।
ছিমুইর	শিম।	রিগ্নেকলা	কাচ্ কলা।
হশা	শশা।	পাকনা লাউ	পাকা লাউ।
পড়ল	পটল।	তিতাগুটা, উদিশা, বা করলা উচ্ছে।	

ময়মনসিংহের ভাষার উচ্চারণ হ্রস্ব, মোলায়েম ও নম্র অথবা তাহার কোন অস্বাভাবিক কর্কশ উচ্চারণ নাই। কোন কোন স্থানে কেন শব্দকে কেনে, কেএ, কেরে, কেন্ প্রভৃতি কহিয়া থাকে। ময়মনসিংহবাসীরা প্রায়ই স স্থানে হ, হ স্থানে অ, প্রভৃতি উচ্চারণগত প্রভেদ

ও পৃথক্ করিয়া থাকে। যেমন শালা স্থানে হালা, হাজি স্থলে আজি, ভালো স্থলে বালো প্রভৃতি হয়। প্রায়ই দীর্ঘ উচ্চারণ স্থলে হ্রস্ব হইয়া থাকে, যেমন ঘোড়া স্থলে গুড়া, ঘর স্থলে গ-র, ভল্লুক স্থলে বালুক, ঢোল স্থলে ডুল ইত্যাদি।

ময়মনসিংহ সেরপুর পরগণার নিম্ন শ্রেণীর লোকে র স্থলে অ ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা রাত্র স্থলে আত্র, রায় মহাশয় স্থলে আয় মহাশয়, রাম স্থলে আম, রাজা স্থলে আজা ইত্যাদি। অ স্থলেও র কহে, যেমন আম স্থলে রাম ইত্যাদি।

মুসলমানেরা নিম্নলিখিত শব্দ বাঙ্গালার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল শব্দের অনেকগুলি প্রায়ই পারসী বা উর্দ্দুতে আছে।

কেলা	কলা।	জবর	বড়, অতিশয়।
কাল্লা	মাথা, মস্তক।	পাণি	জল।
জিই	আজ্ঞা যাই *।	কদি কাল	কোন কাল।
হিতান	বালিশ।	আউয়াল	উত্তম।
হেমন	অনেক।	পিন্দন	পরিধান করা।
পাখালন	চৌকা।	পাখালন	ধৌত করণ।
ডাঙ্গর	বড়।	আঙ্গারখা বা কামিজ, পীর্‌হান।	
কিতা বা কিত্তা	কি, কেন।	পাইলা	পাতিল, হাঁড়ি।
কালকুয়া	কাল।	আজকুয়া	আজ, অদ্য।
কেলা	কে, কোন ব্যক্তি।	গইরব	পিয়ারা।
অক্কা	এখন।	তক্কা	তখন।
জক্কা	যখন।	হেদ্দুন্ বা হেদ্দক্কা	সেইদিন।
আণ্ডা	ডিম।	গতর	গা।
ছালুন	ব্যঞ্জন।		

কতকগুলি সর্ব্বদা প্রচলিত বিশেষ শব্দ।

এর	হের অর্থাৎ দেখ।	এচ্চা, এচু	হের চাও, দেখ চাও।
এদু, উক্ক	এই যে।	আইও	আইস।
থইয়া	রাখিয়া।	দেয়র	দেবর।
জাল	দেবর বা ভাসুর স্ত্রী।	ছাওয়াল	ছেলে, বালক।
ভইন	ভগিনী।		

এইরূপ মায়ৈ, ভাঁয়ৈ, ভালৈ, ঝিয়ারী, পুত্রা, বেহাই, হউর, বেহাইন ইত্যাদি।

* "জিই"—শব্দটা "জী"—উহার আসল অর্থ "মহাশয়"।—কেহ কাহাকেও ডাকিলে মুসলমানেরা "জী" বলিয়া উত্তর দেয়—উদ্দেশ্য—"যাই মহাশয়"—তাই বলিয়া উহার অর্থ "আজ্ঞে যাই" নহে।—প-সং।

মাসের নাম।

বৈশাগ্	বৈশাখ।	কাত্তিক	কার্ত্তিক।
জেঠ্	জ্যৈষ্ঠ।	আগুন বা আঘন্	অগ্রহায়ণ।
আষার	আষাঢ়।	পুষ বা পৌষ	পৌষ।
শাউন্	শ্রাবণ।	মাগ্	মাঘ।
ভাদর্	ভাদ্র।	ফাগুণ	ফাল্গুন।
আশিন্	আশ্বিন।	চৈত্	চৈত্র।

বারের নাম।

রব্বার	রবিবার।	সুম	সোম।
মংগল	মঙ্গল।	বুদ্	বুধ।
বিস্যুইদ	বৃহস্পতি।	শুকুর	শুক্র।
হনি বা শনি।	শনি।		

রেলে সুগম পথ হওয়ায় দেশ-দেশান্তরের লোক যাতায়াত করিতে পারে। বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রদেশই তজ্জন্য নিকট বলিয়া বোধ হয়। ময়মনসিংহ সহর, মহকুমা ও বহু জমিদার পল্লীতে নানা স্থানের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সম্প্রতি বরিশালের লোকই এপ্রদেশে অধিক। কয়েক বৎসর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ময়মনসিংহে সরকারী উকীল হইয়া আসিয়াছেন। সারদা বাবু বরিশালবাসী তিনি বড় সদাশয় ও অন্নদাতা। তাঁহার আগমনে বরিশাল হইতে বহু লোক ময়মনসিংহে আসিয়াছে। অনেকে তাঁহার গৃহে নিষ্কর্ম্মার ন্যায় আহার করে, অনেকে চাকরী ও দোকান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। সারদাবাবু ঐ সকলের পৃষ্ঠপোষক। ময়মনসিংহ সহরে কলিকাতা অঞ্চলের ও ঢাকার লোক আছে তন্মধ্যে ঢাকার লোকের সংখ্যা বেশী, উহারা প্রায় সকলেই ব্যবসা করিয়া থাকে। দেশীয় বিভিন্ন লোক যখন একত্র হইয়া স্বকীয় ভাষায় আলাপ করিতে থাকে, তখন বড় শ্রুতি-মধুর ও অদ্ভুত বোধ হয়। পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের লোকও সহরে আছে। বর্ত্তমান সময় ভাষা ও উচ্চারণ যেমন ভাবে চলিতেছে, বোধ হয় আর কিছুকাল পরে অন্যরূপ শ্রী ধারণ করিবে। তাষার সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা ক্রমাগত মার্জ্জিত করিয়া যাইতেছি। পল্লীগ্রামের ভাষা সহজে ও শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবে, এমন আশা করা যায় না।

কোন কালে ময়মনসিংহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গল আবাদ করিয়া বিদেশী লোকেরা কোন কোন স্থানে বসতি করিয়াছে, তাহারা প্রায়ই ব্যবসায়ী, সপরিবারে উহারা আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ভাষাও তদ্দেশবাসীর ন্যায় রহিয়াছে। তাঁতি, গোপ, কলু, মুচি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা নানাস্থানে বাস করিয়াছে। যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকে দুই তিন শত বৎসর বা ততোধিককাল এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা তাহাদের আদি স্থানের ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত

স্থলে কয়েকটী উল্লেখ করিলাম। কুলপুর থানার এলেকায় ডেকলিয়া ও বিলডোরা গ্রামের গোপগণ জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করিয়া পাবনা হইতে কত পুরুষ হইল এখানে আসিয়াছে ঠিক নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ ইত্যাদি পাবনা, রাজশাহী ও সম্প্রতি এদেশেও হয়। তাহাদের কিন্তু ঐ পাবনার গ্রাম্য ভাষাই রহিয়াছে। ঈশ্বরগঞ্জ থানার এলেকার সাহাগঞ্জ গ্রামে রাজশাহী হইতে একদল শকটচালক ও তৎপশ্চিম, বোধ হয় বাঁকুড়া হইতে বহুকাল হইল মুচিগণ আসিয়াছে তাহারাও বিবাহাদি সে দেশেই করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের ভাষা অনেকটা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। কিশোরগঞ্জ থানার এলাকার হোসেনপুর গ্রামে অনেকগুলি কলু বোধ হয় রাজশাহী জেলা হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, কিন্তু ভাষা তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানের ন্যায় আছে। সুসঙ্গ পরগণায় দুর্গাপুর থানার এলাকায় বেদিয়া নামক এক জাতি নারায়ণ-ডহর গ্রামে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে, বোধ হয় ইহারা ঝান্‌সী হইতে আসিয়াছিল। ঝান্‌সীর রাণীর সঙ্গে ইংরাজের যখন যুদ্ধ হয়, বোধ হয় তখন তাহারা পলাইয়া এদেশে আশ্রয় লয়, ইহাদিগের ভাষারও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখি না; তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষাও জানে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাঁতি, শঙ্খকার ও কাংস্যকার প্রভৃতি জাতি অন্য জেলা হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের ভাষা অনেকটা এ প্রদেশের ন্যায় হইয়াছে; কারণ ইহারা এ প্রদেশেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। মুক্তাগাছা থানার এলাকায় গোবিন্দ-বাড়ী গ্রামে কতকগুলি লোক রাজশাহী হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, তাহাদের ভাষাও ঐরূপ রহিয়াছে। ইহারা কিন্তু ন স্থানে ল, আর ল স্থানে ন ব্যবহার করে। কোন কোন স্থানের ঔপনিবেশিক গোপগণ এ দেশেও বিবাহ করিয়া থাকে।

বাণিজ্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালায় যখন অরাজকতা, তখন রাজ্যশাসনেরত কথাই নাই, সেই ভীষণ দিনে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকেরা আমাদের দেশী ব্যবসায়িগণের উপর অত্যাচার করিত। এ দেশী তাঁতিগণের হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশের লজ্জা নিবারণ হইত, সে আজ বড় বেশী দিনের কথা নহে। এখনও বোধ হয়, নানা স্থানে দুই চারিজন লোক জীবিত আছেন, যাহারা বিদেশীর এই অত্যাচার দেখিয়াছেন। তখন অল্প বা বিনা লাভে দাদন দেওয়া হইত, কাজেই তাঁতিগণ তাহা পারিয়া উঠিত না। এই সময় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী প্রদেশ হইতে যে সকল তাঁতি ময়মনসিংহ জেলায় পলাইয়া আইসে। তাহারা অনেকেই কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে বাস করিতেছে। বর্গির হাঙ্গামার সময় অনেকে অন্যান্য জেলা হইতে এ জেলায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষায় পার্থক্য আছে। মুসলমানরাজের অত্যাচারে যাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা জোলা নাম ধারণ করিল। এখনও জোলারা ময়মনসিংহের নানা স্থানে বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের এলাকায় অধিকাংশ বাস করিতেছে। উহাদের ভাষায়ও এতদ্দেশের ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়, তবে আর কিছুকাল পরে তাহাও থাকিবে না।

ময়মনসিংহের নানা স্থানে হিন্দুস্থানী একপ্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা

বহুকাল হইল, এদেশে বাণিজ্যাদির উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই স্বগৃহে হিন্দিভাষা ও বাঙ্গালীসমাজে বঙ্গভাষায় কথা কহিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা খাস হিন্দুস্থানবাসী হইলেও প্রায় সকলেই খাটী বাঙ্গালা কহিতে না পারিলেও একপ্রকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিমিশ্রিত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

বৌদ্ধ বারাণসী

"বুদ্ধদেব-বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর জগতে স্বোদ্ভাবিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হন। তিনি তাঁহার পাঁচজন পূর্ব্বতন সঙ্গীর (সহধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর) কথা স্মরণ করিলেন। এই পাঁচজন সঙ্গীর নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ। ইহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রায়শঃ "ভদ্রবর্গীয়" পঞ্চক নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন এই পাঁচজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তখন বারাণসী নগরীর মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন।

বারাণসী গমন কালে আজীবক সম্প্রদায়ের কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়, উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন—হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে? বুদ্ধ বলিলেন—

"বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্।"

আমি বারাণসীতে গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।

তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, হে গৌতম, আমি প্রস্থান করিলাম। এই কথা বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথাগত উত্তরদিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তথাগত বারাণসীর মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে উপস্থিত হন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন; অতএব ইহাঁকে সবিশেষ অভ্যর্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা নিজ নিজ আসনে

বসিয়া থাকি, তিনি আসিয়া স্বয়ংই একখানি আসন লইয়া বসিবেন” কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন তথাগত তাহাদের সমীপে আগমন করিলেন তখন তাঁহারা তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন তাঁহাদের সহ তথাগতের বিবিধ ধর্ম্মালাপ হইল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে গৌতম, আপনার দেহকান্তি সুবিমল হইয়াছে। আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, আপনি কোন অলৌকিক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কি?” তথাগত উত্তর করিলেন, “আমি অমৃতসাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী-পথ আমার নয়নগোচর হইয়াছে। আমি বুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও নিষ্পাপ। আমার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, আমি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্‌-অনুষ্ঠান করিয়াছি।” এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তথাগতের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “ভগবন্‌! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন।” তদনন্তর অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় শতআসন প্রাদুর্ভূত হইল। তথাগত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইলেন। সেই সময়ে তথাগতের শরীর হইতে আভা নির্গত হইয়া এই পৃথিবীর ন্যায় সহস্র সহস্র পৃথিবীকে সমুদ্ভাসিত করিল। যেখানে কখনও চন্দ্র বা সূর্য্যের উদয় হয় না, এমন মহান্ধকারপূর্ণ নরকসমূহও আলোকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। এ এক অসাধারণ ভূমিকম্প। নরকের জীবগণও দুঃখহীন হইয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, মান, মদ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হে ভগবন্‌! এই বারাণসীতে আসীন হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করুন।” তথাগত রাত্রির প্রথমভাগে ধ্যান নিবিষ্ট থাকিলেন, মধ্যমভাগে নানা কথালাপ করিলেন এবং শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন।” (বুদ্ধদেব ১১২।১৩ পৃঃ)

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বারাণসীর পবিত্র স্থানগুলির নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন।

নগরের উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, এই হেতু ইহার নাম ঋষিপত্তন হইয়াছে। যে স্থলে বুদ্ধদেবকে আসিতে দেখিয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই স্থলে (লোকে) পরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নিম্নলিখিত স্থল কয়টীর উপরেও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতিকে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২। এই স্থল হইতে বিংশতি পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

৩। এই স্তূপের পঞ্চাশৎ পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেবকে এলাপত্রনাগ তাহার নাগজন্ম হইতে মুক্তির বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল।

উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম আছে এবং উহাতে অদ্যাপি ভিক্ষুগণ বাস করিয়া থাকেন।

ইহার প্রায় ২২০ বৎসর পরে আর একজন পরিব্রাজক হিউয়েন্-থসং বারাণসী দর্শন করেন। নগর বর্ণনকালে তিনি বলিয়াছেন যে, বারাণসীতে অধিকাংশ ব্যক্তিই মহেশ্বরদেবের উপাসক। তাঁহার বৌদ্ধকীর্ত্তি-সমূহের বর্ণনা, ফাহিয়ানের বর্ণনা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর—

"রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। ইহা প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে লুয়ে-(মৃগদাব) সঙ্ঘারাম অবস্থিত, ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীর বেষ্টিত, এই স্থলে হীনযান সম্মতীয় মতাবলম্বী পঞ্চদশশত ভিক্ষু বাস করেন। প্রাচীর-বেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট উচ্চ একটী বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনমুদ্রায় অবস্থিত তাম্রনির্ম্মিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের দক্ষিণপশ্চিমে রাজা অশোক-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী প্রস্তরস্তূপ আছে, ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০০ ফুট উচ্চ আছে, এই স্থলে ৭০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার সম্মুখে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, তাহারা সময়ে সময়ে ইহাতে তাহাদিগের প্রার্থনা মত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। এই স্থলে তথাগত সংবুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

এতদ্ব্যতীত হিউয়েন-থসং অনেক স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধানগুলি দেওয়া হইল। এই স্থলের নিকটে যেখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে সংবুদ্ধ হইবার আশ্বাস প্রাপ্ত হন, সেখানে একটী স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে তথাগত যখন রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন। "ভবিষ্যৎকালে যখন এই জম্বুদ্বীপ শান্তিপূর্ণ হইবে, তখন মৈত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর পবিত্র সুবর্ণাভ হইবে। তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, এবং সর্ব্বজীবের উপকারার্থ ত্রিবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সময় মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব স্বকীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া বুদ্ধকে বলিলেন যে, আপনি অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করি, ইহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে তাহাই হইবে। সঙ্ঘারামের পশ্চিমে একটী পুষ্করিণী আছে, এইস্থানে তথাগত সময়ে সময়ে স্নান করিতেন, ইহার পশ্চিমে আর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, এই স্থলে তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতেন, ইহার উত্তরে আর একটী হ্রদ আছে, এই স্থলে তথাগত বস্ত্রক্ষালন করিতেন। ইহার পার্শ্বে এক খণ্ড বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে, ইহাতে এখনও বুদ্ধের কাষায় বস্ত্রের চিহ্ন আছে। এইস্থল হইতে অনতিদূরে এক মহারণ্যের মধ্যে একটী স্তূপ আছে। এই স্থলে দেবদত্ত এবং বোধিসত্ত্ব অতীতকালে মৃগযূথপতি ছিলেন।

দুইটী বিভিন্ন যূথ ছিল, প্রত্যেক যূথে ৫০০ শত মৃগ ছিল। এই সময়ে ঐ দেশের রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন, যূথপতি বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, মহারাজ! আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করেন এবং শর নিক্ষেপপূর্ব্বক আমার দলস্থ সমুদয় মৃগ নিহত করেন, কিন্তু পুনঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে সমস্ত আহারের অযোগ্য হয়। আমরা প্রত্যহ একটী করিয়া মৃগ আপনার আহারার্থ উপস্থিত করিব, ইহাতে আপনিও প্রত্যহ সদ্যোমাংস পাইবেন, এবং আমাদের জীবনকালও এক দিবস বর্দ্ধিত হইবে। রাজা এই প্রস্তাবে হৃষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটী মৃগ নিহত হইত। একদিন দেবদত্তের যূথ হইতে একটী গর্ভবতী মৃগী নির্ব্বাচিতা হইলে, মৃগী তাহার স্বামীকে বলে যে যদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহা শ্রবণে যূথপতি দেবদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করেন যে, উহার জীবন কাহার নিকট মূল্যবান্? মৃগ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল, হে রাজন্! অজাত শিশুকে বধ করা দয়াশীলতার কার্য্য নহে। মৃগী এই বিপদে অপর যূথপতি বোধিসত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মৃগীর পরিবর্ত্তে স্বদেহ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রাসাদাভিমুখে গমন কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনসমূহ বলিতে লাগিল যে, মৃগযূথপতি নগরে আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নগরবাসিগণ ও রাজ-কর্ম্মচারিগণ দ্রুতপদে আগমন করিল। রাজা তাহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এস্থলে কি জন্য আগমন করিয়াছ? মৃগযূথপতি উত্তর করিলেন যে দলমধ্যে একটী গর্ভবতী মৃগী যথার্থ নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার্থ আসিয়াছি। রাজা শুনিয়া দৈনিক উপহার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং ঐ বন মৃগযূথের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করিলেন, সেই সময় হইতে ঐ বন মৃগদাব নামে খ্যাত।'

সঙ্ঘারাম হইতে ২।৩ লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ অপর একটী স্তূপ আছে।"

খৃষ্টীয় ১৮৬১ অব্দে General Cunningham বারাণসীর প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগে সারনাথে ও বারাণসীতে যে যে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর মহারাজের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ স্বনামে বারাণসীর একটী মহল্লা নির্ম্মাণ কালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ হইতে নির্ম্মাণ উপাদান সংগ্রহ করেন—এই সময়ে সারনাথের অনেক-গুলি স্তূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৫ খৃঃ Gen. Cunningham ধামেক নামক স্তূপ খনন করান, পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে Major Kittoe কতকাংশ খনন করান। সারনাথ বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রামের নাম। কাশীতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলির অধিকাংশই ঐ স্থলে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বৎসর হইতেই সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সারনাথের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে কানিংহাম নিম্নলিখিত গুলি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

১। ধামেক নামক প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ।

২। বাবু জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত একটী বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ।

৩। কানিংহামের নিজের খনিত স্থল।

৪। মেজর কীটো কর্ত্তৃক খনিত স্থল।

৫। ধামেক হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত চৌখণ্ডী নামক একটী বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুস্তকে ইহার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভিত্তি হইতে ১১০ ফুট এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে মোট ১২৮ ফুট উচ্চ। ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। এই ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির ১০ ফুট নিম্ন হইতে গ্রথিত। ভিত্তির উপরে ইহা ৪৩ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্তর এবং ইহার উপরাংশ ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রস্তরনির্ম্মিতাংশে অনেক খোদিত কারুকার্য্য আছে। তাহার কিয়দংশ অসম্পূর্ণ। কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খননকালে, ইহার মধ্যে ১ খণ্ড প্রস্তরে "যে ধর্ম্মহেতুপ্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ মন্ত্রযুক্ত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, সেই প্রস্তর খণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উক্ত সাহেবের মতে এই ধামেক নামটী "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্মদেশক" শব্দের অপভ্রংশ।

ধামেক হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত, ও গর্ত্তে চারিপার্শ্বে প্রায় ১৫ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তি আছে। ইহাই দেওয়ান জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত স্তূপ, ইহা পরে জগৎসিংহের স্তূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহের অনুচরগণ এই স্তূপখননকালে একটী বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিতাধার প্রাপ্ত হয়, এই আধারের মধ্যে অপর একটী ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্তা, সুবর্ণপাত্র, প্রবাল ও অন্যান্য মণি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।*

এতদ্ব্যতীত এই স্থলে আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, এই মূর্ত্তির পদতলে বঙ্গের পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে, ইহা পরে অন্যান্য খোদিত লিপির সহিত বিবৃত হইবে। এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী এক্ষণে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারটী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বৃহত্তর আধারটী কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খনন কালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হন, ইহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার দুই পার্শ্বে ২টী ক্ষুদ্র মন্দিরাকার গৃহ খোদিত, একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অপরটীতে বুদ্ধ ও মলয়গিরি নামক হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। ইহার মধ্যভাগে অপর একটী মন্দিরাকার গৃহে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণচিত্র উৎকীর্ণ। মধ্যস্থ মন্দিরের নিম্নে ও উভয় পার্শ্বস্থ মন্দির দুইটীর ব্যবধানে কতকগুলি হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মকরারূঢ় বরুণ, ঐরাবতে

* Jonathan Duncan, Asiatic Researches, Vol. V. p. 131.

ইন্দ্র, মহিষবাহনে যম ও কেতু, নিম্নে গরুড়বাহন বিষ্ণু, হংসারূঢ় চতুরাস্য ব্রহ্মা ও শ্মশ্রুযুক্ত বৃষভারূঢ় মহেশ্বর, ময়ূরবাহন কার্ত্তিক ও মূষিকবাহন গজাননের মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায়। তোরণের নিম্নের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।*

মেজর কীটো খননকালে কতকগুলি মঠভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবও সারনাথের নিকটস্থ বরাহীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কতকগুলি তিনি এসিয়াটিক সোসাটীতে প্রদান করেন, অবশিষ্টগুলি ডেভিড্‌সন্ নামক একজন Engineer সাহেব বরণা নদীর উপরস্থ সেতু নির্ম্মাণকালে উক্ত নদীর স্রোত রোধ করিবার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, তন্মধ্যস্থ প্রধানগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। সপ্তখণ্ডে বিভক্ত একখানি প্রস্তরফলক ইহার উপরাংশও ভগ্ন, প্রত্যেক খণ্ডে বুদ্ধদেবের জীবনের এক একটী প্রধান ঘটনার চিত্র খোদিত। সর্ব্ব নিম্নে বুদ্ধদেবের জন্মচিত্র। এক হস্তে শালবৃক্ষের শাখা ও অপর হস্ত দ্বারা সখীর স্কন্ধে ভর দিয়া মায়াদেবী দণ্ডায়মানা। বুদ্ধদেব কটিদেশ হইতে নির্গত হইতেছেন, ব্রহ্মা একখণ্ড বস্ত্রের উপরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্র জলপাত্র হস্তে ব্রহ্মার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আকাশে ও ভূতলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ। ইহার উপরে একটী চিত্রে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন। উভয় পার্শ্বে চামরহস্তে অনুচরগণ দণ্ডায়মান। আকাশে মাল্য হস্তে গন্ধর্ব্বগণ ও বুদ্ধদেবের নিম্নে একটী ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে তিনটী করিয়া যুক্তকর উপাসক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। ইহার পার্শ্বে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব, চতুষ্পার্শ্বে গন্ধর্ব্ব উপাসকগণ বিদ্যমান। ইহার উপর আর একটী চিত্রে কয়েকটী সোপানের উপরে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান। বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে তাঁহার মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়া এই সোপানাবলি দ্বারা ভূতলে অবতরণ করিতেছেন। একপার্শ্বে ছত্রধারী ইন্দ্র ও অপর পার্শ্বে ব্রহ্মা এবং ভূতলে নতজানু উপাসকমণ্ডলী। এইরূপ একটী চিত্র কানিংহাম সাহেব ভরহুত স্তূপের রেলিংএ প্রাপ্ত হন এবং অপর একখানি চিত্র Mr. A. C. Caddy † সাহেব স্বাত নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত হন। এই উভয় প্রস্তরখণ্ডই এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার পার্শ্বে আর একটী চিত্রে পদ্মাসনে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই চিত্রের অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না।

২। এই প্রস্তরখণ্ড আকারে পূর্ব্ববর্ণিত প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ; ইহাতেও চারিটী বিভাগ বিদ্যমান ও বুদ্ধের জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও মৃত্যু এই চারিটী চিত্র খোদিত, পার্শ্বে নানা অবস্থায় নানাবিধ খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

* Cunningham's Reports on the Archaeological Survey of India vol I p. 120.
† Proceedings Asiatic Society of Bengal. 1898.

৩। এই প্রস্তরখণ্ডে চারিটী সমানাকার বিভাগে পূর্ব্বোক্ত চারিটী চিত্র খোদিত আছে।

৪। ইহাতে তিনটী চিত্র আছে, প্রথমটিতে বজ্রাসনের উপরে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধদেব, উভয় পার্শ্বে চামরধারী নাগ ও মনুষ্যগণ এবং নিম্নে কতকগুলি আনন্দবিহ্বলা নারীমূর্ত্তি খোদিত। ইহার উপরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের চিত্র ও তদুপরি বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গ হইতে অবতরণের চিত্র। সর্ব্ব নিম্নে ভিক্ষু হরিগুপ্তের দানবিষয়ক দুই পংক্তি খোদিত লিপি আছে।

৫। এই ফলকে নানা অবস্থায় নানা মুদ্রায় অবস্থিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট পঞ্চশ্রেণী বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি এবং ৩।৪টী তারামূর্ত্তি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

মেজর কীটো খননকালে একটী সঙ্ঘারামের ভিত্তি এবং কানিংহাম সাহেব বরাহীপুর গ্রামের নিকটে একটী সঙ্ঘারাম ও একটী মন্দিরের ভিত্তি প্রাপ্ত হন।* ইহার পরে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক Dr. Fitzedward Hall সাহেব কতকাংশ খনন করান। কিন্তু বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কানিংহাম সাহেব উক্ত রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, সারনাথে খনন অনাবশ্যক।

ধামেক হইতে ২৫০০ হাজার ফুট দক্ষিণে চৌখণ্ডিনামক একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। জেনারল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থল খনন করেন। ইহার উপরে একটী অষ্টকোণ বুরুজ আছে, এই বুরুজের দ্বারের উপরস্থ এক খণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে বাদশাহ হুমায়ুনের উক্ত স্থান পরিদর্শনের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হয়। গত ৪০ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সারনাথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। Dr, J. F. Fleet তাঁহার Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III গ্রন্থে সারনাথে প্রাপ্ত গুপ্তাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি প্রকাশ করেন, ইহার বিষয় পরে বিবৃত হইবে, ইহা এখন কোন স্থানে আছে বলা যায় না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথে ইঞ্জিনিয়ার Mr. F. Oertel সাহেব খনন আরম্ভ করেন, গবর্ণমেণ্ট এজন্য প্রথমে ৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু খননটী আশাতিরিক্ত ফলদায়ক হওয়ায় পুনরায় ১০০০ সহস্র মুদ্রা খননার্থ প্রদান করেন। খননে নিম্নলিখিত আবিষ্কার হইয়াছে।

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তর, ছত্র, ও স্তম্ভগাত্রস্থ খোদিত লিপি।

৩। মহারাজ অশোকের একটী স্তম্ভলিপি, স্তম্ভের ভগ্নাংশ ও স্তম্ভফলক।

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিত লিপি।

* Arch. Sur. Rept I. plates xxxii & xxxiii.

৫। বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।*

প্রায় ২০০ বর্গ ফুটস্থান খুঁড়া হইয়াছে। এই স্থান জগৎসিংহের স্তূপের উপরে অবস্থিত। কানিংহাম তাঁহার মানচিত্রে যে স্থলে কীটো কর্তৃক বর্ণিত স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মন্দিরের ভিত্তিটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-বর্ণিত চৌখণ্ডি নামক স্তূপের ধ্বংসাবশেষটিও খনিত হইয়াছে। জগৎ সিংহের স্তূপের ২০০ শত ফুট উত্তরে উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আকারে কানিংহাম কর্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ।† ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট, মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে। ৩টী সোপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থলে কতকগুলি চতুষ্কোণ খোদিতপ্রস্তর আছে, এই গুলির কোন ভাগে বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন ভাগে ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমণ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার চিত্র খোদিত আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটী ৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে এক একটী গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটী উচ্চ স্থল আছে, এই স্থলে চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত ২টী স্তম্ভ আছে। এই ২টী প্রায় ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চ স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে মন্দিরের অন্তরালের ভিত্তি আছে, ভিত্তির মধ্যভাগে ২টী চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির আসন আছে। ইহা কতকটা 'কুলুঙ্গির' আকার। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই প্রদক্ষিণের পথ অতি সঙ্কীর্ণ, কোন স্থলে ১॥০ ফুট প্রস্থ। এই স্তম্ভ ২ টীর পশ্চিম পার্শ্বে একটী ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটী ক্ষুদ্রতর গৃহ আছে, এই গৃহটীতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের অপর ৩ দিকে আরও ৩টী দ্বার আছে। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বস্থ ২টী গৃহে উত্তর ও দক্ষিণস্থ দ্বার দ্বয়ে প্রবেশ করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বার দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্রতর গৃহে যায়। মন্দিরের অন্তরালস্থ স্তম্ভ দুইটীর ব্যবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের দীর্ঘ গৃহটী ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর দ্বার-গুলির সান্নিধ্য গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ৩টী প্রায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০॥০ ফুট এবং দক্ষিণস্থ গৃহটি ৮॥০ ফুট দীর্ঘ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ ফুট স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্র উপলখণ্ডনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তি ও প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত। এই অংশ ও পূর্ব্ব বর্ণিত স্তম্ভ চতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপর সমুদয় অংশই দীর্ঘাকার ইষ্টকনির্ম্মিত। কিন্তু স্থলে স্থলে খোদিতপ্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় খোদিত প্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে এগুলি বর্ত্তমান মন্দিরে ব্যবহারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই। কোন প্রস্তর খণ্ডে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন স্থলে এক শ্রেণি হংস বা কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। এতদ্-

* A. Report, Vol. I. plate No xxxii.

† A. Rept. I. plate xxxiii.



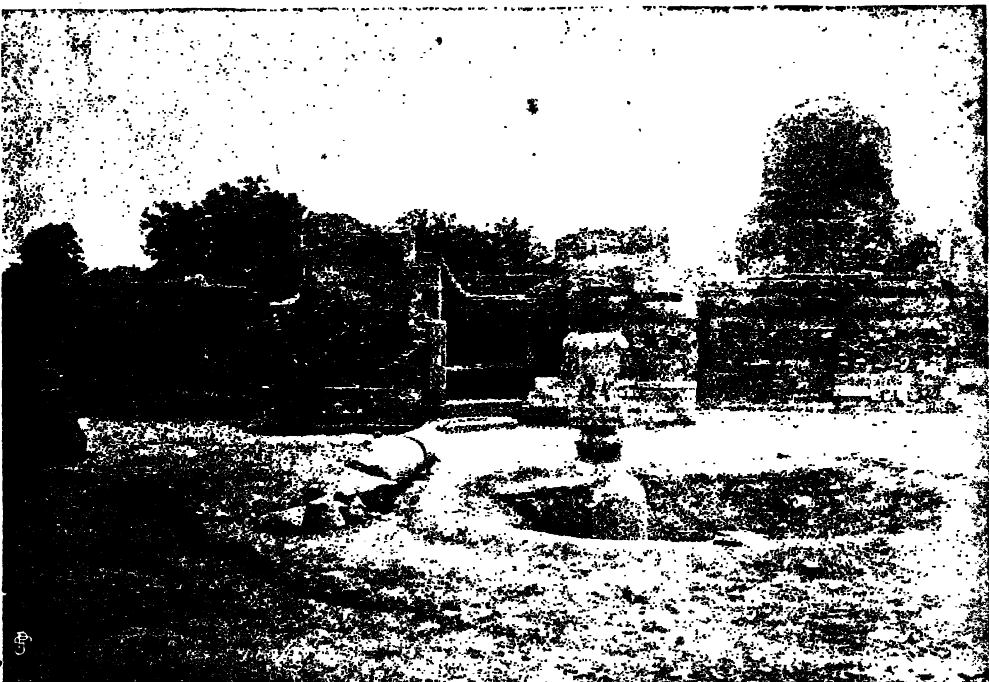
কণিষ্কের রাজ্যকালীন বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি (১৬১ পৃঃ)

ব্যতীত অনেক স্থলে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্ম্মাণ কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহা প্রায় ৪ ফুট্ উচ্চ এবং ইহার পশ্চাতেও তিন শ্রেণিতে ৬টি চৈত্য খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটি চিত্র খোদিত আছে, একটি গৃহের গবাক্ষে একটি সিংহের মুখ দেখা যাইতেছে এবং গৃহের বাহিরে গবাক্ষের এক পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক ও একটি বালক যুক্তকর ও নতজানু অবস্থায় রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ১টী স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছে। এই দৃশ্যটির উপরে একটি খোদিত লিপি আছে, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ গৃহে একটি মস্তকহীন বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছে। অন্যস্থান অপেক্ষা মন্দিরের এই অংশের প্রাচীর উন্নত, দক্ষিণ দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীর অদ্যাপি ১২ ফুট্ উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিম প্রাচীরের নিম্নে একটী অতি প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তূপটীর ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারতের স্তূপের রেলিংএর ন্যায় একপ্রস্তনির্ম্মিত রেলিং আছে। এই রেলিং সমচতুষ্কোণ, ইহার এক পার্শ্ব দৈর্ঘ্যে ৮॥০ ফুট্। ইহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে, ইহার গাত্রে ২।৩টি অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্তু উহা পাঠ করা দুষ্কর। এই স্তূপটির উপরাংশ গোলাকার, স্তূপের উপরে প্রায় ১০ ফুট্ উচ্চ এবং ২১ ফুট্ প্রস্থ বিশাল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খননকালে দেখা গিয়াছিল যে, এই প্রাচীর নির্ম্মাণকালে স্তূপ ও রেলিং অতি সাবধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকর্ত্তা স্বচ্ছন্দে উহা ভগ্ন করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি উহা অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, স্তূপটী বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় ভক্তির বস্তু ছিল, এই নিমিত্ত দেবতার ভয়েই হউক বা জনসমাজের ভয়েই হউক, উহা রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণে উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ উদাহরণ স্বরূপ খননকালে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ৪৫ ফুট্ দীর্ঘ একটি ভিত্তি আছে, ইহা খনিত স্থলের পূর্ব্বসীমা। ইহার পশ্চিমে ২টি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি আছে। ইহার পরে কতকগুলি মধ্যমাকার স্তূপের ভিত্তি আছে, এ সমুদয় ইষ্টকনির্ম্মিত, ইহার পশ্চিমে উদাহরণ স্বরূপ উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত ৪টি ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে ২টি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি, তাহার একটিতে কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি অত্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে খনিত স্থলের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থল স্তূপ ও স্তূপভিত্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্ববর্ণিত উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত স্তূপচতুষ্টয়ের অব্যবহিত দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। স্তম্ভটী এখনও প্রাপ্তিস্থলে দৃষ্ট হইবে। বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ও ছত্রটী নূতন মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে ১০ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের ৩য় সংবৎসরে হেমন্তের ৩য় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু বল ত্রৈপিটক

ও পুষ্যবুদ্ধি কর্তৃক বুদ্ধিমিত্র নামক ব্যক্তির সাহায্যে খরপল্লন ও বনস্পর নামক ক্ষত্রপদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই মূর্ত্তি, ছত্র ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছত্রটী ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। মূর্ত্তি ও স্তম্ভ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নাংশ প্রায় ৬ ফুট্ উচ্চ, এই অংশটী প্রাপ্তিস্থলে রক্ষিত আছে, ইহা অষ্টকোণ। ইহার ৩ কোণ ব্যাপিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ১০ পংক্তি খোদিত লিপি। বর্ত্তমান, মধ্যের অংশ দ্বাদশ কোণ, ইহা প্রায় ২॥ ফুট্ উচ্চ এবং অপরাংশ গোলাকার এবং ২ফুট্ উচ্চ, স্তম্ভটী সর্ব্বসমেত প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ। বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটীর পদতলে ২ পংক্তি খোদিত লিপি এবং পশ্চাদ্ভাগে ৪ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই ৪ পংক্তি খোদিত লিপি স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপির ১ম চারি পংক্তির অনুরূপ। Dr. Vogel অনুমান করেন যে মূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত লিপির অস্তিত্বে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ে দেবমূর্ত্তিসকল বর্ত্তমান কালের ন্যায় মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন হইত না।* মন্দিরের ও জগৎসিংহের স্তূপের সমুদয় স্থল খনিত হইয়াছে। এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত উভয় প্রকারের অসমানাকার স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। জগৎসিংহের স্তূপের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে স্তূপ-প্রদক্ষিণের ইষ্টকনির্ম্মিত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহামের মানচিত্রে জগৎসিংহের স্তূপের চারি পার্শ্বে যে ৪টি ঢিপি বা মৃৎস্তূপ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের ঢিপি ব্যতীত অপর ৩টী খননকালে অপসারিত হইয়াছে। এই ঢিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্তূপগুলির অনুকরণে Oertel সাহেব একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ম্মিত, ইহার গাত্রে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ এই অঙ্কসম্বলিত একখানি খোদিত প্রস্তর গ্রথিত আছে। ইহাই খনিত ভূমির দক্ষিণসীমা। কানিংহামের মানচিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, জৈনমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি ঢিপি আছে। ইহার উপর নূতন মিউজিয়মটি নির্ম্মিত হইয়াছে। খননকালে এত অধিক দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে যে, এই মিউজিয়মে সে সমুদয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব। এইজন্য প্রস্তাব হইয়াছে যে, ঐ মিউজিয়মে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি রাখিয়া অপর অর্থাৎ হিন্দু ও জৈন-মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রাখা হইবে। ইহার পশ্চিমে কিটো কর্তৃক খনিত সঙ্ঘারামের প্রাঙ্গণস্থিত প্রাচীন কূপটির জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। মিউজিয়মে একজন চৌকীদার দিবারাত্র উপস্থিত থাকে।

মন্দিরের পশ্চিমাংশের খনিত ভূভাগ হইতেই বহুতর পুরাকীর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে উহা হইতে দশহস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিত লিপিযুক্ত ১টি প্রস্তর স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে অশোকের খোদিত লিপি ব্যতীত আরও ২টি খোদিত লিপি আছে। ১টিতে রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সম্বৎসরের হেমন্তের ১ম পক্ষের ১০ম দিবসের উল্লেখ আছে। অপরটি দানবিষয়ক লিপি, এই ২টি লিপি অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে লিখিত। স্তম্ভটি দশফুট গভীর ১টি গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রথম ৩ পংক্তি নষ্ট হইয়া

* Annual progress report of the Superintendent of the Archaeological Survey of the United provinces & Punjab, 1905, p. 57.



মন্দিরের পশ্চিম দ্বার ও অশোকস্তম্ভ (১৬২ পৃঃ)



মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তরপশ্চিম কোণস্থ স্তূপাবলি (১৬৩ পৃঃ)



মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তরস্থ সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ (১৬৩ পৃঃ)

গিয়াছে। স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়াছে, গর্ত্তের পার্শ্বে ইহার উপরাংশ পতিত আছে। গর্ত্তের পার্শ্বে স্তম্ভশীর্ষটি বিদ্যমান আছে। অপরাপর অশোকস্তম্ভের শীর্ষের ন্যায় ইহাতে চারিটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধর্ম্মচক্র অবস্থিত ছিল। ইহা ভগ্ন হইয়াছে, কএকটি ভগ্নাংশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে অনেকগুলি প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়। দশফুট নিম্নে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নিম্নস্থ স্তম্ভের সমুদায় অংশ অমার্জ্জিত এবং উপরের অংশ সুন্দররূপে মার্জ্জিত এবং দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল। অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের রেলিং ছিল। ইহা ঐ স্থল হইতে উত্তোলিত হইয়া মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি ও ছত্রের পশ্চাতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপরে প্রায় ৫ ফুট্ ঊর্দ্ধে মথুরার খোদিত প্রস্তর-সমূহে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ, তাহার ৩ ফুট ঊর্দ্ধে অসমান প্রস্তরখণ্ড-নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ ও সর্ব্বোপরি উপলখণ্ডনির্ম্মিত বর্ত্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় খোদিত হইতেছে। গত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খননে বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। স্তম্ভের উত্তরে অর্থাৎ মন্দিরের উত্তরপশ্চিমকোণে কতক-গুলি ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপভিত্তি আছে, এরূপ সুন্দর স্তূপ ভিত্তি অত্যন্ত বিরল। ১টি স্তূপে ১টি বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি সংলগ্ন আছে। এগুলি সম্পূর্ণাবস্থায় দশফুট্ উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের উত্তরে একটি বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি চল্লিশ ফুট্ দীর্ঘ ও আট ফুট্ প্রস্থ গৃহ ছিল। এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে নানা মূর্ত্তি সজ্জিত ছিল। তিনটি সোপানে আরোহণ করিলে মূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যাইত। একটি মূর্ত্তি অদ্যাপি স্বস্থানে বর্ত্তমান দেখা যায়, এবং ৩।৪ স্থানে সোপান বর্ত্তমান আছে। এইস্থলে রাজা অশ্বঘোষের নাম খোদিত একখানি প্রস্তরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি সমুদয়ের বিবরণ সর্ব্বশেষে দেওয়া গেল।

অশোক-স্তম্ভশীর্ষ আটফুট উচ্চ, স্তম্ভের যে অংশ গর্ত্তের পার্শ্বে পতিত আছে, তাহা প্রায় ২০ ফুট্ দীর্ঘ গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত,স্তম্ভের অংশ ১২ ফুট্ উচ্চ। খননকালে প্রাপ্ত সমুদয় প্রস্তর-মূর্ত্তি মিউজিয়মে এবং উহার প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান আছে। মূর্ত্তিটি আবিষ্কারকালে তিন খণ্ড হইয়াছিল, ইহা পুনরায় সংযোজিত হইয়াছে। মূর্ত্তির পশ্চাতে বহুখণ্ড ছত্র রক্ষিত আছে। ছত্রটিতে অনেক খোদিত কারুকার্য্য ছিল, কিন্তু সমুদয়ই প্রায় লোপ পাইয়াছে। ছত্রের পশ্চাতে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং রাখা হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটির একখানি হস্ত বর্ত্তমান আছে এবং ইহা একাদশ ফুট্ উচ্চ। মূর্ত্তিটির মুখে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে ; নাসিকা, ওষ্ঠ ও কর্ণ ভগ্ন হইয়াছে। মূর্ত্তিটির ৩ খণ্ড লৌহের তার দ্বারা বাঁধা আছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে একটি জৈন চতুর্ম্মুখ আছে। (একটি বৃক্ষের চারিপার্শ্বে চারিটি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি থাকিলে জৈনগণ সেই প্রস্তরখণ্ডকে চতুর্ম্মুখাখ্যা প্রদান করেন।) হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি

লক্ষ্য হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তি অসংখ্য, তন্মধ্যে প্রধানগুলি বর্ণিত হইল। একখণ্ড প্রস্তরে ৩টি মূর্ত্তি খোদিত, ইহার দুইটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। Gen. Cunningham বুদ্ধগয়ায় এইরূপ একটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে ইহার একটি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি। সিংহারূঢ়া বীণাহস্তে একটি দেবীমূর্ত্তি, ইহা সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের শক্তি বাগীশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি। সপ্তশূকরযোজিত রথারূঢ়া বজ্রবারাহী দেবীর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দেবীর তিনটি মুখ, তন্মধ্যে একটি মুখ শূকরের ন্যায়; দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক বাণনিক্ষেপ করিতেছে। বজ্রবারাহীর অপর নাম মরীচি। পাঁচফুট্ দীর্ঘ ও দুই ফুট্ প্রস্থ একখণ্ড প্রস্তরে প্রাচীনতম কালের একটি স্তূপ অঙ্কিত আছে। কনিংহাম ভারতস্তূপের রেলিংএর যেরূপ স্তূপচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্তূপটি তাহার অনুরূপ। পার্শ্বে আকাশে গন্ধর্ব্বগণ ও ভূতলে হস্তিগণ স্তূপের উপরে মাল্য নিক্ষেপ করিতেছে। ফণাত্রয়যুক্ত নাগগণ স্তূপটি বেষ্টন করিয়া আছে। কতকগুলি আট ফুট্ উচ্চ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মস্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ, স্তম্ভ ও মূর্ত্তি মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

হিউয়েন্-থ্সং বর্ণিত স্থানসমূহের মধ্যে কোন্গুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। এই চতুর্দ্দশ শত বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান ছিল।

১। মহারাজ অশোকের স্তম্ভ

২। সঙ্ঘারাম

৩। মহারাজ অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ

৪। মৃগদাব-সঙ্ঘারাম হইতে দুই বা তিন লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট্ উচ্চ স্তূপ। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি ব্যতীত কনিংহাম আর কোনটিরই স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। খননে প্রথমটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা অদ্যাপি ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। হিউয়েন্-থ্সং এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যে স্থলে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন সেই স্থলে মহারাজ অশোকের স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু ফা হিয়ান্ বলেন যে, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থলে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিউয়েন্—থ্সং এর এস্থলের বর্ণনা অস্পষ্ট। সঙ্ঘারাম বহুস্তূপ ও মন্দির বর্ণনার পর অশোক স্তম্ভের উল্লেখ করিয়া তিনি স্বতন্ত্র ভাবে বলিয়াছেন যে "এই স্থলে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন হইয়াছিল"*। Dr. Vogelএর এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অশোকস্তম্ভের অবস্থিতি স্থলকে প্রথম ধর্ম্মচক্র

* Dr Vogel's Annual Report, p. 47.

প্রবর্ত্তনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন * ইহা সম্ভবপর, কারণ অশোক বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু-স্থলে এইরূপ এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন। ইহা হিউয়েন্ থ্সং এর বর্ণনা হইতে জানা যায়। কানিংহাম্ ধামেক স্তূপটিকে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের স্থল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

খননকালে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরসমূহ এবং অশোকস্তম্ভের গর্ত্তে প্রাপ্ত উপর্য্যুপরি স্থাপিত প্রাঙ্গণসমূহ হইতে বারাণসীতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার করা যায়। জগৎ সিংহের স্তূপে প্রাপ্ত (কনিংহাম্ মহাবোধি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ইহা চৌখণ্ডি স্তূপে পাওয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এই খোদিত লিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিটি জগৎসিংহের স্তূপে প্রাপ্ত লিখিয়াছেন)। গৌড়াধিপ মহীপালের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে একটি স্তূপের জীর্ণ সংস্কার হয়। কানিংহাম্ ধামেক স্তূপখনন কালে দেখিয়াছিলেন যে, স্তূপের ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতেও দশ ফুট্ নিম্নে আরব্ধ হইয়াছে এবং এই স্তূপের নিম্নার্দ্ধ প্রস্তরনির্ম্মিত ও অপরার্দ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রে খোদিত কারুকার্য্য দুই স্থলে বিভিন্ন প্রকারের, এই প্রমাণ হইতে তিনি যথার্থ অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি অতি প্রাচীন ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রের খোদিত কারুকার্য্য মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে স্তূপের জীর্ণোদ্ধার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সারনাথ চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে ৩০—৪০ ফুট্ উচ্চ। প্রায় দুই বর্গমাইল সারনাথ নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতার কারণ এই যে, প্রাচীন কাল হইতে এই স্থলে স্তূপ ও বিহার এবং সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। কালে এ সমুদয় ধ্বংস হইলে তাহার উপরে পুনরায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা লাভ করিয়াছে। ধামেক স্তূপের বৃহদাকার প্রাচীনতাপরিচায়ক ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি (২৮ ফুট) ও উহার উপরের ৩৩ ফুট্ প্রস্তর-নির্ম্মিতাংশ (ইহার মধ্যে দশ ফুট্ ভূগর্ভ প্রোথিত) সম্ভবতঃ অশোকের সময়ে ইহার উপরের দশ ফুট্ প্রস্তর বহুকাল পরে যোজিত হইয়াছিল, কারণ নিম্নের প্রস্তরগুলি পরস্পরের গাত্রে লৌহশলাকা দ্বারা যুক্ত। উপরের দশ ফুট এরূপ নহে। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত; হিউয়েন্ থ্সং বারাণসীতে অশোক রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ইহার ভিত্তি ভূগর্ভ মগ্ন হইলেও ১০০ শত ফুট উচ্চ ছিল জানা যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সমগ্র স্তূপটী প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। কারণ ইষ্টক-নির্ম্মিতাংশ তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে হিউয়েন-থ্সং কখনই তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। ইহাও অনুমান হইতে পারে যে, হয় ত এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ প্রস্তর দ্বারা আবৃত ছিল; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্তূপের চারিদিকে প্রস্তর ঠিক একই স্থলে শেষ হইয়াছে এবং ইষ্টক প্রস্তরের প্রান্তপর্য্যন্ত আসিয়াছে অর্থাৎ তাহার উপর অন্য প্রস্তর রাখিবার উপায় নাই। এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ মহীপালের সময়ে স্থিরপাল ও তাহার অনুজ বসন্তপাল কর্ত্তৃক যোজিত হয়।

---

* Dr. Vogel's Report, p. 47.

কানিংহাম এই ইষ্টকনির্ম্মিত অংশে যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনকৃত জীর্ণোদ্ধারের সমসাময়িক। অশোকস্তম্ভের গর্ত্তের প্রাঙ্গণগুলি দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান মন্দির প্রাঙ্গণের দশ ফুট নিম্নে চুনারের চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়; ইহার নিম্নে স্তম্ভের প্রস্তর মার্জ্জিত নহে। অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং এই প্রাঙ্গণের উপরে স্থাপিত। সুতরাং ইহাই নিশ্চিত যে, ইহাই অশোকনির্ম্মিত বিহার * বা মন্দিরের প্রাঙ্গণ। ইহার পাঁচ ফুট ঊর্দ্ধে মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ সম্ভবতঃ কনিষ্কের সময়ে নির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি স্তম্ভ ও ছত্র এবং বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরের উত্তরের সঙ্ঘারামের বুদ্ধমূর্ত্তিটিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার তিন ফুট উপরে পুনরায় চুনারের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ দেখা যায়, ইহা অসমান এক প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত। অশোক হইতে কনিষ্কের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের সময়, এই নিমিত্ত এই উভয় প্রাঙ্গণের ব্যবধান কনিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধনের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষা অধিক, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতির সময়ে স্তূপ প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুষানবংশীয় সম্রাট্‌গণের অধঃপতন ও প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়; সুতরাং এই সময়ে বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই হেতু কনিষ্ক ও হর্ষের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার দুই ফুট উচ্চেই বর্ত্তমান মন্দিরের প্রাঙ্গণ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় সম্ভবতঃ অতি অল্পসংখ্যক স্তূপই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত এই দুই প্রাঙ্গণের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পরে নবাবিষ্কৃত মন্দিরে দেখা যায় যে, চুনারের ও মথুরার উভয় স্থলের প্রস্তরই মন্দিরনির্ম্মাণকালে ইষ্টকের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অশোক চুনারের প্রস্তরে তাঁহার নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মাণ করান। কনিষ্ক বহু অর্থব্যয়ে মথুরা হইতে আনীত প্রস্তরে তাঁহার সময়ের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন চুনারের প্রস্তর পুনরায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে পালরাজগণ ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, চূণ ও সুরকীর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করান।

মহীপালের পূর্ব্বোক্ত খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, আটটি মহাস্থানের (অর্থাৎ পবিত্র স্থানের) ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া একটি নূতন গন্ধকুটী নির্ম্মিত হয়। নবাবিষ্কৃত মন্দিরের ভিত্তি সম্ভবতঃ এই গন্ধকুটীর ভিত্তি। কপিশা হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর অশোক অজস্র অর্থব্যয়ে তাঁহার নির্ম্মিত সমুদয় বিহার ও স্তম্ভাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্তম্ভ দর্পণের ন্যায় মসৃণ। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৃপতি ও অসভ্য জাতি

---

* ভারত স্তূপের রেলিংএ ঐ মন্দিরের চিত্র খোদিত আছে। এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে—ইহাতে খোদিত লিপি আছে, যথা—"ভগবতো ধমচকং" Cunningham's Stupa of Bharhut plate XIII and p. 110.



অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে বর্ত্তমান বর্ষের খনন (১৬৭ পৃঃ)

হইতে উৎপন্ন কনিষ্কের নির্ম্মিত ও স্থাপিত দ্রব্যাদি রক্তবর্ণ বহুব্যয়সাধ্য প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু তথাপি দৃষ্টিরঞ্জক নহে। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাহার নির্ম্মাণের ব্যয় আরও সংক্ষেপ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে প্রাদেশিক অধিপতি মহীপাল সুদূর চুনার কিংবা দূরতর মথুরা হইতে আনীত প্রস্তর ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনায়াসলব্ধ ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও সুলভ ইষ্টকে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্য হইতে এইরূপে ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতে পারে। খননকালে কারুকার্য্যযুক্ত বহু ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি গান্ধারে প্রাপ্ত গ্রীসদেশীয় স্তম্ভশীর্ষের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত খননকালে কয়েকটি যক্ষ ও তারার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে ও চৌখণ্ডি নামক স্তূপের মধ্যভাগে খননকার্য্য চলিতেছে। পূর্ব্বের খননে চৌখণ্ডির চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চতুষ্কোণ। কানিংহাম বহুপূর্ব্বে এইটিকে হিউয়েন-থ্‌সং বর্ণিত মৃগদাব হইতে ২—৩ লি দূরে অবস্থিত ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চৌখণ্ডি ধামেক হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কানিংহামের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। হিউয়েন-থ্‌সং বর্ণিত সঙ্ঘারামের কোন চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই; তাহার কারণ এই যে, খনন অতি অল্প স্থলেই হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘারাম প্রস্তরনির্ম্মিত অশোকস্তূপের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে স্থিরপাল ও বসন্তপাল কর্ত্তৃক ও পরে জগৎসিংহ কর্ত্তৃক বহু ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হইয়াছে। খননে যে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ পালরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই মন্দিরের ভিত্তি অতি প্রাচীন। হিউয়েন-থ্‌সং সঙ্ঘারামের মধ্যে অবস্থিত একটি ২০০ শত ফুট উচ্চ বিহারের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত। হিউয়েন-থ্‌সংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বারাণসীর বিহার বা মন্দির বুদ্ধগয়ার বিহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের এক পার্শ্ব ৫০ ফুট, কিন্তু সারনাথ বা বারাণসী মন্দিরের একপার্শ্ব ৯৫ ফুট; সুতরাং হিউয়েন-থ্‌সং বর্ণিত ভিত্তির উপরে যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর। খননের ফল সংক্ষেপে এইরূপে বলা যাইতে পারে।

১। প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান ও হিউয়েন-থসং বর্ণিত অশোকস্তম্ভের আবিষ্কার। অশোকের নূতন স্তম্ভলিপি আবিষ্কার।

২। বুদ্ধের ভ্রমণস্থান আবিষ্কার ও কনিষ্কের শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ, ছত্র ও বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি আবিষ্কার।

৩। হিউয়েন থ্‌সং বর্ণিত ২০০ শত ফুট উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তির উপরে স্থাপিত ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার।

৪। মন্দিরের উত্তরে একটী কুষন রাজত্বকালের সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কার।

হিউয়েন থ্‌সং বর্ণিত অন্য স্থানগুলির মধ্যে কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরণানদীর উত্তরপূর্ব্ব অশোকরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে স্তূপ ও স্তম্ভ ছিল, তাহা এক্ষণে ভৈরোঁলাট নামে পরিচিত। স্তূপটির কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু এইস্থলে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্তম্ভটি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু মুসলমান বিদ্রোহে নষ্ট হয়। স্তম্ভের নিম্নের দুই তিন ফুট্ মাত্র অবশিষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত অপর সমুদয়াংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়।* হিউয়েন থ্‌সং বর্ণিত তিনটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ হিউয়েন থ্‌সং এর পরে অর্থাৎ পালরাজগণের সময়ে এগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। কারণ এগুলি এক্ষণে অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বস্ত্র শুষ্ক করিতেন, হিউয়েনথ্‌সং তাহার উপরে বস্ত্রের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। এই প্রস্তর কনিংহাম্ বরাহীপুর গ্রামের নিকটে দেখিয়াছিলেন।† ইহা এক্ষণে আর দেখা যায় না। কানিংহামের মানচিত্রে এই তিনটি পুষ্করিণীর নাম চন্দোকর বা চন্দ্রতাল, নরোকর বা সারঙ্গতাল ও নয়াতাল পাওয়া যায়। এই নয়াতালের তীরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখানি কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। সারঙ্গতালের তীরে একটী ঢিপির উপরে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরে সারনাথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিবৎসরে এই স্থলে একটী মেলা হইয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন স্তূপ ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। হিউয়েন থ্‌সং এই স্থলে একটী স্তূপের কথা উল্লেখ করেন। বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এই স্থলে ছদন্ত হস্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এক ব্যাধ দন্তলোভে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু হস্তী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদের সম্মানের জন্য ছয়টি দন্ত ভাঙ্গিয়া ব্যাধকে অর্পণ করিল। এই ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই স্থলে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারনাথ মন্দির এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত, কারণ পুষ্করিণীতীর হইতে এই স্থান সর্ব্বোপেক্ষা উচ্চ। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যস্থ স্থান অদ্যাপি মৃগযূথের আবাস। ইহা কাশীর মহারাজের একটী রম্না বা শিকারের স্থান। পূর্ব্বোক্ত ছদন্তহস্তীর উপাখ্যানের চিত্র কানিংহাম্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভারহুস্তূপের রেলিংএর একটী স্তম্ভে খোদিত আছে।‡ এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে।

* See M A Sherring's Sacred City of the Hindus, p. 191.

† Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol I. page 123 & plate XXXII.

‡ Cunningham's Stupa of Bharhut, plate XXVI and p. 62.

খোদিত লিপি।

(ক) Jonathan Duncan জগৎসিংহের স্তূপে যে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন, কানিংহাম সাহেব দুইবার উহার পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; পরে Dr. Hultzsch উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে লিখিত, ইহার মূল :—

ওঁ নমো বুদ্ধায়।

বারাণশী সরস্যাং গুরবঃ শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নামত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশম্॥
ঈশানচিত্রঘণ্টাদি কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ॥ ১॥
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্টমহাস্থান শৈলগন্ধ কুটীং।
এতাং শ্রী স্থিরপালঃ বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্॥ ২॥
সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১॥ ৩॥*

(খ) কানিংহাম সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পূর্ব্ববর্ণিত খোদিত প্রস্তরগুলির মধ্যে একটীর নিম্নাংশে ভিক্ষু হরিগুপ্তের দানবিষয়ক খোদিত লিপি আছে। ইহার প্রতিলিপি কানিংহাম সাহেব একবার প্রকাশ করেন; পরে Dr. Fleet Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III পুস্তকে ইহার পাঠোদ্ধার করেন।† ইহা প্রাচীন গুপ্তাক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাতে ব্যবহৃত "ম" কারের আকার এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত খোদিত লিপিসমূহের মকার হইতে ভিন্ন। মূল পাঠ :—

গুরুং পূর্ব্বং গমং কৃত্বা মাতরং পিতরং তথা
কারিতো প্রতিমাশাস্তঃ হরিগুপ্তেন ভিক্ষুনা।

(গ) সাক্লাখে প্রাপ্ত অপর একটী খোদিত লিপি Dr. Fleet তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ

* Archaeological survey Reports vol III p. 121 & vol XI p. 182 and Indian Antiquary vol. XIV p. 140

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum vol III p. 281 plate XIII

করিয়াছেন।* ইহাতে বালাদিত্য রাজার বংশধর প্রকটাদিত্যের নাম আছে। প্রকটাদিত্যের নামীয় প্রাচীন গুপ্তমুদ্রার অনুরূপ সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। বালাদিত্য মহারাজ স্কন্দ গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মহারাজ দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পিতা মহারাজ নরসিংহ গুপ্তের অপর নাম। এই প্রস্তরখানি এক্ষণে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

(ঘ) ইহা এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর দানবিষয়ক লিপি :—

দেয় ধর্ম্মোঽয়ং শাক্যভিক্ষোঃ বোধিসেনস্য যদত্র পুণ্যং তদ্ভবতু মাতাপিত্রোঃ সর্ব্বসত্বানাং অনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে।

(ঙ) নবাবিষ্কৃত মন্দিরের অঙ্গনস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশস্থ খোদিত লিপি :—

দেয় ধর্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষোঃ স্থবিরবন্ধুগুপ্তস্য।

এই খোদিত লিপিটী নব আবিষ্কৃত। ইহার অর্থ এই যে, ইহা শাক্য ভিক্ষু স্থবির বন্ধুগুপ্তের ধর্ম্মার্থক দান। স্থবির (পালি"থের") বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকবিশেষের নাম।

(চ) কনিষ্কের স্তম্ভলিপি :—

(১) মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২২

(২) এতয়ে পূর্ব্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্য বুদ্ধিস্য সর্দ্ধ্যবি

(৩) হারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য

(৪) বোধিসত্ব ছত্রং যষ্টি প্রতি স্থাপিত

(৫) বারাণসিয়ে ভগবতো চংকমে সহামাত

(৬) হিতি হিসন (?) যন্ধয়চ (?) হিসন্ধবিহারি

(৭) হি নিবসিক......সহা বুদ্ধ মিত্রয়ে ত্রেপিটিক

(৮) য়ে মহা ক্ষত্রপেন বনস্পরেন খরপল্ল

(৯) নেনচ সহচ পরিষ হি (?) সর্ব্ব সত্বনং

(১০) হিত সুখাথ

Dr. Vogel ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও ইহা Epigraphia Indica পুস্তকে প্রকাশ করিবেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব এইরূপ একটী মূর্ত্তি প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরীর অবস্থিতি স্থলে আবিষ্কার করেন।† ইহার পাদদেশে তিন পংক্তিতে খোদিত লিপি

---

* Sarnath Inscription of krataditya Flect's corpus Inscriptionum Indicarm vol III.; Dr Hoernle's Seal of Kumara Gupta II from Bhiteri J. A. S. B. 1889 & V. A. Smith's Catalogue of Gupta coins Journal of the Royal Asiatic Society 1889 & 1894 coins of Prakasaditya দ্রষ্টব্য।

† Archaeological Survey Report I p. 339 V. p, vii and XI p 86 Dr J Anderson Catalogue of the Archaeological Collections of the Indian Museum I p. 194

আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও Prof. Dowson Journal of the Asiatic Society of Bengal ও Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকায় ইহার প্রতিলিপি ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করেন। পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে Dr. T. Bloch উহাদের উদ্ধৃত পাঠ অসম্পূর্ণ দেখিয়া সম্পূর্ণ Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই খোদিত লিপির ১ম পংক্তির পাঠোদ্ধার অসম্ভব, কারণ ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি :—

১। — — — এতয়ে পূর্ব্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্য

২। সদ্ধ্য বিহারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য দানং বোধিসত্বো
ছাত্রং দাণ্ডশ্চ শাবস্তিয়ে ভগবতো চংকমে

৩। কোসংব কুটিয়ে অচর্য্যানং সর্ব্বস্তিবাদিনং পরিগহে।

ইহার অর্থ "ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও ভিক্ষু পুষ্য——র বোধিসত্ব প্রতিমা ছত্র ও দণ্ড শ্রাবস্তী-নগরীতে কোসংব কুটি (সংস্কৃত কৌশাম্বী কুটী, ভারত গ্রামের স্তূপের রেলিংএর চিত্র হইতে জানা যায় যে, জেতবন সঙ্ঘারামের মধ্যস্থ স্থানবিশেষের নাম কৌশাম্বী কুটী) নামক স্থানে সর্ব্বাস্তিবাদমতাবলম্বী আচার্য্যগণের গ্রহণার্থ ইহা প্রদত্ত হইল।" Dr. Bloch "পুষ্য—়" কে পুষ্যমিত্র অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বারাণসীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহার নাম পুষ্যবুদ্ধি। বারাণসীর খোদিত লিপির প্রথম পাঁচ পংক্তি নষ্ট হয় নাই কিন্তু ষষ্ঠ পংক্তি হইতে খোদিত লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পংক্তির পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য। যতদূর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাঁহার সদ্ধ্যবিহারী বা সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রেপিটক দ্বারা বোধিসত্বমূর্ত্তি ছত্র ও যষ্টি ত্রৈপিটক বুদ্ধমিত্র ও ক্ষত্রপ বনস্পর ও খরপল্লনের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ বা সংক্রমন স্থানে প্রতিস্থাপিত হইল। বারাণসী ও শ্রাবস্তীর খোদিত লিপি যে এক ব্যক্তির, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। উভয় স্থলেই বোধিসত্বমূর্ত্তি ছত্র এবং দণ্ড বা যষ্টি ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি এবং তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। উভয় খোদিত লিপির অক্ষর এক প্রকার ; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষর। Dr. Buhler Iudische Palæography গ্রন্থে এইরূপ অক্ষরকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপ অক্ষর বলিয়াছেন। অন্যান্য কুশান্ খোদিত লিপির সহিত তুলনা করিলে ইহার নিম্নলিখিত ভিন্নত্ব দেখা যায় :—

---

inscription has been edited by Dr R L Mitra Journal Asiatie Society of Bengal vol. XXXIX Part I p. 130 and by prof Dowson Journal Royal Asiatic Society new series Vol. v p. 192 and plate 3 no. xxxii and by Dr T Bloch in J. A. S. B. 1898 p. 274

১। "য" বর্ণটী যখন অন্য অক্ষরে যুক্ত হয় অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষররূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা ক্ষত্রপ লিপিতে সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের ন্যায় 'য' ফলা লিখিত হয় না।

২। "ষ" বর্ণটীর মধ্যভাগের রেখাটী বামভাগে যুক্ত থাকে, কিন্তু কুশান্ লিপিতে এই রেখা দক্ষিণ ও বাম উভয় বাহুই স্পর্শ করে।

৩। সংযুক্তাক্ষরে নিম্নস্থ বর্ণের মাত্রাটী লিখিত হয় অর্থাৎ উপরের অক্ষরের সহিত একটানে লিখিত হয় না।

৪। লিপি অতি সুন্দর ও অত্যন্ত পরিষ্কার; অক্ষরগুলির অধিকাংশই চতুষ্কোণ, কিন্তু কুশান্ লিপি গোলাকৃতি ও অত্যন্ত অপরিষ্কার।

এই অক্ষরে খোদিত আর তিনটী খোদিত লিপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এগুলি ক্ষত্রপ রঞ্জুবুলের পুত্র ক্ষত্রপ শোদাসের খোদিত লিপি:—

১। মথুরার কারাগারের নিকটে প্রাপ্ত একটী খোদিত লিপি।*

২। মথুরার কঙ্কালি টিলা নামক স্থানে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।†

৩। মোরা নামক কূপে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।‡

বারাণসীর খোদিত লিপিটীর ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সংমিশ্রণ ললিত বিস্তরের গাথাগুলি এই ভাষায় লিখিত। Dr. Bloch র মতে ইহা প্রাকৃতভাষী ও ব্যাকরণানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংস্কৃত ভাষা লিখিবার চেষ্টার ফল। এই সংমিশ্রণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত:—

১। অকারান্ত বা ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর এক বচনে "আয়ে বা ইয়ে" ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা 'বারাণস্যাং' স্থলে বারাণসিয়ে 'শ্রাবস্ত্যাং' স্থলে শাবস্তিয়ে।

২। পুংলিঙ্গ ইকারান্ত বা উকারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে "স্ত" বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—ভিক্ষোঃ স্থলে ভিক্ষুস্ত, সর্দ্ধবিহারিণঃ স্থলে সর্দ্ধবিহারিস্ত।

৩। সংযুক্ত অক্ষরগুলিতে কোন স্থলে প্রাকৃত ভাষার সংযুক্তাক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—চংকমে (সংস্কৃত চংক্রমে) সর্দ্ধবিহারিস্ত (সংস্কৃত সধ্র্যগ্ বিহারি)

৪। সাঞ্চীর খোদিত লিপিসমূহের একস্থলে "সধিবিহারিন্" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, § ইহার অর্থ সর্দ্ধবিহারির ন্যায়। পালিভাষায় ইহার প্রথমাংশ "সদ্ধিং" রূপ ধারণ করে এবং খোদিত লিপির ভাষায় ইহা সদ্ধ বা সর্দ্ধ হয়। ইহা সংস্কৃত সধ্রকের অপভ্রংশ এবং সার্দ্ধ হইতে উৎপন্ন নহে। ইহা Prof. Pischel এর মত এবং Dr Bloch তাঁহার প্রবন্ধে ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। বারাণসীর খোদিত লিপিতে "সর্দ্ধবিহারি" ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রাবস্তীর

* Archaeological Survey Report, vol iii p. 30 plate xiii no I

† Epigraphia Indica. vol ii p. 199 no ii with plate.

‡ Archaeolo Survey Reports, vol xx p. plate v no 2.

§ Epigpaphia Indica vol ii p. 389 Inscription, no 209.

খোদিত লিপিতে "সদ্ধাবিহারি" শব্দ আছে। সদ্ধ্যবিহারী বা সর্দ্ধ্যবিহারী যে সার্দ্ধ হইতে উৎপন্ন নহে, ইহার কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

৫। ত্রেপিটক বা ত্রেপিটিক—ইহাতে ত্রিপিটকের শিক্ষক বুঝায়। ভারতগ্রামের স্তূপের রেলিংএ খোদিতলিপিতে পেটকিন্ শব্দ পাওয়া যায়।* খোদিতলিপি:—"অয় জাতস পেটকিনো স্থচি দানং"।

বোম্বাইপ্রদেশে কান্হেরি গুহায় খোদিতলিপিতে "ত্রৈপিটকোপাধ্যায়" শব্দ পাওয় গিয়াছে। খোদিত লিপি:—

ত্রৈপিটকোপাধ্যায় ভদন্ত ধর্ম্মবৎস।†

বৌদ্ধ ইতিহাসকার লামা তারানাথের গ্রন্থে ত্রৈপিটক শব্দ মহাসম্মানজ্ঞাপক উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

Schiefner এই শব্দটীকে জর্ম্মণ ভাষায় Dreikorbhalter অনুবাদ করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন;— Drei ত্রি korb পিটক বা ঝুড়ি halter আধার, যিনি ত্রিপিটকের আধারস্বরূপ অর্থাৎ ত্রিপিটকজ্ঞ।

বারাণসীর খোদিত লিপিতে "ঘ, ঞ, ঝ, ঙ, ঠ, ড, ঢ, ফ, শ," ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রাবস্তীর খোদিত লিপিতে "খ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ঠ, ঢ, থ, ফ," ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ছ, জ) কনিষ্কের স্তম্ভের সহিত আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির পদতলে ও পশ্চাদ্ভাগে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। মূর্ত্তির পশ্চাৎ-স্থিত লিপিটী চারিপংক্তি, এই চারিপংক্তি স্তম্ভ-লিপির প্রথম চারি পংক্তির অনুরূপ। পদতলস্থ খোদিত লিপিটী দুই পংক্তি:—

১। ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য বোধিসত্বো প্রতিস্থাপিতো

২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লনেন সহাক্ষত্রপেন বনস্পরেন

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বারাণসী কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একজন মহাক্ষত্রপের অধীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শাসন করিতেন। মহাক্ষত্রপ সম্ভবতঃ মথুরায় বাস করিতেন। ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই রাজদ্বারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; কারণ শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্রপেরা নিশ্চয়ই বৌদ্ধভিক্ষুমাত্রেরই আজ্ঞাধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইঁহারা রাজবংশোদ্ভূত; ইঁহারা চীর ধারণপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটন

---

* Indian Antiquary vol XXI p. 237 no 134.

† Report of the Archaeologieal Survey of western India Series Vol V—
Report on the Elura cove temples and the Brahminical & Jaina caves in Western India p. 77

কালে এক এক স্থলে এক একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত অশোকস্তম্ভের একটী খোদিত লিপি ও ক্ষত্রপাক্ষরে লিখিত খোদিতলিপি :--

(ঝ) পরিগেণ্হ রাজ্ঞ অশ্বঘোষস্য চতরিশে সংবছরে হেমতপখে প্রথমে দিবসে দসমে।

এই খোদিতলিপির অক্ষরগুলিকে ক্ষত্রপাক্ষর বলিবার কারণ :—

১। অশ্বঘোষের "শ"টী পূর্ব্বোক্ত মহাক্ষত্রপ শোদাসের "শ"এর সদৃশ।

২। "ষ" যখন সংযুক্তাক্ষরে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন "্য" ফলার পরিবর্ত্তে "ষ"কার লিখিত হইয়াছে।

৩। অক্ষরগুলি কুশান্ খোদিত লিপির অক্ষর অপেক্ষা পরিষ্কার।

৪। "ষ" বর্ণটী আকারে চতুষ্কোণ এবং মধ্যস্থ রেখাটী কেবল দক্ষিণপার্শ্বে যুক্ত।

ইহার অর্থ :—

রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সংবৎসরে হেমন্ত অর্থাৎ শীত ঋতুর প্রথম পক্ষের দশম দিবসে পরিগ্রহের নিমিত্ত। ইহার পর চারিটি অক্ষর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বঘোষের "ষ" মথুরার খোদিত লিপির "ষ" এর ন্যায়।*

(ঞ) ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে খোদিত লিপি আছে, আমি ইহার পাঠোদ্ধারে অক্ষম হওয়ায় বঙ্গের Archaeological Surveyor Dr. T Bloch. কে ইহার প্রতিলিপি প্রদান করি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

খোদিত লিপি :—

অচর্য্যানংস……পরিগ্রহে বাৎসীপুত্রিকানাং।†

এই খোদিত লিপির "ন"টী গুপ্তাক্ষরের "ন" এর ন্যায়। অশ্বঘোষের আর একটী খোদিত লিপির এক অংশ পূর্ব্ববর্ণিত মন্দিরের উত্তরস্থ প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি :—

(ট) ১। রাজ্ঞ অশ্বঘোষ।

২। দিপল হেম।

মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি :—

(ঠ) ১। নপাসংঘে ভেতবে এবং

২। ভিখুনিচ-সংঘভোখতি-স উদতানি দুস সানং ধাপয়িয়া আনুবিসসি।

৩। আবাসয়িয়ে হেবংইয়ংসাসনে ভিখুসংঘ সিচ ভিখুনিসংঘসিচ। বিনপয়িত বিয়ে।

---

* Jaina Inscriptions from Mathura no xviii p 204 and plate 2nd line "ষত্তহরিস্ত।

† বাৎসীপুত্রিক বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের নাম।

অশোকের স্তম্ভানুশাসন (১৭৪ পৃঃ)

৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকালিপী তুফাকংতিকংহুবাতি সংসলনসি নিখিতা।

৫। ইকাচ লীপিহেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাথতেপিচ উপাসকা অনুপোসথং য়াবু।

৬। এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে অনুপোসথংচ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে।

৭। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে আজানিতবেচ আবতকেচ তুফাকং আহালে।

৮। সবত বিবাস যাথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসুকোটবি সবেসু এতেন।

৯। বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M. R. A. S. মহাশয় এই খোদিত লিপির নিম্নলিখিত সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন :—

১। সংঘং ভর্ত্তুং এবং

২। (ভিক্ষু) ভিক্ষুণী চ সংঘো ভক্ষতি অবদাতানি দূষ্যাণি এবাং ধাপয়িতুং আজ্ঞাপয়ামাস।

৩। আবাসায় এবং ইয়ং শাসনে ভিক্ষুণসংঘঞ্চ ভিক্ষুণীসংঘঞ্চ বিনয়ায়।

৪। এবং দেবানাং প্রিয় আহ ঈদৃশী চ ইয়ং লিপিঃ যুষ্মাকং অন্তিকে ভবতি সংস্মরণায় লিখিতা।

৫। ইয়ঞ্চ লিপিঃ ঈদৃশমেব উপাসকানাং অন্তিকে লেখাপয় তেঽপি চ উপাসকা অনুপোষথং যাতি।

৬। এতদেব শাসনং বিশ্বাসয়িতুম্ অনুপোষথঞ্চ ধ্রুবায় একৈকং মহামাত্রে পোষণায়।

৭। যাতি এতদেব শাসনং বিশ্বাসয়িতুং আজ্ঞাপয়িতুঞ্চ আবৃতকায় যুষ্মাকমাহারে।

৮। সর্ব্বতঃ বিবসথ যূয়ং এতেন ব্যঞ্জনেন এবমেব সর্ব্বেষু কোটবিশপেষু এতেন।

৯। ব্যঞ্জনেন বিবাসয়ত।

ইহার অর্থ :—

১। সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ।

২। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল।

৩। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের সমীপে যাঁহারা বিনয় বা শিক্ষাগ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল।

৪। দেবানাং প্রিয় এইরূপ বলেন "ঈদৃশী এই লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের স্মরণার্থ উৎকীর্ণ থাকিল।

৫। এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসক-গণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন।

৬। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ম ও প্রতিপালনকার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্ম এক একটী মহামাত্র নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্ম এই শাসন (প্রচারিত হইল)

৭। (সাধারণের নিকট) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ম ও বিজ্ঞাপনের জন্ম এবং আপনাদের আহার ও রক্ষা বা আশ্রয়ের জন্ম এই শাসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

৮। সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশ গমন করুন।

৯। এইরূপ কোট বিশ্বপেয়া বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন।

এই খোদিত লিপির দ্বিতীয় পংক্তি এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভের কৌশাম্বী অনুশাসনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তি, এবং সাঞ্চী অশোকস্তম্ভের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির অনুরূপ। * অশোকস্তম্ভানুশাসনগুলির মধ্যে বারাণসীর, এলাহাবাদের, কৌশাম্বী ও সাঁচীর অনুশাসন এক নূতন শ্রেণী প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

বারাণসীর অনুশাসন।	এলাহাবাদের কৌশাম্বী অনুশাসন।	সাঞ্চীর অনুশাসন।
২য় পংক্তি :—	২। সংঘংভোখতি ভিখুব	সংঘংভোখতি ভিখুবা ভিখুনি
ভিখুনিচ সংঘভোখতি সঈদ-	ভিখুনীবা ওদাতানি দুসানি—নং	বা ওদাতানিদুসানং
আনি দুসসানং ধাপয়িয়া	ধাপয়িতু আনাপেস...	য়িতু আনা—সসি।
আহুবিসসি।		

এই অনুশাসনে কতকগুলি নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে যথা :—

সংসলনসি, আবতকে, কোটবিসবেসু, আজানিতবে ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, কোটবিসবেসু রাজকর্ম্মচারি-বিশেষের নাম। কিন্তু দেবদত্ত রামচন্দ্র ভাণ্ডারকর Assistant archæological Surveyor Bombay Circle বলেন, যে ইহা স্থানবিশেষের নাম এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহা কোটবিশ্রবেসু আকার ধারণ করে। Dr. Hultzsch Epigraphia Indica পুস্তকে ইহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবেন।†

(চ) এই খোদিত লিপিটী খননকালে আবিষ্কৃত একটী মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত আছে। খোদিত লিপি :—

দেয় ধর্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষোঃ বুদ্ধসূর্য্যস্য যদত্র পুণ্যং তদ্‌ভবতু সর্ব্বসত্ত্বানাং অনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে।

এইরূপ আরও চারি পাঁচটী খোদিত লিপি আছে। এইগুলি সমুদায়ই দানবিষয়ক এবং ইহার একটী প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে।‡

---

* Indian Antiquary Vol xix p 124-126, Epigraphia Indica vol ii p 87 and 355.

† Annual Report of the Superintendent Archaeological Survey United Provinces and Panjab circle, 1904-05.

‡ Ibid p. 22 nos 120-138 and p. 47-48.

•(গ) গত চৈত্র মাসে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ খননকালে দুই একটী ভগ্ন স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে মৌর্য্যাক্ষরে খোদিত লিপি আছে:—

ভগবতো খভোদানং

খভো অর্থে স্তম্ভ। এই শব্দ ভারহুতগ্রামের স্তূপের রেলিং এর স্তম্ভ সমুদয়ে বহুবার উৎকীর্ণ আছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা

বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণের উপাদান-সংগ্রহের জন্য বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ, গ্রাম্য গীত এবং কবিতাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক। ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য উদ্দেশ্য-সাধনকল্পেও উহাদের প্রয়োজনীয়তা সামান্য নহে। অধিকন্তু, গ্রাম্য কবিতাদির প্রচার দ্বারা যুগে যুগে মানবহৃদয়ের রুচি ও গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণও একান্ত সহজসাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আজ আমরা পরিষদের পাঠকবৃন্দকে 'চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাঁধা' কয়েকটি উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রকৃতির রম্য-কানন চট্টগ্রাম সাহিত্যসেবার পক্ষে অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের জন্মভূমিতে কত অপরিমেয় সাহিত্য সম্পদ্ অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, কে তাহার খোঁজ করে? এই যে পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি পচিয়া গলিয়া যাইতেছে, আজো ত তৎপ্রতি কাহারো কৃপা-কটাক্ষ-পাত ত হইল না! লোকমুখে যাহা রক্ষিত আছে, তাহার উদ্ধার-সাধন ত আরো দূরের কথা! লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াই আমাদের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এণ্ডারসন্ সাহেব বাহাদুর Chittagong Proverbs নামক সুন্দর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপহার দিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের হালিয়া সাইর (সারিগান), প্রভাত গান, হকিয়ত, ভেঁায়র, গাজীর গানের পালা, ফুলপাটের গান, হওলা প্রভৃতি লোক-মুখের সম্পত্তি-রাশি অনাদরের জিনিস নহে, কিন্তু আদর করিবে কে? অত্রকার প্রবন্ধধৃত ধাঁধাঁ গুলিও লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইল।

এই হেঁয়ালীগুলি বিশেষতঃ কৃষক-বালকদেরই সম্পত্তি। অন্ততঃ হেঁয়ালীগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। গৃহস্থালীর এবং সাধারণ দ্রব্যগুলি সম্বন্ধেই অধিকাংশ ধাঁধাঁ প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকগুলি ধাঁধাঁতেই শিক্ষিত হস্তের স্পর্শচিহ্ন বিদ্যমান নাই; এরূপ স্থলে আমরা অনুমান করিতে পারি, ধাঁধাঁগুলির অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষকমণ্ডলীর রচিত।

পাঠকগণ, পণ্ডিতমণ্ডলীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সমস্যা ও হেঁয়ালী দেখিয়াছেন; তৎসঙ্গে কৃষক-

গণের সহজ-জ্ঞান-প্রসূত, আড়ম্বর-বিহীন এই ধাঁধাঁগুলির তুলনা করুন। তুলনায় যে সত্য নিষ্কাসিত হইবে, আমাদের আশা আছে, তাহা সাহিত্য ইতিহাসে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে না। আমরা সমালোচক নহি; পাঠকগণের প্রতিই সমালোচনার ভার বিন্যস্ত হইল।

কোন কোন ধাঁধাঁর ভাষা হইতে সুরুচি-প্রিয় পাঠকগণের নাসিকায় কুরুচির দুর্গন্ধ লাগিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রুচি-রস-বিহীন নিরক্ষর কৃষকগণের সঙ্গে আনাগোনা করিতে গেলে আমাদিগকে তদ্ভাবাপন্ন হইতেই হইবে, ইহার অন্যথা হইলে মনস্কাম-সিদ্ধির আশাই বিড়ম্বনা মাত্র। সুখের বিষয়, ধাঁধাঁগুলিতে অনেক স্থলে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেও অশ্লীলতাব্যঞ্জক ভাবরাশি বড় একটা নাই। কেবল কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লইয়াই যাহা কিছু গোল। কিন্তু কুরুচির ঘ্রাণ পাওয়া যায় বলিয়া ভাষাভিধান হইতে সেই শ্রেণীর শব্দরাজির অপসৃতি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব কি?

আমরা ধাঁধাঁগুলি প্রায় অবিকৃতভাবে প্রচারিত করিলাম। চট্টগ্রামের ভাষা সম্বন্ধে ১৩০৯ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় আমার লিখিত "চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দুর্ব্বোধ্য শব্দগুলি নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল। আর কতকগুলি শব্দের অর্থ উক্ত প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে।

আইল=আলি—ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকস্থ বাঁধ; অপরার্থ—আসিল। আঁড়ু বা আণ্ডু—হাঁটু; আঁতরি—অন্ত্র, আঁত; আধার—মাছ বা পাখীর আহার।

ইন্দি—'এই-খান-দি'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; সেইরূপ,—উন্দি=ঐ-খান-দি; হিন্দি=সেই-খান-দি; কুন্দী—কোন্-খান-দি; যিন্দি=যেই-খান-দি। উভা=উভা—দণ্ডায়মান বা খাড়া; উহুত=উভুত (?) নিম্নমুখ, উপুড়।

একানা=একটু-খানা; একানা-ছাড়া—অতিক্ষুদ্র। কল্লা—মাথা; কাইত=কাত, পাশের দিকে একটু হেলানো; কান্তে=কান্দিতে; সেইরূপ,—কান্না=কাঁদনা; রান্না=রাঁধ্না। কান্ধা=কাঁধা, স্কন্ধ, কাঁধি। কাঁওড়ানী=কামড়ানী। কুস্তাল—ইক্ষু; কেঁঅন=কেমন; কেঁয়াইল্—কাঁকালি; কৈল্জা=কলিজা; কোঁচাচ্ছা—পরিষ্কার-করণিয়া; খড়িআ—(মুসলমানেরা বলেন—'খলাল' আচমনকালে দন্ত পরিষ্কার করণার্থ যে তৃণ-বিশেষ লওয়া হয় তাহা; (সাধারণতঃ 'খর্গ্যা" উচ্চরিত হয়।) খাউরি—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র 'হাঁড়ি' বিশেষ। খাড়ি—'ভরট' পুকুরে বা বিলে মাছ ধরিবার জন্য যে অল্প পরিমিত স্থানের চতুর্দ্দিকে 'আইল' বাঁধিয়া দেওয়া যায়; এইরূপ 'খাড়ি'তে মাছ আসিয়া জমা থাকে। তাহা মাঝে মাঝে সেচন করিয়া মাছ ধরিতে হয়। খোয়াইল্—আশ্রয়-স্থান বিশেষ; খোঁয়াড় (Lair, den) ইত্যাদি। মাছের আশ্রয়-স্থানেরই সাধারণতঃ ঐ নাম।

গাউর=গাভুর—চাকর; 'যুবক' অর্থও করা যায়। এই শব্দেই- 'আলি' (আলী) প্রত্যয় যোগ করিয়া 'গাভুরালী' (দীনেশবাবুর মতে 'আলী' প্রত্যয়-যোগে 'গাভুরালী') নিষ্পন্ন করা যায়। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, ১৩০৯ সালের ৩০ শ্রাবণের 'এডুকেশন গেজেটে'

মল্লিখিত 'একটি শব্দ-রহস্য' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। গিল—গিরগাছ বাহিয়া উঠিবার জন্য যে বংশাগ্র-ভাগ পুঁতিয়া দেওয়া যায়; অপরার্থ,—গিলিয়া ফেলা। গুলগুল্যা—গোলাকার। গুলা—গোটা; ফল। চাওর=চাপড়; চিত্তারা—চিত্রযুক্ত; চিত্তারা-মিত্তারা—চিত্রবিচিত্র; চিড়ি—বেত লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত করিলে এক এক খণ্ডকে 'চিড়ি' বলে।

ছুঁই—শিম; ছালুআ—ছাল ('বাকল' বিশেষ) যুক্ত। জান—পুকুরের জল-গমনাগমন-পথ, ইহার অপরার্থ—প্রাণ, সম্বাদ। জালা—ধান্য অঙ্কুরিত হওয়ার পর গাছ কতকটা বর্দ্ধিত হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে। এই 'জালা'ই রোপণ করা হয়। জুঁইর—বংশনির্ম্মিত আতপত্রবিশেষ; বর্ষাকালে বৃষ্টি-নিবারণের জন্যই ইহার ব্যবহার হয়। (বরিশালের 'জোমরা'।)

ঝাড়—ঝোপ, জঙ্গল। টিআ—নিতম্ব দেশ।

ঠাই—(হিন্দুর উচ্চারিত 'থাই') মনে করুন, জলে নামিলে জল গলদেশ সমান হইল; কারণ পা মাটি ছুঁইয়াছে। এইরূপ হইলেই 'ঠাই' পাওয়া হয়। ডিঅলী=দীঘলী—দীর্ঘ; লম্বা। ডুম—ডুব। ঢাঅনি=ঢাকনি (Cover)।

তও=তবুও। তে—সে; ইহার স্ত্রীলিঙ্গে হিন্দুমতে 'তাই', মুসলমানি-মতে 'তেঁহ'; সেইরূপ,—তিনি=হিন্দুমতে 'তাঁই', মুসলমান-মতে 'তেঁই'। (উভয়লিঙ্গে)। তেলইন্—মৃৎপাত্রবিশেষ। তোলন্যা=তোলনিআ; যে তোলে। থাঙ্গী=থাকি; থায়=থাকএ (থা×ক×এ; 'ক' লুপ্ত); থামসা—তামাসা; থিয়াই=স্থির হই বা দাঁড়াই; থিয়াতে=বা দণ্ডায়মানাবস্থাতে।

দল—এক রকম ঘাস। দাঁওনা—একরকম কণ্টক বৃক্ষ। দুআ=দুয়া—দুটা। দেঈলে=দেখিলে; দেওইয়া—দাতা।

নিঅলি=নিকলি। নুড়া—চুলাতে আগুন ধরাইবার জন্য যে অল্প খড় জড়াইয়া লওয়া যায়।

পইর—পুকুর। পাঅলী=পাগলী। পাহালা=পাখালা—প্রক্ষালন করা। 'দিক্' অর্থও হয়, যেমন ১৮শ ধাঁধাঁয়। পিড়া—কাষ্ঠনির্ম্মিত আসন এবং পিরা'—গৃহের অংশ বিশেষ। পৈল্=পড়িল; পোচ্ছরা—কীটভুক্তবৎ; পোঁঝা—বোঝা; ('পুঞ্জ' শব্দ-জাত কি?) পোঁদ—গুহ্যদেশ, পাছা।

ফুরাইলে—শুকাইলে; ফেঁঝা—আবর্জ্জনা; ফোঁডি বা কঅডি—গুহ্যদেশ।

বগা—বক; বজা—ডিম্ব; বাইঅন—বেগুন; বাইস—মাছের ছানা; বাশলা—বাকল; বাড়ই—সূত্রধর; বিড়া—২০ গণ্ডা পাণে এক বিড়া হয়। বেটিবা=বেটিগা—বেটিটি; বেরেটি (তুচ্ছার্থে)। বেলইন্—ময়দা 'বেলিবার' এক রকম কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য।

ভায় (ভাএ)=ভাসএ; (ভা+স+এ; 'স' লুপ্ত)। ভিঁডা—ভিটি, ভিত্তি। ভোগ—ক্ষুধা।

মাত—বাক্য-কথন; মিডা = মিঠা; মুঠা—('মুষ্টি' শব্দ-জাত) ধান্যের 'জালার' বোঝা বিশেষ। মুহে = মুখে; মেজা—আবর্জ্জনা; মেটি = মাটি। লাই—বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ; অপরার্থ,—লাগি (জন্য)। লুতুরমুতুর—নরম তরম; লেট্ডা = লেংটা।

সুরঙ্গ—গর্ত্ত; বিদ্যাসুন্দরের 'সুরুঙ্গ' মনে করুন।

হক্কল—সকল; হলইদ—হলুদ, হরিদ্রা,; হাড্ডি—হাড়, অস্থি; হাঙ্গে—জলে; হানক—শানকি, মেটে বাসন; হালাল—এখানে 'জবে' করা; বধকরা; ইহার বিপরীত—'হারাম'। হাপ—সাপ; হাঁচুরিত্ = সাঁচুরিতে, সাঁতারিতে; হিলবিল—বিল ইত্যাদি; হিঁডা বা হুঁড়া—নির্জ্জীবপ্রায়; শুষ্কপ্রায়; হিঁচে = সিঁচে; হুদ্দা—শুদ্ধ; সহ। হেলাইয়া—তৃণবিশেষ। হেরে—ছিদ্রে। হৈল = শৈলমাছ।

নিম্নে এক একটী ধাঁধা ও তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

১

হিলত্ লুটে, বিলত্ লুটে।
লেজত্ ধৈর্‌লে ফালদি উঠে॥ উঃ = ঢেঁকি।

২

ছাগল লুটে, দড়ি হাঁটে। = লাউ।

৩

ঝিঁয়া ফুল কুটি রইয়ে, তোলন্যা নাই।
বড়্ উঠান পড়ি রইয়ে, কোঁচাইন্যা নাই॥
উঃ = তারা ও আকাশ।

৪

হেট্ কলসী উপর্ ডাল,
পাতা মেলে চৌচাল;
যদি কলসী ফুল ফুটিবি,
হাজার টেকার মূল ধরিবি। = মানকচু।

৫

চাইর পাশে লোহার আইল্।
মাঝে কেঁঅনে জোঁয়ার আইল্॥ = নারিকেল।

৬

এক হৈলর্ দুই মাথা।
হৈল্ গেইয়ে কৈল্‌গাতা॥ = নৌকা।

৭

ঝাড়র্‌থুন্ লিকলিল্ জোজা।
পোদত্ লাঠি মাথাত্ পোঁঝা॥ = আনারস।

৮

তিন পাহাড়র্[১] হেরে।
বেতগুলা ধরে॥ = চড়্‌কি।

৯

কালা ছাগলর গলাত্ দড়ি।
হাটে নিলে কাড়াকাড়ি॥ = তেলের'ডাউর'।

১০

জিঁই জিঁই পাতা, বোঁ বোঁ ডাল।
ফল কেয়া বেঁকা, বিচি কেয়া লাল॥
উঃ = তেঁতুল।

১১

রাজারো হাজারী।
চুল বান্ধে আছাড়ি॥ = 'জালা'র মুঠা।

১২

রাজারো হাজারী।
এক্কৈ থিয়াত্ বান্ধে বত্তিশ থান কাচারি॥
উঃ = বোল্‌তার বাসা।

১৩

উপর্‌থুন্ পৈল বুড়ী।
ছায়্ মায়্ আঠার কুড়ি॥ = বৃষ্টি।

১৪

এণ্ডে থাই (থাকি) মাইর্‌লাম্ ছুরি।
ছুরি গেল্ পাতাল ফুঁড়ি [বা পুরী]॥
= 'কুচিয়া' নামক জলজীব।

---

১) 'মুড়ার' পাঠান্তর।

১৫
হাঁটে গুর্‌গুর্‌ ছিঙে মেটি।
ছ চৌখ তিন কৌড়ি॥
উঃ=কৃষক ও দুই বলদ।

১৬
উপর্‌থুন্‌ পৈল বুড়ী।
তিন ঠেং উআ করি॥
উঃ=‘তিহরি’ চুলার খুঁটা।

১৭
রাজার পোআ ভাত খায়।
দুআ পোআ চাহি খায়॥=হাঁটু।

১৮
রাজার পোআ গা ধোয়।
চাইর পাহাল দি লৌ ভায়॥
উঃ=শোল মাছের ‘বাইস’।

১৯
রাজারো বাড়ীত যাইত পারে।
আহিত[২] ন পারে॥
উঃ=‘চাই’ নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

২০
উপরেও মেটি, নীচেও মেটি।
হেণ্ডে[৩] ভিতর সম্‌ সম্‌ বেটি।=হলুদ।

২১
ওঁস্‌ খোস বুক টান্‌।
কন্‌ জন্তর চাইর কান্‌॥=ঘর।

২২
তালপাতা তালনি, কুম্ভাল্‌ পাতা ঢাক্‌নি।
কন বাড়ইএ কুন্দাইএ,
হাজার টেকা মুলাইএ॥=সিন্দুক।

২৩
কাণকাটা কৈ মাছে তাল গাছ বায়।
পোচ্ছিরা বেটিবা দরবারত্‌ যায়॥=টাকা।

২৪
ছোটি মোট পইর্‌গোআ,
ইচা মাছে ভরা।=লেবু।

২৫
টৈর্‌তে উহুত্‌, মাইর্তে চিৎ।
ভিতরে গেলে মন পিরীত্‌ (প্রীত)॥
উঃ=ভাতের গ্রাস।

২৬
কান্ধার উপর কান্ধা।
যে ভাঙি দিত্‌ ন পারে, তার বাপ ছন্দা গাদা॥
উঃ=কলার ছড়া।

২৭
জানর্‌ বগা জানতা খায়্‌।
জান্‌ পুরাইলে বগা ধায়॥=প্রদীপ।

২৮
একগাছ ছনে বড়্‌ঘর ছায়্‌।=প্রদীপ।

২৯
উহুত্‌ ঘড়া, মধুভরা।=গরুর ‘ওলান’।

৩০
এক পইরর্‌ চাইর খুঁটা।
ফল তুলে গাছ হুঁডা॥=গরুর ‘ওলান’।

৩১
ঘর আছে দুয়ার নাই।
মানুষ আছে মাত্‌ নাই॥=কবর।]

৩২
ধলা কুক্কুরী লুটিত্‌ পারে, উঠিত্‌ ন পারে।
উঃ=ছেপ্‌ বা নিষ্ঠীবন।

৩৩
আট ঠেং যোগ আণ্ডু [আঁঠু বা হাঁঠু]।
জাল বসাইয়ে রাধাকান্থ।
মাছ ন বাঝে, কেঁজা বাঝে[৪]॥=মাকড়সা

৩৪
ইন্দিও বরই গাছ, উন্দিও বরই গাছ,
ঝল্‌মল্‌ করে।

---

(২) আহিত্‌=আইত—আসিতে।
(৩) হেণ্ডে—সেইখানে।
(৪) বাঝে—বদ্ধ হয়।

রাজা আইউক্, পাত্র আইউক্,
খিয়াই ছালাম করে ॥
উঃ = প্রতিমা বা মস্‌জিদ।

৩৫

ছোট মোট পইর্‌গোআ, ইচা মাছেভরা।
টিপ মাইর্‌লে হক্কল্ মরা ॥ = লেবুর 'কোঁয়া'।

৩৬

আকাশেতে ঢুলুঢুলু পাতালেতে লেজ।
কন্ ঈশ্বরে বানাই এড্‌গে কৈল্‌জা
ভিতর ক্লেশ ॥ = আম।

৩৭

পত্র কালা পুষ্প ধলা।
সার পেলাই দি লয়্ বাওলা ॥ = পাটিপাতা।

৩৮

লাইঅর উপর লাই, টেপ্ পড়িয়া যায়।
সোণার মাছলি ভাঙ্গি গেলে,
জোড়া দেওইয়া নায় ॥ = ডিম্ব।

৩৯

গলা আছে তলা নাই।
পেট আছে আঁতরি নাই ॥
উঃ = 'পল' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

৪০

অপর্‌থুন্ ঝম্ ঝম্ পড়ি আধার খায়।
আপনে শিকার করি বন্ধরে খাবায় ॥
উঃ = 'ঝাক্রি' নামক মাছ ধরিবার জাল।

৪১

একানা-ছাড়া হিদল গাছ এথ হিদল ধরে।
একটা হিদল খাইলে বুর্গ্যা পোঁদত্
চাওর্ মারে ॥
উঃ = 'ধাহুয়া' নামক ক্ষুদ্র লঙ্কা।

৪২

এলাইন্ বেলাইন্।
হক্কল্ দেসে একই তেলাইন্ ॥ = চন্দ্র বা সূর্য্য।

৪৩

বাড়ীর পিছে কলস্ত গাছ।
গোটা এড়ি পাতা খাস্ ॥ = নারিচ গাছ।

৪৪

রাজারো খুড়ী।
এক বিয়ানে বুড়ী ॥ = কলাগাছ।

৪৫

দল পিঁ পিঁ, দল পিঁ পিঁ,
দলে করে বাসা।
হাড্ডিও নাই, হুড্‌ডিও নাই,
করে কেঁঅন থাম্‌সা ॥ = জলোকা।

৪৬

রাজারো পোয়া ভাত খায়।
পিড়ার তলদি হাপ ধায় ॥ = পিপড়া।

৪৭

এক পইরর মাঝে, কালা বিলাই নাচে।
এক বুড়ী দবর বায়, ছ কুড়ি নাটুআ নাচে ॥
উঃ = খই।

৪৮

হলইদ্ বরণ গা, খইর্গ্যা বরণ পা।
ঝাড়ত্ খাই ভিক্কি মারে, চম্‌কি উঠে গা ॥
উঃ = বোল্‌তা।

৪৯

আয়া লট্‌কন্, মারে পট্‌কন্।
উঃ = নাসিকা দ্বারা নির্গত শ্লেষ্মা-
বিশেষ, শিক্‌নি।

৫০

অতি দীর্ঘ দীর্ঘ নয়, বিগত্ প্রমাণ।
এক ঠেলায় ন গেলে,
তেল আন্ তেল আন্ ॥
উঃ = তাঁতির কাপড় বানাইবার 'নাইল'।

৫১

রাজার পইরত্ রাজাএ ঠাই পায়।
আর কেহ এ ঠাই ন পায় ॥
উঃ = শাক্‌লা বা পদ্ম।

৫২

রাজার পইরত্ রাজাএ হাঁচুরিত্ পারে।
আর কেহ এ ন পারে ॥ = কদু গাছ।

৫৩

পানিত্ থায় 'থাকে' মাছ নয়।
দুই শিং লাড়ে, মৈষ নয় ॥=শামুক।

৫৪

কেঁচা অক্তে মুতুর মুতুর, পাকিলে সিন্দুর।
এই দস্তান যে ভাঙ্গিত্ ন পারে,
তে হয় যে বাত্যা উন্দুর ॥=পাতিল।

৫৫

পোআ কালে দুই শিং।
যোয়ান কালে নাই শিং।
বুড়া কালে দুই শিং ॥=চন্দ্র।

৫৬

উঠ্‌তে সূর্য্য নমস্কার।
পড়্‌তে মাটি নমস্কার ॥=কলার 'থোড়'।

৫৭

রাঙ্গা রাতা, উহুত্ মাথা।=থোড়।

৫৮

উপরথুন্ পৈল্ তাল।
তালে মাইরল তিন কাল ॥=চালিতা।

৫৯

বাড়ীর পিছে ছুঁইঅর্ গিল্।
আপনার মাথা আপনে গিল্ ॥=কচ্ছপ।

৬০

টুউর্ টুউর্ ডুম মারে।
পোঁদে আধার থায় ॥=সূঁচ।

৬১

পোঁদে ঠেলে মুহে খায়।
কান্‌তে কান্‌তে ঘরত্ যায় ॥=কলসী।

৬২

তিন কোণর মধ্যে গাতা।
কেঁয়াইল লাড়ি মারে জাতা ॥
দুই আঙুর উপরে তোলে।
ঝর্ ঝরাইয়া পানি পড়ে ॥
উঃ=‘লুই’ নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

৬৩

হেটে আচ্‌মান্, উপরে সুরুব।
গেঁজ মারে যে বুরুত্ বুরুত্ ॥=তাঁতীর তাঁত

৬৪

লাড়ে চাড়ে দুই হাতে পারে।
কেঁকাই উঠ্ যখন, ঢুকাই দিয়ে তখন ॥
উঃ=আগুন ধরাইবার জন্ত ঘাসের 'মুড়া'।

৬৫

দুআ উআ এক্ গউআ কাইত।
ভরি দিয়ে সারা রাইত ॥=দুয়ার বাড়ি।

৬৬

কালা কালা দাঁওনা, কালা ঘাস খায়।
রাইত হইলে দাঁওনা, খোরইলত্ যায় ॥
উঃ=নাপিতের ক্ষুর।

৬৭

চিতারা মিতারা ভোতরা গাই।
হাটত্ও ন মিলে, দেশত্ও নাই॥ =আকাশ।

৬৮

মুড়ার উপর হরিণ চরে।
হাত বেড়িএ বেড়াই ধরে।
দুই ছুরিএ হালাল করে ॥=উকুণ।

৬৯

ছোট মোট বেটিবা বহুত খাডি হিঁচে সিঁচে।
ইঁচা পোকে কামড় দিলে তুরুৎ তুরুৎ নাচে ॥
উঃ=খই।

৭০

গাতত্ থুন্ নিআলি নিকলি নাক কাঁওড়াণী।
উঃ=বাতকর্ম।

৭১

রাজারো ডেম্, গড় গড়াইলেম্ (১)।
যে ধরিত্ পারে, তারে হাজার টেকা দেম্ ॥
উঃ=বাতাস।

৭২

এই কুল থাই (থাকি) মাইরলাম্ ছুরি।

---

(১) লেম্—নিই।

বেত কাটা গেল্ আঠার কুড়ি॥
উঃ=নাপিতের কাঁচি।

৭৩

কাঁধে আইএ, কাঁধে যায়।
বিনা দোষে মারণ খায় ॥=ঢোল।

৭৪

গাছ ছালুআ, পাত্তা ঢালুআ।
দেইখ্‌তে হিঁডা, খাইতে মিডা (মিঠা)॥
উঃ=পেঁপে *।

৭৫

হাতীথুন্ উচল।
মাটিথুন্ নীচ॥=আলু।

৭৬

রাজারো কেন্ কেন্না ঘোড়া,
কেন্ কেনাইত যায়।
হাজার টেকার মরিচ খাইএ,
আরো খাইত চায়॥
উঃ=লঙ্কা পিসিবার 'পাটা' বা 'পাভা'।

৭৭

রাজারো বড়্ গাই বড়্ বিলত্ চরে।
রাজারে দেইলে (দেখিলে) দুই ঠেং উআ করে
উঃ=কাঁকড়া।

৭৮

আগাত্ থর থর গোড়াত্ মেজা।
হরিণী বিয়াইএ দ্রৌপদী রাজা॥
উঃ=কালী আঁকা।

৭৯

আগাত্ খোর গোড়াত্ মেজা।
আণ্ডার বাড়ী গোরাং রাজা॥
গোরাং রাজার পথত্ ঘর।
আণ্ডার বাড়ী খিতাব চড়্॥=মাটিআ আলু।

৮০

ও কুল কুলনি, গাছর আগাত্ ঢুলনি।
পাঙ্গলে (*) হক্কলে খায়,
লেংডা হই হাটত্ যায়॥=তেঁতুল।

৮১

আগা তিতা গোটা থর।
ছাল পবিত্র করি ধর॥=বেত।

৮২

ছোট মোট খাউরি,
চুরা আঁটা ন কুড়ি।
সাত শত গাউরে খায়,
তও চুরা ন ফুরায়॥=পাণের চুণ-পাত্র।

৮৩

চাইর মু' মুখলড়ে চড়ে, এক মু' বন্ (বন্ধ)।
পিছ দি চলি গেল্ এই মানুষ উআ কন্॥
উঃ=মরা মানুষ।

৮৪

রাজারো ঘোড়া,
ছুইলে কাইত হই চিৎ হই পড়ে।=শামুক।

৮৫

এত্তর চিডি বেতর বান (বাঁধ)।
যে ভাঙি দিত্ পারে তারে আধ বিড়া পাণ॥
উঃ=ঝাঁটা।

৮৬

রাজারো পইরত সিন্দুর ভাসে।
দেখ্যে কনে? কালিদাসে॥
শুন্যে কনে? দুর্গাদাসে।
ভাঙি দিত্ ন পারে আষ্ট মাসে॥
উঃ=শৈল মাছের 'বাইস'।

৮৭

বড়্ পইরত্ বড় মাছ,
মোচড়ি ভাঙ্গম্ কেঁডা।
সেই কেঁডা ভাঙ্গি দিব,
সাহী সোণার বেটা।
সাহী সোণার বেটা নয় সত্যপীরর নাতি।
এই কিচ্ছা ভাঙ্গি দিব আশিন আর কাতি॥
উঃ='শিখরী' নামক জলজগাছের ফল।

৮৮

গাছর নাম ও পাতা,
পাতার নামও পাতা।=পাটীপাতা।

---

* চট্টগ্রামী ভাষায় 'কোইরা'।

(*) 'পাঙ্গলে'—পাকিলে।

৮৯

ঝাঁপ রৈয়ে পেটত্।
পুত্ গেইয়ে হাটত্॥=কলা।

৯০

মা ডিঅলী ছা পাঅলী।
পুত্ গুল্‌গুল্যা ॥=সুপারি।

৯১

ঝাড়থুর্‌ন্ নিকল্যে ঠুঠ্যা।
ভাত ভরি দিএ মুত্যা ॥=কাগজি লেবু।

৯২

ঢাকা দি লাগ্যে আগুন
কৈলগাতা গেইএ পোড়া।
শঙ্খ নদী ভুট্‌ভুটাইএ
নলুউআ [৭] দি ধাইএ ধুঁয়া ॥=হুকা।

৯৩

বাগুিনীর হাট, বাগুিনীর ঘাঠ।
বাগুিনী ন গেলে ন মিলে হাট ॥—টাঁকা।

৯৪

চাইর আঙ্গুলর পাড়ি, [৮]
হকল গুষ্ঠি আগুি [৯]।
আরো কত্‌দুর বড়ি [১০] ॥
উঃ=কলাপাতা বা কাগজ।

৯৫

এক খড়্গ দুই দন্ত।
ডিমা পাড়ে অনন্ত॥
বিলত্ চরে পক্ষী।
ও ধর্ম্ম তুই সাক্ষী ॥=ইচা মাছ।

৯৬

ছ চরণে চাইর চলে।
দুই মুহে এক বোলে॥
দুই পোঁদে এক লেজ।
খাউক মুর্খে ভাঙি দিব
পণ্ডিতে ভাঙ্গতে বাঝে পেঁচ॥
উত্তর=অশ্ব ও সোয়ার।

৯৭

যাইতে দৌড়, আইস্তে ধীর।
পথে এড়ি আইলাম মহাবীর ॥=বিষ্ঠা।

৯৮

কালা কুঁইলা জলত্ ভাসে।
হাড্‌ডি নাই তার মাংস আছে ॥=জোঁক।

৯৯

উর্দ্ধমুখী উঠে বীর, ভূমিত্ দিয়া পা।
মাসে মাসে ঋতুস্নান ঠোঁঠে ঠোঁঠে ছা॥
উত্তর=নারিকেল।

১০০

নীল কপিল দুই বর্ণ।
চাইর চোখ দুই কর্ণ॥
চৌদ্দ ঠেং এক মাথা।
শুনরে অচরিত (আচম্ব) কথা ॥=কাঁকড়া।
বেঁকা লেজ।
ভাঙি দিতে বড় পেঁচ ॥=কুকুর।

১০১

উপরে ঢোল্, ভিতরে খোল্।
বছর বছর নারকল ছোল্॥=ঘর।

১০২

ঝাপর উপর ঝাপ।
তার উপর কালন্তর হাপ ॥ =সাপ।
কালন্তর হাপে ডিমা পাড়ে।
কেহএ গণিত্ ন পারে॥ =তারা।

১০৩

উড়ি যাইতে পক্ষী পড়ি পাক খায়।
আপনে আধার আনি পররে যোগাএ॥
উঃ—'ঝাক্রি' নামক জাল।

১০৪

এক হাত বাঁশ,
ভাঙ্গে বারমাস। =চুলা।

৭। 'নলুয়া' নামক একগ্রাম আছে। পক্ষান্তরে, হুকার নলটি।

৮। পাড়ি—পাটা।

৯। আগুি—আঁটি, থাকিতে পারি।

১০। বড়ি—বাঁটিয়া রাখি।

১০৫

ওরে ওরে কুঁইলা।
কোডে কোডে[১১] গেইলা॥
চাইর মাথা বার ঠেং।
কোডে কোডে দেইলা (দেখিলা)॥
=দুগ্ধদোহন-রত দুই লোক ও সবৎসা গাভী।

১০৬

এক মুড়ার হেরে, গুইএ ডিমা পাড়ে।
গুই চাইতুম্ গেলুম রে,
গুইএ ভিল্‌কি মারে॥
উঃ=তাঁতির কাপড় বানাইবার 'নাইল'।

১০৭

আগাত্ ডেম্ ডেম্,
না মেলে পাতা।
যে ভাঙি দিত্ ন পারে,
তে জন্মের গাধা॥ =গরুর শিং।

১০৮

এক টিয়র্‌গ্যা মাধব ভাই।
গাছত্ উঠি দমা বাই॥=কুড়ালি।

১০৯

বাহারে (বাহিরে) অস্থি ভিতরে চাম্।
কেঁঅন মর্দ্দর ফিকিরর্ কাম॥
উঃ=জুঁইর' নামক আতপত্র।

১১০

ছোট মোট ভিটা উআ,
টুর্গ্যা হরিণ চরে।
দশ গাউরে দৌড়াই আনে,
দুই গাউরে ধরে॥ =উকুণ।

১১১

শঙ্খচক্র মাউরি ঘিলা।
প্রভু আনি হাতত্ দিলা॥
খাইতাম আছে থুইতাম নাই॥
এই দৈর্ব্য (দ্রব্য) সংসারত্ নাই॥
উঃ=শিলা, বর্ষোপল।

১১২

পৃথিবীতে জন্মিয়াছে লক্ষ মহাজন।
হস্ত নাই পদ নাই নাইক জীবন।
পশু এ পাইলে তারে টানি টানি খায়।
ঘরত্ থাঙ্গি ভানুআ দেও ফুক্যা মারি চায়॥
উঃ=কুড়িআ বা শুষ্ক ধান্য-তৃণের স্তূপ।

১১৩

দশ মুণ্ড ন দাড়ি।
ষোল ঠেঙ্গে বার্গ্যা বারি॥
কুড়ি চৌখ কুড়ি কাণ।
দেখি আইলাম বিদ্যমান॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে কয়।
আর চাইর ঠেং উপরে রয়॥
উঃ=বিবাহের 'মুখচন্দ্রিকা'।

১১৪

চেঁ ভেঁ, বাঁশ তলা দিনে।
চাইর মাথা বার ঠেং,
হিসাব করি দে॥
উঃ=দুগ্ধ-দোহন-রত দুই লোক ও সবৎসা গাভী।

১১৫

তুতুরিথুন্ তুত্তুরি,
উচল মুড়ার বাঁশ।
থাউক মূর্খে কৈব,
পণ্ডিতর ছ মাস॥ =দাঁতের 'খড়িআ'।

১১৬

পোআ কালে বস্ত্রধারী,[১২]
যোয়ানকালে উলঙ্গ।
বুড়াকালে জটাধারী,
মধ্যে মধ্যে সুরুঙ্গ॥ =বাঁশ

১১৭

দুই চিবা মধ্যে কোরা দুই কারা তলে।
ঠেং তুলি আহার করে ভিতরে গেলে চলে॥

১১। কোডে—কোথায়।

১২। 'বাল্যকালে পিন্ধন সাড়ী।' পাঠান্তর।

না চলিলে বড় দুখ চল্‌তে লাগে ভালো।
হীন কালিদাসে বলে যাহা বুঝ তাহা নয়॥
উঃ=কাঁচি।

১১৮

সাগরে উৎপন্ন নগরে বসতি।
মাত্র পুত্ ছুইলে পুতর কন্ গতি॥
উঃ=লবণ।

১১৯

আগা ছোটি গোড়া আবিলাস।
ফুল নাই, গোটা নাই, ধরে বার মাস॥[১৩]
উঃ=পাণ।

১২০

উপর থুন্ পৈল্ থাল।
থালে নৈ এ আঠার কাল॥ =ঠাঠার।

১২১

ভাঙ্গা ঘরত কইর (ফকির) নাচে। = খই।

১২২

উপর ঠেইল[১৪] ঝাক্কি পড়ের্।
খাইতাম আছে, থুইতাম নাই॥
উঃ=শিলা, বর্ষোপল।

১২৩

এক সুয়ারি (সুপারি) তিন বেয়ারি।
উঃ= বেপারী।
ভাঙি দিতন পার্‌লে কাণ মোচড়ি।
উঃ= 'টেইয়া' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

১২৪

ভাত খায় কলসী, ন ধোয় মুখ।
কেহএ দে, কেহএ ন দে, ন ভরে ভুগ॥
উঃ=কুকুর।

১২৫

লতাএ টানে।
মুড়া শোশাএ॥ =চড়্কা।

১২৬

কোটি কোটি তুঁই কোটি কোটি আইল।
হেণ্ডে কইলাম নানান শাইল॥
রাত হৈলে পাকেও না, ফুলেও ফলেও না॥
উঃ—হাট।

১২৭

হানক ভাঙ্গা টুর্কী রাঙ্গা।
খাইতে মিডা পাতা রাঙ্গা॥
উঃ—'শিখরী' নামক জলজ গাছের ফল।

১২৮

উপর্‌ঠেক্যা কুয়র্‌ঠেক্যা মেট্যা ডিণ্ডির ছা।
ছ চোখ তিন কঅডি কাণ্ড দেখ্যাস্ চা॥
উঃ—লাঙ্গল, কৃষক ও বলদ।

১২৯

ও কুচিলা কুচিলা রে, পিঠে তোর নাভি।
ছা ন হইতে, খালাস হৈল গাভী॥
উঃ—বন্দুক।

১৩০

আগা খস্‌খস্যা।
ধরে ধুম্‌ধুম্যা॥ —চাল কুমড়া।

১৩১

এই কুলেও ঝাড়, অই কুলেও ঝাড়।
ঝাড়ে ঝাড়ে বারি খার্॥
উঃ=চক্ষুর 'বাইল্' পাতা বা ভ্রূদ্বয়।

১৩২

উচল পইবর নীচ পায়।
গুরুগুরি হাঁসে বজা পার্॥
উঃ—সুতার 'উয়ালা' নামক যন্ত্রবিশেষ।

১৩৩

চাইর্ কোণত্ চাইর খুড়া, মধ্যে ভিঁড়া।
দেইখ্‌তে ধোপ্, খাইতে মিডা (মিঠা)॥
উঃ—দুগ্ধ।

১৩৪

এই ঘরথুন্ ঐ ঘরত্ যায়।
ধুপুর্ ধুপুর্ আছাড় খায়॥
উঃ=ঝাঁটা বা পিছা।

---

১৩ 'আগা ঢলমল পাতা কোপিলাস।
ফুল না, ফল না ধরে বারমাস॥" পাঠান্তর।
১৪ ঠেইল—ডাল, শাখা।

১৩৫

পাখীর নামে নাম তার অধরের বৈরী।
ঝাড়িলে সে ন ঝড়ে, এই দুঃখে মরি॥
উঃ=‘ভাডাইয়া’ নামক একপ্রকার তৃণ।

১৩৬

কুড়াই কাড়াই ধুপ্পুর।
উঃ=বাড়া দেওয়া ধান ভানা।

১৩৭

কাঁকড়ার উক্তি—
খাওর্ যে বেটা ঠেং নাই তোর্‌তে।
কেঁছোর উক্তি—
মাথা নাই বেটা হুন্‌লি (শুন্‌লি) কারতে।
কাঁকড়ার উক্তি—
ছ মাস আগে নৈর্‌গে যে, হুন্‌লাম্ তার্‌তে॥
উঃ=কাঁকড়া, কেঁছো ও ঢোল।

১৩৮

এই কুলেও হাল, অই কুলেও হাল।
মাঝে এক গাছ খাল॥
পোআএ বুড়াএ ছালাম করে।
তেও মর্দ্দের বাল॥ = হুকা।

১৩৯

অঝ ঝরি কন্যা তঝ ঝরি পড়ে।
বাহারে (বাহিরে) নিয়ইলে (নিকলিলে)
চিলে ছোক্ মারে॥
উঃ=মোরগের ছানা।

১৪০

ছেছেরে আইএ ছেছেরে যায়।
তার টিয়া পাহালা (পাখনা) হকলে খায়॥
উঃ=মরিচ পিসিবার ‘বাটনী’।

১৪১

আকাশেতে ঝুলুমুলু পাতালেতে রোয়া।
এই বছর মরিব যে তের কুড়ি পোআ॥
মাঝে মাঝে মরিব যে ধেয়ম ধেয়ন গাই।
বুড়া বুড়ী মরিব যে লেখা জোখা নাই॥
উঃ=ঠাঠার।

১৪২

রাজার পোআর জাঙ্গাল দি,
রাজার পোআ যাইত পারে।
আর কেহএ যাইত ন পারে॥
উঃ=‘ও রলি’ নামক পিপড়ার জাঙ্গাল।

১৪৩

রাজার পোআ ভাত খায়।
এক্ গউআ পোআএ চাহ খায়॥ (থাকে)
উঃ=জলপাত্র ; গ্লাস ইত্যাদি।

১৪৪

পাদেত পাদরস্তি ; গুনেত ভাগ্যমস্তি।
বোলেন্ত মহাপাতকী॥=বাতকর্ম্ম।

১৪৫

খাল কুলে কুলে হেলাইয়া ঢুলে।
গল্লা নাই বেটা মানুষ গিলে॥=কোর্ত্তা।

১৪৬

ছোট মোট ভিঠাউয়া, টুর্কী বাইঅন্ ধরে।
টুর্কী বাইঅন্ ছিড়্‌ত গেলে, মনে টুউর্
টুউর্ করে॥=টাকা।

১৪৭

এক আঁড়ু পানিৎ লাগাইলাম ফুল।
ছটাক পানি ফুটৌক্ ফুল॥=ভাত।

১৪৮

দেড় কুণি ভুঁইয়র, চাইর কুণি মাথা।
পোক হইএ যে জটা জটা॥
সেই পোকে পড়ে।
বড় বড় পণ্ডিতে বুঝে॥=পুস্তক।

১৪৯

হাউ ঠেং ভাউ ঠেং মাট্যা ডিডির ছা
দশ ঠেং তিন মাথা টান্যা রস খায়॥
উঃ=দুগ্ধদোহনকারী ও সবৎসা গাভী।

১৫০

এক অক্ষরে দুই নাম, তার নাম রি।
ঝড় বাতাস হৈলে তারে জলে পেলাই দিই॥
জলে পেলাই দিলে তার পেটে হয় ছা।
মহম্মদ খাজিএ কহে এবে তুলি চা॥
উঃ=চাই। (ক্রমশঃ)

নারায়ণ-দেবের পাঁচালী

(দ্বিজ দীনরাম-বিরচিত)

হিন্দুর 'সত্যনারায়ণ,' আর মুসলমানের 'সত্যপীর' একই কথা। কিন্তু ইহাদের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ বঙ্গের সর্ব্বত্র একই রকম উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাচীন কবিগণ 'স্বাধীন পথে' বিচরণ করিতে ভয় করিতেন, ইহা কি তাহারই পরিচয় নহে?

১৩০৭ সালের 'পরিষদে' আমার লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' এই পুঁথির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলাম। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অনেক কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া আজ সমগ্র পুঁথিখানি 'পরিষদের' পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

কয়েক জায়গায় ব্যতীত সর্ব্বত্র বর্ণবিন্যাসে আমি হস্তার্পণ করি নাই। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি সকল স্থলে 'অবিকৃত' রাখিতে গেলে অনেক টীকা টিপ্পনীর আবশ্যক হয় বলিয়াই স্থানে স্থানে বানান শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। এই পুঁথির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়।

আবদুল করিম।

বন্দোম সত্যনারায়ণ,　　দয়া কর অনুক্ষণ,
মতি রহুক তুম্মা পদ তলে।
নিবেদিএ কায় মন,　　রহে জেন অনুক্ষণ,
মধুকর জেন কমলে॥
সংসারের সার তুমি,　　কি বোলিতে পারি আমি,
তুমি চারি বেদরে আধার।
তোমা সেবি প্রজাপতি,　　সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে জার অধিকার॥
সেবিআ তোমার তরে,　　স্বর্গে ইন্দ্রে রাজ্য করে,
অমরমণ্ডলে দণ্ডধর।
যুগে যুগে তোমা সেবে,　　তাহারে অধিষ্ঠান হবে,
ত্রিভুবনে বোলে পুরন্দর॥
তুমি প্রভু দয়ামএ,　　অবতার কথ হএ,
আগম নিগম অবতার।
তুমি জারে কর দয়া,　　ধন্য হ'জে সেই কায়া,
সেই পুণ্য সংসার ভিতর॥

মীনরূপ পরিহরি, কূর্ম্ম রূপ ধরি,
নরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদার।
বামনরূপ ধরি, বলিকে ছলনা করি,
দ্বারিরূপে রাখিলা জে দ্বার॥
রামরূপে অবতারে, পরশুরাম বোলি জারে,
অযোধ্যাতে তাহার পশ্চাত।
রাবণ বধের হেতু, বন্ধন করিলা সেতু,
রাবণেরে করিলা নিপাত॥
রোহিণী উদরে রাম, হৈলা প্রভু বলরাম,
বিরাজিত এ মহীমণ্ডলে।
নিত্য লীলা বৃন্দাবনে, লীলা নিত্য স্থানে স্থানে,
বৈষ্ণরূপ হইলা পশ্চাতে॥
সংখ্যা নাহি অবতার, হইলা প্রভু বারে বার,
দৈত্য মারি করিলা নির্ভয়।
বিপ্রে তোমাকে ডাকে, কাতর হইআ থাকে (তাকে?),
শীঘ্রগতি গেলা মহাশয়॥
বসন হরণ কালে, দ্রোপদী ডাকিল ভালে,
রক্ষা কর প্রভু গদাধর।
শুনিআ কাতর বাণী, সেই ক্ষণে চক্রপাণি,
বসন হইল বিশ্বম্ভর (বিশ্বাম্ভর?)॥
পঞ্চ ভাই জতুগৃহে, সেখানে রাখিলা তাকে,
কে বুঝিতে পারে তুআ মায়া।
তোমার মহিমা জথ, তাহা বা কহিমু কথ,
অনাথশরণ নারায়ণ। ২০
তোমা ভাবে সেই জন, একান্ত ভাবিয়া মন,
নাম লৈলে পাপ বিমোচন॥
ত্রিলোচন নাম দ্বিজ, আছি লাম (?) অবনী মাজ,
তাকে প্রভু হইল সদএ।
ধরিআ ফকির ভেস, * দ্বিজেরে দিলা উপদেশ,
কাঞ্চন নগর মহাশএ॥

---

* ভেস—বেশ।

দ্বিজকে দয়া হৈআ, নিজমূর্ত্তি প্রকাশিআ,
ব্রহ্মলোকে কহিলেন ডাকিআ।
শুনি দ্বিজে এই কথা, সত্বরে তুলিল মাথা,
সমাক্রত (সমাগত ?) ফকির দেখিআ॥
দ্বিজে বোলে তুমি কেবা, পরিচয় মোরে দিবা,
বচন ভাষে লাগে ভএ।
জে হও সে হও তুমি, করপুটে কহি আমি,
কৃপা করি দেও পরিচএ॥
তবে প্রভু দয়া করি, চতুর্ভুজ রূপ ধরি,
নিজ মূর্ত্তি করিলা প্রকাশ।
কি কহিবো রূপের ঘটা, কোটি চন্দ্র জিনি ছটা,
এ ঘোর তিমির কর নাশ॥
এক হস্তে শঙ্খ সাজে, চক্রভুজে করে মাঝে,
গদাপদ্ম শোভে দুই ভুজে।
নানা আভরণ গাএ, দেখি লোক মূর্চ্ছা জাএ,
ব্রাহ্মণের সমুখে বিরাজে॥
রূপ দেখি দ্বিজবরে, মূর্চ্ছা হৈল কলেবরে,
মোহিত হইল ভূমিতলে।
সেইরূপ পরিহরি, ফকিরের রূপ ধরি,
দ্বিজবর লইলেক কোলে॥
তবে দ্বিজ স্থির হৈল, নানাস্তুতি ভক্তি কৈল,
ভূমি গতে নোমাইআ মাথা।
প্রভু হৈআ নিজ ভেস, দ্বিজকে দিল উপদেশ,
পূজা হেতু কহিলা বারতা॥
পূজা দিআ দ্বিজবর, সম্পদ ভরিল ঘর,
নিত্য (নৃত্য ?) গীত করে নিরন্তর।
কাঠিআরা পূজা দিল, পূজা দিআ স্বর্গে গেল,
পশ্চাতে পূজিল সদাগর॥
পূজা মানি নাহি দিল, বাণিজ্য করিতে গেল,
রাজঘরে পড়িল বিপাকে।
পূজিল সাধুর জায়া, বন্দি স্থানে কৈলা দয়া,
নানাস্থানে রাখিলা তাহারে॥

ফকিরের ভেস পথে, ছলনা করিলা তাতে,
অবশেষে দিলা পরিচয়। ৪০
সাধু পরিত্রাণ পাইআ, শীঘ্র তরণি লৈআ,
ঘরে গেলা সাধুর তনয়॥
শুভবার্ত্তা পাইআ ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতু হইল বিপাক।
জামাতা ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুঃখী,
জামাতা বোলিআ ডাক॥
তাকে দয়া কৈলা ঘাঠে, ডিঙ্গা ডুবা পুন উঠে,
হরষিত হৈল সদাগর।
পরবাসী (?) জথ জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দৈর্ব্য (দ্রব্য) করিলা বিধান।
ঘরে নিআ মধুকর, পূজা দিলা সদাগর,
সোআ প্রমাণে দৈর্ব্য আনি।
পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিআ ত সভারে,
সবে মিলি করিলা জে ছিন্নি॥
ব্রাহ্মণের ভেস হইআ, নিজ মূর্ত্তি দেখা দিআ,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ।
ভক্ত-বশ সদাএ প্রভু, অন্যমত নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ॥
ভাবি সত্য নারায়ণে, দ্বিজ দীনরামে ভণে,
ভাষা-ব্যাস-গিরির পাঞ্চালী।
প্রভুর চরণে মন, রহুক অনুক্ষণ,
নিবেদিলু করি পুটাঞ্জলি॥৫১

"ইতি নারাঅনদেবস্য পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীনরোত্তম কেরানির স্বাঅক্ষর তান তনঅ শ্রীরামচন্দ্র বাবুর স্বকিঅ বহি। ইতি সন ১১৭৯ মঘি তারিখ ১৬ মাঘ রোজ বুদবার॥"

৩০৮। সপ্তবারের কিতাব।

ইহা এক প্রকার মূর্খলোক-ভুলানো জ্যোতিষগ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি রোগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে নিম্নাঙ্কিত চিত্র-মধ্যস্থ যে কোন একটি 'ঘর' বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যাগুলি যথাক্রমে রবি, সোম প্রভৃতি সপ্তবারনির্দ্দেশক। মনে করুন, ১ম (রবিবারের) ঘরটি ধরা গেল। তাহা হইলে, উক্ত বারের ফলাফল এইরূপ :—

"রবির খেপেতে যদি কোন জনে রোগির জন্ন জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহারে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি বারি (বাড়ী) থাকি আসি মন কিছু বেজার হই-আছে, রাস্তাতে কোন জন্নার (জানোয়ার) দেখি আছ, দুইজন লোক এক জাগাতে বসিআছে তাহা দেখিআছ, রাস্তা দি আসি লোকের লাগৎ পাইআছ, এই মত এই রকম জদি রুজু বলে, তবে হারিয়া (নৈঋত) কোনেতে থাকি যুক্ত (?) দেবতার দিষ্টি হইআছে, তাহার ডালি পিঠালি দিয়া মনিস্তের মুক্তি বানাইব, ভাত তরকারি উপহার জেই মিলে দিব। রাজা (ঈশান) কোণেতে বারাইব, তবে আরাম ৬ হএ দিনে হইবেক।"

এইরূপ সপ্তবারের ফলাফলে পুঁথি সমাপ্ত। অল্প দিনের নকল ; ভাষাও তাই দেখিতেছি। পত্রসংখ্যা ৪, উভয় পিঠে লিখিত।

৩০৯। চৌত্রিশাক্ষরী বর্ণনা।

আরম্ভ :—

কন্না কিন্নি লিখী, কুউ কেঐ দেখি,
কৌঙ কংগ ক্রমে হএ।
খন্না খিন্নি লেখি, খুন্নু খোন্ন দেখি,
খৌন্নৌ খংন্ন ক্রমে হএ॥

শেষঃ —

হন্না হিন্নি লেখি, হন্ন হেন্ন দেখি,
হোন্নো হংন্নু ক্রমে হএ।
ক্ষর্ম্মা ক্ষির্ম্মি লেখি, ক্ষুর্ম্মু ক্ষের্ম্মৌ দেখি,
ক্ষোর্ম্মৌ ক্ষংর্ম্ম ক্রমে হএ॥

"ইতি চৌতিস অর্ক্ষরি বর্ন্না সমাপ্ত। শ্রীনীলমণি দাস গুপ্তস্য। লেক্ষক শ্রীরাম-দুলাল মণ্ডল পীছরে সুধারাম মণ্ডল মুঃ সাং সিহরা (সিংহরা) পাটকর্ক্ক দুঃখেন্ন লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। ১২২৭ মঘি তাং ২৫ ফাল্গুন।" রচয়িতা, বোধ হয়, উক্ত নীলমণি গুপ্তই। প্রাগুক্তবৎ ৩৪টি চরণে সন্দর্ভটি সমাপ্ত। এই নীলমণির কৃত 'কালিকা-স্তুতি' নামক সন্দর্ভের পরিচয় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।*

* নিম্নোদ্ধৃত গীতটির কি অর্থ আছে ?
"আর না যাইমু বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে,
রে কালিয়া সোণা। ধু।
বিলের মাঝে চিলের বাসা কুত্তা (কুকুর)
বিয়ায় গাছে।
সেই চিল ধরিআ খাইল রামগাড়িকা মাছে॥
কাকরের মারে ঘোলে আমার ককির কৈ।
ঘ্যাঘে মৈষে হাল যুড়িছে পিপড়া দিছে মই॥"

৩১০। মনসাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

জয় দেবি বিসহরি জয় জয় কাণি।
জগত গোরি নাম ধর জগত জিবকারিণি॥
জরতকারুমুনি জাআ জয় মাতা ব্রাহ্মণি।
বন্দেয়ং শ্রীপাদদ্বন্দ্বে সদাএ শিবনন্দিনী॥

শেষ :—

তুমি পদ্মা মনসা জে আস্তিকের জননী।
তোমার যে সহচরি নেতাই হরনন্দিনী॥
ধন বর দেয় মোরে তুমি ধনকারিণী।
বন্দেয়ং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

"শ্রীরুহিদাস নাথ পীং তিতারাম বৈদ্ধ মৃতসাং তেকোটা। ১২৩৫ মঘি ২০ চৈত্র।" চরণসংখ্যা ৩২; ভণিতা নাই।

৩১১। কালিকা-স্তুতি।

আরম্ভ :—

কালি কুণ্ডলিনি, করার (করাল) বধনি,
কাল ভয়-হরা তারা।
খটাঙ্গধারিণি, খলবিনাসিনি,
খর্পর করেতে ধরা॥
গণেস জননী, গিরির নন্দিনী,
গৌরিশ গৃহিনী হইলে।
ঘূর্ণিত নয়না, ঘোররূপা সামা,
ঘোররূপে প্রবেশিলে॥

শেষ ও ভণিতা :—

হর আরাধনে, হর আকিঞ্চনে,
হর পদ দিলে বক্ষে। (?)
ক্ষমতা বিসেসে, নীলমণি দাসে,
মাগিতেছি মুক্তি ভিক্ষে॥

চরণ-সংখ্যা—৩৪। অল্পদিনের লেখা।

৩১২। কবিরাজী পুঁথি।

আরম্ভ :—

নম গণেসায়। অথ প্রেমেহর অউসদ।
হলদ্রার ছরা ১ এক তোলা করি (কড়ি)? পোরা কাকি ১ এক তোলা। এই দুই পদ বাটিআ বাণ্ডা (ঠাণ্ডা?) জলে * * করি খাইলে। তবে প্রেমেহ ধাউ ভালা হবে।

শেষ :—

পুনশ্চ লোকের চৈখেতে খারিস্থে ধরে চৈউক পেচুরাএ তাহার ঊসদ। সাদা তামাকুর বচুর (?) রস সত্ একপদ দুই পদ একত্রে সীলে ঘসী রস লইয়া বিকালে বুইতে চৌক্ষুতে দিলে থোরা জলী (জ্বলি) উঠে তবে খারিস্থা ভালা হএ।

"শ্রীতনুরাম পীছর লক্ষন নাত সাকীমে বাড্রসত (বারশত) মোকাম কন সাহার (?) ডিহির পার বুঅক্ষর পুস্তক।" তারিখাদি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ২১; দুই পীঠে লেখা। বোধ হয়, অসম্পূর্ণ। বৃহৎ আকার। লেখা প্রাচীন।

৩১৩। মনসার পাঁচালী।

সম্ভবতঃ ইহা একখানি নূতন মনসা পুঁথি। একাধিক কবির ভণিতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে 'মধুসূদনের' রচনাই বেশী। প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'দৈ মধু' বা 'দৈ মধুসূদন' এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। 'দৈ' শব্দটীর অর্থ 'দোহাই' হইবে বলিয়া মনে হয়।

আরম্ভ :—

৭ নমো গনেসাঅ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাসাঅং সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পার্ব্বতিপ্রিঅপুত্রায় গণেসাঅ নমোস্তুতে॥

নমো বিসহরি ইকস্য (?) মুনিমাতা।
ভগিনি বাস্থকি তথা জেরৎকারমুনিপত্নী
মনসা নমস্তুতে। অথ পদ্ম পুরাণোক্ত (?)
মনসা পাঞ্চালি লিখ্যতে। প্রথম বন্দন।

প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্নহন্তি মোহামতি,
স্বরণে (স্মরণে ?) পাসই (?) দুরে জাএ।
জারে ভুজ এ দন্ত (?), মহিমা নাহিক অন্ত,
মুণ্ডে তুলি কুকরি খেদাএ॥
প্রথম মৃগল (যুগল ?) পুটে প্রণতি গণেশ ঘটে,
গায় পোতক রমা (?) নাহিক অন্ত।
বাম রঙ্গারাগ পাটা (?), ললাটে ভস্মের ফোটা,
গণপতি সংসার প্রধান॥

* * *

(আবার, বন্দনার পর।)

হরি সুত নন্দলালে এই রস গাএ।
জনমে জনমে দাস মনসার পাএ॥

তারপর, আবার :—

নিরঞ্জন পদসার, ভাব নাহি বুদ্ধি নাহি আর,
ধই(?) মধুসোধনে সুবচনে।

'সৃষ্টিপত্তনের' শেষে :—

বিসহারি চরণে কমল মধু আশে।
জগত বন্নভে ভনে মনসা যবিলাসে॥

গ্রন্থ-মধ্য হইতে :—

(১) ভুবন ইশ্বর নাচে গঙ্গা লইয়া শিরে।
শ্রীমধুসুদন ভনে মনসার বরে॥
(২) ভকত জনেরে বর দেয় বিসহরি।
ভবানীর পদযক্ষে দৈ মধু ভিথারি॥
(৩) সেবকেরে বর দেয় হৈয়া আনন্দিত।
সারদার চরণে দৈ মধু গাএ গীৎ॥
(৪) হরনন্দিনির পাএ, হরি সুতনন্দে গাএ,
হরিপদ তরাঅ সংসারে।
(৫) সেবকের বর দেয় জয় বিসহরি।
দৈ মধুসুদনে ভনে সরস লাচাড়ি॥

৯৬ পত্রের শেষ :—

সান্তাইয়া বুড়াএ বোলে আহ্মি বর দিব।
পুত্র বর দিমু তারে বিহা দিন মরিব॥

* * *

আহ্মি কহি সুন মাই ক্রোধ ক্ষেমা কর।
জামাতার সৈজ্যাতে তুহ্মি চলহ সত্বর॥
দৈ মধুসুদনে ভনে মধু আলাপ।
সোনকার কারণে গান গাওরে বিলাপ॥
না বোল না বোল রে মসি এক্ষত বচন।
রতিরস করিতে মোর না লএ মন॥
ছয় পুত্র সোকে প্রাণ দহি নিরন্তর।
ব্যাকুল হই আন্ধারে ভ্রমি ঘরে ঘর॥

৯৬ পত্রের পর খণ্ডিত। দুই পিঠে লিখিত। তারিখাদি নাই। লেখক "শ্রীজিত-রাম দত্ত সাং কালীপুর।" এই অংশের পদ-সংখ্যা প্রায় ৪৬০৮; সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ।

অন্যান্য মনসা-পুঁথির সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ বা প্রভেদ, না পড়িলে বলিতে পারিবে না।

৩১৪। মুরসিদের বারমাস।

আরম্ভ :—

নিরঞ্জন নামখানি লইয়া শতেক বার।
নিদানত পড়িলে আল্লা করিব উদ্ধার॥
আউয়ালে আল্লার নাম দোয়াজে রছুল।
উম্মতে করিছে গুনা নবি বেআকুল॥
সবে বোলে মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদ কেমন জন।
ধড়ের মাঝে আছে মুর্শিদ অমূল্য রতন॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্সিদ ধানে ভরে থির।
ধান হইআ জান দুনিআই হৈল স্থির॥
গিরতে থাকিলে কড়ি খেল্যা লইঅ ধন।
কড়ি না থাকিলে রে নিষ্ফল জীবন॥

(হস্তলিখিত পুঁথি

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্সিদ দিনে হৈল রাতি।
এ লাহুত দরিয়ার মাঝে কে জ্বালাইব বাতি॥
ক্ষেণে জ্বলে ক্ষেণে নিভে কিবা রাত দিন।
এই তিন ভুবনে মুর্সিদ মোরে কৈলা ভিন॥
(ছাপা পুঁথি)

ভণিতা :—

বার মাসের তের খোসা লহ রে গণিআ।
এই গীত জোরাই আছে মোহাম্মদ আলি (?)
মোহাম্মদ আলি নয় রছুলের নাতি (?)
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে খণ্ডে তার দুর্ম্মতি॥
(হস্তলিখিত পুঁথি)

উভয় পুঁথিতে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে। ১২৩১ মঘীর লেখা, পদসংখ্যা (হস্তলিপিতে) ৩৪ ও (ছাপায়) ৩৬। ছাপা পুঁথিতে ভণিতা নাই। উক্ত ভণিতাটিও সন্দেহ-জনক।

অপর একখানি হস্তলিপির ভিতর নিম্নের গদ্যাংশটুকু পাওয়া গিয়াছে :—

"জীবের জর্ম্ম কিসে। পিতৃবির্জ্জে মাতৃরজে। গঠন পঞ্চবিংশতিতত্বে। ২৫। খিতি পঞ্চভূত আর বেদ মোয়াশক্তি (?) জুত (কৃত বা যুত ?)। পিতার চাইর ৪ মাতার চাইর ৪। মাংস অস্থি মার্জ (?) শুক্র ৪ রোম চর্ম্ম রক্ত মেদ ৪ পৃথিবী ১ অব ২ তেজ ৩ বায়ু ৪ আকাস ৫ পৃথিবীর গন্ধ গুন শুভ্রবর্ণ নাসিকাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য (?) গুন পঞ্চ ৫ "অস্থিমাংসনখশ্চৈব রোমং ত্বক পঞ্চমং পৃথিবি পঞ্চগুন প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে। ১। অপগুণ গৌরবর্ণ জিহ্বাতে স্থিতি। তার প্রতিক্ষ্য পঞ্চ গুণ শুক্র স্বনিত মার্জাঞ্চ মলমুত্রঞ্চ পঞ্চমং অপ পঞ্চ ইতি ৫।"

৩১৫। ভারত-সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ। নম সরস্বতি দেব্যাঐ নমঃ।
শ্রীগুরবে নমঃ। ভারথ সাবিত্রি পুস্তক লিক্ষতে॥
'বেদে রামায়ণে' ইত্যাদি শ্লোক।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি করিএ বন্দন।
ভারথ গিতা কিছু সুন দিআ মন॥
ধৃতরাষ্ট্রে জিঙ্গাসিল সুন রে সঞ্জএ।
কেমতে করিল যুদ্ধ কুরু পাণ্ডু ছএ (চয়)॥

শেষ ও ভণিতা :—

অহরাত্র পাপ করে জথ গণ নারে (নরে ?)॥
ভারথ গিতা সুনিলে সর্ব্বপাপ হরে॥
* * *
গিতা পাঠ ফলাফল কহিলাম সত্বরে।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ জগদিসে করে॥
গুরুর চরণে করি সত নমস্কার।
পদভঙ্গ দোস কিছু না লইবা আমার॥
* * *
কাঁকাল জাইনা দআ কর কৃপা করি মনে।
রাত্রি দিবা ভক্তি থাউক শ্রীকৃষ্ণের পদেতে॥

"ইতি ভারথসাবিত্রি গিতা পুস্তক লিখন সমাপ্ত। 'ভীমস্যাপি' ইত্যাদি শ্লোক। স্বঅক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরণ সেন দাস সাং বারশত (বারশত) ইতি সন ১২০৮ মঘি তারিখ ২৬ ফাগুন।" পত্রসংখ্যা—৯, দুই পিঠে লেখা। অতিক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা—জগদীশ গুপ্ত।

৩১৬। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। 'রাগনামা', 'তালনামা' নামধেয় কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। ইহাও সেইরূপ গ্রন্থ।

ইহাতেও রাগতালের জন্মাদি বিবৃত আছে। প্রতিরাগে গেয় এক একটি 'পদ'ও আছে। পদগুলি একজনের রচিত নহে। ইহা সংগ্রহ-গ্রন্থ; মূল-রচয়িতা কে কি জানি? পূর্ব্বালোচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকস্থলে অভিন্নতা থাকিলেও ইহা পৃথক্ গ্রন্থ, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

শ্রীষ্টিপর্ত্তন যুরু

যুন যুন গুনিগণ যুন দিয়া মন।
শ্রীষ্টি পর্ত্তন কহি যুন বিভরন॥
মহাপ্রভু জখনে য়াছিল একসর।
ন য়াছিল উর্ত্তরের দিতে পর্ত্তর॥
ন য়াছিল দেবগণ ন য়াছিল মুনি।
ন য়াছিল মানর্স্যকুল নয়াছিল ধনি॥

শেষ :—

তোর ভরে নৈকা (নৌকা) নাই চলে রে
　　　　　গোপালিনি।
তোমার যৌবন ভরে, নৈকা টলমল করে,
　　কেমনে হইবা গঙ্গা পার।
হের য়াইস, 　　নৈকাতে বৈস,
　　কাঞ্চুলী খুলিয়া রাখ।
কুটি কুটি পেলাও পানি, লর্জা না ভাবিয়
　　জদি হইবা গঙ্গাপার।
　　কিছু দান দেয় য়ার।
　　অনাদানে না জাইবা মাঠেতে।
জদি হইমু গঙ্গাপার, কিছু দান দিমু য়ার,
　　য়নাদানে না জাইমু মাঠেতে।

ভণিতা :—

(১) য়াদি রস্ত ধ্যান চামপা গাজি কহে।
　　না বুজীলে সার মৈদ্ধে চাহ মহাসহে॥
(২) কহে হিণ বুক্সা য়ালি যুন সবাগণ।
　　হএ নহে বিমসিয়া চাহ গুনিগণ॥
(৩) য়াত্রিতে চলন গীদ একবিংস ভাগ।
　　হিন য়ালি রাজা কহে এই মত ভাগ॥

পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে বড় অক্ষরে লেখা। বহির আকার। বোধ হয়, শেষ নাই। লেখক কালিদাস নন্দী। সন ১২১১।১২ মঘীর লেখা।

৩১৭। ভূষণ্ডী রামায়ণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি ১৩০৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই বিবরণ টুকু 'পরিষদের' গোচর করিতেছি।

পুঁথিখানির রচয়িতা রাজা পৃথ্বীচন্দ্র। পদসংখ্যা সাকল্যে ৪০৭। দুই স্থানে ভিন্ন আর সব পয়ারে রচিত।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাম। অথ রামায়ণ লিখ্যতে।
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম কিবা জলধর॥
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান॥
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রধরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন পাশে তালবৃন্ত করে॥

শেষ :—

পৃথিবীতে লক্ষগ্রন্থ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকের পুরে মন আশ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা॥
স্মরণে পঠনে তনু পবিত্র নিতান্ত।
ভবার্ণবে পার সার অজয় কৃতান্ত॥

রামায়ণ স্মরণে অতেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ করিয়া নির্ণয়॥
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ গ্রন্থ সদা কর সার॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
ভূপ পৃথ্বিচন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ॥

"ইতি সমাপ্ত। সন ১৩৩৯? সাল তারিখ ১৭ই বৈশাখ।"

ভাল কথা, চট্টগ্রামে 'ফালুয়া রামায়ণ' নামে এক রকম 'রামায়ণ গান' প্রচলিত আছে। গানের সময়ে গায়কেরা বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করে ও ফাল (লাফ) দেয় বলিয়াই, বোধ হয়, উহার ঐ নাম। এই গান লিপি-বদ্ধআছে কি না, জানি না। না থাকিলে, শীঘ্র তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু এ পোড়া দেশে সেরূপ লোক কই? দরিদ্র আমার পক্ষে তাহা ত সর্ব্বৈব অসম্ভব!

৩১৮। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক,
দারুণি রবির জ্বালা।
নতুন অবলা, আমা ছাড়ি গেলা,
মথুরা নাগরে কালা॥
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
ফিরিব যোগিনী হৈআ।
যে ঘরে পাইব, আপনা বন্ধুআ,
বান্ধিব বসন দিআ॥

শেষ :—

চৈত্র মধুমাস, পুরাইল বারমাস,
হীন হাসিমের বাণী।
কাকুতি করিআ, কৈলে আরাধন,
আসিআ মিলিব গুণি॥

পদসংখ্যা—২৬। ইহার রচয়িতা উক্ত হাসিমের রচিত একটি বৈষ্ণব পদ ও আছে।

৩১৯। চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় নোয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট্ পদে থাকা কালীন তত্রত্য আলাওদ্দিন নামক জনৈক গায়কের মুখ হইতে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। ইহার অত্যল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। মহম্মদ আবদুল জব্বার নামক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ুয়া মহোদয়ের উক্ত হস্তলিপির অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোয়াখালী সহরের ৭ মাইল উত্তরস্থিত বাবুপুরের জমিদারদিগের বৃত্তান্ত তদ্দেশে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ-শাসনের যখন তত কড়াকড়ি হয় নাই, তখন বাবুপুর, দত্তপাড়া প্রভৃতি স্থানের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণ সময়ে সময়ে পরস্পরে সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। সেইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণই এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। সেই সুদীর্ঘ ঘটনা বিবৃতির স্থান এখানে হইবে না।

গ্রন্থের পুরানাম "রাজনারায়ণ ও রাজচন্দ্র চৌধুরীর লড়াই। রঙ্গমালা সুন্দরীর

বয়ান।" রচয়িতার নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বুঝা যায়।

কবি 'হবিব খোদা', মক্কামদিনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও 'ইন্দ্রসভায় চরণ শিরেতে বন্দিয়া' এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

'চৌধুরী ছিল রাজা নারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাইতের জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী॥
হাট মিলাল ঘাট মিলাল গলি সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি॥'

অন্যত্র, 'রঙ্গমালার পত্র'খানির নমুনা দেখুন :—

'ওহে প্রাণবন্ধু প্রাণ (প্রেম ?) সিন্ধু নয়নের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্বর আসিয়া প্রিয় করহ মিলন॥
শিশিরে না ভিজে মাটি বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নপুর হই চরণে মজিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
ঘাইট গুনা অপরাধ দোষ ক্ষেমিবার॥ ইত্যাদি

গ্রন্থখানি কেবল পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। গানের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। নোয়াখালী-প্রচলিত সাধারণ চলিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও স্বভাবকবির স্বাভাবিক সহজ প্রবাহ ইহার সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। ৺বড়ুয়া মহোদয় বাঙ্গালার এই ভাষাগত পার্থক্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহার এ গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যও কতকটা তাহাই ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা আর ফলবতী হইল না! আমাদের 'পরিষৎ' এ কার্য্যে কতকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

প্রাদেশিক ভাষা আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থ বড়ই কাজের হইবে। স্থান থাকিলে অনেকগুলি শব্দের আলোচনা এখানে করা যাইতে পারিত।

৩২০। কোকিল-সংবাদ।

অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অশিক্ষিত লোক এই সুন্দর পুঁথিখানি নকল করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। কেবল একস্থানেই রচয়িতার নাম (শুকদেব) পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

অথ কোকিলের সার্ম্বাদ লির্থ্যতে।

নমো গণেসায়।

শ্রীরাধি (কা) নিত্যানন্দ আর ভক্তজন।
ভুমিতে লোটাই বন্দ এতিন ভুবন॥
কহিতে তাহার মিলা কাহার সকতি।
অতি বর মুর্খমতি আহ্মি না জানি ভকতি॥
অজ্ঞান দেখিআ জদি খণ্ড (?) দয়াময়।
কোহিবো কোকিল-সম্বাদ অতি রসময়॥

কৃষ্ণ চলি গেল জদি মথুরা নগর।
বিন্দাবনে রাধিকার পরিল অথর (অথান্তর ?)॥
জথ পুস্পলতা ছিল সোকাকুলী হৈলো।
যুঝিআ কোকিল পক্ষী কান্দিতে লাগিলো॥

শেষ:—

বিন্দাবনে গিআ কৃষ্ণ দিল দরসণ।
মৃত্যুবত গোপীগণ হইল জাগরণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই জন একত্র হইআ।
জল পক্ষি জলে জেন রৈল মিসাইআ॥
জেন রাধা তেন কৃষ্ণ হএ একই সরির।
মিসিত হইল রাধা কানুর সরির॥
কোকিলে বোলএ প্রভু করি নিবেদন।
আমার সরিরে দেয় জুগল চরণ॥

* * *

কোকিলাএ বোলে প্রভু কোরি নিবেদন।
অন্তকালে পাই জেন জুগল চরণ॥
কোকিলা সাম্বাদ জেবা যুনে জেই জন।
আনন্দে চলিআ জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

* * *

এই পুস্তক লিকিআ জে জে জনে রাখএ।
তাহারে জে লক্ষী মাও না জাও ছারি
(ছাড়িআ না জাএ ?)॥

ভণিতা :—

যুকদেবে বোলে রাধা পাগলের প্রাএ।
অতি অবিলাসে রাধা বিলাপ করএ॥

"শ্রীরামদুলাল যোগী। ইতি সন ১২৩২ মখি তারিখ ২৮ শ্রাবণ।" ফুল্‌স্কেপ্ কাগজ, কোয়ার্টার ফরম; ১৮ পৃষ্ঠা মাত্র। পত্রাঙ্ক নাই, কদর্য্য লেখা। পদসংখ্যা—১৫০।

৩২১। নিমাইর সন্ন্যাস পটি।

পূর্ব্বে ১২৫।১২৬ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটির' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অদ্যকার পুঁথির বিষয় ও রচনা ঠিক তদ্রূপ হইলেও ইহা এতই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে একখানি পৃথক্ পুঁথিও বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত দুইখানিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতি আছে; আর এইখানি তদ্বিহীন। আকারও অনেক ক্ষুদ্র। পরে 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আরম্ভ:—

নমো গনেসায়।
অথ নিমাইর সৈন্ত্যাস পটি লিক্ষতে।
নাহং তিষ্টামি বৈকুণ্ঠে...তএ বাস হে নারদ॥
এক দিন ভারতি গোসাই সসি মাতার
মন্দিরে আসিল।
ভারতিরে দেখী রানি ডণ্ডবত কৈল॥
সেই দিন ভারতি সসির মন্দিরে রহিল
কিনা মন্ত্র কর্ন্তে দিআ নিমাই সন্ত্যাসি
করীল॥ ধু।
কিনা মন্ত্র কর্ন্তে দিল।
নিমাই চান সৈন্ত্যাসি হৈল॥
প্রভাতে ভারতি গোসাই গমন করিল।
তান পাচে নিমাই চান্দ হাটীতে লাগিল॥
ধাইআ জাইআ সসি মাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল॥
সৈন্ত্যাসি না হৈয় বাছা বৈরাগি না হৈঅ।
অভাগিনির মাএর প্রাণ বধিআ না
জাইঅ॥ ধু।
জদি নিমাই ছারিআ জাবে।
ছেন হৈআ বুকে রবে॥

শেষ:—

ভারথি বোলে নিমাই চান্দ স্তির কর মন।
তোর কান্দীন পৈয় তুমি যুনহ বচন॥

জার বংসে এক জন বৈষ্ণব হইল।
তার সত কুল জান স্বর্গে চলি গেল ॥
একথা যুনিআ নিমাই ডোর কপীন পরিল।
স্বর্গে থাকি দেবগনে পুষ্পবিষ্টী কৈল ॥ ধু ॥
ডোর কপীন করঙ্গ হাতে।
কেসব ভারথির সাথে ॥

"সমাপ্ত। সন ১২৪৮ বাঙ্গলা, তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রীরামহরি দে।" বড় বহির আকারের কাগজে ৫ পৃষ্ঠায় শেষ। বাঙ্গালা কাগজ।

৩২২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

কান্দিয়া রাধিকা বোলে উর্দ্ধ (উদ্ধব ?) কর মন।
ঠাকুর কৃষ্ণ নিদআ মোরে হইল কি কারণ ॥
নানান সাইলের রত্ত্ব না দিখম রাধিআ।
কৃষ্ণ গেল মধুপুরে মুই মরম্ কান্দিয়া ॥
য়াগ্রান মাসেতে রাধে ধার্ত্ত (ধান্ত) বহুতর।
নতুন বয়সের কালে ভএ চমতকার ॥ ১ ॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেত রাধে নবরঙ্গ তিথি।
গোকুলে য়াসিল কৃষ্ণ উধব সঙ্গতি ॥
গোকুলে য়াসিল কৃষ্ণ পাইল খবর।
একে২ করে পূজা প্রতি ঘরে ঘর ॥ ১২ ॥

ভণিতা :—

কবি মাধবে ভনে ভাব এক চিত্তে।
ভাঙ্গিলে না জাএ জেন যুজনের পিরিতে ॥

"ইতি সন ১২০৭; মঘি তারিখ মাহে ৩ কাত্তিক রোজ শনিবার মেয়াদ ৩ তিন রোজ।" পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

৩২৩। চন্দ্রকান্ত গায়ন।

এই ধরণের গ্রন্থগুলি কিরূপ অদ্ভুতভাবে বিরচিত, পূর্ব্বে তাহার একটু আভাস দিয়াছি। ইহাতেও গান, কথা, পটী (পাটি) প্রভৃতি আছে। পটী বেশী নহে; কথা ও গান সর্ব্বত্র। কথার ভাষা গন্ত।

'চন্দ্রকান্ত' নামক একখানা পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রকাশ করা গিয়াছে। সেই পুঁথির আর আলোচ্যমান পুঁথির উপাখ্যান অভিন্ন; কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ মাত্র।

এই পুঁথির কোথাও রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সন ১২১২ মঘি।

অথ চন্দ্রকান্ত গাঅন লিক্ষিতং।
৵৭ বন্দে শ্রীকান্ত নন্দন বিঘ্নবিনাসন;
তারণ পতিত পরান(পাবন ?) হে গনেস ॥
জোগমত্ত জোগিন্দ্র ইন্দ্রস্তং হি গজানন;
জোগের প্রধান জোগি পুরুস প্রধান;
বিধি মুখের বেদবানি আমি কি বলিতে জানি
অগ্যান তিমিরে থাকি দিবস রজনি;
দআ করে মহিমা প্রকাস।
তারণ কারণ আন্ত অন্ত নৈরাকার;
সত রজ তম আদি গুণেতে সাকার;
ত্রিতাপ জরিত জনে, হেরল (লো) নঅনে,
কিঞ্চিত করুনা কর দিন অকিঞ্চনে;
ছিষ্টি স্তিতি কটাক্ষে বিনাস ॥

নকিবের গাএঅন।

নরি (?) ফুকারে বাবুজি জঅ;
দিন রাত হুজুরমে হাজির ত হএ;
এছেন করিমি (?) কর্ক্তে (কর্ত্তে ?) হএ হুকুমজারি বট জাও আদমি ছুর আদর বাজাই ॥ ইত্যাদি।

এইরূপে 'কালুআ'র অবতারণায় গ্রন্থারম্ভ। যুধিষ্ঠির শ্রোতা, শক্তি মুনি বক্তা।

সূচনায় এই 'গাঅন'টি আছে :—

নারাঅন নরসিংহ নরুত্তম; পুরুসর্ত্তম পর ধ্যানধারা; গিরিবর ধার গোপাল; গজাধর গরুরধ্বজ পরহ্লাদে ধারা (?); সুখ করন দুখ হরন দআনিধি; নরহরি

নাম নিরঞ্জন রঘুপতি ভব ভঞ্জন নিজ জন্ম নিরঞ্জন; কৃপাচু (?) মুই দারিদ্র হর। দিননাথ দিনকে বন্দ (?) দিনদআল দামুদর; হর প্রভু জগথে বাস জগবন্ধু দেহ সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি হর।

শেষ :—গাজন।

অপরাধ ক্ষেমা কর ওহে কিশরি মোহন।
প্রকাশ করিলে হবে জাতি নাস বাছাধন॥
লোকে জানাজানি হইলে কলঙ্ক ঘটিবে কুলে
একথা রাজা শুনিলে বধিবেক সকল প্রাণ॥
জননি তোমার জেমন সাধুরি কি বুঝাচ ও বাচাধনঃ

"তুমি ত সুবোদ সুজন॥ (কথা।) ওহে বাছা কিসোরি মোহন; তুমি মোহিনিকে নিচ জে দণ্ড ইশ্চা কর; ওগো ঠাকুরানি তবে নিচে চল্যেম। সাঙ্গ লিখিতং।"

এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি কি না, জানি না। পত্রসংখ্যা ১৪; রয়াল ফরম অপেক্ষাও বড় আকারের কাগজে বহির আকার; দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম নাই। "এই বহির মালিক শ্রীসৃষ্টিচরণ পিছরে রামবল্লভ সাকিন সাকপুরা থানে পটিআ।"

৩২৪। রামচন্দ্রের দশমাস।

মাঘমাসে আরম্ভ,কিন্তু এখানে কতকটা নাই। বৈশাখের কতকটা এই :—

* * *

কোন দোসে বিধতা এ দিল এথ তাপ॥
সিতা সোকে রঘুনাথে করয়ে রোদনঃ।
কথ দিনে হৈল দেখা সুগ্রিবের সন॥
অন্তে অন্তে দুই রাজা সৈতা জে করিয়া।
বালি বধি রাজ্য তানে দিল সমপ্রিয়া॥
সুগ্রিব সংহতি রাম যুক্তি করি সার।
সেইক্ষণে দেখা পাইল পোবন কুমার॥ ৪॥

শেষ :—

কাত্তিক মাসেত রাম যুদ্ধ অবসেস।
বিভিসন রাজা কৈল লঙ্কাতে বিসেষ॥
সিতা পরিক্ষিতে রামে লক্ষণেরে বোলে।
যুদ্ধ করি সিতা লৈয়া দেসে সব চলে॥
একে২ রথ লৈয়া জেন বাউর গতি।
সসয়ে রাম চন্দ্রে বোলে চল সিগ্রগতি॥
বালক সকল পন্থে করে হরাহরি।
দিনে রজকার হৈল চণ্ডালের পুরি॥
জেবা গাএ জেবা সুনে শ্রীরামের দসমাস।
পাপ ছারে পুন্ন বারে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ ১০।

"ইতি শ্রীরামচন্দ্রের দসমাষ লিখন সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ মাঘ তারিখ মাহে ২রা কাত্তিক রোজ যুক্র রবার মেয়াদ ৩ তিন দিবষ।" ভণিতা ও লেখকের নাম নাই। প্রাপ্তাংশের চরণ-সংখ্যা ৫৭।

৩২৪। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই গ্রন্থখানি মৎ-কর্ত্তৃক "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্যমান পাণ্ডুলিপিতে ইহার 'রাধিকার মানভঙ্গ পটি' এই নাম ভিন্ন আরো অনেক স্থানে শব্দগত ও পদগত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—যাহা বাঙ্গালা হস্তলিপিগুলির একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বিশেষ। শব্দমাত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া পাঠান্তর দেওয়া এখন আর সুবিধা হইতেছে না। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পাঠান্তরমাত্র প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণে এই পাঠান্তরের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

নমো গনেসাঅঃ নমো।

অথ শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পটি লিক্ষতে।
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যুগিনাং হৃদএ ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র বাস হে নারদ॥

নলিনী-জলবৎ তরলং • • • • • সজ্জন-
সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

মান করিয়া রাধে বসিল বিরলে।
ধরাচুরা বান্ধ্যা কৃষ্ণ গেলা হেনকালে ॥

১ম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
আউর নয়ানে গোপী শ্যাম অঙ্গ হেরি।
৬ষ্ঠ শ্লোক। ,,
কালরূপ হেরি রাখি।
৩য় শ্লোক। ২য় পংক্তি—
আপু অন্ত (অন্ধ ?) ভেদ অন্তরে নাহি জার
৬ষ্ঠ শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
বঁসনে ঢাকিল আঁখি।
১১শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
তথাএ রহিব আমি মনে কৈলু আশ।
১২শ শ্লোক।—৪র্থ পংক্তি—
তোমার প্রাণনাথ দেখ অকুল হৃদএ।
১৪ শ্লোক। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি—
এথ বড় মান তোমার না হএ উচিত।
তবে কেনে রসবতী মনে কর খেদ ॥
২৫শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মণিমুক্তা জথ ইতি ধন মোর ছিল।
২৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
দারিদ্রের ধন জেন হরি নিল বিধি।
২৮শ শ্লোক। ১ম পংক্তি—
হাতের মুরারি * * * * পেলাইল টানি।
৩২শ শ্লোক ৩য় পংক্তি—
পীন পয়োধর ঢাকি শিরে দেয়ত ঢাকনি।
৩৮শ শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
শোকানলে দহে হরি।
৪০শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
কালরূপ রঙ্গ কৈল পরি হরিতালা।

৪৪শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
তোমার সমান দুষ্ট আর নাহি দেখি।
আমার কপাল দহে তনু তোমার দেখি ॥
৪৫শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
পতিব্রতা সতী তুমি সর্ব্বলোকে ঘোসে।
অসম্ভব শুনি কথা পতি বর্জ্জ কিসে ॥
৪৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
* * * * * কহিলাম নিশ্চয়।
৫৩তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
প্রভাতের মেঘ জেন থাকে অল্পক্ষণ।
পবন হইআ সখা উড়াএ তখন ॥
নারীর মন বিস প্রায়। (?)
ক্ষেণেক থাকিআ জাএ ॥
কুমুদ কাননে জেন খেনে (খেলে ?) কুমুদিনী
চন্দ্র দরশনে জেন হএ প্রকাশিনি ॥
৫৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
বৃন্দাএ বোলেন প্যারি মান খেমা করি।
৫৫তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তাহাতে কালোরূপ সবে বাখানিল।
৫৮তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তোমার হরি কৃষ্ণ এই তত্ত্ব জান।
৬০তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
স্থাবর জঙ্গম জথ এ মহীমণ্ডলে।
৬৩তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
মর্ম্ম না বুজিআ প্যারি মনে রাখ কালি।
৬৪তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
* * * * কহি আমি তোমার গোচর।
৬৭তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
তুমি বোল কালা কালো।
জগত করিছে আলো ॥
৬৯তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
নিমিসে কাটিয়া * * * *।
৭০তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তির পর—
জাও বৃন্দা তোমা স্থান।
লইআ আপনা মান ॥

কোপ করি বসি আছে রাধা কমলিনী।
তাহার নিকটে বৃন্দা কম্পিত হরিণী॥
দুহার সমান উক্তি নহে ভঙ্গ।
প্রবিন নদীতে জেন উঠিল তরঙ্গ॥ ধু॥
রাধার বচন শুনি।
বৃন্দা হৈল অভিমানী॥
রাধার বচনে বৃন্দা করি অভিমান।
শীঘ্র করি বৃন্দা সতী করিল পয়ান॥
শিখীর নাদ শুনিআ জে ভুজঙ্গ পলাএ।
উপনীত হৈল গিয়া শ্রীহরি জথাএ॥ ধু॥
শুন প্রভু মোর বাণী।
খেদাইল বিনোদিনী॥
শুন হরি অথ * * * * * বচন। ইত্যাদি।

৭২তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
তোমার প্রশংসা আর না শুনে শ্রবণে।
কৃষ্ণ নাম শুনি রাধা হাত দেই কানে॥
৭৫তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
হের আসি ইন্দুরেখা।
চান্দের সাথে হৈল দেখা॥
৭৬তম শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
কিনা হেতু * * * * এথাএ।
* * * * * * প্রায়॥
৮৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
* * * * * উঠিল বসিয়া।
৮৮তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মধুবন্তি নাম মোর কৃষ্ণ নাম জপি।
পতি পরভাবে মোর * * * *॥
৮৯তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মোর পতি শশিকলা।
* * * * * *
রহ রহ! করিআ জে কহিল আমারে।
৯১তম শ্লোক। ১ম-৩য়-৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
করিআ পুষ্পের রাগ পতি গেছে দুর।
পদ্মের কলিকা জেন হইলেক স্থির॥
* * * * নহি পড়ে অলি।
* * * * * * *
তথাপি না য়াইসে অলি।
শুন রাধা তোকে বোলি॥

৯১তম শ্লোকের পর—
আমার বচন রামা শুন তোমা কহি।
দুহার সমান দুঃখ শুন প্রাণ সই॥
না করিঅ অভিমান চিত্ত দেয় খেমা।
অখনে করএ এবে আপনা মহিমা॥ ধু॥

৯৯তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
খুধাতুরে অন্ন দেহি পিআসিরে জল।
১০২তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
ব্রহ্মা হরি হরে জার দিতে নারে সীমা।
১১০তম শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
নারিজনম কৈল মোরে।
১১৬তম শ্লোক ৩য় পংক্তি—
খেণে খেণে মনে আমি করি অনুমান
১২১তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
রাধার মানের হেতু বৈদেহিনির ভেস।
১৩২তম শ্লোক। ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—
বনমালা তেজি গলে দেয় হাড়মালা।
হও তুমি ত্রিপুরারি।
১৩৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মান ভিক্ষা লও চাইআ।
১৩৫তম শ্লোক। ৪র্থ-৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি—
খিদাএ পীড়িত হইআ - * *।
সতি ভাবে না বুজিল।
রেথার বাহির হৈল॥
১৪২তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
ধ্যান করি ত্রিপুরারি।
জানে পূজে শ্রীহরি॥
১৫০তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
যোগী ভেস হৈল হরি বৈকুণ্ঠের নাথ।
স্বর্গে থাকি দেবগণে করে জয় বাত॥

১৫২তম শ্লোক। ২য় ৩য় পংক্তি—

* * * * * * নৈল নীলমণি।
মনিস্যের মুণ্ড করে * * * *।

১৫৮তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—

এমত সুন্দর জোগী না দেখিছে কেহ।

১৫৯তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—

হেন মনে অনুমানি।
সেহ হএ অভিমানী॥

১৬৩তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—

হেরিতে তোমার মুখ।
বিদরএ মোর বুক॥

১৮১তম শ্লোকের পর—

তীর্থবাসী হই আমি সুখের নাহি কাজ।
নিরবধি থাকি আমি তপবন মাজ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি আমি বস্ত্রের নাহি কাজ।
ভস্মের সায়রে ভাসি করিএ বিরাজ॥ ধু।

১৮৯তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—

জেই আশা থাকে শীঘ্র বোলহ আমারে।
সেই ধন দিয়া আমি তুসিব তোমারে॥ ধু।

১৯৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—

তোমা হরি দশানন।

শেষঃ—

আমারে ছলিলা তুমি মানের কারণ।
বলিকে ছলিলা তুমি (জেন?) হইয়া বামন॥
বলিরে ছলিলা জেমন।
মান ভিক্ষা পাইলা তেমন॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ মিলন হৈল।
শ্রীকৃষ্ণানন্দে হরি বোল॥

"ইতি শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পটী সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩ মং তারিখ ১৫ আগ্রান।"

এই পুঁথিতে প্রায় সব স্থলেই উত্তম পুরুষে ভবিষ্যতী ক্রিয়ার শেষে 'মু' আছে; যথা,—করিব = করিমু ইত্যাদি।

৩২৫। হরিনামের সূত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীহরি। হরিনামের সূত্র।

ছয় দল অষ্ট দল আর ষোল দল।
নাম সুত্র জর্ম্ম স্থান গোলকমণ্ডল॥
এক গোপাল এক গোপী সোল দলে খেলা।
অষ্টদলে সংকৃতন গোপি ষবে (?) কৈল্যা॥

ভণিতা :—

শ্রীচৈতন্ত কৃপায় কহে দীন রামেশ্বর।
ভক্তিভাবে জেবা শুনে মুক্ত সেই নর॥

শেষ :—

∴ ষোল নামের সুত্র এই কহিলাম তোমারে।
অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিবারে॥
গুরুমুখে জেবা না শুনে হরি নামের সুত্র।
তাহার হস্তের অন্ন জল বিষ্ঠামুত্র তুল্য॥
হরির নাম হেন বস্তু না শুনে কর্ণপাতে।
চৌরাশী নরকের ভোগ ভোগে জর্ম্মপথে॥

'এই সুত্র সাঙ্গ।'

লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

৩২৬। স্বরূপ-তত্ত্ব।

আরম্ভ :—

অথ স্বরূপতত্ত্ব গ্রহস্ত।

স্বরূপে জিজ্ঞাসা করে নিত্যানন্দর ওরে।
জুগল ভজন কথা কহত আমারে॥
কিরূপে করিবে সেবা লবে কার নাম।
কাহারে করিল সেবা জাব কোন ধাম॥

শেষ :—

শ্বেত চন্দ্রে ভাব উতপতি লালচন্দ্রে প্রেম।
হিঙ্গুল চন্দ্রে রসে পুষ্টিত জানিহ কারণ॥
এই ত কহিলাম কিছু তত্ত্বসার নিরূপণ।
শ্রীগুরু কৃপা বিনে না বুজে অন্ত জন॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা ও তারিখ নাই। লেখক শ্রীঈশানচন্দ্র দাস। ২০।২৫ বৎসর পুর্ব্বের লেখা। ফুলস্কেপ কাগজ। ক্ষুদ্র-পুস্তিকা, মোট পয়ার-চরণ-সংখ্যা ৮৪ মাত্র।

৩২৭। সিদ্ধি পটল।

শ্রীহরির পদ খরনং। সিদ্ধি পোটল লিখিতঃ।

একদিন নিলার ছল সনকিত্তন করিয়া।
লেখী মাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥
পাশণ্ডে নহি শুনে মোরে নিন্দা করে।
প্রকাশিলে ধর্ম্ম নষ্ট কহিলাম তোমারে॥

শেষ:—

ভক্ষ বিনে খাদ্য নাহি দ্রব্য বিনা গন্ধ।
বিনা পরশে বারে প্রেমেরই তরঙ্গ॥
ধ্বনি বিনে শ্রবণের নাহি কিছু আর।
রূপ বিনে নআনের নাহিক সঞ্চার॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা নাই। তারিখাদি পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত। মোট পয়ার-চরণ-সংখ্যা ৪৪ মাত্র।

৩২৮। শিক্ষাতত্ত্ব।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীহরি স্বরন। সিক্ষাতত্ত্ব গ্রহন্ত লিখ্যতে।

বন্দেহং সিক্ষাগুরুশ্চ´ পদং। স্বরনমাত্রেণ কোত্বসনাসনং সমনং তরনং ভারত্তিং তারনং। শ্রীপদস্বরনং মুক্তপদলাভং দেহ বিক্রৃতং নম নম। পয়ার।

দক্ষিণেতে নিত্যানন্দ বন্দম সানন্দে।
মদ্ধেতে বন্দম প্রভুর চরনারবৃন্দে॥
অদৈত চরণ বন্দম ভক্তিমন্ত থির।
জার প্রেমে মোহ প্রভু হইয়াছি (?) অস্থির॥
রায় রামানন্দ বন্দম প্রভুর প্রিয় আর।
ছয় গোসাইর পাদপদ্মে করি নমস্কার॥
ক্রমে ক্রমে ব্রজবাসি বন্দিলাম কতুকে।
নবদিববাসি বন্দম মনের জে সুখে॥
দয়াকর মুই অধমেরে চৈতন্ত গোসাই।
তব কৃপায় শিক্ষাতত্ত্ব রচিবারে চাই॥

* * *

* * *

ছয় গোসাইর বাক্ষ (বাক্য) আর
মনের উল্লাস।
শিক্ষাতত্ত্ব গ্রহন্ত আমি করিলাম প্রকাশ।

ভণিতাঃ—

কবি অদৈত চন্দ্রে বোলে দিন ব্যত্তার
(বৃথায়) গেল।
শিক্ষাতত্ত্ব বস্তু জ্ঞান আমাতে না হৈল॥
মম প্রতী নবকৃষ্ণ রহিলা কোথায়।
অন্তিমকালে রাখ মোরে তোমার রাঙ্গাপায়॥

শেষ:—

এই মতে সিক্ষা ধর্ম্ম করিবা জাচন।
কবি অদৈত চন্দ্রে গ্রন্থ করিল রচন॥
আমি অতী মূঢ়মতি দিন গেল বৃথা।
গুরু নবকৃষ্ণ আমার রহিআছে কোথা॥
তুমি বিনে আমার জে কোন বন্ধু নাই।
কৃপা করি শ্রীচরণে মোরে দেও ঠাই॥
সম্পূর্ণ আনন্দময়ে শিক্ষাতত্ত্ব গিতা।
সাধুর আনন্দময় পাসণ্ডের তিতা॥
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
তরিতে সংসার মাঝে আর বন্ধু নাই॥
কলি কালে নাম নিলে কিছু সত্য হয়।
নাম বিনা সব ব্রথা যুন ধনঞ্জয়॥
এই কাল গেল ভাই পরকাল রাখ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত বৈলে দিন অন্তরে ডাক॥

তারিখ নাই। লেখক উক্ত ঈশানচন্দ্র দাস। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। পত্রসংখ্যা ১৩; ফুলস্কেপ কাগজ, সিকি আকার। এক পিঠে লেখা।

৩২৯। নূতন দক্ষ-যজ্ঞ।

(গান।)

আরম্ভঃ—

শ্রীদুর্গা সন ১২১২ মাঘি।
নতুন দক্ষ-যজ্ঞ।

তেতেলেন।

৵ দানি দাদা দেরেনা ইআরে দানি। তেদিআ নারে তের তেলেনা ওদানি, তোম তানানানা ওদের তানা দেরনা ওদের দের দানি দাদা দেরনা নাদের দের ধনি তাবধানী। ইত্যাদি।

মালসী।

গিরি গৌরি আমার আইসাছিল।
স্বপ্নে দেখা দিএ চৈতন্ত করিএ,
চৈতন্তরূপিনি কোথাএ লুকাইল ॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

গান।

জারে জাও ইস্বরী তোমার তুমি জা জান।
নিতান্ত জাইবে জদি আমার তবে বল কেন ॥
স্রীষ্টি স্তিতি প্রলএ কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করি পার, এ তিন ভুবন ॥

গান।

কোথাএ জাও উমা এমন ভেসে জগত জননি
কৈলাস পুরি সুন্য কৈরে, জাবে কোথাএ
বোল সুনি। ধুআ। সাঙ্গ।

"এই বহির মালীক সষ্টিচরন দাস দেঅন্ত পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি, সাকিন সাকপুরা স্তানে পটিআ।" ভণিতা নাই।

৩৩০। সুদাম-চরিত্র।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৬, ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ১১২ দ্বিজ পশু (পরশু?) রাম ও অকিঞ্চন দাসের ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ সুদাম চরিত্র লিক্ষতে।

রাধকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোল শর্ব্বজন।
আনন্দে চলিআ জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম ভাই জার মুখে নাই।
নিশ্চএ জানিঅ পাপে ধরিছে বেড়াই ॥
ভজরে কারন পদ সুন জ্ঞানি ভাই।
রাধাকৃষ্ণ পরে ভবে আর বন্ধু নাই ॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ পর্সুরামে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দআ মএ,
অনন্ত জে অন্ত নাই জার।
(২) অকিঞ্চন দাসে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দআ মএ,
বেদ শাস্ত্রে অন্ত না পাএ জারে ॥

শেষ :—

সুন সুন অএ প্রিআ সুনহ বচন।
জথ দআ কৈল মোরে প্রভু নারাজন ॥
এই জে কহিলাম পীআ সব সমাচার।
জথ দআ কৈল প্রভু কি বলিব আর ॥
জেবা গাএ জেবা সুনে সুদাম চরিৎ।
দুক্ষ দুরে জাএ জারো (?) বাক্য হএ পুরিত ॥

"ইতি সুদাম চরিৎ পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ মং তাং ২ আশ্বিন হক খোদ।" মোট দুই স্থলে পরশুরামের ও একস্থলে অকিঞ্চন দাসের ভণিতা। লেখকের নাম নাই। কিন্তু বোধ হয় পরবর্ত্তী পুঁথিগুলির লেখক নিত্যানন্দ দাসই ইহার লেখক। 'শ'র উপর ইহার বড়ই ঝোঁক।

৩৩১। সৃষ্টি-পত্তন।

মানবোৎপত্তি ও মহম্মদীয় যোগবিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। অত্যল্পদিনের কদর্য্য লেখা। বালি কাগজ; এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্র-সংখ্যা ১১। শেষ ও ভণিতা নাই। শিষ্টি পোর্ত্তন।

আরম্ভ :—

সর্ব্ব বেআপিত প্রভু তোমার সহিত।
কেহর নহে সত্রু তুমি কেহর নহে মিত ॥
তোমার পদ্দের (পদের) ছাএআ সকলের উপর।
আপনার গুনের কথা নাহি কিছু ওর ॥
বাসত্তর হাজার বাণি লেখিছ কালাম।
কোরানের মৈদ্দে জথ সব তোমার নাম ॥

মধ্যস্থল :—

গোপত বেকত সব করি বিন্দু বিন্দু।
মৈদ্দে বানাইল ত্রিপিনির সিন্দু ॥
ডাইনে ত্রিরপিনি বামেত জমুনা।
তাহাতে জোআর ভাটা রসে জমুনা ॥
ত্রিপিনির চাইর রাস্তা আছে অপরকার (?) ॥
পোবন বরিক্ষে সাদাএ তাহার উপর ॥

১১শ পত্রের শেষ :—

বিছিন্ত গন্দুম খাই করে অনাচার।
আদম পাঠাইল প্রভু সংসার মাজার॥

লেখক, বোধ হয় ৺ ওয়াহেদ আলি পণ্ডিত সাং বৈরাগ। পুঁথিখানি বৈরাগ মাদ্রাসার মৌলুভী শ্রীযুক্ত একাজোল্লা সাহেবের নিকটে আছে।

ভাল কথা, উক্ত মাদ্রাসায় বসিয়া এই পুঁথির বিবরণ সংগ্রহের সময় মনসাদেবী ও চাঁদসদাগর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। উক্ত মাদ্রাসাটি যে পুকুরের পারে অবস্থিত, তাহাকে 'কালু কামারের' পুকুর বলে। পুকুরের অল্প দক্ষিণে 'কালু'র শূন্য ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। পুকুরটি ভরট হইয়া যাওয়ায়, তাহাতে এখন চাষ হইতেছে। মস্ত পুকুর। এই স্থানেরই অল্প দূরে লখিন্দরের 'বাসর ভিটার' অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদ সদাগরের একটি ঘাটের স্থানও ইহার অল্প দূরে নির্দ্দেশিত হয়। কিছু দূরবর্ত্তী চাঁপাতলী গ্রামে চাঁদ সদাগরের প্রকাণ্ড দীঘী আছে। ইহার পার্শ্বেই গুণদ্বীপ নামে এক গ্রাম আছে! আবার 'নেতা ধোপানীর' ঘাটের কথাও শুনা যায়।

এখনো সমুদ্র চাঁপাতলী ও গুণদ্বীপের (১) নিকটবর্ত্তী। এক সময়ে বৈরাগ প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন (জাহাজের ভগ্নাবশেষ) আজও পাওয়া যায়। সুলক কাটা (বর্ত্তমান সোলকাটা) নামক স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, তাহা ত নামেই সুস্পষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চাঁদ সদাগরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং মনসা দেবীর কাণ্ডকারখানাটা চট্টগ্রামেই হইয়াছিল, বলিয়াই যেন মনে হয়।

১ মনসা পুঁথিতে চম্পক নগর ও গুঙ্গরী ঘাটের উল্লেখ আছে। তাহাই যে কালে চাঁপাতলী ও গুণদ্বীপ হয় নাই, কে বলিতে পারে? এখানে আর একটা কথা বলা উচিত, দেবদেবীবিদ্বেষী মুসলমানদের মুখেই মনসা প্রভৃতির সম্বন্ধে এরূপ নানা কথা শুনা যায়। সে সব আর একদিন বলিব।

৩৩২। হংসলোচন-পদ্মলোচন-স্বর্গারোহণ।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৯; প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ৩৮০। পয়ার ও লাচারি ছন্দে লেখা। লাচারিও পয়ারের মত, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই। কোন কোন স্থলে উভয়েরই অক্ষর-সংখ্যা প্রায় ১৮।১৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তৎ-কাল-প্রচলিত পদ্য-লিখন-রীতির অনুস্মৃতি বশতঃ, না, রচয়িতার অজ্ঞতা-হেতু, এইরূপ হইয়াছে, বুঝিলাম না। হস্তলিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আরম্ভ :—নম গনেশাঅ নম।
অংশলোচন (?)পদ্দলোচনের স্বর্গ আরোহণ॥

রাক্ষশে পাইল ভঅ রাম লক্ষনের বানে।
লঙ্কেশর রাবন রাজা কান্দে রাত্রি দিনে॥
মোহাশোক পাঞি রাজা ভাবে মনে মন।
যুক শারকে? বোলাইআ শন্তোশএ মন॥
জোর হস্তে যুক শারনে দিলা দরশন।
কোন কার্য্যে রাজা তুমি করিলা স্বোরন॥

শেষ :—

আনন্দিত হৈল রাম ব্রহ্ম শোনাতন।
আনন্দিত হৈল তবে রাজা বিভিশন॥
রাম জয় ধ্বনি হৈল জথ বানরগন।
বিভিশনকে শান্ত করে অবিনাসির ধন॥

হস্ত পসারিআ রামে দিল আলিঙ্গন।

*　　*　　*　　*

হংশলোচন পদ্মলোচন গোলকপ্রাপ্তি হৈল।
রাম রাম বোলি শবে হরি হরি বোল ॥

"ইতি হংসলোচন পদ্মলোচন পুস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ তাং ২৮ কাত্তিক বুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম।"

৩৩৩। দৈবকী দেবীর চৌতিশা।

আরম্ভ ভাগে অর্থাৎ ক হইতে চ পর্য্যন্ত অক্ষর গুলির পদরাশির অভাব। তৎপর—

ছন্নমতি হইয়াছে মরন নিকটে।
ছায়া দিয়া বধি মোরে নির্ত্য করে শটে ॥
জসোদাএ পুত্র প্রসবিছে হেন জ্ঞান।
জঠোরে ধরিছ পুত্র দেব ভগবান ॥
জর্ম্মিয়া জর্ম্মের কথা কহিলা রামারে।
জঠোর দগদে পুত্র তোমার মস্তরে ॥

শেষ :—

ক্ষেমা দিয়া × চিত বুজাইতে।
ক্ষেনে ক্ষেনে দৈবকিএ গরাএ ভুমিতে ॥
ক্ষেপিয়া জমুনা পার হইলা নারায়ণ।
ক্ষিন কংস বধিয়া দৈবকি সম্বাসন ॥

ভণিতা :—

দিন হিন পাথ দস্ত কুলে উত্তপতি।
হরি ভিক্ত (ভক্ত?) নিধিরাম তাহার সন্তুতি ॥

'ইতি শ্রীমতি দৈবকির চৌতিশা শমাপ্তঃ।' লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১০।১১ মঘীর লেখা। প্রাপ্তপদ সংখ্যা ৫৬ মাত্র।

৩৩৪। হাড়মালা।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পদ-সংখ্যা ১৭৩ মাত্র, পত্র-সংখ্যা ৯; প্রথম পত্র একপৃষ্ঠে লেখা। অনেক স্থলে ভুল আছে। ষট্চক্র, নাড়ী-ভেদ প্রভৃতি প্রতিপাদ্য। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ হারমালা লিক্ষতে।

প্রনমোহ শিবশক্তি দেবের চরন।
জাহার প্রশাদে নির্ম্মল হএ মন ॥
বিদ্যুতের প্রভা জেন তেন হরগোরি।
জুতির্ম্মঅ রূপে আছে ধ্যোআইতে ॥ (?)
বুক্ষরূপে শাধু জনে ধেআইতে না পারি।
শেই শে কারনে হরগৌরি নাম ধরি ॥
যুন তত্ত রাজন হইআ শাবোধানে।
জোগ শাস্ত্র পুরান জে হইল কেমনে ॥

শেষ :—

তবে দন্ড (দড়) করি মন নিব সেইরূপে।
সেই নিরঞ্জন দেবি জানিবা শরূপে ॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সেই অধিকার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবএ জাহারে।
কোনরূপ নিরঞ্জন ধরাইতে না পারে ॥
জার মনে জেই লএ সেই হএ রূপ।
এই সে পরম জোগ কহিল সরূপ ॥

"ইতি হারমালা পোস্তক সমাপ্ত: ৪: সন ১২১৪ মং তাং ২৪ আশ্বিন, স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ, পীং অভআচরন সাং সাক-পুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসস্য ॥"

৩৩৫। জেবল্মুল্লুক-সমা-রোকের পুঁথি।

মোহাম্মদ আকবর-বিরচিত এই নামের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। (১২৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) ঘটনাদি সেই একই। ইহার ভাষা পাণ্ডিত্যাভিমান-ব্যঞ্জক হইলেও রচনা নেহাত্ মন্দ নহে। ইহার রচয়িতা মোহাম্মদ রফিউদ্দি।

প্রাপ্ত অনুলিপিখানি ছাপা হইলেও, পুঁথিকে তত আধুনিক বলা যায় না। প্রায় সর্ব্বাংশ কীটদষ্ট; ৮৯ হইতে ১৭২ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। আট পেজি আকার। অনুমান, সমগ্র পুঁথিতে প্রায় ৩৪৪০টি পদ ছিল। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাপ এবং 'ত্রিপদীভূত পয়ার' ছন্দের ব্যবহার আছে। শেষোক্ত ছন্দোদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখুন :—

মালঝাপ—

কোকিলান, করে গান, মোহজ্ঞান, রঙ্গে।
সুধামৃত, শুনি গীত, পুলকিত, অঙ্গে॥

ত্রিপদীভূত পয়ার—

শ্বাসে হর, আয়ু ক্ষয়, না কল্যে বিচার।
ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আর॥

কতিপয় শব্দ-সংগ্রহ :—বহিন—ভগ্নী; তক—পর্য্যন্ত; বয়ান—ব্যাখ্যান; শিরানা—শিয়র বা শীর্ষদেশ; খাহেস—ইচ্ছা; আশক—অনুরাগী; দেক্—বিরক্ত; তাকত—শক্তি; আন্দেশা—সন্দেহ বা আশঙ্কা; ছামান—সামগ্রী; তেলেছ্মাত—যাদুগিরী; দামাদ—জামাতা; এনাম—বক্সিস।

উছাল—উচ্ছলিত। যথা—'প্রেমের সাগরে তরী হিল্লোলে উছাল।'

অতুল—খণ্ডিত। যথা :—'কিন্তু সে ললাট লেখা না হয় অতুল।'

মাঠান—মাঠ, ময়দান।

জেবল্ মুলুক কথা বক্তা গুণমণি।
কখন মাঠান মাঝে দিল এই ধ্বনি॥

শেষ ও কবির পরিচয় :—

সিরিলব সামারোক আর হুমুবর।
এক পতি কোলে মিলি বক্ষে পরস্পর॥
বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ।
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ॥
উজিরেও নিজ সুত আর বধূমুখ।
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক॥
হেরি পুত্রবধূ হৈল নয়নরঞ্জন।
রচিল রচনাহার আশ্রাফ নন্দন॥
মৌজে নারানঞার ঘোষে রফিউদ্দি নাম।
ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় ধাম॥

সমাপ্ত পুস্তক।

৩৩৬। দুর্গা-বিজয়।

বড় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ৬০; উভয় পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ২০৬৫।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঅ নম।
নম শ্রীজঅদ্বর্গাঐ নম।

অথ শ্রীজঅদ্বর্গার বিজঅ পোস্তক লিক্ষ্যতে।

প্রনমোহ গনপতি বিঘ্নবিনাশন।
লক্ষি শরশতি বন্দম মুশিকবাহন॥
শিন্দূরে মণ্ডিত জটা অতি শোভামান।
চতুরদিগে দেবগনে ধরিছে জোগান॥
গরুর বাহনে বন্দম দেব ভগমান।
মোহাদেব আদি করি পদে করি ধ্যান॥

ভণিতা :—

বনদুর্ব্বে মাগে দেবিপদে আশা।
তনু ত্যাগিআ জাইতে গোবিন্দ ভরশা॥

শেষ :—

দেব রিশী মনিগন কিট পতঙ্গ।
এরাইতে পারে কেবা বিধাতা নির্ব্বন্ধ॥
শিবের রাশিতে শনি একদিন ভোগ।
এই মতে নবগ্রহ জান মোহারোগ॥
দুঃক্ষ যুক্ত না চিন্তিঅ স্থির কর মতি।
দুর্গার চরন পরে আর নাহি গতি॥
বনদুল্লভে ভাবে দুর্গার চরনে।
রৈক্ষা কর মোহামাএআ জগত ভুবনে॥

"ইতি শ্রীমারকণ্ডপুরানে জঅ দুর্গার বিজএতে ইত্যাদি দৈত্যবধ পোস্তক শমাপ্ত সন ১২১৪ মঘি তাং ৮ পৌশ স্বঅক্ষর

শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরণ সাং সাকপুর থানে সহর জিলে চটগ্রামি হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাস দেঅস্ত॥” রচয়িতার নামটা ‘বনদুর্ল্লভ’ না ‘বলদুর্ল্লভ’ ?

৩৩৭। পারিজাত-হরণ।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ পারিজাত হরন পোস্তক লীক্ষতে।

পারিজাত হরণ কথা কহ মুনিবার।
বিস্তারিআ আদি অন্ত কহ শমাচার॥
মুনি বোলে শেই কথা শব বিবরণ।
এক চিত্ত হৈআ যুন পাণ্ডুর নন্দন॥
তোহ্মার তরে আমি কহিবারে চাহি
বিবরন উপাক্ষিআ সক্ষেপে(সংক্ষেপে)জানাই॥

ভণিতা :—

জেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুমনি, তাহান অনুজ আমি,
জানাইতে শকল বিশেশ।
বোলএ ভোবানি নাথে, রামচন্দ্র বন্দি মাথে,
বোলে ব্যাস মুনির আদেশ॥

শেষ :—

হেনকালে ধান্ন দুর্ব্বা দিলেন জানকি।
উর্ম্মিলা মঙ্গল করে হইআ কত্তকি॥
এইমতে শর্ম্মাদ আছিল বহুতর। *
পারিজাত হরন কথা শমাপ্ত এথ দুর॥

“ইতি পারিজাত হরন পোস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ মং তাং ৩০ কাক্তিক সুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম : হক ঐ॥”

ক্ষুদ্র পুঁথি,—পত্রসংখ্যা ৭। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা ১৪৪। ইহা বোধ হয় ‘লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়’—প্রণেতা দ্বিজ ভবানী-নাথেরই রচিত।

৩৩৮। ভারত-সাবিত্রী।

সংক্ষিপ্ত: মহাভারত। ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৯; প্রথম পাতা এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা ১৮২। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ ভারথ সাবিত্রি পোস্তক লীক্ষতে।
প্রনমোহ বন্দি আমি দেবি স্বরস্বতি।
মোর কণ্ঠে মাও তুমি করএ বসতি॥
স্বরস্বতির পাদপদ্মে করি নমস্কার।
জন্ম জন্মান্তরে মাও সেবক তোহ্মার॥
* * *
অষ্টাদশ পর্ব্ব কথা করিএ রচন।
জঅমুনি কহিবেক যুনহ রাজন॥

শেষ :—

দিবাতে পঠএ কিবা নতুবা রাত্রিতে।
অশম কালেতে দুক্ষ নাহি কদাচিতে॥
দেখি তাহা বুজিবারে হৈ শমাধান।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিল রচন॥
ভারতর পুন্ন কথা অমৃত লহরি।
যুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

“ইতি ভারত শাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মং তাং ২০ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক পোদ॥”

৩৩৯। দশ অবতার।

পূর্ব্বে ৪৮ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে “নারদ-সংবাদ” নামক যে পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা সেই পুঁথিই। সেই খানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রকৃত আরম্ভ-ভাগটি এইরূপ :—

নম গনেশাঅ নম। নারদর শর্ম্মাদ। মোহাপ্রভু দশ অবতারে জে লিলা করিয়াছে। একদিন নারদ মুনির শহিত কথউপকথন॥

ষুন ষুন শর্ব্বলোক হইআ একমন।
কৃষ্ণের শহিতে মুনি ব্রহ্মার নন্দন ॥
দশ অবতার কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
জেইরূপে জেই কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান ॥
* * *
শোলক ছন্দে ব্যাশে কহিলেন মুনি স্থতে।
পআর কহিল তাহা লোক বুজাইতে ॥
নারদর শর্ম্মাদ জান তিনশত শ্লোক।
কৃষ্ণদাশে রচিলেক বুঝাইতে লোক ॥

শেষাংশ পূর্ব্বোদ্ধৃতবৎ। সমস্ত পয়ারে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ৬৮৮। "ইতি দশ অবতার পোস্তক শমাপ্ত। সন ১২১৪ মধি তাং ১০ ভাদ্র স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে মালিক নিত্যানন্দ দে।"

৩৪০। স্বপ্নাধ্যায়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্রসংখ্যা ৬; প্রথম ও শেষ পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। পদ-সংখ্যা—৯৯। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঅ নম।
অথ শপ্ন আদ্ধা লিক্ষতে।

প্রনমোহ গনপতি সংসারের শার।
জার নাম লৈলে ভবশিন্দু হইব পার ॥
গনপতি প্রনমোহ দেবি স্বরশতি।
জাহার প্রশাদ শপ্ন হএ মতি ॥
গুরুপদে নমস্কার করি বারে বার।
শপ্নের বিত্তান্ত কিছু করিব প্রচার ॥

শেষ :—

এই মত প্রস্তাপ পঠে প্রভাতে উঠিআ।
শ্রবন করএ জদি ভক্তিযুত হৈআ ॥
তার ফল নহি হএ জানিবা শর্ব্বতা।
* * *
এই কথা বৃহস্পতি করিছে ভাসিৎ।
সৈত্য সৈত্য এই কথা জানিবা নিশ্চিৎ ॥
এই শকল কথা বাখানে পুরানে।
দেবগুরু বৃহস্পতি পুরানে বাখানে ॥

"ইতি শপ্ন আদ্ধা পোস্তক লীক্ষতে। ইতি সন ১২১৪ মং তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভআচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। এই পোস্তকর মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দেঅস্য।"

৩৪১। মনসা-পুঁথি।

ইহার কেবল প্রথম ৫ পাত পাওয়া গিয়াছে। ইহার আকার যে বড়, তাহা পুঁথির নাম হইতেই বুঝা যায়। এই পত্র-গুলিতে বন্দনাংশ বাদে মূল কথা বড় বেশী নাই। প্রথম পাতে 'রূপ নারায়ণে'র ও অবশিষ্ট পাতাগুলিতে 'ছিরা বিনোদে'র ভণিতা আছে। তারিখ বা লেখকের নাম নাই; দেখিতে কিছু প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ :—

নম গনেসাঐ নমঃ। সিবদুর্গাঐ নমো। গোবিন্দাঐ নম। সরস্বতীদেব্যাঐ নম। পর্ব্বাঐ নমো। জলতকার মুনির পত্নি ভগিনী বাযুকিস্তথা। আস্তিকস্য মুনির মাতা মনসা দেবি নমোস্তুতে॥ লাচারি ঃ। ঃ ধানসি রাগেন গিঅতে।

মা মনসে কৃপার সাগর তোমি।
তুমি কৃপা কর জারে, সেই সে ভকতি করে,
কিবা স্তুতি করিতে পারি আমি ॥
ব্রহ্মা হর নারাঅন, আর জথ নারাঅন,
সেবএ স্তবএ ধ্যান মনে।
কৃপা করহ মোরে, রাখহে জে পদতলে,
পুজম ভকতি বিধানে ॥

ভণিতা :—

[১] তোমি দেবি পদাবতি, তোমাপরে নাহি গতি,
তোমি জদি কর অঙ্গিকার।
ব্রহ্মানির বিজএ, রূপনারাঅনে কহে,
নারি সবে দিল জঅকার ॥

[২] পরম কারিনি, দারিদ্র বিনাসিনি,
সংসার মর্জ্জাইতে পারে।
ছিরা বিনোদের বানি, মনের বাটুনি,
সয়ন লইহু পদতলে॥
[৩] জনক জননি বন্দম জেষ্ঠ সদোদর।
সমাইর চরন বন্দম জোর করি কর॥

*　　*　　*
*　　*　　*

বন্দনা করিআ মুঞি হইহ্ম অবসর মন।
ছিরা বিনদে কএ পুরান কথন॥
[৪] ছিরা বিনোদের কবিতা অমৃতের ধার।
যুনিলে শ্রবন যুক সরস পআর॥

৫ম পত্রের শেষ :—

মনসা ডাকিল নাগগন।
আসিআ সকল নাগে, মিলিল পদ্যার আগে,
আসি বান্ধে (বন্দে ?) দেবির চরন॥

*　　*　　*
*　　*　　*

মিলে গিআ ধোরা বোরা, আর গোই আনন বোরা,
একে একে মিলে নাগগন।
মনসার চরন, বন্দে সব নাগগন,
ছিরা বিনোদে বুরচন॥

পআর।

পদ্মা বোলে যুন নাগ প্রতিঙ্গা আমার।
বিভাহ রাত্রিতে মারিমু চান্দের কুমার॥
প্রতিঙ্গা সাফল কর কিছু নাহি ডর।
কোন নাগে জাইবা দংসিতে লক্ষীন্দর॥

এই 'ছিরা বিনোদ' কি রূপ নাম ?

৩৪২। লাল টুকটুক্ শ্লোক।

এই শ্লোক গুলিবোধ হয় প্রসিদ্ধ রস-সাগরের রচিত। মোট শ্লোক-সংখ্যা—১৪ মাত্র।

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ লাল টুক্২ শ্লোক।

দক্ষিন মোসানে কাটা জাএ শ্রীপতি।
অসি হস্তে মোসানেতে আইলেন ভগবতি॥
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা করিলেক ভুপ।
পাদপদ্মে দেখি ছিরা লাল টুক টুক॥ ১॥

শেষ :—

রাজপুত্র ছিল এক সর্ব্ব শাস্ত্রে গতি।
বিবাহ করিল সে জে নতুন যুবতি॥
পুংসক দেখি রাজা নিলর্জ্জাএ বিমুক।
কাপরেতে দেখে রাঙ্গা লাল টুক টুক॥ ১৪॥

৩৪৩। দুর্গা-ভক্তিচিন্তামণি।

এই সুন্দর গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। ইহার রচনা অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুঁথির কাগজের আকৃতি দেখিয়া ইহা নিতান্ত ছোট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ৩য় হইতে ৯ম পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সন তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম নিতান্ত কম নহে। ৩য় পাতের

আরম্ভ :—

জার প্রমানেতে বেদ হইআছি (?) উৎপতি।
নিশ্চয় জানিবা সেই স্বয়ং ভগবতি॥
তবে সাম বেদ বলে যুন মুনিবর।
জোগ পথে জোগি জারে হৈছে চিন্তাপর॥
জাহার অপাঙ্গ ভঙ্গে ভ্রমএ সংসার।
সেই দুর্গা জোগময়ি বস্ত সারধার॥

ভাণতা :—

[১] তেজ বৈসয়ীক ভাব, পান কর পুণ্যলাপ,
শুতি নিপাতিত সুধাবানি।
শ্রীনাথ তারিবে ত্রাসে, দআল এছি সে আসে,
গাএ দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥
[২] দয়াল শ্রীনাথ পদ মনে করি আসা।
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি বিরচিল ভাসা।
[৩] শ্রীদিনদয়ালে গায়, মতি রহুক তুয়া পায়,
সদয় হইবে শুলপাণি।
দুর্গতি নাসের হেতু, প্রচার করহে সেতু,
রচে দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥

[৪] মহা ভাগবত পুণ্য পবিত্র নির্ম্মল।
শ্রবণে অহিক সুখ চরিত্র মঙ্গল ॥
পিতা রূপ নারায়ন মায়ার তারিনি।
বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি ॥
[৫] মহাভাগবত সার, তত্ব কথা সুবিস্তার,
পরম পবিত্র সুধাশ্রেনি।
শ্রীনাথ চরণ আসে, দয়াল সরস ভাসে,
গায় দুর্গাভক্তি-চিন্তামনি ॥

৯ম পত্রের শেষঃ—

এত বলি জগদ্ধাত্রি হইলা অন্তধ্যান।
পরস্পর তিনে জর্ম্মিল সার জ্ঞান ॥
সুনিয়া দুর্গার আজ্ঞা তিন মহাসয়।
ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া মহাতপ আরম্ভয় ॥
পুন্ন্য পত্নি প্রাপ্তি হেতু দেব পঞ্চানন।
আরাধয়ে ব্রহ্মময়ি দৃঢ় করি মন ॥
তবে বিষ্ণু মনরথ * * *
* * * *

উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা গেল, কবি দীনদয়ালের পিতার নাম রূপনারায়ণ; এবং শ্রীনাথ নামক কোন মহাত্মার নামে তাঁহার গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট। কবির গোত্রের উপাধিটা কি, কোথাও দেখা গেল না।

গ্রন্থের রচনা যে সুন্দর, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে বেশ জানা যাইবে।

প্রতি পৃষ্ঠে পয়ারের ৩০ চরণ; সুতরাং মোট প্রাপ্ত পদপদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০। পুঁথিখানি শিক্ষিত লোকের লেখা।

৩৪৪। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি রাগতালের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। আন্তন্তে কোথাও পুঁথির নাম নাই। বহির আকার। পত্রের সংখ্যা দেওয়া নাই, গণনায় ১৬ পাত পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১২ মঘীর লেখা। বড় বড় গোট অক্ষর। একাধিক কবির ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—/৭ প্রদক্ষিনানং গুরুআর্দ্ধানং' স্বরতপধারি যুগিনং তির্থ সোর্গ বএকুণ্ঠানং (বৈকুণ্ঠানং) সাস্ত্রনং মাও × পিতা গুরুনং চতুরর্দ্ধসিভুবনং তথা উর্থর দক্ষিনং পূর্ব্ব পশ্চিম পূর্ব্ব সিন্ধুসাগরং স্তানভুমি সভাতং তুস্তি ভক্তি নিবেদনাঞ্চ পুন পুন আর:।

এবে কহি যুন শব ধ্যান পআর।
নিরঞ্জন নবি আদি সএআল (সয়াল) সংসার ॥
যুনং সুজনে গুনি যুন দিআ মন।
শ্রিষ্টির পত্তন কহি যুন দিআ মন ॥
মহাপ্রভু জখনে আছিল একসর।
নো আছিল উর্থরের দিতে পত্থর্থর ॥
নো আছিল দেবগন নো আছিল মুনি।
নো আছিল মনিস্য কুল ন আছিল ধনি ॥

ভণিতা :—

[১] রাগরিত জর্ম্মকথা পআর রচিআ।
কহে হীন দানিস কাজি আল্লাকে ভাবিআ ॥
[২] এই সে রাগমালা বিরচিআ পদ।
কহে হীন ফাজিল নাছির মাহাম্মদ ॥
[৩] ক্রমেং ছএ মিলি, কহে হীন বকস্বা আলি,
গাইবেক গুনিনের গণ।
সুরে সেত পরিছন্দ (?), জেন ঝরে মকরন্দ,
আলাপনা সুধির স্বারে (?)।
পিতা জ্ঞান অনুপাম, মোহাম্মদ আরপ নাম,
রচি পুন ধ্যান পআর ॥

শেষ :—

প্রথমে আছিলা প্রভু শুন্য অন্ধকার।
শ্রিষ্টি স্তিতি না আছিল সংআল সংসার ॥
ভাবক ভাবিনি সব না আছিল তখন।
আকার উকার সব এই তিন ভুবন ॥
আপনে ভাবক হইআ ধ্যানেতে রহিলা।
শ্রিষ্টি স্তিতি আদি জথ শ্রিজন করিলা ॥
এই সোল যুগ আদি ধ্যানে প্রচারি।
আপনেহ ধীন কৈলা আসন করি হেরি ॥

ধ্যানেতে ধাইল নিজ মহিমা অপার।
চারি যুগ সার এক অংস * কৈল সার ॥

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

৩৪৫। গোষ্ঠ গায়ন।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। গোষ্ঠ গাঅন।

গোপাল জেত্ সঙ্গে জন (?) সবে সিসুগন
আর কি খাইতে চাইলে খাইতে দিবি খুদার বেলা।
মার্থন ছানা কথাএ পাবি, গোপালে কি গোষ্ঠে জাবি
খুদার বেলা মার্থন ছানা কথাএ পাবি ॥

শেষ :—গোষ্ঠ।

কিছু নাই বাছা গোপিগনে।
* প্রেমের গুরু কল্পতরু রাই বৃন্দাবনে ॥
অএ আলপলতা (?) কে জোগাএ কথা
কথাএ তোমার পিতা মাতা।
কিছু নাই বাছা গোপিগনে।
প্রেমের গুরু কল্পতরু রাই বৃন্দাবনে ॥

সাঙ্গ গোষ্ট সমাপ্ত।

অতি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। মোট পদসংখ্যা ১৫ মাত্র। ভণিতার অভাব।

৩৪৬। বিদ্যা-সুন্দর-যাত্রা।

ইহা আকারে নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র। পত্রসংখ্যা ১৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। সর্ব্বই কেবল গান। ৬৩ সংখ্যক গানে গ্রন্থ-শেষ। বহির আকার। ভণিতা ও তারিখ নাই। বড় অধিক দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ :—১নং গায়ন।

এ নব জোবন বনে বিছেদ দাবানল।
মদন পোবন হইএ কৈরাছে প্রবল ॥
প্রবল হএ দিনেং মলেআরি (মলয়ারই) সমিরন।
কে নিবাবে এ আগুনে দিএ প্রেমজল ॥

শেষ :—৬৩ নং গায়ন।

পরের মন্দ কৈর্‌তে গেলে আপন মন্দ আগে হএ।
জুধিষ্ঠিরের মন্দ কইরে দুর্জ্জধনের কুলক্ষএ ॥
রঘুনাথের মন্দ কইরে রাবণ মইল লঙ্কাপুরে।
সদাশিবের মন্দ কইরে মদন পুরি (পুড়ি) ভস্ম হএ ॥

"সাঙ্গ। ইতি বিদ্যাসুন্দর নামক জাত্রা* সমাপ্তাঃ। শ্রীলয় শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীলয় শ্রীগিরিৎচন্দ্র দাস দাসস্য স্বক্ষর্‌মিদং।"

সেই পুঁথির আবরণ-পত্রে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি লেখা আছে :—

ঘোস্ বোস্ গোহ মিত্র চাইর জনে সভা পবিত্র।
সেন্ সিঙ্গ(সিংহ)রক্ষিত দাস্ এই চাইর জন আসপাষ।
নাগ রাহা রুদ্র সুর এই চাইর জন লই সভা পুর।
দেঅ দত্ত কর পাল্ এই চাইর জন সভার কাল।
নন্দি নাহা চন্ বল্ এই চাইর জন সভার তল।
দিপ ধর্ম্ম ধর হোর এই চাইর জন সভা কোর।
আউচ চাউ বর্দ্ধন গন এই চাইর জন সভা নিছন।

"এই বহির মালিক সষ্টি চর(ণ) দাস দেঅর্স্য পিছরে রামবল্লভ চৌধুরি সাকিন সাকপুরা স্তানে পট্টিআ সন ১২১২ মঘি তারিখ শ্রাবন।"

৩৪৭। দূতী-সংবাদ।

ইহা নাকি 'গাঅন'। ইহাতে কথা, পটি, ছড়া ও গায়ন এই চারি প্রকারে রচনা আছে। দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজি সে কালে অভিনীত হইত। ইহার রচনা মন্দ নহে।

এইবার উক্ত রকমের বহু পুঁথি পাওয়া গেল। সেইগুলি আমাদের তেমন হস্তগত নহে; কিন্তু তাতে কি আসে যায়?

---

* ইহার আর একখানি প্রতিলিপি আমার নিকটে আছে। উহার পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৯; বহির আকার। তাহাতে "বিদ্যাসুন্দর গাঅণ" বলিয়া পুঁথির নাম দেখা যায়।

কাহারও পূজা ষোড়শোপচারে, কাহারো পূজা জবা বিল্বদলে। উপাস্যের নিকট সবই ত এক দরের! কে কোথায় কি ভাবে বঙ্গ-ভারতীর পূজা করিয়াছিল, আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য;—তাহাই দেখাইতেছি।

এই পুঁথির অনেক গুলি পাতার পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ২১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। বড় বেশী দিনের প্রতিলিপি নহে। তারিখ ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

আরম্ভ:—শ্রীহরি। গাঅন দুতিসম্বাদ।

একদিন নিকুঞ্জেতে বসিআ শ্রীমতী।
মনে মনে ভাবিছেন ত্রিভঙ্গ মুরতি॥
ইতি মধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিত।
স্বর্ণলতা মুর্চ্ছাপুন্ন্য পরে ধরনীত॥
নিকটেতে পৃয়সখী বৃন্দাদুতী ছিল।
অঙ্গ পরাশিএ তানে চৈতন্য করাইল॥
ধরা হইতে ধরাধরি করিআ তুলিল।
সবিনয় শ্রীমতির প্রতি জিজ্ঞাসিল॥
আচম্বিত মুর্চ্ছা কেনে হইলে কমলিনী।
কে কৈরাছে অপমান বোল তাহা শুনি॥

শেষ:—গায়ন।

রাধে কি সামান্য নারী, নারীগণের মান্য নারী,
কুলমাঝে সতি নারী, জানবে কি তায় অন্যনারী॥
জে না রাধা চিন্তে পারে, তার কি ভয় ভবপারে,
জে না রাধা চিন্তে পারে, সে হইল কলঙ্কনারী॥

ইহার পর পুঁথি আর আছে কি না, জানি না।

৩১৮। চন্দ্রকান্ত-কথা।

ইহা আকারে ক্ষুদ্র। পৃষ্ঠ সংখ্যা ২৫; উভয় পিঠে লেখা। বহির আকার। কদর্য্য লেখা। ১২৫৫ বাঙ্গালার নকল। কথা, পটি প্রভৃতি আছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই।

আরম্ভ:—চন্দ্রকান্ত নামক কথা।

১২৫৫ বাং।

আরে মেথরনী হামরা কচুর হুআ, হামুকু মাপে কর। আরে জা মেথর তোকে চাহি না।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

সুন২ সভাজন বনপর্ব্ব-সুধারস অপুর্ব্ব কথন।

ধুআ।

পাশাতে হারিরা রাজ্য ভিমের (?) নন্দন।
দ্রোপদি সহিতে বনে গেল পঞ্চজন॥

শেষ:—

'ছুমেতে গিরর উপর খোর গাবি চলে কৈ'। ইত্যাদি। (ভাল পড়া গেল না)

বলিতে ভুলিয়াছি, উক্ত 'কথার' ভাষা গদ্য।

৩৪৯। সরস্বতী-অষ্টক শ্লোক।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরো একটি অষ্টকের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অস্তকার অষ্টকটি ১২২৩ মঘীর লেখা; পদসংখ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ:—অথ সরস্বতি সোলক।

সরস্বতি করি স্তুতি সর্ব্বভুতকারিনি।
সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব বিদ্যাদাহিনি॥
সিবুগনে স্তুতি করে বিদ্যা দেঅ তারিনি।
ত্বং নমামি সরস্বতি জ্ঞানদাতা ১ রূপিনি॥

শেষ:—

সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব মন্ত্র রূপিনি।
সেতু বন্দে রামের কণ্ঠে বৈসেছিলেন আপনি॥
সর্ব্ব দুক্ষ দুরে জাএ হৃর্পা (কৃপা) হইল জননি।
ত্বং নমামি সরস্বতি জ্ঞানদাতা রূপিনি॥ ৮॥

১। ১৩০৯ সালের বৈশাখের 'ভারতীতে "বাঙ্গালীর বিবাহক্ষেত্রের প্রসারতা বৃদ্ধি" শীর্ষক একটি পুরস্কার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রবন্ধের নামেই এত বড় একটা ভুল কাহারো মনোযোগ আকৃষ্ট করিল না! 'প্রসারতা' শব্দ কি রূপে উৎপন্ন

হইল? প্র—স্থ+ঘঞ্, তাহাতে আবার 'তা' প্রত্যয়ের যোগ? পরিত্যাগতা, বিশ্বাসতা, সৌজন্যতা প্রভৃতি পদ তবে চলিবে, কেমন? বলা উচিত, ভারতীর 'প্রসারতা' মুদ্রাকর প্রমাদ নহে।

৩৫০। একাদশী-মাহাত্ম্য।

খণ্ডিত পুঁথি। ৪০—৫৪ পাত বর্ত্তমান। দুই ভাজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। শেষ পাতের পর গ্রন্থ আর বেশী বাকী নাই, বোধ হয়। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। খুব প্রাচীন দেখায়। তারিখাদি নাই। মহীধর দাসের ভণিতি আছে।

৪০ পাতের আরম্ভ :—

মাঅ।এ মহিত হইআ আছে নরপতি।
ব্রত উপবাস হইল একাদসী তিথী॥
দশমী বাজাএ ঢোল নগর বাজারে।
নৃপতির নিঅম আছে জে প্রকারে॥
দসমী২ বাদ্য হইল সবদ।
সুনি আনন্দিত হইল রাজা রুক্মাঙ্গদ॥
মোহনিরে সম্বোদিআ বোলে নরপতি।
দসমী সনজুত আজী সুনহ যুবতি॥

ভণিতা :—(১)

নারদিপুরাণ পুণ্য শ্লোক সংকথন।
মহিধর দাসে কহে পআর রচন॥

(২) নারদিপুরান বাণী, :অমৃত সমান জানি,
সেলাক বন্দে করিল প্রকাষ।
দেশীভাসা বুঝিবারে, পএয়ার রচিল তারে,
দিনহিন মহিধর দাষ॥

৫৪ পত্রের শেষ :—

বিষ্ণু সনে একাসনে বৈসেন নরপতি।
একাদসির হেন ফল সুন মোহামতি॥
একাদসির মাহাত্য জে সুনে জেই জন।
সর্ব্বপাপ্প বিমোচন বৈকুণ্ঠে গমন॥
উপবাস করে জেবা তার সিমা নাই।
বেদেহ বলিতে নারে বোলেন গোবিন্দাই॥
বেদ হোতে উদ্ধারিল ব্রহ্মার নন্দন।
* * * *

এই পুঁথির অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগৃহীত হওয়ার এখনো একটু আশা আছে। এই অংশের পদসংখ্যা প্রায় ৩০০।

৩৫১। গঙ্গাষ্টক শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৫টি শ্লোক আছে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ গঙ্গা অষ্টক।

গঙ্গানাস মুক্তিধাম মুলে পাপনাসনং।
মর্ম্ম জানি সুলপাণি মুলে কর ধারণং॥
অমর আদি সুল পুরি স্তীরবর সোভনং।
ত্বং নমামি গঙ্গাদেবী মোরে কর উদ্ধারং॥১॥

৩৫২। মহাভারত— ঐষিক পর্ব্ব।

সঞ্জয়-রচিত 'ঐষিক পর্ব্বের' ২টি (১ম ও ২য়) পাতা মাত্র পাইয়াছি। তাহাও কতকাংশ ছিন্ন। লেখা প্রাচীন। তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেশাঅ।

সুস্তিক পর্ব্ব কথা যদি হইল শাবধান (?)।
ঐশিক পর্ব্ব কথা রাজা কর অবধান॥
তবে বৈসম্পাঅনে কহে শুন রাজা মানি।
ধৃতরাষ্ট্র জানে জারে কৈল সুত মনি॥

ভণিতা :—

ভারত অমৃত কথা * * ।
ভবশিন্ধু তরিবারে কহিল শঞ্জএ॥

৩৫৩। নবরত্ন শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৯টি শ্লোকে মোট ৩৬টি পদ। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ নবরত্ন সোলক।

আসিনে অম্বিকা পুজা সর্ব্বলোকে করে।
একসোর মোহাদেব কৈলাস সিকরে॥
কৈলাস নৈরাস দেখি মোহাদেব মনেং ভাবে।
আইচ কাইল পৈরবু তিনদিন কি প্রকারে জাবে॥১॥

শেষ :—
অনেক দিবস বিদেস থাকি পতি আইল ঘরে।
রজক (?) হইআ রাণি রহিছে মন্দিরে ॥
অন্নে'২ দুই জনে মনেঃ ভাবে।
আইচ কাইল পৈরষু তিনদিন কি প্রকারে জাবে ॥ ৯

৩৫৪। কাল-বেল-কুমারের ব্রত-পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্রপুস্তিকা। পদসংখ্যা—৭২। পত্রসংখ্যা ৭; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। স্থানে স্থানে কীটভুক্ত। রচয়িতার নাম অভয়াচরণ।

আরম্ভ :—

প্রনমোহ গীরিসুতা সুতের পদেতে।
প্রনমোহ সুর্য্যদেব বন্দিয়া সিরেতে ॥
সরস্বতি দেবি বন্দম ভকতি করিয়া।
গুরুর চরণ বন্দম যুগপানি হইয়া ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব দুর্গা বন্দিয়া শিরেতে।
ত্রিভুবণ দেব বন্দম হইয়া হরসিতে ॥

শেষ ও ভণিতা :—

ধন লৈয়া বিপ্র গেলো কন্যার সহিতে।
ঘরে গিয়া বাপে ঝিএ রহে হরসিতে ॥
এই মতে ব্রত করে সকল সংসার।
ব্রতের প্রভাবে বর পাএ সর্ব্বনর ॥
অভয়া চরনে কহে জোর করি কর।
মনবাঞ্ছা পুন্ন' কর বেল কাল কোয়র ॥
সরস্বতী চরণে বন্দিয়া সিরেতে।
কাল বেল কোয়রের ব্রত সাঙ্গ এই মতে ॥

"ইতি পাঞ্চালি সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৩২ মঘি ২২ আস্বীন॥ শ্রীদুর্গা॥ শ্রীপীতাম্বর দেবশর্ম্মণঃ স্বায়াক্ষরং পুস্তকঞ্চেতি॥ মালীক শ্রীকালীকিঙ্কর সর্ম্মা সাং আনোয়ারা।" এখানে এই ব্রত আজও প্রচলিত আছে। তাহা 'বেলভাতা' ব্রত নামে পরিচিত। এই পুঁথি ও ব্রতের বিবরণ বীরভূমি হইতে নবপ্রকাশিত 'সোপানে' প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫৫। জয়লাকুমারী— অষ্টক শ্লোক।

ওলাউঠা প্রভৃতিতে মারীভয় উপস্থিত হইলে, এদেশে জয়লাকুমারীর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ওলাউঠাকে এইখানে 'ঝোলা' ব্যারাম বলে।

অষ্টকটি ১২২২ মঘীর লেখা। কেবল ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতার অভাব।

আরম্ভ :—অথ জলা কুমারির অষ্টক।

নম নম ঝোলামুখি ভঅঙ্করিরূপিনি।
ক্রোধমুখি ক্রোধ আখি ত্রিভুবননাসিনি ॥
কঙ্কন-বাহিনী দেবি কোটীতে জে কিঙ্কিনি।
বন্দম দেবি ঝোলামুখি রৈক্ষা কর পরানি ॥

৩৫৬। শনির পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদসংখ্যা ১৪৩। পত্রসংখ্যা ২০; ১ম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। মেজেণ্টার কালী; শ্রীরামপুরী কাগজ। অল্পদিনের নকল।

আরম্ভ :—শ্রীসনির পাঁচালী লিখ্যতে।

/৭ নমো গণেসায় অথ সনির পাঁচালী বন্দনাঃ ত্রিপদিঃ।

সিদ্ধাপদ গনরায়, প্রনাম তোমার পায়,
ব্রহ্মময় বিষ্ণু সনাতন।
সৃজন পালন হত, তোমার কটাক্ষ গত,
তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন।

ভণিতা :—

(১) শ্রীগুরু গোবিন্দ পদে স্থির রাখি মন।
সনির পাচালি কথা শুন সর্ব্বজন ॥

(২) শ্রীরাম দয়াল দ্বিজে, গুরুপদ সরসিজে,
প্রনমিয়া গাইল বন্দনা।
কৃপা করি ভগবান্, রাখ এ দাসের মান,
পুন্ন' কর দাসের কামনা ॥

শেষ :—

এই মতে সনি পুজা যেই জনে করে।
যাহা চায় তাহা পায় দুঃখ যায় দুরে ॥
অভক্তের যম প্রভু ভক্তেরে দয়াময়।
পুজিলে সনির পদ নাহি কোন ভয় ॥
সূর্য্যসুত সনৈ পদ ভাবি চিরকাল।
রচিল পাঁচালি ছন্দ শ্রীরাম দয়াল ॥
হরি হরি বল সবে পুথি সমাপন।
ভক্তি করি প্রসাদ লয়ে করহ ভক্ষন ॥

"সনির পাচালি সমাপ্ত : দুখেন লিখিত গ্রহস্ত চোরেন নিয়তা জদি সুকরি তস্য মাতাচপিতা তস্য সগর্দ্দব শ্রীযুক্ত গিরীষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তিঃ সোয়ক্ষরং শ্রীস্বরেসতি মাতরং।" তারিখ নাই।

৩৫৭। সত্যপীরের পাঁচালী।

এই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত। ক্ষুদ্র আকার। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫; ১ম পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা। পদ-সংখ্যা ৫৬। অল্পদিনের নকল।

আরম্ভ :—

ওঁ নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায়ঃ।
অথ সত্যপীরের কথা :। ত্রিপদী :।
গণেশাদি রূপধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি, সত্য পীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা ॥

ভণিতা ও শেষ :—

(১) এতিন জনার কথা, পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা.
বুদ্ধিরূপ কৈলা নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরা রাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কের গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রত কথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

(২) ভরদ্বাজ অবতংস, ভুপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী যুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, (সবে) সংক্ষেপে করিতে পুথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তায়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রত কথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

"ইতি সন ১৮৯৮ ইং তাং ২২শে জুলাই শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকার সময় এই পুতি-খানি শ্রীদুর্গাকুমার দ্বারা লিখা সমাপ্ত হইল।" * মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি! এই লেখক মহাশয় নিজে মাঝে মাঝে ২।১ পংক্তি রচনা করিয়া দিয়া স্বীয় ভণিতি জুড়িয়া দিয়াছেন! পেটের বিদ্যা রাখিবার যে আর জায়গা নাই!!

৩৫৮। কৃষ্ণলীলা।

ইহাতেও পটি, ছড়া, কথা, গায়ন ও চব (চপ?) আছে। গণনায় ১৭ পাতা পাওয়া গেল। বড় বেশী দিনের নকল

---

* এই পুঁথিখানিকে ২ খানি পুঁথি স্বরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। একখানি ত্রিপদীতে, অপর-খানি চৌপদীতে লেখা হইয়াছে। দুই অংশের ঘটনাদিও পৃথক এবং আরম্ভ ও সমাপ্তিও পৃথক। শেষোক্ত ছন্দ লিখিত অংশের আরম্ভ এইরূপ—

শুন সবে এক চিতে, সত্যপীরের গীত,
দুই লোকে পাবে প্রীতে, সিদ্ধি মনস্কামনা
গণেশাদি রূপ দেবগণ, বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধি দেহ অনুক্ষণ, যারে যেই ভাবনা ইত্যাদি।

প্রথমাংশের পদসংখ্যা—২৪ ও ২য় অংশের পদসংখ্যা—৩২ মাত্র।

নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতা ঈশানচন্দ্র (দে)।

আরম্ভ :—কৃষ্ণলীলা। পটী।

সুন সুন সর্ব্বজন, আনন্দিত হয়ে মন,
সকতুকে আমি তাহা বলি।
কহি পুরাণ প্রসঙ্গ, বিবিধ আচ্চয্য রঙ্গ,
গান কহি মুক্তালতাবলী॥
মুকুতা শ্রিজন করি, হরসিতে বংসিধারি,
শ্রীমতিকে জেরূপে মহিলা।
ঈসানে মিনতি করি, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
ছলনা কৈর না করি লিলা॥

ভণিতা :—

দীন ঈসানে বলে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে,
দয়া কর ভকত বৎসল।
শিশুর পুরাও আশ, কর প্রভু নিজ দাস,
অন্তে দিয়ে চরণ কমল॥

শেষ :—২০ নং গান।

চল চল সখীগণ চল কমলিনী সনে।
জাইয়ে কমল ছলে হেরিব কমল-নয়নে॥
ভুলাইব বাঁকা আখি, আন্‌ষ মোরা দিয়ে ফাঁকি।
নতুবা মুকুতা সখী হরিব হরি বিহনে॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ হয় নাই। কোয়ার্টার রকম ফুলস্কেপ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে লেখা।

মলাটে লেখা আছে,—"এই বহির মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র দে, নিবাস বারশত কাড়ি আনোয়ারা, সন ১৮৬৮ তারিখ মাহে ১ জানুয়ারি।" রচয়িতাও বোধ হয় এই ঈশানচন্দ্র দে মহাশয়ই।

৩৫৯। শ্রীমতীর মানভঞ্জন।

পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত আকার। গণনায় ১৮ পাতা দেখা গেল। বড় বেশী দিনের নকল নহে। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা। 'গোবিন্দ কহে' কেবল এরূপ ভণিতি আছে। কথা, ছড়া ইত্যাদি ইহাতেও আছে।

আরম্ভ :—শ্রীমতীর * মানভঞ্জন।

সুন সুন সর্ব্বজন হইএ এক মন।
দুজ্জয় মানভঙ্গ কথা করহ শ্রবণ॥
একদিন বংসীধারি জমুনা তিরেতে।
কদম্ব হেলানে গান করে মুররিতে॥

মধ্যস্থল :—গান।

অপরূপ কালরূপ সে ত ভুলিবার নয়।
একবার হেরিলে জারে রমণীর মন মজায়॥ধু॥
জারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,
প্রবেশিলে অন্তরেতে, অন্তর কি লয় (?)।
কালসর্পে দংসে জারে, সদত জ্বলে অন্তরে,
গোবিন্দে কয়, ভুইল্‌তে জারে,সে জগত ভুলায়॥

শেষ :—

জথ গোপী প্রেমানন্দে মগ্ন (মগন) হইলা।
শ্রীমতিরে শ্রীকৃষ্ণের বামে বৈসাইলা॥
হেরিল যুগলরূপ আপনা পাশরে।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ হরিধ্বনি করে॥
রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিএ জাএ শোক।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ ফুটিল অশোক॥
এই মতে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
যুগল মাধরী গোপী করে নিরক্ষন॥

৩৬০। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

ইহার নাম নাই, কিন্তু বিষয় রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনই। পত্রাঙ্কহীন কতকগুলি পাতা। কোন্ পত্রের পর কোন্ পত্র, ঠিক করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত পুঁথির সহিত একত্র গাঁথা ছিল। গোঁসাই রামচন্দ্রের ভণিতি দেখা যায়। যাহা আরম্ভ বলিতেছি, তাহাই ঠিক কি না, বলা যায় না।

* 'শ্রীমতী' শব্দে এখানে 'শ্রীরাধিকাই উদ্দিষ্ট' হইয়াছেন।

আরম্ভ :—গায়ন।

আমার গোপাল কেনে মা বোলে না।
দেইখে যাও রহিনি অচেতন কেন কেলে সোণা॥
আমার কপাল মন্দ হে গো নিরানন্দ শ্রীগোবিন্দ
কথা কহে না।
সবে মোর একটি ছাইলা কেহ নাই মা বোল বোলে,
কেমনে শূন্য কৈর্‌ল্যে রহিব কেমনে॥

ভণিতা :—

গোসাই রামচন্দ্রের বাণী, শুন মাগো নন্দরাণী,
বাচিবে নীলমণি, মনে কিছু নাই ভাবনা।

শেষ :—গায়ন।

ভাইব না ২ রাধে ভাইব না কিছু কি জান না।
তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্যে, এসাছি জমুনার জলে
পুর্ণ হবে তোমারি জে বাসনা॥
শুন ২ রাই কিশোরি, কত দুঃখ পাইছি য়ামি,
কিছু কৈতে না পারি।
তোঁমার চরণ ধইরে কথ সাইধেছি, দুর্জ্জয় মানেতে
কথ কাইন্দেছি,
য়ামি যোগী হইলেম তব মানে, কালী হইলেম কুঞ্জবনে
তোমারি কারণে এত তারনা॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ নহে। মোট ৯ পাতা। দুই পিঠে লেখা। গান ভিন্ন ছড়া প্রভৃতি ইহাতে নাই।

৩৬১। রাম-বনবাস।

শেষ পর্য্যন্ত লেখা নাই। পত্রাঙ্ক-হীন ২০টি পাতা। রয়াল আকারের সাদা বালি কাগজ; দুই পিঠে লেখা। অত্যল্পদিনের নকল। তাই আধুনিক রচনা বলিয়া সন্দেহ হয়। তারিখাদির অভাব। এক-স্থানে মাত্র 'মাধবের' ভণিতি আছে। ইহা একখানি নাটক। একতালা, যৎ, তেতালা, আড়া, ঠেকা কাওয়ালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে। এসব ছাড়া, কথা, পটি, ছড়া, ঢব (?), ধুয়া প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। 'কথা'র ভাষা গদ্য।

আরম্ভ :—শ্রীহরি।

কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবনসজ্জনানাং। প্রাতে জংসন মমক্ষ্য সপদি পরপদধিশ্রাম স্থলমেকং ইত্যাদি।

পটী। তাল জৎ রাগিনি মর্ল্যার।

জগতে জন্মিল রাম কল্যান কারন।
কলির কলুস তুমি করিতে মথন্॥
আরো প্রভু হও তুমি সর্জ্জন জিবন।
কবির বচন সুন কমল লোচন॥
* * *
তব চরণ পরসেতে মুক্ত হইল সিলে।
তব মায়া সিন্ধু জলে পাসান ভাসিলে॥
আজি এই অধিন জনের প্রতি কৃপা করি।
আসরেতে এইস আমার বাঞ্ছা পুর্ণকারী॥

মধ্যস্থল :—কুবুজীর কথা।

এই যে দুটু (দুইটী) বর মহারাজের নিকট প্রার্থনা কর: একটী যে ভরথকে রাজা কর: আর একটী রামকে জটাবাকল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎশ্বর বনে পাঠান, তেনি অবশ্যই স্বিকার না কৈরে পার্ব্বেন না ও তোর প্রেমের লালজ কর্ব্বেন।

ভণিতা :—

ভববাঞ্ছা যার গুণে, কেবল সে বাঞ্ছা ভক্তেরি সনে,
মাধব কহে ভক্তজন বিনে, তাঁকে কেবা
পায় গো আর॥

শেষ :—একতালা।

কোথায় মা সুমিত্রা এইসময়ে এখন।
আশীর্ব্বাদ দেও যাত্রা করিবেন॥
রেইখ ভুইলনা অন্তর, সরন রেইখ সেবকেরে,
কোসল্যা মাএরে সইপে জাই গো তোমার হাতে॥

ইহা বড় বেশী দিন পূর্ব্বের রচনা বলিয়া বোধ হয় না।

৩৬২। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৩১ সংখ্যক পুঁথি

দ্রষ্টব্য।) আজ যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহার আরম্ভ সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে কবি ভবানীদাসের একটু পরিচয় আছে; যথা :—

নমো গনেসাঅ:। নমো দুর্গাঐ নমো:।
নারাঅনং নমসকৃত্তং ইত্যাদি শ্লোক
প্রনমোহ নারাঅন পুরূস প্রধান।
দআর ঠাকুর হরি গুনের নিধান॥
পুনরপি প্রনাম করন লক্ষিপতি।
কোটি কোটি ব্রহ্মাএ উর্দ্ধেসে করে স্তুতি॥
+ + +
+ + +
জগন্নাথ দেব বন্দোম করিয়া মাথাএ।
সুদ্রে প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মনে বসি খাএ॥
নবদ্বিপ পুরি বন্দোম অতিবর ধন্য।
জাহাতে প্রবিন হইল ঠাকুর চৈতন্য॥
নিজ্জুত নিগুন প্রেম ভেদ নহি জানে।
জগত তরাইলা প্রভু দিয়া প্রেমদানে॥
নিজ দেস বন্দোম অতি অনুপাম।
গঙ্গার সহিতে বন্দোম সঙ্কর প্রধান॥
জনক জাদব বন্দোম জনদা জননি।
পূর্ব্বলোকে বোলে নর সত্তির্ত্তা জানি॥ (?)
শিসুকাল হোতে তান আন নাহি চিত্তে।
কণ্ঠে সরস্বতি তান করএ কবিত্যে॥
দেবতার কৃপা তার হইল প্রকাস।
রাম সোর্গ আরহন রচিতে রবিলাস॥

ইহাতেও কিন্তু কবির বাসস্থান নির্ণীত হইল না। তবে তিনি যে পূর্ব্ব-বঙ্গীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শেষ :—

ভবানন্দ দাসে বোলে শ্রীরামচরিৎ।
এহাতে সমাপ্ত হইল রামাঅন গিৎ॥
জে সুনে পোস্তক এহি ভক্তিযুক্ত হইয়া।
অন্তরিক্ষে জাএ সেই বৈকুণ্ঠে চলিআ॥

ইতি শ্রীরামচন্দ্রের সোর্গ আরহন পোস্তক সমাপ্তঃ।

ইতি সন ১১৯৫ মঘি তাং ১৫ই মাগঃ। এহি পোস্তকের মালিক শ্রীঈসানচন্দ্র দেঅগু।"

পত্রসংখ্যা— ২৮ ; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত. পদসংখ্যা প্রায়—৬৬০। সমগ্র গ্রন্থ 'পআর' এবং 'লাচারি' ছন্দে রচিত।

৩৬৩। শ্রীপ্রভুদিগের বংশাবলী।

খণ্ডিত। ২য়—৪র্থ পাত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। অল্প দিনের নকল। বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের বংশ-বিবরণ। ভাষা গদ্য। ২য় পাতের আরম্ভ :—

শ্রীনামাদি। শ্রীশীতা অদ্বৈত সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামির বংশাবলি॥ শ্রীশীতাঅদ্বৈত প্রভু ১ তস্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামি ১ শ্রীরঘুনাথ গোস্বামি ১ শ্রীযাদবেন্দ্র গোস্বামি ১। ইত্যাদি।

৪র্থ পত্রের শেষ :—

বনবিষ্ণুপুরবাসী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবলি। আদৌ॥ শ্রী৺শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য॥ তাহান সখা শ্রীশৃনিবাস আচার্য্য প্রভু॥ ··· ··· তৎপুত্র অলকচন্দ্র। তৎপুত্র নয়ানচন্দ্র। তৎপুত্র শ্রীযাদব-লাল॥ ১ রাঢ় ব্রাহ্মণ॥ পাট বন-বিষ্ণুপুর॥ শ্রী৺-শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশৃনিবাস ঠাং কপীন বহির্বাস প্রদান করিয়াছিলে, অখনহ সেবা হয়, জাজ্বল্য আছে।

৩৬৪। আত্মতত্ত্ব।

সম্পূর্ণ আছে। মোট ৩ পাতা। ১ম পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভাষা গদ্য। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীরাধা-কৃষ্ণায় নমঃ॥ আপ্ত তত্ত্ব॥ জিজ্ঞাসা ছন্দে গুরু শিষ্য সম্বাদে॥ উত্তর প্রত্যুত্তর॥

তুমি কেঃ আমি জীবঃ কোন জীবঃ পিতার পুত্রঃ স্থূলতটস্থ ব্রহ্মজীবঃ জীবের জন্ম কিসেঃ পিত্রি-বীজে কি মাত্রিরজেঃ পিতার বীজ শুভ্র চন্দ্রবিন্দুঃ মাতার বীজ রক্তবিন্দুঃ। ইত্যাদি।

শেষঃ।

স্বাহা॥ মিতি ভাবোল্লাসেন মনঃ প্রাণাদি সর্ব্ব সমর্পয়ামি॥ + ॥ মন সাধিন ভক্তিকা। বুদ্ধি বাসকসর্য্যা। অহঙ্কার অভিসারিকা। তল্লক্ষণ পুর্ব্বোক্ত॥ চিত্ত। প্রকৃতি। পুরুষ॥ শ্রী। শমাপ্তঃ॥

৩৬৫। প্রণালিকা॥

খণ্ডিত; ১ম ও ৩য় পাত মাত্র বর্ত্তমান। ভাষা গদ্য। প্রতিপত্রের দক্ষিণ-দিকে পুঁথির উক্ত নাম লেখা আছে।

আরম্ভ :—

অথ বৈষ্ণবাদির শম্প্রদা বিবরণ॥

শ্রীমন নারায়ণ ব্রহ্মা নারদ ব্যাসয়েব চঃ। শ্রীমন নবাদ্বিপ পদ্মলাভ অক্ষয়ের ভজন সিন্ধু মহানিধৌ বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্র জয়তীর্থ মুনি ইত্যাদি।

৩য় পত্রের শেষ :—

ততঃপর শাধক রতীকান্ত দাস দুগ্ধসার মঞ্জুরী গৌরবর্ণ, হরিদ্রাভা বস্ত্র, বয়স ১৪।১।১৯ দিন॥ বাহ্য নাম রাম কুমার নিত্যে চরণ সেবা। শ্রীনিত্যানন্দ প্রণালি॥ তিন প্রকার ১ অভিরাম ২ শ্রীবিরভদ্র ৩ জাহ্নবা নারায়ণী ইতি॥

এইখানেই গ্রন্থ শেষ না কি? রচয়িতার নাম নাই। ইহা কি 'নিত্যানন্দ পটল' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অংশ বিশেষ? আমি উক্ত গ্রন্থের ৪—৬ পত্র পাইয়াছি; তাহাতে—

"দিবানিশি মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেম ভবাকুলাং।
এবং মাস্থানমনিশং ভাবয়েদ ভক্তিমাশ্রিতং॥" + ॥

এই শ্লোকের পর লিখিত আছে :—

প্রণালিকা॥ শ্রী৺শ্রীনিত্যা (নন্দ) প্রভু শ্রীঠাকুর অভিরামঃ। শ্রীদাম শখা। বিলস রক্ত গৌর। নীল পীত বস্ত্র বস্ত্র ইত্যাদি।" উহার ৬ষ্ঠ পত্রের শেষ :—

"শ্রীরাধিকা জীউ তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রক্ত গাঘরি নীল চিত্র কাচলী নীল পট (পট্ট?) উরণী মণিময় চেরি কর্ন্নে নাশায় লোল মুক্তা কণ্ঠে স্বর্ণ কণ্ঠি মাণহার স্বর্ণহারাদি শিতে শিমন্তক হস্তে স্বর্ণ-কঙ্কণাদি নানারত্ন রচিত কটি তটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা চরণে নুপুর বয়স ১৪।২।১৫।"

৩৬৬। নাম হীন পুঁথি।

ইহার ১ম ও ২য় পাতার অভাব বলিয়া নাম জানা যাইতেছে না। মুসলমানী দরবেশী (যোগ শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ। আসন-লক্ষণ, দেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিষয় বিবৃত। সমগ্র পুঁথি এক কবির লেখা কিনা,—সুতরাং সমস্তটা এক পুঁথি কিনা, বলা যায় না। একাধিক কবির ভণিতি দেখা যাইতেছে। প্রাপ্তাংশের আরম্ভে ও মধ্যে সৈয়দ সুল্‌তানের 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং 'যোগ-কালন্দর' হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত—দেখা যায়।

প্রায় ⅛ অংশ আকারের তুলট কাগজের বহি। ৩—৩৬ পাত বর্ত্তমান। শেষ আছে। নিতান্ত জীর্ণাবস্থা। শেষাংশ নষ্টপ্রায়।

৩য় পাতের আরম্ভ :—

দণ্ডেক আমান মন রাখহ নিশ্চএ। *
ডিড (?) ভরি ভ্রম ছারি কর পরিচএ॥
ঢাকিছে কামের তুল্য সচকিত মন।
ঢাকন ন জাএ তারে বিনি ব্রসন (দর্শন)॥

---

* এই অংশটি 'জ্ঞানপ্রদীপের' অন্তর্গত 'জ্ঞান-চৌতিশার' অংশ বটে। ইহা ৬ষ্ঠ পত্রে শেষ হইয়াছে। অতঃপর 'আসন-লক্ষণের' আরম্ভ।

ঢাকিছে অরূন নিজ কিরন তাহার।
ঢেউ জলে জলে ঢেউ নহি ভিন্নকার॥
অঙ্গে অঙ্গে রূপধরি অঙ্গে অঙ্গে রিত।
আনমন হই আনন্দে হের নিত॥

ভণিতা—

(১) ক্ষিন অতি সিদ্ধমতি ছৈদ ছোল্‌তান।
ক্ষিন হিনবুদ্ধি কহে চৌতিসার গ্যান (জ্ঞান)॥

(২) ডাইনে বহিলে হয় মরন নিশ্চয় (৬ পত্র।)
ছএ মাসে মরন সে কহে কলন্ত এ॥ (২১ পত্র।)

(৩) এ তিন দিবস জদি বামধারে বহে।
পক্ষক ভিতরে মরন কহে কালান্তএ॥ (২২পত্র)

(৪) এমত করিল জদি কন্ত্রা জনমএ।
তবে জানিবা হেন সাহা মিছা কহে॥ (২৪পত্র)

(৫) হাজী মুহাম্মদে কহে মানিক্য সদাএ। *
হেলাএ হারাইলে জীয়ু খুজিয়া ন পাত্র॥
(২৮ পত্র।)

বাঙ্গালা পুঁথির প্রহেলিকার বিনির্ণয় বড় সহজ নহে! উদ্ধৃত ১ম ভণিতি-টী 'জ্ঞান-চৌতিশাটি', সৈয়দ সুলতানের রচিত জ্ঞান-প্রদীপের অন্তর্গত। ১ম ও ৫ম ভণিতি-দ্বয় অধ্যায় শেষে দেওয়া হইয়াছে; অপর ভণিতিগুলি গ্রন্থ-মধ্যে (যেখানে ভণিতি হওয়ার নহে) পাওয়া গিয়াছে। রহস্য ভাল বুঝা গেল না।

আরো কথা আছে। ১০ম পত্রের—

"সতদলে কমলে আছে শ্রীগোলার হাট।
তথা হোন্তে কেলিরস ত্রিপিনির ঘাঠ॥
:: এ সকল আসন সমাপ্ত ::

এইরূপ সমাপ্তির পর আবার একখানি নূতন পুঁথির আভাস পাওয়া যাইতেছে; যথা :—

"আউয়ালে আল্লার নাম করম স্মোরন।
অষ্টদস আলাম জে জাহার সৃজন॥" ইত্যাদি।

দেখিলেই ইহা আর এক পুঁথির মঙ্গলাচরণ বলিয়া বুঝা যায় : কিন্তু তাহার নাম কোথায়? যতই অগ্রসর হইতেছি, সমস্যা ততই জটিল হইতে চলিল, দেখিতেছি।

৩২শ পত্রের শেষ এই :—

"অনাহোত (অনাহত) সেই চক্র দেসান্তরি বোলে।
বসন্তরি রিত বৈসে তাহার অন্তরে॥
এক এক মোকামেত একসত নাম।
গুরুপদ সেবিলে সে পাইবা উপাম॥

লিখিলং শ্রী-সহর গরিব মাং আরপ খ° (খলিফা)

কথা থাক মন্নুরা কথা থানথিতি (স্থানস্থিতি)
কএরাত্রি চন্দ্রমাসা তুমার উৎপতি॥" ইত্যাদি

বাক্যে আবার আর এক নূতন সন্দর্ভ আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ভাষা না গদ্য, না পদ্য অর্থাৎ দুইটার মিশ্রণ।

ইহার শেষ,—

"ভুমিত্‌ পরি থাইলা কোন্‌ গাছের ফল।
ছিনান করিয়াছ কোন্‌ ঘাঠের ঘল (জল)॥
কলসিত পানি নাই তালা হাতে ঘু (?)।
কোন্‌ ঘাটের পানি লই পাখালিলা মোউ॥"

ইহার পর,—

"যুন যুন মমিনি জর্দ্মের কথা।
রূসাং সহরে মমিন্নার জো (?) :

দুষ্ট মমিনি জনম লৈল এই কুল অই কুল দুই কুল থাইল সংহে চলে কাল বিকাল রক্ত জফা (জবা) উর ফুল ::"ইত্যাদি কুমন্ত্রটি—

লিখিত আছে। শেষ পত্রের—

---

* উক্ত ৫ম ভণিতার পর হইতে 'যোগ-কালন্দর' গ্রন্থের ১১শ চরণ হইতে ১৩৮তম চরণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত দেখা যায়; তৎপর 'কথা থাক মন্নুরা' ইত্যাদি অংশের আরম্ভ। সুতরাং সমালোচ্য পুঁথির আরম্ভ হইতে ৬ষ্ঠ পত্র, এবং ২৮শ হইতে ৩২শ পত্র গুলির বিষয় ও নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। 'যোগকালন্দর' পুঁথিখানি 'ইস্লামপ্রচারক' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। (৫ম বর্ষের ১ম, ২য় ও ৭ম সংখ্যাত্রয় দ্রষ্টব্য।)

শেষ :—

সঙ্কোর বেটা অমৃত×ছএ
তার হুঙ্কারে বিস কৈলুম ক্ষএ :
বর্দ্ধা উদএ বিস রবি গেল ধাইয়া :
খামোহানি মাইলুম বিস রবির দিগে চাহিআ :
আহারে প্রভু কি কৈলা মোরে
খামোহানির বিস মোছনে মরে : :

শ্রীমাং আরপ খং সাং জএ কৃষ্ণনগর পীং ধুয়াবর খেলিফা দাদা আলী সা (মাং ?) ফকির ঘর বাব (বাপ) ধনবর সাহা, ইং সন ১১৯৪ মখি তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছেপহরি পুস্তক আদাএ সমাপ্ত হইলেন ॥

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু সমস্যার ত কিছুই কিনারা হইল না।

৩৬৭। গুয়া-মেলানী।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদ-সংখ্যা ২৭ মাত্র। ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যা পত্রিকায় সমালোচিত ৫৪ নং পুঁথির সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুঁথি॥

আরম্ভ—

অথ গুআমেলানি। নমোগনেশায় নমো। রাম ২ শ্রীমধুসুদন।

প্রথমে হিমালের জর্ম্ম কার্ত্তিক কুমার।
ডান পদে করি আমি শতেক নমস্কার॥
উত্তরে বন্দিআ গাম (গাই) হেমন্ত কেদার।
জাহার হিমালে ডংশে সহআল (সয়াল) সংসার॥

শেষ :—

খোলাতে জাই বতি (ব্রতী ?) কি কর্ম্ম করিব।
সবে মিলি এই জালাজ জিয়ছ দিব॥
জালা জলে জিয়ছ দিব মস্তকে দিব পানি।
সর্ব্ব লোকে শুন গুআ। ত মেলানি॥

"ইতি গুআমেলানী সমাপ্ত। দুলাল জুগী পীং সুধারাম সাং সিহরা (সিংহড়)॥"

৩৬৮। রঙ্গমালা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রছুল আল্লার॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি ছিদ্দিক উমর।
চতুর্থে ওচমান আলি ধনুর্দ্ধর॥
সেয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বালি,
কতুক রঙ্গেরে॥
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে॥ ধু॥
শুভ খেণে শুভ লগ্নে আইল আষাঢ়।
হর করি (?) হাত বান্ধম মারোয়া সাহার॥
মগুনাল সুতা দিআ মারোয়া ছান্দিল।
ঠাঁই ঠাঁই আমর ডাল ঢুলিতে লাগিল॥

ভণিতা ও শেষ :—

জ্যেষ্ঠ লোক আশীর্ব্বাদে দোহান প্রীত।
দানে ধর্ম্মে দোহানের জগত বারিত (?)
শিশুগণ আশীর্ব্বাদ শুধ জেই পদ।
রঙ্গমালা শুধি কহে কবীর মোহম্মদ॥
ফুল লই আজু খেল সাহার সঙ্গে।
সেয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বালি,
কতুক রঙ্গে রে।
ফুল লই আজু খেল সাহা সঙ্গে॥

অতি প্রাচীন লেখা। তারিখাদি পাইলাম না। পদসংখ্যা ২৮ মাত্র। ইহা যে কি, কিছুই বুঝিলাম না। সম্ভবতঃ মুসলমানের বিবাহোৎসবে পূর্ব্বে গীত হইত।

৩৬৯। সীতা-রাম-সম্মিলন।

ইহা একখানি নাটক। সীতা উদ্ধারের পর অগ্নি-পরীক্ষান্তে রামের সহিত সীতার সম্মিলনবৃত্তান্ত ইহার প্রতিপাদ্য। গ্রন্থের নাম নাই। শীর্ষোক্ত নামটি

আমাদের প্রদত্ত। বড় বেশী দিনের রচনা নহে।

আট পেজি আকারের খুব পুরু শ্রীরাম পুরী কাগজ। পৃষ্ঠসংখ্যা ৮০; দুই পৃষ্ঠে লেখা। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মেজেণ্টার কালী।

ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। তাঁহার এবং তদ্রচিত আরো দুই খানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৮১ ও ৮৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার সম্যক পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এই জন্য সময়াস্তরেই আমরা তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশিত করির, মনস্থ করিয়াছি। তাঁহার কৃত আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পশ্চাৎ পরিদৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থই তাঁহার কাশ্মীর অবস্থানকালীন রচিত।

ইহার ভাষা গদ্য পদ্য দুইই। গণেশ সরস্বতী, দুর্গা, শিব, কালী, রাম লক্ষ্মণ সীতা, শ্যামা (পুনঃ) ও সূর্য্যস্তবের পর গ্রন্থারম্ভ। একটু নমুনা দেই—

শ্রীশ্রীজয় দুর্গা শরণং।

গান—আদৌ আশরে॥

সারি গা মা পা ধা নি, নি ধা পা মা গা রি সা॥

স্বর—তেলানা।

শ্রীগণেশ বন্দনা।

রাগিনী ঝিঝিট—তাল কওয়ালি।

প্রণমামি গণেশং, একদন্ত মহান্ত সান্ত লম্বোদরং সুভেশং। গজ বধনং বৃহৎ রদনং, স্থূলতর খর্ব্ব শরীরং। সিন্দুরবরণং, ইন্দুর বাহনং, বিঘ্নবিনাশন সুধীরং। বন্দে শ্রীচরণং, শ্রীষষ্ঠীচরণ, ভজে যস্ত চরণং সুরেশং॥১॥

শ্রীশিবের স্তব।

শ্রীরাগ—তাল একতালা।

মন হও রে চেতন।
দেখ, প্রবেশিল ঘরে চোর ছয় জন॥
উঠ উঠ জাগ দেখ একবার,
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লুটিল তোমার;
মন রে, ছির্ণ (ছিন্ন) ভিন্ন করো সুকৃতি—
ভাণ্ডার, হরে পুণ্য ধন॥
কাল-চর এই চোর রিপুগণ, নৃবৃত্তি(নিবৃত্তি ?)
স্বংখলে করহ বন্ধন,
মন রে, আশু আশুতোষে কর আরাধন,
এ রাবে সমন॥৪॥

শ্রীকালীর স্তব।

রাং বারোয়াঁ—তাং আড়াঠেকা।

যখন যাব গো দক্ষিণে।
সানুকুল হয়্যে মাগো দাড়াইও দক্ষিণে॥
ব্রহ্মময়ী শ্রীদক্ষিণে, পুজে ও পদ দক্ষিণে।
দিব রহিয়ে দক্ষিণে, জীবন দক্ষিণে॥
ও পায় যাচি দক্ষিণে, কৃপায় রাখ দক্ষিণে।
যেন হত যজ্ঞ মদক্ষিণে, হয় না সুদক্ষিণে॥১॥
এ স্থির ষষ্ঠীচরণে, চিন্তে পূর্ব্বাদি দক্ষিণে॥
(এইপদ আন্তরার পুনরুক্তিতে খাটিবে।)

পালারম্ভ।

মূলসূত্র পঠি পাঠ।

রাগ—আশা গৌরী তাং তেতালা

শ্রীরাম চরিত্র, পরম পবিত্র, সজ্জন মনোরঞ্জন্।
শ্রবণ মঙ্গল, জীবন উজ্জল, করাল ভয় ভঞ্জন্॥
ইত্যাদি।

(গদ্য ছন্দ।) সীতাদেবী।

প্রাণসই কি করি এ অসিম দুঃখ আর সহ্য করিতে পাচ্ছি না, হৃদয় বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তত্রাচ আমি তোমার বাক্যের অধিন, কেবল মাত্র তোমার স্নেহময় বাক্যে এতদিন জীবন ধারণ করেছি, এখনও তুমি যাই বল তাই কর্ত্তব্য। ইত্যাদি।

শেষ :—

সেই ব্রহ্ম অস্ত্রদিয়ে, রাজা রাবণে বধিয়ে,
বিজয় হইলেন রঘুমণি।
হাহাকার হল লঙ্কা, সকলে মানিল সংকা,
ব্যাপিল শ্রী রাম জয়ধ্বনি॥

* * *

করি অতি সমারোহ, বসিলেন বরারোহ,
দেবঋষি পিতৃগণ সহ।
বিভীষণে পাঠাইয়া, জানকীরে আনাইয়া,
চিত্তো কিছু করেন সন্দেহ॥
জ্বালি তীক্ষ্ণ হুতাশন, সীতার পরীক্ষা লন,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হল সতী।
দেব পিতৃ অনুরোধে, জানকীরে নির্ব্বিরোধে,
বামে বসাইলে দাশরথি।

* * *

(শ্রীরাম সীতার শুভ সম্মিলন।)

গান।

হায় হায়, রামের বামে সীতা কি শোভিল।
যেন স্বচ্ছ নীলমণি সুবর্ন্নেতে জড়িল॥

* * *
* * *

রাম সীতার উদয়, ত্রিলোক আনন্দময়,
জয়ধ্বনি বাদ্যধ্বনি ত্রিজগতে পুরিল।
সীতারাম পদতলে, শ্রীষষ্ঠীচরণ বলে,
রামজয় কর সবে, পালা সাঙ্গ হইল॥৪৭॥

পালা সাঙ্গ।

৬৭০। ভদী বিদ্যানিধির সং।

ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন;—ভণ্ডামির মস্তক-চর্ব্বণার্থ লিখিত। প্রণেতা সেই ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। কবিরাজ মহাশয় এক অসাধারণ লোক ছিলেন, তাহা নানা কার্য্যেই পরিস্ফুট হইতেছে।

আরম্ভ :—ভদী বিদ্যানিধির সঙ্গ্

চাউল কাচ কলা থোর কচু পেয়ারা ইত্যাদি দ্রব্য এক বোতল কিত্রিম সরাব একত্রে এক গাঠুরিতে বান্ধিয়া কান্ধে করো (প্রভু হরি কিঙ্কর মোরে খিঁচে টেনে নেও২ আমার তানির * সঙ্গি করহ পেটটা, পরাণটা পুরুছে হেং হায় এতখানি মিষ্টি সামিগ্রি জজমান বাড়িতে ছরাদ্ধ (শ্রাদ্ধ) করাইয়ে পেয়েছি খালি ঘড়ে (ঘরে) কোথায় নেব হায় কারে খাবাব দুর্ জা হাটে নিয়ে বেচে ফেলি কিছু জমা হলে পরে তীরিথ করব পর্থম্ (প্রথম) গয়ায় গিয়ে আমার তানির পিণ্ড দিয়ে মুক্‌থ (মুক্ত) কর্ব) এ বলিতে২ ডোমনচন্দ্রবিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য আসিন্ (আসীন)। (পর্ভু হরি কিঙ্কর) বল্তে২ সভায় আইসা। মোরে খেচে টেনে নেও ইত্যাদি সভায় বলা।

ভদ্রাবতী, প্রকাশ ভদী বামুনী।

বড় ডাঙ্গর বাঁশের ঠাঠে কাগজ কাপর জরাইয়া কিত্রিম পেট করো কাপর দিয়ে বেন্ধে বাঁশে লট্‌কাইয়ে ধনা মনা দুজন প্রেত্যাকার সাজ—নফরের কান্ধে বাঁশ উঠাইয়া দিয়া পেট টানিয়ে আস্তে ব্যস্তে উচ শব্দ করো। চল্২ আরে ধনা মনা সিগ্গির চল্। ধনা মনা ভারেতে (হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ) করো নানা ভঙ্গিভাবে চলো বিদ্যানিধি সমিপে সভায় আসীন।

বিদ্যানিধি।

ভদীর পেট এবং ধনা মনার রূপভঙ্গি ইত্যাদি দেখে ভয়েতে। ওমা একি একি২ এলো। করো জরসর হইয়া পলাইবার উদ্যোগ। ইত্যাদি।

শেষ :—গান—তাল খেমটা।

ক্যা খুশি ক্যা মজা, উরুল পিরিতের ধ্বজা।
হায়২ গজা খাজা ছানাবড়া, হায়২ তাজা
লাড়ু রসকড়া, হায়২ খারে প্রাণ সরভাজা॥ ৩॥
(গান কর্ত্তে২ নাচতে২ হটাৎ বিদ্যানিধি বসিয়া গেলেক ভদী তক্ষনেই লাফ (দিয়ে) বিদার কান্ধে

---

* তানি—স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। তানি=তিনি।

চড়িয়া বসিলেক বিদ্যা ভদীর দুপা বুকে জড়াইয়া ঠেশে ধরে যথা সাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক ॥)

ভদী বিদ্যানিধির সঙ্গ্ সাঙ্গ ইতি।

৮ পৃষ্ঠা মাত্র। তারিখ নাই। সম্ভবতঃ রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত। নিতান্ত অশ্লীল, —ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।

৩৭১। সখাদাসী-সখীদাস বৈষ্ণবের সং ॥

ইহাও উক্ত মহাত্মা ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন বিশেষ। পৃষ্ঠ সংখ্যা—১৪। তারিখ নাই। বোধ হয়, তাঁহার নিজ হস্তের লেখা। ভণ্ড বৈষ্ণবের নিন্দা ইহার উদ্দেশ্য।

আরম্ভ :—সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্গ্।

কপাল যোরা তিলক এবং হাতে মালার ঝুন্টা করে্য সখাদাসী বৈষ্ণবী গান গাইতেং সভায় আইসা।—

গান।

ব্রেজের প্রেম ভাজা, খেতে বড় মজা,
যা খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরিতের রাজা।
গিয়ে বৃন্দাবন, নিধুবন নিকুঞ্জবন,
ঘুরেং শিখে আচি এ এলেম তাজা॥
যে খাবে এস, প্রাণ খুলে বৈস,
আখেরেতে নেবে যাদু পিরিতের বোঝা।
নদে নিবাসি, নাম সখাদাসী,
জগত বিখ্যাত আমি বৈষ্ণবী ধ্বজা ॥ ১॥

শেষ :—বিঠ্ঠলদাস (সখী-দাসের প্রতি।)

আত্মানটা আর সখাদাসী তোমা হতে বজায় থাকিল, বংশটা রক্ষা হল, বর খুশি হলেম।... * * * আর ভাই আলিঙ্গন দিয়ে প্রাণটা জুরাই (এ বলে দুই জনে জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, ধরাধরি, খেছাখেছি চিচ্কার একি কালে মহা প্রলয় কর্চ্চে)।

সখীদাস—

হাঁ প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

সখাদাসী—

বিঠ্ঠলের হাত ধরো, চল বর্থাদ্দি ভাতার, চল জামাই, চল ভাশুর, চল চল করো। আগে সখাদাসী, পরে দুই জন বেগে চলিয়া গেল।

সখীদাস সখাদাসীর সঙ্গ্ সাঙ্গ।

অশ্লীলতার চূড়ান্ত,—কোন ভদ্রলোকের পাঠ-যোগ্য নহে।

৩৭২। সহস্র-গিরি-বধ।

খণ্ডিত। ১ম পাঁচ পাতা বর্ত্তমান। ভণিতাও তারিখাদি নাই। বড় বেশী প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

রাবণ বধিল জদি রাম নারায়ণ।
পুষ্পরথে চরি রাম করিল গমন॥
জয়মুনি কহন্তি কথা শুন বিবরণ।
আর এক কথা কহি অপুর্ব্ব কথন॥
কর জোর করি কহে জানকী সোন্দরি।
দেশেতে চলিলা প্রভু রাবণ না মারি॥
রাবণের বধ হেতু আপনে জন্মিছ।
তাহারে না বধি গেলে কিসেরে আসিছ॥

৫ম পত্রের শেষ :—

পারাবতে চরি আইলা দেবি স্বরস্বতি।
মকরেতে চরি আইলা জল অধিপতি॥
শচিদেব চরি আইলা বিমান বাহনে।
* * * *

পূর্ব্ব সমালোচিত ৫৯ সংখ্যক "সহস্র গিরি রাবণ-বধ" পুঁথি হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

৩৭৩। শ্লোক-সংগ্রহ।

ইহার নাম নাই। নানা প্রকারের নীতি-গর্ভ বাঙ্গালা শ্লোক ও প্রবচন ইহাতে

সন্নিবেশিত আছে। সংগ্রাহকের নাম অজ্ঞাত। পত্রাঙ্কবিহীন কতকগুলি পাতা মাত্র আছে। খণ্ডিত পুঁথি। ছোট বড় ১৬৩টি শ্লোক। মধ্যে ১২—৮৮ এবং ১১১—১৩৩ শ্লোকগুলি নাই। শ্লোকগুলির পরে 'জয়গুণের বারমাস,' 'ছকিনার বারমাস,' 'মছলিমের বারমাস' এবং 'তালমালার' কিয়দংশ লিখিত রহিয়াছে। গণনায় ২০ পাতা পাওয়া গেল; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সন ১১৭৭ মং। সন ১১৭৮ মং তারিখ ১৫ ভাদ্র।
বিচ্‌মীল্লাহেররহমানির্‌ রহিম।

শ্লোলক।

শরস্তিং তুমি বর জানি।
তোহ্মার জিব্‌ব্যা (জিহ্বাএ)
বেত (বেদ) বাণি ॥
তোহ্মার জিব্‌ব্যা মুক্তার হার।
আমারে দেঅমা বিদার ভার ॥
লাগং অরে বিদ্যা মোর কণ্ঠে লাগ।
জাবত্‌ জীঅম্‌ তাবৎ ভাগ ॥
মোর কণ্ঠ ছারি জদি আর কণ্ঠে যাঅ।
দোহাই চন্দ্র সুর্য্যার আন্ধর
মাতা (মাথা) খাঅ ॥ ১ ॥
টং (?) সরস্বতিং নিরমুল * লেখিএ
গলাএ গজমতি হার।
আমারে দেঅ মা সরস্বতি বিদ্যার ভার ॥০
মর (মোর) কণ্ঠ ছারি জদি আর কণ্ঠে জাচ্‌।
দোআই দেব ধর্ম্মর আদ্যর সাতা (মাথা) খাচ্‌ ॥৩

মধ্যভাগে :—

দধি দুগ্ধ কিছু নহে মথিলে সে ঘিউ।
সরিল (শরীর) আপনা নহে সাধিলে জে জিউ ॥
মাতা বিনে পুত্রের কবু নাই সুখ।
ভাগ্যহীন পুরুষের সতত যে দুখ ॥
কৈন্তা বিনে জামাতার নাইক আদর।
অলপ মনিস্তে কেনে বান্ধে বর ঘর ॥
বৈন্ধ্যাএ কেমনে জানে প্রসব বেদনা।
পুণ্যমান ন পাইব জমের তারনা ॥
নদীকুলে জেই বৃক্ষ আবৈস্ত নিপাত।
বংসক্রমে ভাল মনিস্ত না লুকাএ জাত ॥ ৬
গান্দর বলে দশ পণ।
টটনটি সোল পণ ॥
বুদ্ধি থাকিলে লাখর করি (কড়ি)।
ভাগ্যে দিলে কেহ না ভাঅরি * ॥ ৯১
এ সখি বিয়াটতনএ দেঅ দান।
বাঅস অঙ্গা রবে অন্তর জরজর
কি ভেল পাপ পরাণ ॥ ইত্যাদি ॥ ১০৫
এক তণ্ডুলের মজা ধরে শত গুণ।
অদ্যাপি চাকীর মধ্যে ন লুকে বরুণ ॥
তাহারে অমরা বলি জদি মরি জীএ।
অলি পদ্ম মিলি একত্রে মধু পী-এ ॥ ১৪৭

শেষ :—

গান্ধে (?) ন ছারে গান্ধারি হলদি
ন ছারে রং।
হাজার মছলা (মসলা) দি পাকাইলে
শুকটিএ ন ছারে গন্‌ (গন্ধ) ॥
জথ শক্তি আছে কর পর উপকার।
জে হোক সে হোক পুনি দুক্ষ আপনার ॥
জীঅন্তে যে পুণ্য কর সেই মাত্র সার।
জাইতে সে সঙ্গে করি ন নিবা সংসার ॥
১৬৩ স্লোক ॥

"সন ১১৭৬ মঘী-কাত্তি মাস মৈদ্ধে আগ্রান মাস + + সঙ্গে হাং মাং ভুং তাং পীং সাং চিং হাং সন ১১৭৭ মঘী আগ্রান মাসর চাঁর তারিখ রবিবার দুপর বেলাতে দুঃলার জর্ম্ম সন ১১৭৮ মঘী বৈশাখ মাসত্‌ জরিপ আএআ ॥"

"সন ১১৭৭ মঘিতে হেঙুল সাহেবর জরিপেতে কুলচন্দ্র যুগল আমিনে এই মৌজা মাপীছে ॥"

---

* ইহার ব্যাখ্যা-সূচক একটি গল্প আছে। কিন্তু এখানে বলিবার স্থান নাই।

এই পুঁথিতে 'পদ্মাবতী', ও 'বিদ্যা-সুন্দরের' ও দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। তা ছাড়া, কয়েকটি হেঁয়ালী ও আছে। লিপিকর সম্ভবতঃ 'জয়গুণের বারমাস. * রচয়িতা হারিপণ্ডিত বা তৎপুত্র বক্সা আলি (সাং ভিঙ্গরোল।)

৩৭৪। জ্ঞান-সাগর।

পূর্ব্বে একখানি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতি-লিপির সাহায্যে ইহার পরিচয় দিয়াছি। (৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম। ইহা গভীর যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের নামটি সার্থক হইয়াছে বোধ হয়। প্রকাশের খুবই উপযোগী। 'পরিষৎ' কৃপা না করিলে ইহার উদ্ধারের আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা 'ফকিরী, গ্রন্থ বলিয়া মুসলমান শিক্ষিতগণ ইহার সমাদর করিবেন না, নিশ্চয়। কেন না, 'ফকিরী' নাকি ইস্লাম-বিরোধী! 'ইস্লাম প্রচারক' পত্রে আমি 'যোগ-কালন্দর' নামক যোগ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া এই অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছি। † আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ বুঝেন না যে, কেবল গোঁড়ামি করিলেই বেহেস্ত্ লাভ হয় না! যাক্, বেশী কথা বলিতে ভয় হয়।

এই পুঁথির রচয়িতা আলিরাজা, ওরফে 'কানু ফকির'। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

আরম্ভ :—

আল্লাহ গনি মোহাম্মদ নবি।
জিগ্যাসিলা সাহা আলি রছুলের পাশ।
কন (কোন্) কর্ম্ম কর্ল্যে হৃদি হইব প্রকাশ॥
কি কর্ম্ম করিলে চিত্ত হএ অন্ধকার।
সেই কর্ম্ম ভঙ্গ (?) করি কহ নবি সার॥

ভণিতা :—

সাহা কেয়ামদ্দিন পদ করি সার।
কায়ামনে রাঙ্গা পদে প্রনাম হাজার॥
হীন আলি রাজা ভনে স্থুল গেয়ানগুণি।
সর্ব্ব ভাব হএ এক ভাবের নিছনি॥

শেষ :—

ইঙ্গিতে কহিলাম কিছু আগম কথন।
গুরু বিনু ওই তত্ব ন জাএ ভাঙ্গন॥
গুরু ক্রিপা লৈক্ষে হৈল বাঞ্ছিত পুরন।
গ্যানের সাগর কথা অমুল্য রতন॥
এই পুস্তক নাম ধরে গ্যানের সাগর।
মধুর মাধুরি সব অমিআ লহর॥
গুরু বলে নানা ছন্দ আর বহু রঙ্গ।
থাকি আলি রাজা ভনে আগমপ্রসঙ্গ॥

"ইতি গ্যান সাগর পুতি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭৭ (!) মগি তাং ত আগ্রান লিখনং শ্রীকমর আলি পীং আলি মাহাং সাকিন হুলাইন স্তানে পটিআ।"

গ্রন্থ-মধ্য হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

পুরাণ কোরান বেদে জপ নাম ধরে।
সব হস্তে সার তত্ব জে ধ্বনি নিঃসরে॥
অনাহেতু শব্দ জতা (যথা) সে নাম
হুঙ্কার (ওঙ্কার ?)।
গুরু বিনু নাই তার গোপন প্রচার॥
প্রথমে পরম গুরু সুদ্ধ হএ জার।
তবে সে পরম ধ্বনি সুদ্ধ হএ তার॥
গুরু সুদ্ধ হইলে সে ধ্বনি সুদ্ধ হএ।
ধ্বনি সুদ্ধ হইলে সুদ্ধ হইব হৃদয়॥
হুঙ্কার সাধন হৈলে নির্ম্মলতা মন।
নির্ম্মল হইলে মন সুদ্ধ হএ তন (তনু)॥
কাএ আর সাধন সুদ্ধ হএ জে সবার।
প্রভুর পশ্চিম পদ সুদ্ধ হএ তার॥

* এই সুন্দর নিবন্ধটি 'পূর্ণিমা'—১০ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। ('কবি হারি-পণ্ডিত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

† এতৎ সম্বন্ধে 'ইস্লাম-প্রচারক'—৫ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যায় 'যোগকালন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অনধিকারী বলিয়া গ্রন্থখানি আমাদের নিকট রহস্যাবৃত বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ১০৫; দুই পিঠে লেখা। আটপেজি কাগজের বহির আকার। বাঙ্গালা কাগজ। আকারে বৃহৎ।*

৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল।

এই পুঁথির বিবরণ 'আরতি' পত্রিকা † হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এই পুঁথির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক সুসঙ্গের পরম বিদ্বান ও বিদ্যামোদী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন :—"আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। * * * * * * তিনি একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত একখানা হস্তলিখিত কাব্য ও দুই তিনখানা খণ্ডকাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। * * * কবির রচিত 'রাজমালা' ও 'মনসা-পাঁচালী' নামক খণ্ড কাব্যদ্বয় আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি 'ভারতী-মঙ্গল' প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি।"

"ভারতী-মঙ্গল কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতী দেবীর বরলাভ-বিষয়ক প্রচলিত প্রস্তাব অবলম্বনে রচিত। * * * (ইহা) রচনা-মাধুর্য্যে, রস-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। * * * বোধ হয়, (কবি) সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।"

"ভারতী-মঙ্গলে রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজা কিশোর সিংহের জীবিত কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শ স্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন; অতএব তাঁহার জন্মকাল ১১৫৬ সন। কবি তাঁহা হইতে প্রায় ২ বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৭।৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে। রাজা রাজ সিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে 'ভারতী-মঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০-১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।"

"আমাদের বংশে দত্তক পুত্র গ্রহণের পদ্ধতি বর্ত্তমান নাই, রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন; তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনুজ রাজা রাজসিংহকে সুসঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান। ইঁহার সহিতেই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত করেন।"

---

* এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সালের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে আরো বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি পটীয়া মুনসেফী আদালতের খ্যাতনামা উকীল ও 'অর্ঘ্য'—প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে পরম উপকৃত করিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

† ৩য় বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রবন্ধ হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাইবে। সমস্ত কথা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। বক্ষ্যমান কাব্য-রচয়িতা রাজা রাজসিংহের চতুর্থ পুত্র রাজা জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা মহাশয়ও একজন সুকবি ছিলেন; তিনি 'জগদ্ধাত্রী-গীতাবলী' নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তদ্বিষয় পশ্চাৎ প্রকাশিত করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন। অতীব আনন্দের কথা, ভারতীর চিরশত্রু কমলার বরপুত্রগণ ও অধুনা আমাদের বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে অগ্রসর হইতেছেন। বঙ্গের অপরাপর ধনি-সন্তানগণ ও মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন, বিধাতা সেইরূপ শুভদিন আমাদিগকে দিবেন কি?

৩৭৬। নাম-হীন গদ্য পুঁথি।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণব পুঁথি। ভাষা গদ্য। সন ১২১১ মঘী তাং ৫ বৈশাখের লেখা। লিপিকরের নাম নাই। একস্থানে পদ্যে 'রামপ্রসাদ দাসের' ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—শ্রীহরি ভরশা।

তত উৎপত্তি কথনং। প্রকৃতি পুরুষ হইচে মহত্তর্ত্তের জর্ম্ম, মহৎ হইতে রাজস অহঙ্কার, সাত্বিক অহঙ্কার, তামসি অহঙ্কার এই তিন অহঙ্কার হইতে আকাশের জর্ম্ম। ইহার শব্দ গুণ আকাশ হইতে বায়ুর জর্ম্ম। ইহার পর্শ (স্পর্শ) গুণ। ইত্যাদি।

ইহার পর ভণিতা; যথা :—

শ্রীদুর্গা চরণ গোস্বামি অখণ্ডরূপ নয়নে দেখিয়া।
দাস রামপ্রসাদে কহে প্রেমানন্দ হইয়া॥

অতঃপর 'দেশ কালপাত্র'; যথা :—

টুল টটহস্ত (তটস্থ) দেশ জম্প দ্বিপ, কাল অনিত্য কলি, পাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আশ্রয় পিতা মাতার চরণ, আলিপন বেদাদি ক্রিয়া, উদ্বিপন পুরাণ আদি শ্রবণ, দেবতা নারায়ণ। ইত্যাদি।

অতঃপর 'জিজ্ঞাসা উত্তর'; যথা :—

আপনে কোন্ গোত্র, আমি অরচিত্তা-নন্দ গোত্র, কোন্ পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার। কয় শাখা, ১শাখা, কি নাম, শ্রীবিরভদ্র চূড়ামণি, জগৎ জুরি জার ধ্বনি। ইত্যাদি।

শেষ :—

রাধাকৃষ্ণ বইলে বাহু তুলে
চল যাই ব্রজধামে।
কাজ কি তোর আশ্রমে
দেখ্‌বি হরি বংশিধারী রাইকিশোরী
তার বামে॥
দেখিলে জনম আর হবে না।
চৈলে যাব সনে, কাজ কি তোর আশ্রমে॥

অতি কুৎসিত লেখা। পুঁথির শেষ কি এখানেই? ইহার নামটা কি? প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই ত?

৩৭৭। জ্ঞান-তত্ত্ব-পয়ার।

অতি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ বিশেষ কিনা, জানিনা। ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। মোট ১১টি পদ। ভণিতা ও লিপিকরের নাম নাই।

আরম্ভ :—

অথ জ্ঞানতত্ত্ব পয়ার॥
অজ্ঞান জীবের ঘোর অন্ধকার।
মিথ্যা কার্য্য প্রবঞ্চনা সদায় চেষ্টা তার॥
ভাল ভুত ভবিস্যত মন্দ নাহি জানে।
মায়া মোহে বিদর্বিব (?) অব্যর্থ
করিয়া মানে॥

শেষ :—

অজ্ঞান উদয় চক্ষু দিবা-চক্ষু দিল দানে।
শ্রীগুরুর পাদপদ্দে বন্দিবা সাবধানে ॥
কৃপা করি দিল জেই মহাজনের মত।
শ্রীগুরুর পাদপদ্দে কোটী দণ্ডবত ॥ সাঙ্গ ॥

৩৭৮। সুল্‌তান জম্‌জমার পুঁথি।

ভিন্ন কবির রচিত এতন্নামধেয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। (৩২৫ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তথায় ইহার প্রতিপাদ্য কি, তাহা লিখিত হইয়াছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এ পুঁথির প্রতিপাদ্য ও তাহাই।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী হকনাম এলাহি ॥

ছোল্‌তান জম্‌জমার কেচ্ছা (পয়ার)
পহেলা প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
আকাশ পাতাল আদি যাহার শ্রীজন ॥
কিরূপে কহিব আমি মহিমা তাহার।
নবিগণে না পারিয়া হইল নাচার ॥
মহম্মদ নূর নবি আউয়াল আখেরে।
উদ্ধারিব পাপীগণ ময়দান হাসরে ॥

ভণিতা :—

হীন গোলাম মাওলা বলে না দেখি উপায়।
কেবল ভরসা মনে সেই রাঙ্গা পাএ ॥

শেষ :—

আজলের লেখা কেয়ছা বুজে দেখো দেলে।
আজলি (?) কলম রদ নাহি কোন কালে ॥
লেখো দেখি জম্‌জমার আজল লিখনে।
কতকাল বাদে তারে বকসিল রহমানে ॥
দোজক আগুন তারে করিল হারাম।
জম্‌জমার কেচ্ছা ইতি হইল তামাম ॥

"ইতি ছোল্‌তান জম্‌জমার পুস্তি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩৩ মং তাং ২২ কাত্তিক লেখীতং শ্রীজিন্নত আলি পীং ভেলা খাঁ সাং হুলাইন স্থানে পটীয়া।" পত্রসংখ্যা ৫৯, দুইপিঠে লেখা। আটপেজি বহির আকার।

৩৭৯। কৃষ্ণ-মঙ্গল।

খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে পূর্ব্বে ইহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে। (১৯১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথিখানি প্রকাশের সর্ব্বথা উপযুক্ত। আমার বিশেষ অনুরোধ, 'পরিষৎ' পুঁথিখানি প্রকাশ করতঃ এই বিলুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তি রক্ষা করুন। আমি সম্পাদন-ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

আরম্ভ :—নমো গনেসায়।

বড়ারি রাগেন গীয়তে।

প্রণামোহ গনপতি,　　ভক্তিভাবে করোম্ স্তুতি,
অবিষ্ট মঙ্গল সুভদাতা।
অধর বরন রুচি,　　ব্যার্ঘ্রচর্ম্ম ধরে সুচি,
কুঞ্জর-বদন বেদদাতা ॥

শেষ :—

আমার সমান পাপি নাহি ত্রিভুবন।
একবার কৃপা কর প্রভু নারায়ণ ॥

"ইতি কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তিকা সমাপ্তঃ। ইতি সন ১১৪৩ মঘি তাং ২৭ পোস ॥" পত্রসংখ্যা ৭৮, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। বৃহৎ গ্রন্থ। রচয়িতার নাম দ্বিজ লক্ষ্মী-নাথ। গ্রন্থে কোন পরিচয় আছে কি না, জানি না।

অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন-প্রাপ্ত পুলিস্ সব্-ইন্‌স্পেক্টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮০। রেজ্‌ওয়ান সাহা।

মুসলমানী উপাখ্যান গ্রন্থ। হস্তলিপির অভাববশতঃ মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া এই

বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। আটপেজি ৬৭ পত্রে সমাপ্ত। ছাপায় ভাষার মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ভাষা, সঙ্কর হইলেও বাঙ্গালা প্রধান। স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যাভিমান সুপ্রকাশ। রচনা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরম্ভ :—

আর্দ্দে জুক্ত ইশ্বরের অস্তুত লিখিতে।
কলমেহ মুণ্ড ঝুকাইল দণ্ডবতে॥

মধ্যস্থল :—(রূপব্যাখ্যা।)

হেমতরু উর্দ্ধভাগে সামকাল গিরি।
সামময় তৃনাঙ্কুর পুর্ণ গন্ধধারি॥
মৃগমদ গন্ধ সদা সোরব বিষ্টিত।
শুভগন্ধ ঘ্রাণ হেতু সকলের বাঞ্ছিত॥
সেই সামাকুর হৈতে সাম নেত্রমনি।
সেই কালে কাল নাগ জর্ম্মে কালঙ্গিণী॥

ভণিতা :—

(১) ক্ষুদ্রবুদ্ধি অল্পজ্ঞান হীন সমসের আলি।
রূপকাব্য বিরচিলা করিয়া পাচালী॥
(২) মহাকবি সমসের আলি স্বর্গে হৈল বাস।
কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস॥
খণ্ড কাব্য পুস্তক পুরিতে মোর আশ।
গায় হীন আছ্‌লমে হৈয়া উল্লাস॥
(৫৮ পৃঃ)। *

শেষ :—

সমসের মহাকবি স্বর্গলাভ ভেল।
রেজ্‌ওয়ান নৃপতি কাব্য কৌতুকে রচিল॥
মহাধীর ছেদমত আলি মহামনি।
জার গুণ জ্ঞান ঘোসে চৌখণ্ড মেদনী॥
রোসাঙ্গ প্রসঙ্গ আদ্দে শেষ চট্টগ্রাম।
থানে জোরার গঞ্জ মধ্যে সাহেবপুর ধাম॥
বসতি মম মাতুল প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ আলি মহা ভাগ্যবান॥

* * * *
তাহার উরসে জর্ম্ম ছেদমত আলি॥
ভাগ্যবরে পিত্রভবে রাখিয়াছে পালি।
* * * *
চন্দ্রজোগে বেদগ্রহ লৈক্ষ করি॥
রোসাঙ্গ ইশ্বর সাথ চাহিবে বিচারি॥
মাধবী মাসের শেষ বিংস সষ্টদিশ (?)।
মহা অষ্টগণে রচি পয়ার ছলিছ॥

মুসলমান-প্রকাশকগণের বিদ্যার দৌড় কি পর্য্যন্ত, পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সেই ভূতগণের দৌরাত্ম্যে আমাদের সমস্ত কাব্যগুলিই মাটী হইয়াছে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ সমস্ত কেহ ভালরূপে বুঝিলেন কি? বঙ্গভাষার ত এই দশা; গ্রন্থ-ধৃত সংস্কৃত শ্লোকগুলির অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বোধ হইতেছে, কবি সমসের আলি কাব্যের কিয়দংশ-রচনার পর স্বর্গলাভ করেন; তদনন্তর 'আছলম' নামক ব্যক্তি অবশিষ্টাংশ রচনা করতঃ কাব্য সমাপ্ত করেন। চট্টগ্রাম—জোরারগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেবপুর-নিবাসী ছেদমত আলি বোধ হয় প্রকাশক। উক্ত কবিদ্বয়ও সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। গ্রন্থের রচনা কালটা ১১৪৯ মঘী নহে কি?

৩৮১। মৃগলুব্ধ।

পূর্ব্বে এই নামধেয় আরো দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। (১৬ ও ১৮১ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় দ্রষ্টব্য।) ইহার ভণিতা পাওয়া গেল না। পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ হয় নাই; কাজেই অন্য আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। তবে পূর্ব্বোক্ত পুঁথি দু'খানা হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে।

* এই ৫৮ পৃষ্ঠার পরও আবার মধ্যে মধ্যে সমসেরের ভণিতা দেখা যায়। হস্তলিপি না পাইলে কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গনেসাঅ। নমো সরস্বতি নম। বেদে রাগাঅনে * * ইত্যাদি

রাম২ প্রভু রাম জীবের জীবন।
কৃপা কর দিনবন্ধু লইলুম সরন॥
যুনর২ সর্ব্বলোক হইয়া একচিত।
মৃগলোব্ধ যুনি হএ সরির পবিত (পবিত্র)

শেষ :—

মুচুকুন্দ রাজাএ জে রুক্মিনী কহিল।
এই মতে রাত্রি পোসাইল॥
নদীতীরে বাউবর্গে পুজিল সঙ্কর।
রব উল্লাসিত হইলা দেব মহেশ্বর॥
রথ পাঠাইয়া দিলা দেব দিগাম্বর।
সেই রথে আরোহিলা হস্তিনা ইশ্বর॥
রথের উপরে রাজা পুর্ণ বদন।
পত্নি সহিতে রাজা স্বর্গেতে গমন॥
জেই জনে যুনে মৃগ লুপ্‌ধের কথন।
শরিরেত পাপ নাই কদাচন॥

"ইতি মৃগলুপব্ধ পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্বামি * * * * * নাস্থি ভেদ কদাচন। শ্রীইশানচন্দ্র যুভ অক্ষরমিদং।" তারিখাদি নাই। অতি পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা ১৬, দুই পিঠে লেখা। আকারে ক্ষুদ্র। অধিকারী শ্রীযুক্তবাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন প্রাপ্ত পুলিস-সব্‌-ইন্‌স্পেক্‌টর, গৈড়লা, চট্টগ্রাম।

৩৮২। আম্‌ছেপারার ব্যাখ্যা।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিফের অন্তর্গত 'আম্‌ছেপারা' নামক অংশ-পাঠের ফল বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা অনাবশ্যক। পত্রসংখ্যা ৬; ½ অংশ পরিমাণ ফুল্‌স্কেপ্‌ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে-লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

শেষ ও ভণিতা :—

ফকির হোছনে কহে, মনেতে ভাবিয়া ভয়ে,
এক বিনে দুই প্রভু নাই।
কালি সনে দেখা হইলা, (?) পাপজোগ ভোলাইলা,
তবে কেন না চাও গোসাই॥

"তামামত আম্‌ছুরার বেক্যা সমাপ্ত। আদাএ ইতি সন ১২০৯ মং তাং ১৭ কার্ত্তিক রোজ সোমবার। শ্রীকমর আলি পীং মাহাং আলি সাং হুলাইন।"

৩৮৩। ষট্‌কবি মনসা।

পুর্ব্বে একখানি খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে ইহার একটু পরিচয় লিখিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। এবার সম্পুর্ণ পুঁথি দেখিলাম প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১২৭; দুইপিঠে লেখা। বলা বাহুল্য, 'বাইশ কবি মনসা' অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট।

আরম্ভ:—নমো গনেশায় নমো। আস্তিকৈস্য * * * * * ইত্যাদি।

প্রনমোহ গণপতি, বিঘ্ন হোতে মহামতি,
স্বরনে পাশণ্ড দুরে জাএ।
তালো জন্ত্র লৈয়া হাতে, সভার মঙ্গল গাইতে,
তাহে প্রভু হইয়া সদয়॥

শেষ :—

নম২ প্রনমহু আস্তিক জননি।
জথ দোস করিলুম খেমহ আপনি॥
দণ্ড প্রণাম করে মনসার পাএ।
সর্ম্মান সন্মতি বর দেঅ মনসাএ॥
পণ্ডিত জানকীনাথে এহ রস গাএ।
সেবকের তরে বর দেঅ মনসাএ॥
জেবা গাএ জেবা যুনে মনসা-মঙ্গল।
বিস সান্তি ধনপ্রাপ্তি সর্ব্বত্রে কুশল॥
পঠিআ যুনিআ জেবা না লএ পদ্মার নাম।
নিশ্চএ জানিঅ তারে মনসা হৈল বাম॥
মনসা-মঙ্গল গাথা সমাপ্ত হইল।
সট কবি গ্রহন্ত জে বিরচিত হইল॥

দেখিতেছি, সকল মনসা-পুঁথিরই মূল নাম 'মনসা-মঙ্গল'। বিভিন্নদেশবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া কি এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ? না, যবনিকার অন্তরালে সঙ্কলয়িতা অপর কেহ আছেন ? এ তথ্য বিশেষরূপে আলোচ্য বটে !

ইহার-রচয়িতৃগণের নাম ;—১। পণ্ডিত জানকীনাথ, ২। ষষ্ঠীবর সেন, ৩। গঙ্গাদাস সেন ৪। বৈদ্য জগন্নাথ, ৫। গুণানন্দ সেন ৬। রতিদেব সেন। ইঁহাদের সকলের নাম গ্রন্থের বহু স্থলেই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল একটিমাত্র স্থলে 'রমাকান্ত' নামে আর এক কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার নামটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করিলে গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কই ? যাহা হউক, অপর প্রতিলিপি পাইলে বোধ হয় এই রহস্যের মীমাংসা হইতে পারে। ইহার তারিখাদি এই ;— "ইতি মনসামঙ্গল সট (ষট্) কবিরচিত পুস্তিকা সমাপ্ত। ভিমস্যাপি * * * * জথা দিষ্টাং তথা লেখীতং লিখকো নাস্তি দোসকঃ ইতি সন ১১৬৫ মঘি তারিখ ৪ ভাদ্র রোজ সুক্রবার বেলা ছএ ডণ্ড থাকিতে হইছে। স্বঅক্ষরমীদং শ্রীশম্ভুরাম দেব দাসস্য সাং সীকারপুর ॥"

৩৮৪। চিপ্ত ইমান।

মুসলমানী ধর্ম্ম-গ্রন্থ। আরব্য ভাষা হইতে অনূদিত। ১ম পত্র ও শেষ নাই। ২—১৭২ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এই পৃষ্ঠে লিখিত। বৃহৎ পুঁথি। তারিখাদি নাই, কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। পারিভাষিক শব্দাদি ছাড়া ভাষা সর্ব্বত্র খাঁটি বাঙ্গালা।

রচয়িতার নাম কাজি বদিয়ুদ্দিন। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটীয়া থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামে। এখন ইঁহার পৌত্র বর্ত্তমান আছেন ইনি 'খোন্দকার' বংশজাত। পশ্চাৎ অপরাপর কথা সংগ্রহ করিব।

গ্রন্থকারের পরিচয়-স্থলটি পাওয়া যায় নাই ; কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম ঃ—

> আহাম্মদ সরিপ প্রথম গুরু বুলি।
> জীবের জীবন মোর আখির পোতলী ॥
> অমূল্য রতন গুরু মোহাম্মদ নকি।
> আর গুরু এর্সাদোল্লা মোহাম্মদ তকি ॥
> আর গুরু কোরেশ মোহামদ জে নাম।
> পির সাহা সরিপের পদেত ছালাম ॥
> কাজি মোহামদ ওয়ারিশ গুণাধার।
> তাহান চরণে মোর ছালাম হাজার ॥
> আর গুরু চাম্পা গাজী নয়ানের
> জুতি (জ্যোতি)
> খিতাপচর শুভগ্রাম তাহান বসতি ॥
> বাঙ্গালা ভাসা জ্ঞাত মোর সেই গুরু হোতে।
> মুখে পাঠ লেখিছি না হইছে নিজ হস্তে ॥
> * * *
> 'দিন্ ইছ্লামের কুথা' সুন দিআ মন।
> দেশী ভাবে রচিলে বুজিব সর্ব্ব জন ॥
> এ সকল চিপ্ত ইমা কিতাবেত পাই।
> কহেন্ত বদিয়দ্দিনে পআর মিলাই ॥

৩৮৫। মন্ত্রের পুঁথি।

ইহাতে কতকগুলি সর্পের মন্ত্র ও সর্পাঘাতের ঔষধ লিখিত আছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি নাই। অত্যন্ত প্রাচীন। কদর্য্য লেখা। পত্রাঙ্ক নাই। গণনায় ৭টি পাতা পাওয়া গেল।

মন্ত্রগুলি অশ্রাব্য। একস্থল হইতে কয়েকটা ঔষধ তুলিয়া দিতেছি।

"সর্পে কামরাইলে বিস জদি জাগে প্রওগ (প্রয়োগ)।
ওজ—/০ মাসা
হিঙ্গ—/০
করুআ তৈলে বাটি নস লইলে বিস লামে।
২ দফে। জদি বিষের ভব (ভাব) কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্রহ্মতালুতে দিলে বিস লামে।
৩ দফে। রাতি বিআলি জদি কিছুএ কামরাএ ছাগলের লাদি মধু দি পিসি ঘাএর মুখে দিলে বিস নির্‌বিস হএ।" ইত্যাদি।

৩৮৬। সখী-রস পয়ার।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ-বিশেষ না কি ? লেখকের নাম বা তারিখ নাই। ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা হইবে। রচয়িতা 'দামোদর দাস'। কদর্য্য লেখা। মোট ১২টি পদ।

আরম্ভ :—

সখিরস পর-কৃয়া অত্যন্ত নিগোর (নিগূঢ়)।
নিত্য সাধ্য বস্ত হয় সাদএ (?) চতুর ॥
এই তিন জন্ম ব্রজে অবতির্ন্ন হৈলা।
বহু রস বিস্তারিআ রস পুর্ণ কৈলা ॥

শেষ ও ভণিতা :—

নিজ পতি এক মনে করএ ভজন।
কস্তুরি লইয়া হাতে সুগন্ধি চন্দন ॥
নিজ পতির সঙ্গে ব্রজে করে বাস।
চামর চুলাইয়া রাধা (?) দামোদর দাস ॥
সাঙ্গ।

৩৮৭। নামহীন পুঁথি।

ইহা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু নামটা কি, জানিতে পারি নাই। মুসলমানী সংহিতা-গ্রন্থ। পারস্যভাষা হইতে অনূদিত। এক স্থানে এইরূপ লেখা আছে :—

এই জে নোচ্‌কা জান ফারসী আছিল।
সবে বুজিবারে হীনে পাঞ্চালি রচিল ॥
নোচ্‌কা বোলএ জাকে ফারসী ভাসাএ।
তক্তিব কিতাব বুলি বঙ্গভাষে কহে ॥

আরম্ভ :—

প্রথমে ছজিদা করি প্রভু নিরাঞ্জন।
কন্ বাক্য সৃজিলেক এ চৌদ্দ ভুবন ॥
স্থান নাই স্থিতি নাই সন্তেত (শূন্যেত) বসতি।
তাহান মহিমা কৈতে কি মোর শকতি ॥
গুরুর চরণে মুই করিয়া ভকতি।
মন দিআ সুন নারী হৈলে গর্ভবতী ॥
গর্ভনারী হৈতে পুত্র কন্যা জনমিলে।
দফন করিতে ফুল কিতাবেত বোলে ॥

ভণিতা :—

মুনাইম মুন্সীর বাণী, হিততত্ত্ব মনে মানি,
কমরালী রচে সুপএআর।

শেষ :—

ছও (?) সত বয় রিতু সন জদি হৈল।
ছরছালের (?) নীতি হীনে পাঞ্চালী রচিল ॥
মুনাইম মুন্সী জান অতি ভাগ্যবন্ত।
তান আজ্ঞা ধরি হীনে পাঞ্চালী রচিলেন্ত ॥
হীন কমরআলি মুই বুদ্ধি শিশু মতি।
পাঞ্চালী রচিতে পারি কি মোর শকতি ॥
* * *
নবি করিআছে এই হিজ্জিরির সন।
বৈসাখেতে মগী সন চৈত্রেত পুরন ॥
ছরছালের নীতি এই তামাম হইল।
কিঞ্চিত রচিলুম মুই বুদ্ধি জে আছিল ॥

গ্রন্থের নামটা কি "ছরছালের (?) নীতি ?" হুলাইন নিবাসী মুনাইম্ মুন্সীর আদেশে কমর আলি কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে, এরূপ কথা আরও এক স্থানে আছে। গ্রন্থের রচনা-কাল কত ? উক্ত গ্রাম—চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত। কবিবরের বাসস্থানও বোধ হয় উক্ত গ্রামে হইবে। পশ্চাৎ অনুসন্ধেয়।

পত্রসংখ্যা—১৯। আটপেজি কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই বড় বেশী দিনের নকল নহে। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৩৮৮। মনসা মঙ্গল।

এখানি খেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত। সম্পূর্ণ ও ভাল অবস্থায় আছে। পত্রসংখ্যা ৭৭, দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড আকার। ভাল লেখা, এই প্রতিলিপির সাহায্যে প্রকাশ-কার্য্য চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত কবিদ্বয় সম্মিলিত হইয়াই কি ইহার রচনা করিয়াছেন?

আরম্ভ :—নমো গনেসায়। নমো পদ্মাঐ নমো।

জর্বে নহি ছিল মহি, তার পুর্ব্ব কথা কহি,
ভুত ভবিস্তত বিদ্যমান।
প্রলয় জুগান্ত কালে, প্রীথিবি ডুবিল জলে,
এক মাত্র ছিল ভগবান॥
মোহা দেব পদ্ম তোলে, পদ্মপত্রে বির্জ টলে,
তাহা গেল পাতাল ভুবন।
দেবি ভুজঙ্গের মাতা, মনসা জন্মিলেন তথা,
বাপে তানে থুইল বীজুবন॥

ভণিতা :—

(১) তেজীয়া য়াপনা স্থান, কর মোরে পরিত্রাণ,
প্রধান স্বরূপে গাম গীত।
মনেতে মনসা ভাবি, কহে খেমানন্দ কবি,
নায়কেরে কর মন প্রীত॥
(২) মনসার চরণ আসে, রচিল কেতকা দাসে,
তুআ বিনে অন্য নাহি গতি।
জেই স্বনে সুনে ভনে, রৈক্ষ তারে অনুক্ষনে,
অন্তকালে হইবা সারথি॥

শেষ :—

'মনসার চরণ আসে' ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা।

"ইতি সন ১১৩৮ মঘি সকাদিত্য সন ১৬৯৮ তারিখ ১৮ মাগ রোজ সনিবার তিথি দ্বতিআ বেলা এক দণ্ড থাকতে শ্রীশ্রীমতি পদ্মপুরানে মনসা মঙ্গলং অষ্টম দিবসের গীদ সমাপ্ত॥ : : এই পুস্তিক' লিখনং শ্রীফকির চান্দ সেন দাসস্য পীছরে নঅন সেনস্য যুঅক্ষরমীদং পুস্তিকেয়ঃ॥ঃ অথ ইসাদি শ্রীরাম কিসোর দাসস্য পীং কৃপারাম লালা আর শ্রীরাম চন্দ্র দাসস্য পীং কানুরাম ঠাং শ্রীস্যামসুন্দর দাসস্য পীছরে শ্রীরাজারাম ঠাং জানিবে শ্রীরামহরি দাসস্য, ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাশ্চ মতিভ্রম। জথা দিষ্ট তথা লিখীতং লিখিকো নাস্তি দোসকঃ॥ এই পুস্তক দেখিআ জেবা মন্দ বোলে। অঘোর নরকে তার বাস নিশ্চএ॥ জথা দেখিছি তথা করিছি লিখন আহ্মার দোস + + কদাচন॥ এই পুস্তক জে লারচার করে তার বাপ + + পরি মা যুকরিঃ॥ঃ"

এই পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য 'পরিষৎ'কে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি।

৩৮৯। ভাব-লাভ।

মুসলমানী গ্রন্থ। একটা দীর্ঘ কেচ্ছা আছে। উক্ত নামকরণের সার্থকতা কি, পাঠ না করিলে বলিতে পারিব না। খণ্ডিত পুঁথি,—শেষ কতদুর নাই। রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ; পৃষ্ঠসংখ্যা ৫৪। হস্তলিপি আধুনিক,—১২৩৪ মঘীর লেখা। রচনা অনেক স্থানে সুন্দর। ভাষা বাঙ্গালা-প্রধান। কদর্য্য হস্তলিপি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত হকনাম। ভাবলাভ।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
দ্বতিএ প্রণাম করি রছুল চরণ॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি ফিরিস্তারগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভোবন॥

রাগিনি লুম ঝিঝিট : তাল রেখ্তা।

প্রেমের ভাবে ভবার্ণবে ভেবে প্রান গেল।
ভবভাবে ভূলে জাই ভুলা ভএ হলো॥
প্রথম ভাবের ভাব সুন : ভাবে ভুলে ভোলামন :
পরে ভেবে অঙ্গহীন : ভাব রাখা ভার শংসা
ভেবে ভনে সমছর্দ্দি : পার হব গো ভবনদি :
ভিতরের ভিত জদি : গুরু ভাব ভার হলো॥

আড়-খেমটার গান।

ভবনদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে।
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে॥
ভাবের ভাবি তারে বলি : ফুট্লে পরে কমল কলি :
প্রেমমধুর হএ অলি : জে জন বসে গ্রহন করে॥
কমল কলি কোথাএ আছে : দেখ্নারে মন
আপনার কাছে :
কায়ার ভিতর হৃদএ আছে : প্রেমের কমল বলি তারে।
সমছর্দ্দি ছিদ্দিকী ভনে : গুরুর চরন ধারন বিনে :
একথাকে বুজিতে জানে : হেন শক্তি কাহার॥

এই গেল প্রস্তাবনা। তারপর "পুস্তক আরম্ভ + + ত্রিপদি।" তৎযথা :—

কাশ্মির মুল্লুকেতে :　　নির্প এক ছিল তাতে :
জত রাজা প্রজা তার হএ।
এই ছিল তার ভালে :　　কর দিত সবে মিলি :
সুখে ছিল আনন্দ হইএ॥ ইত্যাদি।

নিম্নে স্থানান্তর হইতে আরো একটি গান তুলিয়া দিলাম। গানটি আমাদের বেশ লাগিল।

রাগিনী ভৈরবী—গান ভজন।*

ভবপারাবারে আসি বেপার হলো নারে মন॥
হৃদএরি রাজা কেবা, চিনালি না মন হয়ে হাবা,
করিতে নারিলি সেবা, করিএ জতন।
সে ধন মোর সাথে২, আমি ভ্রমি পথে২,
হৃদএরি রথে, করিতে যে আরোহণ॥
হৃদএ রেখেছ জারে, আদরে কাতরে তারে
ডাকরে মন উচ্চঃস্বরে, জদি করিবি দরশন।
ছিদ্দিকি কান্দনি গাএ, মিছে দিন বয়ে জাএ,
এখন না সাধিলি তাএ, সাধিবি কখন॥

পুঁথির বাকী কতদুর, কি জানি? শেষাংশ আর উদ্ধার করিয়া কাজ নাই। ইহার রচনা তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও যেন এই নামের এক-খানি ছাপান পুঁথি দেখিয়াছি, মনে পড়ে।

ইহার প্রণেতা 'সমছদ্দি ছিদ্দিকী' যে চট্টগ্রাম-বাসী নহেন, তাহা তাঁহার নামেই বোধগম্য হইতেছে। চট্টগ্রামে ঐরূপ নাম 'নকারান্ত' হইয়া থাকে ; যেমন,—সমছদ্দিন, আইনদ্দিন ইত্যাদি।

৩৯০। নামহীন পুঁথি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ১ম হইতে ১৩শ পত্র আছে। তন্মধ্যে ৮ম পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন, তারিখাদি নাই। অতি জীর্ণাবস্থ। প্রাচীনতায় নহে, অযত্নেই ঐরূপ হইয়াছে। বড় বেশী দিনের লেখা, বোধ হয় না। অনুমান ৫০। ৬০ বৎসরের লেখা হইবে। প্রাপ্তাংশে প্রায় ৪১৬ পদ আছে। পুরাতন কাগজ,—দুই পিঠে লেখা। ভণিতা নাই।

মুসলমানী পুঁথি, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ে হিন্দুয়ানি-ইস্লামীউ-ভয় ভাব সমাবিষ্ট, এই অংশে কেবল "সৃষ্টিপত্তনের" বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে নবিবংশের কথা আছে; অবতার-বাদও আছে। পাঠকালে মনে হয়, পুঁথিখানার নাম 'সৃষ্টি পত্তন'ই হইবে। কারণ, ঐ নামীয় পুঁথির অস্তিত্বের কথা আমরা শুনিয়াছি। পুঁথির রচনা সুন্দর ও ধর্ম্মভাবমূলক।

আরম্ভ :—শ্রীযুত। ৵৭আল্লাহ আকবর।

প্রথম প্রনাম করি অনাদিনিধন।
নিমেশে সৃজিলা প্রভু এ চৌর্দ্ধ ভোবন॥
আদি অন্তে নাহি প্রভু নাহি স্থান খিত (স্থিত)।
খণ্ডন বর্জ্জিত প্রভু সর্ব্বত্রে বেয়াপিত।

আকাশ পাতাল মৈর্ত্ত্য স্রীজন করিআ।
নান রূপে কেলি করে অলকিত
(অলক্ষিত) হইআ॥
* * *
লৈক্ষে অলক্ষ হৈআ বৈশে অলক্ষিতে।
চিনিতে অচিন চিন সন্দেহ চিনিতে॥
কহিলে অক্ষর নহে ভাবিতে উদাশ।
সুন্ন ঘঠে সুন্নকার হইছে প্রকাশ॥
* * *
অনলের তাপ সৃজি আছএ বেআপিত।
শিতল সুগন্ধি রূপে পোবন সহিত॥
মৃতিকাত রহিছে কঠিন রূপ ধরি।
জল মৈদ্ধে আছে জেন বিন্দু অবতারি॥
চন্দ্রিমাতে রশি (রশ্মি) জেন সুর্জ্জের কিরন।
তেন মত বেয়াপিত আছএ নিরঞ্জন॥
জেহেন আছএ ননি গরাশ (গোরস) সহিত।
তেনমত আছে প্রভু জগত ব্যেআপিত॥
মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার॥
* * *
রজ গুণ ধরি প্রভু সংসার সিরজন।
সত গুণ ধরি প্রভু সংসার পালন॥
তমগুণ ধরি প্রভু সঙ্গার করন।
এই তিন গুণ তান মহিমা তখন॥ ইত্যাদি।

বসুমতী পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"প্রভো! আমাকে পালনের জন্য অমুক অবতার হন; কিন্তু তাহাতে তিনি অপারগ হওয়ায় আমার প্রার্থনায় আবার অমুক অবতার হন।" গ্রন্থখানি এইরূপে 'রামাবতার' পর্য্যন্ত আসিয়াছে। 'ক্ষিতি' দেবী 'মহাপ্রভুর' গোচরে নিবেদন করিতেছেন :—

রামক স্রিজিলা প্রভু মোহেরে পালিতে।
রামেহ মোহোকে ন পালিল ভালমতে॥
অনুদিন মোর পিষ্টে করিলেক রণ।
কদাপিহ ভালমতে না কৈল পালন॥
* * *
সতি মারি সিতা দেবি অনাথ হইআ।
মোহোর পিষ্টেত ছিল বহু দুর্খ পাইআ॥
এ দেখিআ মোর মন হইল ফাফর।
নিবেধন কৈলুম প্রভু তোমার গোচর॥
এ পাপের ভার মুই না পারি সহিতে।
পাতালে মজিআ আমি রহিব নিশ্চিতে॥
কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার।
সহজে ললাটে এথ লেখিছ আমার॥
খেতির কাকুতি সুনি প্রভু নিরঞ্জন।
খেতিরক্ষা ফিরিস্তাক বুলিল বচন॥
নিশ্চএ জানিঅ মুই আদম সৃজিমু।
সে আদম হোন্তে খেতি নিশ্চএ পালিমু॥

অতঃপর খণ্ডিত। তবেই বুঝিতেছি, এবার আদম (হিন্দুমতে 'মনু') সৃষ্ট হইবেন; তার পর 'আদমি' বা 'মানব' হইবেন।

৩১১। ইউসুফ-জোলেখা।

সুপ্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ 'মহব্বৎ নামা'র প্রতিপাদ্য যাহা, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও তাহাই। ইহাতে ইউসুফ (খৃষ্টানদের Joseph, son of Jacob, মুসলমানের 'এয়াকুব') ও জোলেখার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, ইদানীন্তন কালে মুন্সী আবদুল লতিপ নামক জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি (চট্টগ্রামী নহেন) উক্ত ঘটনাবলম্বনে বিশুদ্ধ গদ্য ভাষায় 'জোলেখা' নামক গ্রন্থ ও অনেকদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম—সাতকানীয়া-নিবাসী বেলায়েত আলি নামক মুসলমান পণ্ডিত 'মহব্বৎ নামা' নামে স্বনাম-প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছেন। ঐ অনুবাদ পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক হইলেও অত্যন্ত রূঢ় ও জটিল-ভাষায় পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ আলাওলের মত

শক্তিশালী অনুবাদক আমাদের সমাজে আর হইবেন না!

পুঁথিখানি খণ্ডিত; ১৬—৯৪ এবং ১০০—১০১ পত্রগুলি বিদ্যমান। চট্টগ্রাম—ধলঘাঠ-নিবাসী প্রসিদ্ধ ৺কালিদাস নন্দীর হস্তলিপি। তারিখাদি নাই; কিন্তু ১২১৪।১৫ মঘীর লেখা, বোধ হয়। অযত্নে প্রথম ও শেষাংশের কয়েকটি পত্র নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। রয়াল ফরমের কাগজের বহি। রচনা বেশ সুন্দর ও খাঁটি বাঙ্গালা।

১৬শ পত্রের আরম্ভ :—

* * *

না দেখিলে একদণ্ড, মর্ম্ম হএ সত খণ্ড,
দসদিগ হএ ঘোরতর ॥
তে কারণে নবিবরে, সেইক্ষনে দিষ্টি করে,
ইছপেরে রাখি হেরে মুখ।
তা দেখিয়া ভ্রাত্রিগণ, সদতে তাপিত মন,
ভ্রাত্রিগণে গুণে মনে দুখ ॥

১০১ পত্রের শেষ :—

জলেখাঁর নয়ানে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জলেখাঁর ॥
অবিরথ বর দুর্থ চক্ষু রক্তমাখি।
হইলুম নিত্য বর হইলুম বর দুখি ॥
নয়ানের জলে নিত্য করাঙ্গলি পুরি।
মুখেতে মাখএ জেন কুঙ্কুম কস্তুরি ॥
ইছপের প্রেমবন্দি হৃদের মাজার।
* কাজে তরুন মাত্র মনে জলেখাঁর ॥

ভণিতা :—

(১) আবদুল হাকিম সাহার জফ
(সাহা জফর ?) নন্দন।
রচিলেক জলেখাঁর বিরহ বেদন ॥

(২) সাহাবন্দি মহাম্মদ পীর গুণবান্।
সে পদপাদুকা তান জপি পরিত্রাণ ॥
আবদুল হাকিম তবে সাহার নন্দন।
কহন্ত জলেখাঁ তোমা বিবাহ কথন ॥

(৩) সাহাবন্দি মোহম্মদ গুণের সাগর।
তাহার হৃদেতে প্রভু ভেদর লহর ॥
সে সমুদ্র আগে মহি গগনমণ্ডল।
জে হউক অধিক মিন বিন্দু এক জল ॥ (?)
সে সমুদ্রতরঙ্গ ঢেউ উঠিল কদাচিৎ।
এহলোকে পরলোকে সকল অনিৎ ॥

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামী সম্পত্তি কি না, জানি না। বলিতে ভুলিয়াছি, ইউসুফ নবির অনেক কথা পাঠকগণ বাইবেলে দেখিয়া থাকিবেন।

৩৯২। নাম-হীন পুঁথি ১

ইহার নাম নাই। মুসলমানী যোগ-শাস্ত্রগ্রন্থ। হিন্দু-যোগের সহিত মুসলমানী-যোগের প্রভেদ কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া; মূলতঃ পার্থক্য নাই। 'যোগ-কলেন্দর', 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং সমালোচ্য গ্রন্থ একই বিষয়-সম্বন্ধে।

রচয়িতার নাম সৈয়দ সুলতান। তদ্রচিত 'জ্ঞান-প্রদীপ' আমরা দেখিয়াছি এবং উহার পরিচয়ও ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' ১২ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। কই তাহার সহিত ত ইহার অভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে না। তবে ইহার নাম কি? পুঁথিখানি সর্ব্বাংশেই রক্ষণ-যোগ্য।

খণ্ডিত পুঁথি। কেবল প্রথম ১০টি পাতা মাত্র আছে। পত্রের আকার ১৭×৭ ইঞ্চি পরিমাণ। বোধ হইতেছে, পুঁথিখানি বৃহৎ ছিল। তারিখাদি নাই; কিন্তু খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ

* ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ২১ সংখ্যক পুঁথিতে যে 'তন-তেলাওতে'র পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, উহা বস্তুতঃ তন্নামক স্বতন্ত্র কোন পুঁথি নহে। প্রতিলিপিতে কোন নাম না থাকায় বিষয়-হিসাবেই ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। উহা 'যোগকালন্দর' পুঁথিই বটে। লেখক।

তাম্রকূট পত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু নকল নবিশের লেখা।

আরম্ভ :—৺নমো গনেশায়।

প্রথমে প্রভুর নাম করিয়া স্বরন।
আঠার হাজার আলম্ জাহার শ্রীজন॥
ক্ষেনে অপরাধ দিআ প্রবরদিগার।
জিনি হস্তে ধরিআছে সকল সংসার॥
জিনি কর্ণে যুনিতে জে আছএ সকল।
জিনি আখি দেখন্ত জে জগতমণ্ডল॥
জিনি ন ভমিয়া (?) জানে সভার মরম।
সভানেরে আহার জোগাএ অবিশ্রাম॥

* * *

কহন না জাএ তান অতি মাঁআ তুল।
মন দিয়া যুন কহি দ্রবেসির (দর্ব্বেশীর) মুল॥

মধ্যস্থল :—

আর এক যুন তুহ্মি অপরূপ কথা।
সট রিতু বসতি করএ জথা তথা॥
আধার চক্রেত গীস্মা (গ্রীষ্ম) রিতের ওদএ।
অধিষ্ঠান চক্রেত বরিসা নিশ্চএ॥
অনাহুত চক্রেত সরত রিতু বৈসে।
বিশুদ্ধি চক্রেত জান সিসির প্রকাসে॥
মনিপুর চক্রেত হেমন্ত রিতু বৈশে।
আদ্যা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাসে॥ ইত্যাদি।

ভণিতা :—

পুনি২ প্রণামিয়া গুরুর চরণ।
সৈদ মুলতানে কহে নারির
(নাড়ীর) সংস্থান।

১০ম পত্রের শেষ :—

অপুর্ব্ব কহিল কথা সাধ বিচক্ষণ।
জানি (জ্ঞানি) সবে কহে তারে
জান (জ্ঞান) সঙ্করন॥
অখনে কহিব যুন চক্রি নামে কর্ম্ম।
অবধান কর কহি তার জথ মর্ম্ম॥
ভ্রমন করিব মাথা চক্রের আকারে।
ভ্রমাইব জেই মত কহি যুন তারে॥
দুই বাহু তুলি দুই কর্ণে লাগাইব।
চাপীয়া চিবুক তবে কণ্ঠ পরে দিব॥
তাহার অথেক গুণ শুন দিয়া মন।
মর্ম্ম হোন্তে মাথা বেথা খণ্ডিব তখন॥
আর এক কথা কহি নিঙ্কি (?) নাম তার।
জাহারে সাধিলে সিদ্ধি হএ ত সিদ্ধার॥

'জ্ঞানপ্রদীপের' সহিত ইহার এতই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিতে সন্দেহ হয়। আজ জ্ঞান-প্রদীপ আমাদের নিকটে নাই, সুতরাং মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। পরে দেখা যাইবে।

৩৯৩। পরাগলী মহাভারত।

খণ্ডিতাকারে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে। লেখা খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজগুলি তাম্রকূট পত্রের মত হইয়াছে। তারিখাদি ছিন্ন। কত হইতে কত পাত আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। এজন্য কোন অংশ আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। প্রয়োজন মতে ইহার আলোচনা করিব। এই পুঁথিখানি আনোয়ারানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার সেন কবিরাজ মহোদয়ের নিকটে আছে। তাঁহার নিকট মাধবাচার্য্যের জাগরণ (সম্পূর্ণ), ভবানন্দের হরিবংশ (জীর্ণ ও খণ্ডিত) এবং আরো বহু পুঁথি আছে। নূতন পুঁথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে পুঁথিগুলি দিতে তিনি রাজী আছেন।

১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যার 'পরিষদে' ৯ম পুঁথিতে যে 'রাধিকার বারমাসের' পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার আর একখানি প্রতি-লিপিতে 'বলরামদাসের' ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। উনি কোন্ বলরাম দাস, তাহা নির্ণয়ের উপায় আছে কি? বারমাসখানি যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রূপে 'সুধা'—

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যায় আবার প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। লেখক।

৩৯৪। আম্‌ছেপারার মাহাত্ম্য।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিপের অন্তর্গত 'আম্‌ছেপারার' মাহাত্ম্য কথিত আছে। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভণিতা নাই। পৃষ্ঠসংখ্যা—১১; রয়াল্ ফরমের কাগজের বহি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত।

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতিএ প্রণাম করি রছুল আম্মার॥
ত্রিতিএ প্রণাম করি ফিরিস্তারগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভুবন॥

শেষ :—

পরিলে (পড়িলে) তাহার দুঃখ হইব নিবারণ।
একবার পরিবেক ভাবি নিরাঞ্জন॥
সবার বরজিত্ত হই বক্ষি রাত্র দিন।
আমি এক হিন জন সংসার মাজার॥

এই পুথি সমাপ্ত হইল জে। ইতি সন ১২৫৪ মঘি তারিখ ১২ কার্ত্তিক।

৩৯৫। সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। তারিখ নাই; কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। 'দীনহীন দাসের' ওদ্বিজরাম কৃষ্ণের ভণিতা আছে। এতদ্বিষয়ক অপরাপর পুঁথির সহিত ঘটনার পরস্পর মিল দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল কবির কল্পনাই এক রকম ও নূতনত্ববর্জ্জিত।

আরম্ভ :—নম গনেসায়ঃ। নম সত্য নারায়ণ নমস্ততে। অথ সত্য নারায়ণ পুস্তক লিক্ষতে।

প্রনমোহ নারায়ন অনাদির ধন।
উতপত্তি প্রলয় সৃষ্টী জাহার কারণ॥

ভণিতা :—

(১) কৃষ্ণভক্তি আনন্দে জিনিব তিনযুগ।
দ্বিজ রামকৃষ্ণে কহে ধন্ত কলিযুগ॥

(২) দিন হিন দাসে কহে, সুন সাধু মহাশয়ে,
বলি সুন এই তত্ত্ব সার।
সত্য দেব পুজা কৈলে, তাহান কৃপার ফলে,
সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে তোমার॥

শেষ :—

সত্যদেব মহাপ্রভু জেবা করে হেলা।
নীশ্চএ জানিয় তার কোভু নাই ভালা॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করহ সব ভাই।
সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥

"ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরাজ কিশোর চৌধুরি পীং কাশিনাথ চৌধুরি সাং আনোয়ারা॥"

দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথের রচিত এই নামীয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' প্রকাশিত হইয়াছে। (৮৩ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এই উভয় 'রামকৃষ্ণ' অভিন্ন কিনা, জানি না।

৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণী।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দিয়াছি। (৭৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) একখানি খণ্ডিত পুঁথি মাত্র তখন অবলম্বন ছিল। এবার ছাপা পুঁথি ও সম্পূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আবার তদ্বিবরণ লিখিতেছি। আমার নিকট ইহার ৩। ৪ খানি প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে; সুতরাং এখন এই পুঁথির প্রকাশ-

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আর কোন বাধা নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' * যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তদধিক আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে সেখানে আমরা কবির নিজ বাক্য উদ্ধৃত করি নাই;—বিশেষতঃ সেই প্রতিলিপির উপর আমাদের তেমন আস্থা নাই। এজন্য কবির নিজের ভাষায়ই আমরা এখানে তাঁহার বিবরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

আরম্ভ :—

[বিচমিল্লার নাম জান ত্রিভুবন সার।
আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার॥ ইত্যাদি

(রোসাঙ্গ-প্রসঙ্গ।)

কর্ণ ফুলী নদী পুর্ব্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রমবুদ্ধিছার (?)
নাম রুস্তধর্ম্মরাজা ধর্ম্ম অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥

* * *

ধন্যং শব্দ হৈল দেবের স াত।
সুধর্ম্মের কীর্ত্তিবশ পুর্ণ সন্নিপাত॥] †
নৃপতির জসকির্ত্তি জেই নরে গাএ।
জর্ম্মসুখী হএ নর দরিদ্র পলাএ॥
ধর্ম্মরাজ পাত্র শ্রীআসরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান॥

* * *

পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর।
ডিঘি সরোবর দিলা অতি বহুতর॥
নৃপতি বল্লভ সেই আসরফ খান।
নানা দেশে গেল তার প্রদিষ্টা(প্রতিষ্ঠা)বাখান॥

সৈদ সেখজাদা আর আলিম ফকির।
পালেন্ত সে সব লোক প্রাণের অধিক॥

* * *

উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আজি কুচি পাটান (?) জে আদি জথ দেশ॥
হেন রাজা জার প্রতি মহা দয়া করে।
মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে॥
বিবিধ প্রকারে দিলা বসন ভুসন।
বিবিধ প্রকারে কৈলা রাজ্যের পালন॥
ছত্রসনে দিল রাজা সোবর্ণ পতক।
রত্নময় টুপি দিলা অপুর্ব্ব জে টোপ॥
দশহস্তী প্রধান জে দিলা বরা বরা।
দাস দাসী সঙ্গে দিলা নেতের কাপরা॥
আসরপ খান জদি হইলা সেনাপতি।
নৃপতির সাক্ষাতে থাকন্ত নিতিং॥
সুধর্ম্মার সনে হৈল আনন্দ অপার।
সসৈন্য সামন্ত চলে বিপিন বেহার॥

* * *

দুই সারি নৌকার ভুসন নানা রঙ্গে।
আরোহিলা নৃপ খান আসরপ সঙ্গে॥

* * *

খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবনে।
সঙ্গে আসরপ খান রাজপাত্র সনে॥
চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নৃপবর।
তারক বিষ্টিত জেন চন্দ্রিমা সুন্দর॥
বনপাশে নগর এক দ্বারাবতি নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা জেন অতি অনুপাম॥
তথাত রচিআ সভা রহিলা নৃপতি।
মন্ত্রগঠন জেন সভার আকৃতি॥
অপুর্ব্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।
আমাত্য সহিতে রাজা করে কুতুহল॥
জার জেই মত বিধ সিবির রচিআ।
তথাত রহিলা সৈন্য আনন্দ করিআ॥

* * *

দ্বারাবতি উজ্জ্বল করিল ধর্ম্মরাজ।
দ্বারিকাতে সোভে জেন গোবিন্দ সমাজ॥
সৈন্য সমুদিত রাজা আকট (আথেট ?) করিআ।
চারিমাস রহে তথা বন বেহারিআ॥

---

* ১২ বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় 'দৌলতকাজী ও লোর-চন্দ্রাণী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† বন্ধনী-মধ্যস্থ অংশ ছাপা পুঁথির পাঠ।

তার মধ্যে পাত্র আসরফ মহামতি।
আপনা ভুবনে আইলা রাজার সঙ্গতি ॥
নানা জাতি সৈন্য সবে ধরিল জোগান।
সভাতে বসিলা পাত্র আসরফ খান ॥
সৈয়দ সেক আর মগল পাঠান।
স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সুদ্র বহুতর।
সারি২ বসিলেক মনিস্য সকল ॥

*   *.   *

শ্রীযুত আসরফ পণ্ডিত প্রধান।
ষোল কলা পুর্ণ জেন চন্দ্রিমা সমান ॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয় ॥
হেন মতে সভা করি বসি থাকে
নিতে (নিতি)।
কহন্ত আনন্দ চিত্তে কিতাব রচিতে ॥
আরবী ফারসি নানা উত্তম উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ ॥
গুনিগণ গোআরিও খোটা বহুতর। (?)
সহজে মোহন্ত সভা লোক বহুতর ॥
শেষে পুনি কহিলেক কতুক মহামতি।
সুনিআ সতীর কথা রাজার আরতি ॥
[ভারতে পুরাণে সন্থে২ সে বাখান।
চন্দন তিলক সত্য উগে সর্ব্ব স্থান ॥

*   *   *

ঠেঠা ছোপাইয়া দোহ কহিলা সদনে। (?)
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন২ জনে ॥
দেশী ভাবে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিআ জেন বুজএ সানন্দ ॥
তবে কাজী দৌলতে সে বুজিয়া আরুতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥] *

(প্রস্তাবের আরম্ভ।)

রাজার কুমারী এক নামে মনাবতি।
ভুবন বিজই সে জে রূপেত পার্ব্বতি ॥
কি কহিব কুমারীর রূপগুণরঙ্গ।
অঙ্গের লীলাএ জেন বাজিছে অনঙ্গ ॥
ইত্যাদি।

* বন্ধনীস্থ অংশ ছাপা পুঁথির পাঠ।

দৌলত্ কাজীর রচনার শেষ :—

"মোহর হৃদয় মনে
লোর পতি বিনে
ন ভাএ আন রস রঙ্গ।
জবে ইহ লোকে
ন মিলে লোরকে
পরলোকে হইবো রঙ্গ ॥
"(মালিনীর উক্তি।)
জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ,   বৎসর হইল শেষ,
দুঃখদশা না গেল তোমার।
দিনে২ পীড়া বাড়ে,   বিরহের শোকান্তরে,
চন্দ্রকলা জেন জায় জড়ি ॥
বহয় পবন মন্দ,   বাজায় মদন দন্দ,
হৃদে জাগে বিরহ আনল।
পতি রতি ক্রিয়া গেল,   সে কষ্ঠ আর না দেখিল,
শরীর দগধে প্রেম জাল ॥

*   *   *   *

শ্রীঅস্ত দৌলত,   কাজী গেল মৃতপদ,
বাকী রৈল জ্যৈষ্ঠ এক মাস ॥"

এইটুকু কাহার রচনা, কে বলিবে ? দির্ঘ ছন্দ :—: একাদস মাস রচি দৌলত কাজি নিধন হইলেন পরে আলাওলে দ্বাদস মাস পুর্ন্ন করি কহেন :।"
(৬৮ পত্র।)

আলাওলের রচনা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
সেই স্বামী খণ্ড বাক্য করএ পুরণ ॥

*   *   *

জথ মহাপুরুস সকল আদ্য করি।
সে সব চরণ বন্দম মস্তকেতে ধরি ॥

*   *   *

খণ্ড বাক্য এক পুরাইতে মনে আশা।
তুমি সব লক্ষে করো বহুত ভরসা ॥

*   *   *

ইষ্টদেব গুরুপদে মাগম পরিহার।
কাব্যর রহস্য কহো রচিআ পআর ॥

* ইহার পর ছাপা গ্রন্থে আছে :—

জথনে আছিল কবি গুণি অবগতি।
রসাঙ্গ ঈশ্বর পুর্ব্ব সুধর্ম্মা নৃপতি ॥
তাহান কীর্ত্তি গুণ আদ্য খণ্ডে আছে।
পুনিঃ মহিমা কি কর্ম্ম কহি পাছে ॥
হিন্দুস্থানি ভাসে সেই চৌপাইআ হেট।
কেহঃ বুজে কেহ ভাবএ সঙ্কট ॥
এ লাগি আসরপে কৈলা অঙ্গিকার।
লোর চন্দ্রাণির কথা রচিতে পয়ার ॥
আসরপ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর।
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥
শেষ খণ্ডে ময়নার কথা করিল প্রকাস।
দুতীর সম্বাদ পদুত্তর বার মাস ॥
সুচারু পয়ার মেলে নানা ছন্দ গীত।
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত ॥
আসরফে আদ্য বার মাস আরম্ভিল।
বৈসাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিল ॥
তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত হৈল লীন।
লণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥
জেন মতে ময়না কৈল দুতীর বিগতি।
পুনরপি আসিয়া মিলিল লোর পতি ॥
এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥ *
খণ্ড পুর্ব্ব (পর্ব্ব ?) কাব্যান্তরে কহিলুম কিঞ্চিত।
অল্প ইঙ্গিতে বহু বুজএ পণ্ডিত ॥
নৃপকীর্ত্তি সমুদ্র তরিতে নাহি তীর।
আশীর্ব্বাদ করো জয় আয়ু হউক চির ॥

* * *

তান মোহাপাত্র শ্রীমন্ত ছোলেমান।
নানা বিদ্যা শাস্ত্রগুণে শত অবধান ॥

* * *

হেম রত্ন রূপ্য আদি ভাণ্ডার সকল।
প্রত্যয়ার্থে দিলা রাজা তান করতল ॥
লক্ষেঃ কর্ম্ম জথ দেশের মাঝার।
সে সকল উপরে তাহান অধিকার ॥

* * *

পরদেশী আলিম ফকির গুণবন্ত।
ভক্ষ্য বস্ত্র দিয়া নিত্য সাদরে পোসন্ত ॥

* * *

গৌর মধ্যে মুলুক ফতেয়াবাদ শ্রেষ্ঠ।
বৈসে সমাজিক লোক উক্তি ভক্তি ধিষ্ট ॥
বিস্তর দানিসবন্দ খলিফা সুজান।
আউলিয়া সবের বহুত গোর স্থান ॥
হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় জে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
মধ্যে ভাগিরথী ধারা বহে অনুক্ষণ ॥
মজিলিস কুতুব তথার অধিপতি।
তাহান আমাত্য সুত মুঞি হিন মতি ॥
কার্জ্য হেতু পথে জাইতে নৌকার গমনে।
দৈবগতি দেখা হৈল হারমাদের সনে ॥
বহু যুদ্ধ করি স্বর্গবাসী হৈল পিতা।
রণখ্যাতে ভাগ্য বশে আসি আইল হেথা ॥
কথেক আপনার দুঃক্ষ কহিমু প্রকাসি।
রাজ আসোয়ার রসাঙ্গেত আসি ॥
শ্রীমন্ত ছোলেমান মহা গুণবন্ত।
পরদেশী গুণী পাইলে সাদরে পোসন্ত ॥
মহা হরসিত হৈল পাইআ আমারে।
অন্নবস্ত্র দানে নিত্য পোসন্ত সাদরে ॥
তাহান সভাতে গুনিগণ অবিরত।
জ্ঞান উক্তি রস কথা সুনন্ত সতত ॥

* * *

(একদিন) প্রসঙ্গ হইল লোর চন্দ্রাণির কথা।
অসাঙ্গ রহিল এই রস কাব্য গাথা ॥

* * *

এথেক [illegible] মহামতি।
হরসিতে আদেশ করিল আমা প্রতি ॥
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু দোহ আনি মিলাও এক ঠামে ॥

* * *

মহন্ত আরতি সে সুনি আলাওল।
অঙ্গিকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল ॥

* * *

---

* আমাদের মতে দৌলত কাজী শ্রীসুধর্ম্ম সুধর্ম্মার আমলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ও আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে ১৬৫৮—১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লোর-চন্দ্রাণী' রচনা করেন। আমাদের অনুমান মিথ্যা হইতে পারে না, এমন কেহ মনে করিবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে এখনো আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। এতদ্বিষয়ের একটা শেষ মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী কৃপাএ কমলা রুষ্ট মন।
মহাজনে কৃপা করে গুণের কারণ॥
তার মধ্যে আলাওল অতি হীনমতি।
লঘুবুদ্ধি গুরুতর করিল আরতি॥

* * *

শশধর ধরিতে বালকে হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরুকৃপা বলে॥
মহাজনের আদেশ সহজে পুজ্যমান।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা জনক সমান॥
সাহস করিলুম মনে ভাবিআ রহস্য।
ভাগ্যবন্ত জ্ঞান সিদ্ধি হইবো অবশ্য॥

* * *

শ্রীমন্ত ছোলেমান সত্য-রত্নাকর।
শুনিতে সন্তীর কথা হরিদ অন্তর॥
আদেশ কুসুম তান শিরে ধরিআ।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালি রচিআ॥

শেষ:—

রোসাঙ্গ পুষ্করণী জল কার্ত্তিকে শুখায়।
পুণিত গম্ভার বৈশাখে জল পায়॥
তেকারণে পুঁথি মুই একাত্রে গাথিল।
বিচারে না ফিরে আর জে হৈল সে হৈল॥
মুই মোহা পাতকীর পাপের নাহি ওর।
আশীর্ব্বাদ কর স্বর্গগতি হোউক মোর॥

রচনাকাল :—

মুছুলমানী সক সখ্যা যুন দিআ মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন॥
সিন্ধু যুন্য (শূন্য) দেখিআ আপনে দুইদিকে।
যুত (সুত) কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে॥
মগধির সনের যুনহ বিবরণ।
জুগ যুন্য (শূন্য) মৈদ্ধে জুগ বামে মৃগাঙ্কন॥*

সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম॥
জেবা গাএ জেবা যুনে মএনার পুস্তক।
পুত্রে পৌউত্রে সম্পদে আনন্দে বারউক॥

"ইতি সতি মএনাবতির পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্য ইত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১২১৩ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরেজি তারিখ ১২ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ২২ ফিবরেল ইংরেজি রোজ রোবিবার রাত্রি ছএ ডণ্ড সমএ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত, মোকাম বাষবাড্যা (বাঁশবাড়িয়া) নিমক মাহালের কাচারি লিখা জাএ॥" পুঁথি হইতে সমস্ত কথা তুলিয়া দিলাম। পৃথক্ ভাবে আর আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন পুঁথির গল্পটা একবার শুনুন। লোর 'গোহারী' দেশের রাজা; ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। 'চন্দ্রাণী' 'মোহরা' নামক দেশের রাজতনয়া। জনৈক যোগীর হস্তে চন্দ্রাণীর চিত্রপট দেখিয়া লোর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি রাজ্য পাট-ত্যাগ করিয়া মোহরা চলিয়া যান। তথায় বহুদিন অবস্থানের পর নানাকষ্ট ও কৌশলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েন। ইহার ফলে তিনি একদিন গোপনে চন্দ্রাণীকে লইয়া চম্পট দেন।

চন্দ্রাণী পূর্ব্বেই বামনের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বামন'ও ক্লীব ছিল বলিয়া চন্দ্রাণী বরাবরই তদীয় উদ্বাহ-পাশচ্ছেদন করিতে অভিলাষিণী ছিলেন। কাজেই সুযোগ পাইয়া লোরের সঙ্গে পলায়ন করিতে তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

সংবাদ পাইয়া বামন লোরের পশ্চা-

* ইহা হইতে ১০৭০ হিজরী ও ১০২০ মঘী সন পাওয়া যায়। তবেই দেখা যায় যে, হিজরী হিসাবে ২৫১ বৎসর ও মঘী হিসাবে ২৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আলাওল 'চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন দুইটির মধ্যে ৬ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল? আলাওলের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এমন ভ্রম করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা প্রার্থনীয়।

ভাবিত হয়, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লোরের হস্তে পরাভূত ও নিহত হয়। পরে মোহরা-রাজ লোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। লোর শ্বশুর-রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—স্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। *

ও দিকে ময়নাবতী স্বরাজ্যে আছেন। ছাতন নামক কোন বণিক্‌কুমার ময়নার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎ-সমাগমলাভাশায় এক মালিনীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা অছিলায় মালিনী ময়নার শৈশব-ধাত্রীর পদলাভ করে। সে নিরন্তর ময়নাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। এরূপ নানা কৌশলেও সতীনারীর মন টলাইতে না পারিয়া মালিনী ষড়্‌ঋতুর বর্ণনা যুড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইল না। পরে রাণী মালিনীকে চিনিয়া তাহার অশেষ দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়া দেন।

অতঃপর সখার পরামর্শে রাণী জনৈক ব্রাহ্মণ ও শুক পাখীকে লোর-সমীপে প্রেরণ করেন। দ্বিজবর কৌশলে রাণীর কথা লোরের স্মৃতিপথারূঢ়া করেন। লোর নিজ পুত্রকে শ্বশুর রাজ্যে নৃপতি-স্বরূপ রাখিয়া চন্দ্রাণীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এখানে 'Ding dong dended, my tale ended.'

ঘটনা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। মূল ঘঠনা এই হইলেও প্রাসঙ্গিক অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘঠনা আছে। সে সমস্তের উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে ইহাতে 'আনন্দবর্ম্মা'র একটি গল্প আছে। ঠিক সেই গল্প সম্বন্ধেই 'শশিচন্দ্রের পুঁথি' একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহা রামজী দাসের রচিত। এই দুইস্থলে নাম ধামাদির পার্থক্য থাকিলেও মূল গল্পে কিছুই প্রভেদ নাই। এখন দ্রষ্টব্য যে, এই গল্পের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক (অন্ততঃ বঙ্গ ভাষায়) আলাওল কি রামজী দাস? কিন্তু মূল পুঁথি প্রকাশিত না হইলে সে সমস্যার মীমাংসা বড় সহজ নহে।

পরিশেষে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, 'পরিষৎ' মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজীর এই পুঁথি খানির প্রকাশভার গ্রহণ করুন।

'নবনুর'—১ম বর্ষ ৯ম ও ১১শ সংখ্যায়ও 'লোরচন্দ্রাণী' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এখানে বলা উচিত যে, 'লোরচন্দ্রাণী'র প্রাগুক্ত প্রতিলিপিখানি গৈড়লা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন মহোদয়ই আমাকে দিয়াছেন। আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনিয়া তিনি যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহ-সহকারে তাঁহার পুঁথি সকল আমাকে দেখাইলেন, বস্তুতঃ সেইরূপ দৃষ্টান্ত আমি আর কখনো পাই নাই। তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও 'লোরচন্দ্রাণী' খানি দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় লোক অধুনা দুর্লভ। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

৩১৭। পদ-সংগ্রহ।

পুঁথিখানি খণ্ডিত; সুতরাং নামহীন। 'পদসমুদ্র' প্রভৃতির মত ইহা সেকালের পদাবলী ও বিবিধ গীতাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ। 'রাগমালা' প্রভৃতিতে প্রসঙ্গক্রমেই অনেক পদ ও গীতের সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে পদ ও গীত ভিন্ন আর কিছুই নাই। অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব কবির নাম ও কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারিত। এই জন্যই এই পুঁথিখানি অতি মূল্যবান্

* এই খানেই কাব্যের প্রথম ভাগ শেষ।

ছিল। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না! পুঁথি-খানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০—১৪ ও ১৭ সংখ্যক পত্র-গুলি বিদ্যমান। ১২×৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ; সুতরাং আকার ক্ষুদ্র। তারিখাদি নাই, কিন্তু বহু প্রাচীন। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। হিন্দু নকলনবিসের লেখা।

৩য় ও ৪র্থ পাতের একটি গীত শুনুন:—

কি করিল সখী সবে মোরে নিদে জাগাইয়া।
আইল চিকন কালা সময় জানিআ॥
চাপিল প্রেমের নিদে শ্যাম কোল পাইআ।
কহিছে বিনয় করি উরে হাত দিআ॥
যৌবনের গরবে মুই না চাইলু ফিরিয়া।
পিউ পিউ বুলিয়া বলিস (বালিশ?) লৈলু উরে।
চৈতন্য পাইআ দেখো পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের সঙ্গেতে মুই এখলা নিদ জাম্।
কেনরে দারুন বিধি মোরে হৈল বাম॥
কহে কফি (কবি) লালবেগে স্বপ্নেত জাগিয়া।
খণ্ডিল জর্ম্মের দুক্ষ চান্দমুখ চাহিয়া॥ ৬॥

১৭শ পত্রের শেষ:—

মালসি রাগ।

জয় সিংহবাহিনি, মহিসমর্দ্দিনি,
ঘুমিনি (শুলিনী?) রনপণ্ডিতা।
মুণ্ডিতাসুর সঙ্গে, রঙ্গিনি জরতি,
দসভুজমণ্ডিতা॥
মঞ্জন মানিকুল (?), * * *
সীরে জটাজুট (লম্বিতা?)।
পীন উন্নত, কঠিন কুচজুগ,
যুকুত (?) জৌবন সোভিতা॥
* * * কনক কঙ্কন,
মঞ্জ (মঞ্জু?) মঞ্জির সীঞ্চিতা।
ত্রিবঙ্গ (ত্রিভঙ্গ) কোটি, পট্টয়ম্বর,
পঞ্চানন-মনমোহিতা॥
য়মুর সুরবর, সীদ্ধ কিন্নর,
জোগি ভুগপতি সেবিতা।
শ্রীগোরি চরন, সরোজে জেন,
জগদানন্দ দোলিতা॥

এই পত্রগুলিতে দাস বংশীদাস, দ্বিজ শ্যামানন্দ, কৃষ্ণশঙ্কর, দ্বিজ রামানন্দ, আমীন দীননাথ দাস, গোবিন্দ দাস, রাম জীবন, রায় শ্রীযুত (?), দ্বিজ মাধব, রামচন্দ্র দাস, মোহাম্মদ হাসিম (কাসিম)? রাজারাম দাস, আপজল, ছৈয়দ মর্ত্তুজা, মাধব দাস, অমরমাণিক্য, কাশী, রামানন্দ, বৈদ্য যশচন্দ্র, জগদানন্দ ও লাল বেগ নামধেয় কবিগণের রচিত পদ ও গীত আছে। দুই একটা পদে ভণিতা নাই। 'লালবেগ' নামক মুসলমান বৈষ্ণব কবিকে অনেকেই জানেন। 'লালবেগ, কি সেই 'লালবেগ,? সময়ান্তরে এ সকল পদাবলী অন্যত্র প্রকাশিত হইবে; তখনই সকল কথা বিবেচনা করা যাইবে।

১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' ১৩শ পুঁথিতে যে 'স্বপ্নাধ্যায়ের' পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, উহার রচয়িতা দেব বলরাম, তিনি রাঙ্গুনিয়া থানার অন্তর্গত 'নোয়াগাঁও' গ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। এখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, বলরাম দেব আনোয়ারের নিকটবর্ত্তী 'খিলপাড়া' নিবাসী ছিলেন। খিলপাড়া পূর্ব্বে 'নবগ্রাম' নামে অভিহিত হইত। কতদিন হইতে জানি না, 'নবগ্রাম' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রামটি এখন 'খিলপাড়া নামেই অভিহিত হইতেছে। আজও কবির বংশধরগণ বিদ্যমান আছে। কবির পিতৃ-নামানুসারে তাঁহাদের বাড়ী আজও 'কমলা পাতার বাড়ী' বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বে পতিত ও খিলা জমি ছিল বলিয়াই গ্রামটির 'খিলপাড়া' নাম। (লেখক)

৩৭৮। বস্ত্রহরণগান।

আরম্ভ:—শ্রীদুর্গা। সখিগনের গান। ১নং।

১। এগো প্রেমসঙ্গিনি বংশির ধ্বনি শুনে
ধর্য্য ধরে না প্রাণ।
চল চল গো দেখ সজনি জামিনি হইল অবসান॥
এগো কেমনে থাকি বল গৃহেতে সচঞ্চল

এগো সজনি এগো নির্জ্জনে কুঞ্জবনে শ্রীহরি
চল চল ধনি বিলম্ব কেনে জদি ভাবি গো
শ্যাম দরসনে ॥

মালসী গান। ২ নং।

১০। কর কর হে সঙ্কর কিঙ্করে করুণা।
কর দুর হর এবার ভব জন্ত্রণা।
আছি ভবপারাবারে, কে পারে জাইতে সে পারে,
কর পার বিশ্বাম্বরে দিএ পদ দক্ষিণা ॥

ছরা।

শুন শুন সভাজন নিবেদন করি।
জেইরূপে বসনকেলী করিলেন শ্রীহরি ॥
ইত্যাদি।

শেষ গান। ২৫ নং।

চল চল চল ধনি গৃহেতে জাই সজনী
আছে সাপিনী তাপিনী গৃহেতে কাল ননদিনী ॥

অতঃপর খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৯, দুইপিঠে লেখা। ¼ অংশ পরিমাণ মোটা ফুলস্কেপ কাগজের বহি। পত্রাঙ্ক নাই। তারিখ ও লেখকের নামাদিও নাই। বড় বেশী দিনের নকল নহে।

উক্ত আরম্ভ অংশটি প্রকৃত আরম্ভ কিনা, জানি না। গান, ছড়া, পটী ও উক্তি আছে। বুঝি ইহাও 'গায়ন' ধরণের বই। রচনা অনেক স্থানে সুন্দর। বলিতে ভুলিয়াছি, গ্রন্থের কোন নাম দেওয়া নাই এবং ভণিতা নাই। প্রাগুদ্ধৃত 'মালসী' গানের 'বিশ্বাম্বর' কি ইহার রচয়িতা ?

৩৯৯। ইংরেজী-শিক্ষা।

পুথির নাম নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালীগণ কিরূপে ইংরেজী শিক্ষা করিত, ইহা দ্বারা তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই জন্যই নিম্নে অত্যল্প উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

/৭ ইংরাজী কথা লেখা বাঙ্গলা।
বিলাগিঙ্গ—টো রাম লোচন রায় ॥
/৭ ইঙ্গরাজি ১ বাঙ্গলা
কম—১ আইস
কেন—১ পারি
কেননাট—১ পারি না
* * *
* * *
ফারটীউন—১ বক্ত
মীসফারটীউন—কমবক্ত
* *
মেক হেষ্ট—সেতাবি
* *
কিপের রাখনওআলা
হেলক সোপোরোদ
ইত্যাদি। ইত্যাদি।

তখন বঙ্গভাষার কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইবে। এমন অনেক স্থানেই প্রতিশব্দের ভাষা বাঙ্গালা নাই।

বলা উচিত যে, ইংরাজী শব্দগুলি বর্ণমালানুসারে সাজান হয় নাই। পত্রসংখ্যা ১৭, রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ। অনূদিত শব্দাদির সংখ্যা—৭০৪।

৪০০। নামহীন পুঁথি।

ইহাতে এক কুমার ও কুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পূর্ব্বজন্মে—

দিজকুলে উতপতি আছিল কুমার।
প্রআগ নগরে ছিল বসতি তাহার ॥
এই ত সুন্দরী ছিল তাহার রমণী।
মহাসতি পতিব্রতা তাহার গৃহিণী ॥
দৈবজোগে একদিনে বসিছে দুইজন।
তাহাতে জন্মিল এক অতি অঘটন ॥

রোরব হইল দুইর দৈবের কারণ।
ক্রোধ করি সেই দ্বিজে শাপিল তখন ॥

কি কারণে ঠিক বুঝিলাম না, এই কুমার 'ত্রিপিনী' (ত্রিবেণী) ঘাটে তনুত্যাগ করিলেন, কুমারীও গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। পর জন্মে—

বৈদ্যকুলে জন্ম আসি লভিল কুমার।
শিশু সব সঙ্গে নিত্য করন্ত বেহার ॥
তিন বৎছর অষ্টমাস কুমার হইল।
তবে সেই সুবদনী জনম লভিল ॥
*　　*　　*
ছঅ দিনে সষ্টি মার্কণ্ড পুজা কৈল।
চন্দ্রমুখী নাম তবে সে কৈন্সার রাখিব ॥
কথ দিন বাল্য ক্রিয়াএ নির্ব্বহে সুন্দরী।
দৈবহেতু কুমার আইল সেই রাজপুরী ॥
কুমারীর সঙ্গে কুমার খেলান্ত নিত্য।
পুর্ব্ব বিবরণ সব কুমার মনেত স্মরন্ত ॥

এইরূপে দোঁহার মধ্যে বড় প্রেম হইল, কিন্তু সে প্রেমের পরিণাম কি, (পুঁথি এখানে খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া) আমরা জানিতে অক্ষম।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৩; শেষ পাতা দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ১৪০। রয়াল ফরমের বাঙ্গালা কাগজ। ১১৯১ মঘীর লিখিত। একস্থান ভিন্ন সব 'পয়ারে' লেখা। ভণিতা নাই। লেখক বোধ হয় রামলোচন রায়।

আরম্ভ :—/৭ নমো শ্রীবাগবাদি।

করজোরে প্রণমোহ শ্রীগুরু চরন।
জাহেতে জর্ম্মএ গ্যান (জ্ঞান) মুক্তির লক্ষন ॥
সর্ব্ব দেবগন জান গুরুদেব সার।
গুরুএ পারেন সর্ব্ব দেবক দিবার ॥
অতএব গুরুপদে করিয়া প্রণাম।
কবিতা রচিতে গুরু মোর মনকাম ॥
এহাতে জে কৃপা তুহ্মি করিবা আপনি।
তোহ্মার চরন বিনে অন্ন নহি জানি ॥

তার পরে প্রণমোহ দেবি স্বরস্বতি।
ব্যাস বালমিকি মুনি তোহ্মাক ভাবন্তি ॥

শেষ :—

মোহা প্রেম হইল দুইর খণ্ডান না জাএ।
নানা রসে দুই জনে সতত খেলাএ ॥

৪০১। যোগ কালান্তক।

অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। পদসংখ্যা ৭৭ মাত্র। পত্রসংখ্যা—৭; দুই পিঠে লেখা। ইহাতে মৃত্যুলক্ষণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতি জীর্ণশীর্ণ। স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেসায়। নমো নিরঞ্জনায়।

গুরুর চরন জান দিজ জেন সাক্ষি।
অর্দ্ধ পক্ষ থাকিতে না উরএ পাখি ॥
গুরুর চরন জান বরহি নির্ম্মল।
দসমাস থাকিতে টুটে নাসিক কমল ॥
গুরুর চরন রাখ সীরের উপর।
নবমাসে না হৈল দেখ প্রথম সতদল ॥
হাসিয়া বোলএ সীবে না ভাগির য়ান।
অষ্টমাসে য়নাদি ছারএ নিজ স্থান ॥

প্রকারান্ত।

আশাড় সাক্রান্ত বায়ু বামে পঞ্চদিন।
অষ্টমাসাতে জান মরনের চিন ॥ ইত্যাদি।

মধ্যস্থলে :—

আপনার ছায়া জেবা দক্ষিনে দেখএ।
সেই ডণ্ডে মৃত্যু তার জানিয় নিশ্চএ ॥
নিয়ম য়ুনহ তার গুরুর আজ্ঞা পাই।
ধক্ষ পন্ত (?) ছলিয়া করিল এক ঠাই ॥
বোলএ কসর রাএ য়ুন বুর্দ্ধা জন।
বৎসর য়বধি কৈল দণ্ড নির্দ্ধারন ॥

শেষ :—

এহাতে বুজিবা দেবি নিজ বিশ্বরূপ।
গোপ্ত বেসে য়াছে কালান্তক জে স্বরূপ ॥
সোনার পোতলি মন য়াপনির কাএ।
রুপার পোতলি মন য়াপনির কাএ ॥

সূর্য্যের কিরন কিবা চান্দের জে কনা।
মেঘের বরন কিবা রান্ধারের সোনা ॥
ঝিলি মিলি করে মন কাজলের ফোটা।
খেনে হার হৈয়া পরে খেনে হএ পাটা ॥
এথ রূপ রঙ্গভাঙ্গি জেই ঘরে রহে।
সেই সে পরম তত্ত্ব জানিয় নিশ্চএ ॥
হাসিয়া বোলএ সীব দেব পঞ্চানন।
ভাগমন্দ বর্ম্ম ভেদ চিনিল এখন ॥
জোগে সে রাছিলা পৃয়া তক্ত সুনিলা সোন্দরি।
ঝাটে চলহ পৃয়া কৈলাসেতে চলি ॥

"ইতি জোগ কালান্তক পোস্তক সমাপ্ত:: ইতি সন ১১৬৮ মবি তারিখ ৯ কাত্তিক বার তিত্রী।" লেখকের নাম নাই। রচয়িতা কি 'কেশব রায়'? (যাহা 'কসর রাএ' লিখিত হইয়াছে।) 'য়'র নীচে বিন্দু নাই। সমস্ত পয়ারে লেখা।

'যোগকালন্দরে' এই রকম মৃত্যু-লক্ষণ লিখিত আছে। প্রভেদের মধ্যে, তাহাতে আরো অনেক বিষয় বেশী প্রকটিত হইয়াছে। এই উভয় পুঁথির নাম-সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বিষয়।

৪০২। নামহীন পুঁথি।

কেবল ১ম পাত বর্ত্তমান। অতি পুরাতন কাগজ, ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

আরম্ভ :—/৭ নমো গনেসায় ॥

বেদে রামায়নে ইত্যাদি।

তং বেদসাত্রং পরিনিষ্টিত * * * মনিন্দ্রদ্বতং কবিন্দ্রং কৃষ্ণত্তিসং কনকপিঙ্গ-জটাকলাপ্বং ব্যাহাসং নমামি সিরসা তিলক মুনিনাং।

শ্রীকৃষ্ণের চরনে ভক্তির লক্ষন হউক।
সাধু জন জেই তার এই মতি হউক ॥
সরির পবিত্র কর লইআ হরির নাম।
সংসার তরিতে জান এই মাত্র কাম ॥
ব্রহ্মসাপে পরিক্ষিত হইল জরমতি।
রামকৃষ্ণ নাম মাত্র লএ নরপতি ॥
সকল সম্পদ্ ছারি রাজা গেল বনে।
সংহতি বনিতা মাত্র সেবার কারনে ॥
রাজ্যপদ ছারিআ জে রাজা গেল তপে।
মহামুনি সুকদেব বসিলা সমুখে ॥
পুন্য কথা সুনিবারে রাজার উল্লাস।
মুনিতে জিজ্ঞাসে রাজা কথা ইতিহাস ॥
কহ মুনি অপূর্ব্ব কথা আক্ষার গোচর।
কেমতে সীতামোহ গেলা বনের ভিতর ॥
কেমতে খেলিলা পাসা রাজা মোহাসএ।
সেই সব কথা মুনি কহ ত নিশ্চএ ॥

৪০৩। নামহীন পুঁথি।

কেবল ৩য় ও ৪র্থ পাত বর্ত্তমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। কাগজ একবারে পঁচা—উল্টান কঠিন। পাঠ করিতে পারি নাই। কি একটা অঙ্ক পুস্তকের মত বোধ হয়। 'গন্ধর্ব্ব রায়ে'র ভণিতা দেখিতেছি। বহুদিনের হস্তলিপি।

৪র্থ পাতের শেষ :—

দুর্ব্বোধের বোধ হেতু সব রস মথল (?)।
গন্ধর্ব রাএ পরাক্রতে কহিল সকল ॥

অথ হরণ পুরনং।

বলন করিএ জাক পুরিলে সে পাই।
ভাগ করিতে হরিয়া জাই ॥
হরনে টুটে পুরনে বাড়ে।
হরন পুরন হার তরে (?) ॥
জা দি পুরি তা দিয়া হরি।
এই মতে জানিব নব যুদ্ধ খরি ॥

অথ কুচ্যাদি (?) কথনং।

এক দুই তিন চাই পাচ ছঁএ সাত অষ্ট বহি নবতথি ভুমিগত পাতী।

পুনরপি নব দিয়া পুরহ তাক।
কহে গন্ধর্ব রাএ নব খরি পাক ॥ (?)

০৷৷০১১১১১১১১১১০৷৷০ তেত্র (তের) তিরাসি আওরে সাত ০।০১৩৮৩৭০।০ একাদস অঙ্কে পুরহ তাক। পন্ধর (?) বাইসা যুন্য স্যাত্ ০।১৫২২০৭০।০

৪০৪। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

খণ্ডিত ও জীর্ণশীর্ণ। কাগজ পঁচিয়া গিয়াছে; উল্‌টান ডুষ্কর। প্রথম তিন পাত আছে,—তাহাও মধ্যে কতকটা ছিঁড়া। ক্ষুদ্রাকার পুঁথি। অতি পুরান হস্তলিপি। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—/৭ নম গণেসাঅ।

স্বপন বির্ত্তান্ত লিখ্যাতে।

এই দিন স্বপন মিথ্যা হেন জান।
স্বপনেত ভালমন্দ দেখএ মনুস্য।
তাহার ভাল মন্দ যুনহ বিসেস॥
পর্ব্বতে উটিলে স্বপ্নে বং ভালো হএ।
* উঠিলে ধন বহু লভ্য হএ॥
অগ্নি প্রবেসিলে দুঃর্খ জানিঅ নিশ্চএ।
ধনবন্ত হ * * * *॥
* * কাল ঘোরাতে চরিলে।
পুত্রলাভ হএ জান সর্পে কামরাইলে॥
স্বপ্নে উ * * * উপর।
অতি বহু প্রসাদ পাএ সেই নর॥
স্বপ্নে গিত গাইলে আপদ্ দুর হএ।
স্বপ্নে অন্ন খাইলে * * *॥
বর লক্ষি হএ স্বপ্নে দেবতা দেখিলে।
পুএলাভ হএ স্বপ্নে সুবর্ন পাইলে॥

৩য় পত্রের শেষ :—

স্বপ্নে জদি * নিদ জাএ জমপাস পাএ।
দিনেক না জাএ জদি মাসেকে হএ ক্ষএ॥
* বেস্যা সঙ্গে স্বপ্নে কেলি করে।
দিনেকেত্তে লক্ষি তাহারে ছারে॥
মাও অনআদর স্বপ্নে জদি পাএ।
অঘোর নরক মৈদ্ধে সেই জন রহএ॥
লক্ষিএ বোলেন আহ্মি কহিলাম সকল।
বলে লজ্বনা (?) কৈলে জাএ রসাতল॥
* নারির সঙ্গে জদি প্রিতি করে
তিল আর্দ্ধ লক্ষি * * ।

উক্ত প্রতিলিপির কোন কোন অক্ষর বিচিত্র। কিন্তু দেখাইব কিরূপে? পূর্ব্ব-প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য কতদুর, জানি না। রক্ষণের জন্য পুঁথিখানা 'পরিষদে' পাঠাইয়া দিব। কিন্তু কালের সহিত সংগ্রামে দুর্ব্বল মানুষের জয়ের আশা বাতুলতা মাত্র!

৪০৫। যম-প্রজা-সম্বাদ।

এই পুঁথিখানা সুন্দর; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ পাত বই-ত নাই! ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ। অনুমান ২২৮ পদের মধ্যে ১২০ পদ বর্ত্তমান। এই পত্র দুইটিও অতীব জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। সবটা উদ্ধারের উপায় নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে। ২য় পত্র একবারে নষ্টপ্রায়। দুই পিঠে লেখা।

৩য় পত্রের আরম্ভ :—

* * * *
নানা বিধি পাতক করিয়া কোন কাজ॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ জগত জীবন।
কিরূপে না ভজিলা তাহান চরণ॥
গঙ্গাস্নান না করিলা তুলসী সেবন।
নিলাচলে জগন্নাথ না কৈলা দরসন॥
শ্রীমুক্তি সালিগ্রাম সেবা না করিলা।
চরণামৃত প্রসাদ গ্রহন না করিলা॥

শেষ :—

কলিজুগ জীবের দুখ দেখি দআমএ।
চৈতন্য রূপে অবতির্ন হইল নদিআএ॥
দরসনে নিস্তারিলা এতিন ভুবন।
নাম প্রাম (?) না লইয়া সংসারে * চন॥
ঐছিল (?) তাহার ভক্ত পরন দআর।
পতিত পাবন আদি করিলা নিস্তার॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লব নাম চারিবেদে সার।
হেন নাম জাচিয়া (?) জীবেরে দিলা বর॥

বৈষ্ণব গোঁষাঞি মোর বৈষ্ণব গোঁষাঞি।
কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই॥
হরি বোল হরিভজ হরি বোল ভাই।
জনম বিফলে গেল কাল গেল বই॥
ধন জন স্ত্রি পুত্র সকলি অসার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সকলি অন্ধকার॥
পথের পরিচঅ জেন সব বন্ধু জন।
এথেক ভাবিয়া ভজ হরির চরণ॥
হরিগুরু বৈষ্ণব পদ এই মাত্র সার।
এহা বিনে জথ দেখ সকলি অসার॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ সিরেত বন্দিআ।
কহেন সঙ্কর দাসে মিনতি করিআ॥

"ইতি জম প্রজা সম্বাদ সমাপ্ত:॥: ভিমস্যাপি রনে ভঙ্গা মুনেরপি মতিভ্রমঃ জথা দিষ্টং তথা লেখিতং লেখকো নাস্তি দোসকঃ॥ ইতি সন ১১১০ তাং ২৬ জৈষ্ট রোজ মঙ্গল বিকালে সমাপ্ত হইল:॥: শ্রীরাজারাম সেনস্য লিখনং বরমা শ্রীরাঘব রায় (সেনস্য পুত্র?) শ্রীযুত মুকুন্দ রাম সেনস্য আদরস্য চাহি লেখনং॥" অপর পত্রের নীচে লেখা আছে:—"শ্রীবিজরাম সেনক সাং সুচিআ।" কতকদূর ইহার হস্ত-লিখিত বটে।

বলিতে ভুলিয়াছি, উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম স্থলে 'প্রজা' শব্দটি ভাল পড়া যায় না। তবে উহা 'প্রজা' বলিয়াই বোধ হয়। পুঁথিখানি 'পরিষদে' দিব।

৪০৬। নামহীন পুঁথি।

এই একখানি সুন্দর পুঁথি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত না থাকায় পুঁথির নামটা জানা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রাবিষয়ক পুঁথি। পাঠ না করিলে সকল কথা বলিতে পারিব না। সে কথা আর একদিন বলিব।

দোভাঁজকরা কাগজ ১৬শ পর্য্যন্ত বিদ্য-মান, এক পিঠে লেখা। মধ্যে ১ম ও ১৪ পত্রের অভাব। ১৮×৬ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ বহুদিনের হস্তলিপি। অনেক স্থান ছিন্ন ও কীটদষ্ট। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ; তবুও প্রাপ্তাংশ উদ্ধারের আশা আছে। তারিখাদি নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে।

২য় পত্রের প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন,—অপর পৃষ্ঠা হইতে:—

* * শিশুগণ।
শিশুসঙ্গে বৈসে * করিতে ভোজন॥
স্বর্ন ব্যঞ্জন য়ার নানা উপহার।
পীষ্টক পায়স তথি অমৃতের ধার॥
সর্করা সকর দধি * পায়সে।
এই সব ভক্ষ্য দর্ব্য জসোদা পাঠাইল।
সিষু সঙ্গে গোবিন্দাই ভোজন করিল॥
ভোজন করিলা কৃষ্ণ নব সিষু সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে জান মনোহর রঙ্গে॥
কুসুমিত বৃন্দাবনে অতি সোভা করে।
পুষ্প মকরন্দ জেন পীএ মধুকরে॥
এথেক দেখীয়া কৃষ্ণ ফাল্‌গুন মাসে।
ফাগু দোল করিব য়াঞ্ছি মন য়ভিলাসে॥

মধ্যস্থলে:—

বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী অতিরম্য স্থল।
স্বর্গ হোতে দেখিবারে আইল পুরন্দর॥
দেখিয়া জে তুষ্ট হইল সব দেবগণ।
একরাত্রি বিশ্বকর্ম্মা করিল গঠন॥
বর আনন্দিত হইলা দেব অধিকারি।
বিদাই সহিতে ইন্দ্র গেলা স্বর্গপুরি॥
যুন যুন দেবগন আজ্ঞার বচন।
দোলজাত্রা দেখীবারে করিবা সাজন॥
প্রিথিবির মদ্ধে হান গোকুল নগরি।
তাহাতে করিবেন বেহার আপনে শ্রীহরি॥

ভণিতা:—

(১) জে যুনে দোলের বাণী, তারে তুষ্ট চক্রপানি,
তাহার সমনের নাহি ডর।
পাঞ্চালি প্রবন্ধ করি, প্রনমীয়া শ্রীহরি,
রচিলেক পাগল সঙ্কর॥

(২) নিস্থারের হেতু কথা যুন সর্ব্বজনে।
কহে ত সঙ্কর দাসে কৃষ্ণের চরনে ॥

১৬শ পত্রের শেষ :—

অঙ্গে ভঙ্গে নাচে গপি মুখে গিত গাএ।
কামিনি মহন কৃষ্ণ মুররি বাজাএ ॥
নিত্য করে ব্রজবামা দিয়া করতালি।
তাহার মদ্ধেত কৃষ্ণ পুরএ মুররি ॥
করতালি দিআ কৈল কঙ্কনের ধ্বনি।
চলিতে নপুর বাজে কনক কিঙ্কিনি ॥
কঙ্কন নপুর আর বেনু করতালি।
নানা জন্ত্র বাজে তথা করি এক মেলি ॥
কত্তক করএ কৃষ্ণ গোপীগন লৈয়া।
অন্তরিক্ষে দেবগনে দেখেন বসিয়া ॥
করিআ পুস্পের সর্য্যা দেব বনমালি।
গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নানা কেলি ॥
জার জেবা মনোরথ জেমত আছিল।
*   *   *

ইহার অক্ষরগুলির অনেকটাই বিচিত্র। প্রাচীন অক্ষরগুলির এই রূপ রক্ষিত হওয়া উচিত। ইহার রচয়িতা ও 'যমপ্রজা সম্বাদ,—রচয়িতা বোধ হয় অভিন্ন ব্যক্তি। 'পাগল শঙ্কর' ভণিতি যুক্ত কয়েকটা বৈষ্ণব-পদও আমাদের নিকট আছে।

৪০৭। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। সেই প্রতিলিপির সহিত অন্ত-কার প্রতিলিপির এতই বিভিন্নতা যে, ইহার পুনঃ পরিচয় প্রদান আবশ্যক বোধ হইতেছে। উক্ত প্রতিলিপিতে ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস ও পরাগল খাঁর ভণিতা দেখি-য়াছি। আজকার পুঁথিতে কেবল 'ষষ্ঠীবর' কবির ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এমন সঙ্কীর্ণ স্থানে সকল কথা বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গনেসায় :।

জেনমতে স্বর্গে গেল পাণ্ডবনন্দন।
তাহা কিছু কৈন্ত আক্ষি যুন দিআ মন ॥
প্রসন্ন বদন হৈয়া কহে মুনিবর।
পুন্ন্য ভারথের কথা যুন নরেশ্বর ॥
যুনিলে অধর্ম্ম হরে হএ স্বর্গবাস।
ভারথের পুন্ন্য কথা পাপ হএ নাস ॥
দ্বাপর যুগেতে হৈল কলি পত্যাসন।
কৃষ্ণের কপটে বধ হৈল দুর্জ্জোধন ॥

শেষ :—

যুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপের বিনাস।
ভারথের পুন্ন্য যুনি পাপ হএ নাস ॥
ব্যাস দেব কহিলেন ভারথের কথা।
বদরিকাশ্রমে গেলা নারায়ন জথা ॥
হরিভাব হরি চিন্ত হরিভাব মুখে।
হরি ভাবি মুক্ত হৈল ব্যাস বাল্মীকে ॥
বিফল জিবন জান সকল সংসার।
এই পোথা যুন নর ভব তরিবার ॥
ভারথের কথা এরি অন্যদিগে মন।
য়ন্নুদিন সেই পাপির নরকে মর্জ্জন ॥
পাঞ্চালি প্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ন পদতলে ভনে ষষ্টিবরে ॥

"ইতি শ্রীমোহা ভারথে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির স্বর্গয়ারোহন সমাপ্ত : । : : ॥ ইতি ১১২২ (?) সন তারিখ ১৪ শ্রাবন সোমবার :।" : পত্র-সংখ্যা ২২ দোভাঁজ করা কাগজ এক পিঠে লেখা। ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। লিপিকরের নাম নাই। কাগজ যেন তাম্রকূট পত্র আর কি! অনেক পত্র কীটদষ্ট। বড়ই জীর্ণ-শীর্ণ। উল্টাইতে-ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয়। আজও কিন্তু উদ্ধার করা যাইতে পারিবে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অনতি-বিলম্বেই এই প্রতিলিপি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৪০৮। শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত।

ইহা গদ্য গ্রন্থ। রচয়িতা ৺উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পড়ৈকোড়া গ্রাম। অন্য আমরা তাঁহার আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পশ্চাৎ তাহা সংগ্রহ করিব, বাসনা রহিল।

গ্রন্থখানি এক সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত। চট্টগ্রাম নিবাসিন শ্রীউমাচরণ রায় কানুনগো কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ১৭৮২ শকাব্দ।" ইহা মূল পাণ্ডুলিপি; অনেক স্থলে সংশোধিত, কাটাকুটা ও পরিবর্ত্তিত। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মুদ্রিত গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না, জানি না। পৃষ্ঠা ৬৮, একের চার অংশ ফুল্‌স্কেপ অপেক্ষা একটু ছোট আকারে সাদা বালির মত মোটা কাগজে লেখা। রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। তারিখ নাই।

ইহার 'উপক্রমণিকায়' লিখিত আছে—"এ অভাজনের চীরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত না পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাম ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্তের বিরচিত পদ্যপূরীত শ্রীমন্মহারাজের জীবন চরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পুরঃসর স্থুলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।"

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বড় প্রতিকূল ছিলেন, প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সিরাজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বাঙ্গালীর ভাল কি মন্দ করিয়াছে, তাহার ফল অধুনা হাতে হাতে সকলেই পাইতেছি, খুলিয়া বলার আর প্রয়োজন নাই। ভারত চিরদিন পরপদসেবী; চিরদিন তদ্রূপই থাকিবে।

এই গ্রন্থখানি শীঘ্রই 'নবনূর' পত্রে প্রকাশিত হইবে। প্রাগুক্ত গুরুদাস গুপ্তের রচিত পদ্য গ্রন্থখানা এখন পাওয়া যায় কি না, বিক্রমবাসী 'পরিষদের' সদস্যবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করুন, অনুরোধ করিতেছি।

৪০৯। ইমাম চুরি।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দেওয়া গিয়াছে। (৩০০ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তখনকার পুঁথিখানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া পুনরায় ইহা লিখিলাম। বলা আবশ্যক, এই দুই পুঁথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। প্রতিপাদ্য বিষয় একই বটে।

আরম্ভ :—আল্লাহ * * * * নবি।

মছজিদ গেল নবি নমাজ পড়িবার।
আলাম সাধু নামেক এক এআছিন সহর।
বনিজ করিতে গেল মল্লিক নগর।
বনিজ করিআ সাধু ফিরি জাএ ঘর॥

শেষ :—

রোজ কেয়ামত কালে হইব পসর।
আঠার হাজার আলাম হইব একত্তর॥
*   *   *
আলিএ বোলএ প্রভু সুন দিআ মন।
তাহার তজবিজ তুমি কর সিংহাসন॥
হাছন হোছেন লই করিল গমন।
মক্কা সহরে গিআ দিল দরশন॥
আল্লাহ বোল ভাই জথ মুমিনগণ।
তামাম হইল পুথি সুন সর্ব্বজন॥

"ইতি সন ১২৩২ মং তাং ছয় বৈসাখ শ্রীজিন্নত আলি সাং হুলাইন।" আটপেজি আকারের বাঙ্গালা কাগজ, * পত্রসংখ্যা ১০, দুই পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৪১০। রাধিকার মানভঙ্গ।

ইহা আমার প্রকাশিত সেই 'মানভঙ্গের' অন্ত প্রতিলিপি মাত্র। আমার গ্রন্থে ২২৪ শ্লোকে গ্রন্থ শেষ; কিন্তু ইহা ২২৬ শ্লোকে শেষ। আরম্ভে অমিল নাই। মধ্যে কোথাও কিছু বেশী থাকিবার সম্ভাবনা। ভণিতা নাই। শেষ এইরূপ :—

জখন দুইজন একত্র হইবা।
জুগল চরন মাথে দিবা॥ ২২৬

"ইতি রাধিকার মানভঞ্জন সমাপ্ত। চেত্ লিখন তত্ দোষ এই পুস্তক ও আখান তারিখ লেখা হইয়াছে। পরান সেনগ বাসাতে লিখীনং ইতি ১১৬৫ মঘি শ্রীনিলকণ্ঠ সেন দাস"॥ পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে লেখা। কাগজ জীর্ণ শীর্ণ। মিলাইয়া দেখি নাই।

৪১১। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। ৪৯১ হইতে ৫৬২ সংখ্যক ব্যবস্থাগুলি আছে। বহুদিনের পুরাতন কি না, জানি না। কাগজ পুরাতন ও জীর্ণ শীর্ণ। তারিখাদি নাই। অনেক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। তৎসমস্ত আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত কি টোট্‌কা, জানি না। দুই স্থান হইতে একটু নমুনা দিলাম :—

সুন্ত্র সুখ (?) ৵০ আদ পাওয়া তাল মেখনা ৵ আদ পাওয়া মিশ্রি ৵ আদ পাওয়া তিন দর্ব্য (দ্রব্য) প্রথেক প্রথেক কুটিআ গুরা করিআ মিলাইয়া।৵০ ছএ

---

* এইরূপ কাগজ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত 'আহ্লাই' গ্রামে বিস্তর তৈয়ার হইত। সেখ আমানআলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে কাগজ যোগাইবার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'কাগজী মহাল' নামে এক তরফ দেওয়া হইয়াছিল? ইহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল, বলাই বাহুল্য। তখন উক্ত 'আহ্লাই' (প্রকাশ 'কাগজীপাড়া') গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের শণ পাট ঠুকিবার শব্দে রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইত! সেই গ্রামবাসীদের সুখসমৃদ্ধির সীমা ছিল না। ইহার ব্যবসায় হইতে উক্ত আমান আলি 'চৌধুরী'ও বড়লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। কলের কাগজ প্রচলিত হওয়ার পর হইতে ঐ ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। সমস্ত দেশে পূর্ব্বে ঐ গ্রামের কাগজই ব্যবহৃত হইত। জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্রের জন্য এখনো ঐরূপ কাগজ অত্যল্প পরিমাণেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর কিছু দিন পরে ইহা স্বপ্নের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শাসা নিয়মে প্রাতে খাইবেক, পরে কাচা দুগ্ধ আদ পাওয়া কি তিন ছটাক খাইবেক, ইহাতে পুরুসত্ব অধিক হইবেক ঃ ঃ।৫৩২।

সর্পের ওষধি। কাট লটিআর শিখর সর্পের গাএ ঠেকাইলে মাথা তুলিতে পারে, না ইহার সিখর ও গাছ সর্ব্ব সুদ্ধ চিবাইআ আদ পাওয়া রষ রোগিকে খাওয়াইবেক, সর্পের বিষ ও সকল বিষ ভালো হএ বারেক বমি হএ॥ ৫৬১।

একটা পানে করিয়া আঠালিআ মাটি কিঞ্চিৎ লবন দিআ খাওয়াই দিলে সর্পের বিষ ভালো হএ॥ ৫৬২।

পত্রসংখ্যা ৭। রয়েল আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। এক এক পৃষ্ঠার পর প্রতিপৃষ্ঠার লেখা অত্যদ্ভুত। একটু নমুনা দেই ঃ—

ভেরার দুগ্ধের দধির মাখন

পরিমাণ মিশ্রি মাষ এক পরিমাণ

ও খারি লবন তাহা
পশ্চিম দেসে হএ
ঐ দ্রব্য (দ্রব্য) সমভাগে মিলাইআ
একত্র পাক করিআ তিন পোয়া
অর্থাত তিন বাটী
খাওয়াইলে পেটের—

ফাও এ সন্দেশ কলান ঔষধি ঃ ৫৬৩।

ভিতর সপ বর ক্রমি ভস্ব কিটাদি

ইহা ঠিক উদর-চিন্তা-শূন্য লোকদের কাজ বটে? এখন এরূপ সখের কাজ কয়জনে করিতে পারেন?

৪১২। শিশু-বোধক।

প্রচলিত ছাপা পুস্তক হইতে ইহা ভিন্ন ও বড়। প্রায় সকল রকমের দেশীয় কালী ও আর্য্যা আছে। আর্য্যায় শুভঙ্কর দাসের ভণিতি। ইহা তিন ‘প্রকরণে’ বিভক্ত। ১ম প্রকরণে পত্র লিখিবার ধারা ও নামতা, ২য় প্রকরণে আর্য্যা ও কালী এবং অন্য প্রকরণে রাবণের কবিতা, শিব-বন্দনা, হর-গৌরী-বন্দনা, রাজকুমার বাবুর বন্দনা, লাল টুকটুক শ্লোক, মধুসূদনাষ্টক (সংস্কৃত) এবং রঘুনাথাষ্টক (সংস্কৃত) লিখিত আছে।

তারিখ বা লেখকের নাম নাই। লেখা বেশী প্রাচীন নহে,—৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের হইতে পরে। আবরণ পত্রে লিখিত আছে, —"এই বহির মালীক শ্রীমান ভায়া গোবিন্দ চন্দ্র রাএ কানুনগোএ।" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৬৭। রয়েল ফর্মের কাগজ; দুই পিঠে লেখ।

ইহার অন্তর্গত প্রাগুক্ত বাঙ্গালা কবিতাগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। *

৪১৩। সেহার বচন।

আরম্ভ ঃ—

রাইয়তি খামার লিখি আর চাকরান।
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর আদি ফকিরান॥
খোদকস্তা পাইকস্তা রাইয়তির তলে।
ভাগ পাত কর আদি খামারেতে বলে॥

শেষ ও ভণিতা ঃ—

কাগজের নানা বাব না যায় লিখন।
সেই জন বুঝে যার বুদ্ধি বিচক্ষন॥

---

* ‘রাজকুমার বাবুর বন্দনা’ ও ‘লালটুকটুক শ্লোকের’ বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

যে দেশে যখন যাই সে হয় হদিশ।
সুবুদ্ধি বুঝিতে পারে মূর্খে লাগে বিষ ॥
রচিল বিজয়রাম সেবিয়া ঈশ্বরে।
এই আর্য্যা লও শিশু সুধির অন্তরে ॥

পদসংখ্যা—৩০ মাত্র। ইহাতে জমিদারী সেরেস্তার সেহার বচনাদি লিখিত আছে। ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আছে।

৪১৪। রাবণের কবিতা।

আরম্ভ :—

বোল রাম রঘুমনি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নাম খানি ॥
একদিন সিংহাসনে বসিল রাবণা।
সমুখেতে দারাইআছে ছত্তিস কটি সেনা ॥
এক এক সন্ধ পিছে হস্তিযুক্ত জোরা।
এক এক সন্ধ পিছে সহস্রেক ঘোরা ॥
*　　*　　*
এই মতে কাথা করে দেবতা সকল।
চৌদ্ধ সমনে বহে জার সেআনের জল ॥
*　　*　　*
এইমতে মনে মনে ভাবএ রাবন।
এথাএ জানকিনাথ লইআ কবিগন ॥
নল নিল হনুমান জথেক বানর।
গাচ পাথর আনিআ বান্ধিল সাগর ॥

শেষ ও ভণিতা :—

এইমতে শ্রীরাম রাজা বসিআছে নদির কুলে।
হেনকালে অঙ্গদ বির মুকুট লইয়া মিলে ॥
*　　*　　*
জেই মতে রাবন সঙ্গে আছিল বিবাদ।
ক্রমে ক্রমে নিবেদিল সকলি সম্বাদ ॥
হরিস হইল তবে জানকির নাথ।
অঙ্গদখে শ্রীঅঙ্গের মালা দিলেক প্রসাদ ॥
জেবা গাএ জেবা সুনে অঙ্গদ রাএবার।
রামের বরে মন বাঞ্চা সিদ্ধি করে তারে ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতে ভনে শ্রীরামে অধ্যাএ।
বিবক্তি কালেতে প্রভু হইবেন সহাএ ॥

পদ-সংখ্যা ১২৩ মাত্র। কবিতাটি 'অঙ্গদ রায়বার' বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠের সঙ্গে আদৌ মিল নাই। ভাষা নিতান্ত অমার্জ্জিত। পয়ারে বহু স্থানেই বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহা কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, সন্দেহ জন্মে। বোধ হয়, ভাটেরা ইহা গান করিত ও তাহারাই ইহার এরূপ আকার দিয়াছে। ভাষায় বিভক্ত্যাদি অনেক স্থানেই চট্টগ্রামী প্রয়োগের অনুরূপ।

৪১৫। শিব-বন্দনা।

আরম্ভ :—অথ শিব-বন্দনা। ভট্টছন্দ।

ত্বং মামি (?) দেবি দুর্গে সতি কাত্যায়নী।
পরাৎপরা ত্রিলোকতারা বিপক্ষভঞ্জনী ॥
ভবভার্ন্নবে (?) দিন ভাবে ডাক্‌ছি বারে বার।
কাতর কিঙ্করে কর করুনা বিস্তার ॥

শেষ ও ভণিতা :—

ভট্ট কৃষ্ণদাসে ভিক্ষার আসে করিছে বন্দন।
ভট্টর আসা পুর্ন্ন কর বাবা গোমন্তি বন ॥ *
আছেন সরোবর সমসর দাতা সম্ভুনাথ।
ভট্ট পাইল তোরা জোরা ঘোরা সাল খিলাথ ॥

পদ-সংখ্যা—১৯। ইহাতে চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ড তীর্থের একটা ক্ষুদ্র বর্ণনা আছে। ভট্টের বর্ণনা সুন্দর নহে। রচয়িতা কৃষ্ণদাসের নিবাস বোধ হয় চট্টগ্রাম 'কদলপুর' গ্রামে।

৪১৬। হর-গৌরীর কোন্দল।

আরম্ভ :—

অথ হরগোরির বন্ধনা। ভট্ট ছন্দ।

একদিন কৈলাস সিকরে শিব পার্ব্বতি সহিতে।
বাক্যে২ উভয় পক্ষে লাগিল দুই জনেতে ॥

---

* গোমতীবন—স্বয়ম্ভূনাথের মোহন্ত। তাঁহার চেলার নাম 'রত্ন-বন' বলিয়া লেখা আছে।

বলিছেন ভগবতী শিবের প্রতি ভচ্ছনা কন।
দেবমাজে কোন লাজে বেরাও পঞ্চানন ॥

শেষ ও ভণিতা :

পাইয়া সিদ্ধিঝুলি কৃতাঞ্জলি করে মহেশ্বরী।
ঝুলিতে লাগিল ভিক্ষা কৃতাঞ্জলি করি।
হইল নানাধন উপার্জ্জন মুনি মুক্তাআদি।
গৃহে পূর্ণ হৈল ধন কিছু নাহি অবধি ॥
দেখ এই মতে শিবা শিবের বাক্য আলাপন।
কৃষ্ণদাস ভট্টের বাঞ্চা পুরাও পঞ্চানন ॥

পদ-সংখ্যা—৩১। ইহাতে হরগৌরীর একদিনের কোন্দল বর্ণিত আছে। গৌরী মহাদেবকে ভিক্ষায় গিয়া রিক্ত হস্তে আসেন বলিয়া তিরস্কার করিলে, ভোলানাথ ভিক্ষার ঝুলিটি দেন ; তার পর যাহা হয়, উপরে উদ্ধৃত শেষাংশে তাহা বর্ণিত আছে।

৪১৭। রতিশাস্ত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণশরণং ॥
অথ রতিশাস্ত্র আরম্ভ ॥

গর্গমুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন।
রতির নিশ্চয় শুন পুরাণ প্রমাণ লিখন ॥
রতি বই গতি নাই সংসার ভিতর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চিন্তে আর হলধর ॥
*　　*　　*
শুন সবে রসজ্ঞ রসিক চূড়ামণি।
গ্রন্থমতে শৃঙ্গার বর্ণাবর্ণি আমি ॥
*　　*　　*
এবে কহি শুন সবে গৌড়িয়াধিকারি।
নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝেন এই নিবেদন করি ॥
*　　*　　*
ধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজ পর উপকারি।
ঘোষাল রূপে নাম খ্যাত সাবার উপরি ॥
মিত্র লিখেন ঘটকেরা ঘোষাল কলিকতার।
পদ্ম ঠাকুরের সন্তান এই সার ॥

শেষ :—

রতিশাস্ত্র না জানিয়া করয়ে শৃঙ্গার।
হত সেই কি জানিবে কামের বিকার ॥
মহা কষ্ট হয় তার পৃথিবি ভরিয়া।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি বেড়ায় ব্যাপিয়া ॥
শুন শুন ওহে ভাই এই তো কথন।
রতি বহি সংসারেতে আর নাহি ধন ॥
গর্গ মুনি কন কথা পুরাণ প্রমাণ।
রতিশাস্ত্র কথা এই হৈল সমাধান ॥

"ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত রতিশাস্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ সন ১১৪৭ সাল তারিখ ২৫ কাত্তিক ॥ শ্রীঈশ্বরন (?) সেন সংশোধিতং ॥ সন ১২৫০ বঙ্গাব্দ আষারস্য পচিস দিবসে শোধিত হইল ॥ এই গ্রন্থ সম্পুর্নং কুরু ॥" পৃষ্ঠ-সংখ্যা ২৩। ডিমাই আটপেজি আকারের সাদা বালি কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বর্ণ-বিন্যাস প্রায় বিশুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নামটা কি 'ঘোষাল ঠাকুর'? কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

৪১৮। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। পণ কাহণ দিয়া পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা ছিন্ন বা অস্পষ্ট হওয়ায় নির্দ্দেশ করা যায় না। গণনায় ১৮ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি জানা যায় না। অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। খুব প্রাচীন, বোধ হয়। কাগজ যেন তাম্রকূট-পত্র।

বহুবিধ রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। সর্প মন্ত্রাদির সমাবেশও দেখিতেছি। সুমন্ত্র, কুমন্ত্র উভয়ই আছে। একটি কবচও দেখিলাম। জারণ করিবার উপায় গুলি এবং বশীকরণের ঔষধ পর্য্যন্ত

বাদ যায় নাই। কোন কোন স্থানে 'মঘা শাস্ত্র' মতে লেখা আছে। তবে অপরগুলি কি আয়ুর্ব্বেদীয়, না দেশীয়? কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম:—

(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। মঘা শাস্ত্রমতে।

আসারুআ পোক—।০ মাসা
গোল মরিচ———৵০
আদ্রক————।০
সিংগূপ (?)———।০

এহারে বাটি সাত গুলি বানাই তপ্ত জল অনুপানে খাইব, আড়াই প্রহর বাদে কিছু খাইব।

শারোআ গাছর জর ছেচি আদ পাবা রস লই-খাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) জননার সন্তান হইবার প্রয়োগ।
রক্ত বাইলগরির জর——১ ওং
এক বরন্যা গরুর দুগ্ধ——১

এহারে বাটি কাচা দুগ্ধে মিলাই রিতু স্নান করি তিন দিন খাইলে রিতু রক্ষা পাএ, সন্তান হয়।

বর একচির—১
এক বরন্যা গরুর দুগ্ধেতে বাটি খাইলে রিতু রক্ষা পাএ।

(৩) ছোপেদ কুরুজ হইলে তাহার প্রয়োগ।
সেত করবির জর—১ তোলা
চুক্তিদানা———১
অমলকি————১

এহারে বাটি বরই বিচি প্রমান গুলি করি কাচা জল অনুপানে খাইব এবং মৈছ্য দধি শাক অম্বল না খাইব।

একটি কুমন্ত্র:—

(১) আও কেও ঝিলিপট ঘর কলনা * আসি কলনার অজ বিচার।
(১) খোআচ খিদির (খিজির?) সাহা জিন্দ পির কলনা আসি কলনার লগে মিলহ।
(১) লাহা ইলাহা ইল আ মিল মিল।
কলনা আসি কলনার লগে মিল।

পূরা ফুল্‌স্কেপ্‌ আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। অনেক পাতা নষ্টপ্রায়। এই সকল পুঁথি 'পরিষদে' দেওয়া যাইতে পারে।

৪১৯। বেতাল পঞ্চবিংশতি।

ইহার আকার বড় ছোট নহে। পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৭৬। রয়েল ফর্‌মের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। অতি প্রাচীন নহে; ৫০।৬০ বৎসরের নকল হইবে।

আরম্ভ:—

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং॥ বেতালপঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ: কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত॥ পয়ার:

কলিতে বিক্রমাদিত্য নামেতে ভূপতি।
সর্ব্বগুনান্বিত রাজা পুণ্যবান অতি॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দয়াবন্ত ধীর।
সত্য বাক্য পালনে জেমন জুধিষ্টির॥

ভণিতা:—
(১) কাতর দেখিয়া দয়া না হয়ে তোমার।
বিরচিত্ত কালীদাস মধুর পয়ার॥
(২) বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেবা না করে প্রকাস।
পয়ার প্রবন্ধে কহে দিগাম্বর দাস॥

শেষ:—
এতেক বলিয়া তাল বেত্তাল চলিল।
রজনী প্রভাত ভানু উদয় হইল॥

* কলনা—অমুক।

করিল বিক্রমাদিত্য গৃহেতে গমন।
বেতাল পচিসে কথা হৈল সমাপন॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।

প্রাগুদ্ধৃত ২য় ভণিতাটি কি প্রকৃত, না, 'দিগম্বর—(দিগম্বরী বা কালী)-দাস' এখানে 'কালিদাস' অর্থে প্রযুক্ত, বুঝিলাম না। কেবল এক স্থলে ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই 'বৈদ্য কালী-(প্রসাদ) দাসের' ভণিতা আছে।

এক কালীপ্রসন্ন কবিরাজের কৃত 'বত্রিশ-সিংহাসন' (বটতলার ছাপা) গ্রন্থ আছে, দেখিয়াছি। এই দুই 'কবিরাজ' অভিন্ন ব্যক্তি না কি, জানি না।

৪২০। শান্তি-শতকম্। সানুবাদ।

ইহা শিহ্লন মিশ্রের সুপরিচিত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র-সংখ্যা—৩৪। ⅛ অংশ ফুলস্কেপ্ অপেক্ষা একটু ছোট আকারের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। বেশী দিনের নকল নহে,—৪০।৫০ বৎসরের লেখা হইতে পারে। অনুবাদ-কাল অন্যরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরঃ। শান্তিশতকং।
শ্রীগুরুচরণ দ্বন্দ্ব : পঙ্কজের মকরন্দ,
পানানন্দে আনন্দহৃদয়।
ক্ষিতিমধ্যে ধন্য ধন্য, নৃপতির অগ্রগণ্য,
শান্ত দান্ত শুদ্ধ পুণ্যময়॥
* * *
বর্দ্ধমান পুরে ধাম, তেজশ্চন্দ্র যাঁর নাম,
মহারাজাধীরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, বলগণা বিখ্যাত নাম,
সাহাবাদ পরগনা ঘটিত॥
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরাম মোহন নাম,
উপনাম শ্রীন্যায়বাগীশ।
*শান্তিশতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথ্য,
শুনি সবে করিবে আশিষ॥*
* * *

(অথ শান্তিশতকং।)

নমস্যামো দেবান্নন্ হতবিধেস্তেপি বশগা।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈক-
ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ
প্রভবতি॥ ১।

প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বন্দি কি কারণে॥
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
কর্ম্মফল বিনা তাঁর সাধ্য নাহি আন॥
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ত॥
কি করিবে বিরিঞ্চ্যাদি যতেক দেবতা।
কর্ম্মেরে প্রণাম যাহা হইতে হীন ধাতা॥ ১।

শেষ :—

যদি শান্তো মনোদেয়ং যদি মুক্তিপদে রতিঃ।
তদা শ্রিহ্লনমিশ্রস্য পদমারাধ্যতাং ধিয়া॥ ১০৭।
আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন যায়।
যদ্যপি কাহারো মুক্তিপদে রতি চায়॥
যদ্যপি এড়াবে ভাই ভবের যাতনা।
শিহ্লন মিশ্রের মত কর আরাধনা॥ ১০০।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ॥
শান্তিশতকং সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ প্রাঞ্জল ও যথাযথ। 'শতক' গ্রন্থে ১০৭ শ্লোক হইল কিরূপে? ছাপা গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখি নাই।

৪২১। পাঁচালী।

ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সনাদি জানা যায় না। পুরাণ বাঙ্গালা (দেশী) কাগজ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২। আট পেজী আকার। বড় বড় অক্ষর। ভণিতা নাই। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম ভগবতী বিষয়, ২য় সারদা, ৩য় কৃষ্ণ-বিষয়, ৪র্থ বিরহ, ৫ম খেঁউড় পাচালী ও ৬ষ্ঠ হিতোপদেশ। নিম্নে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইল।

(১) ভগবতী-বিষয়।

গ্রন্থারম্ভ :—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং ॥
অথ পাচালী পুস্তক ॥
অথ ভগবতী বিষয়।

গীত। কৃপাং কুরু কালী কাতর কিংকরে, শঙ্করি শমননাসিনী, সুশীলেসানপালিকে, সভয়ে শিবে অভয় দেহি মে, মমাপি দিনবরে ॥"

শেষ :—গীত।

ভবাযুধে ভয় কি ও মন আমারো ॥ সর্ব্বাণী সঘনে ডাক না, ভুল নারে অম্বীকে ভ্রমরা ভ্রমে ভবানী ভাবনা ভবভয় নিস্তারো ॥ শস্তোষ বিরল মানষে ভুবনেশ্বরী ভাবনা অনাষে পাবে অভয় চরণ ভয় কর তুমি কারো ॥ শমন যবে দমন করিবে, দোহাই দিবে কারো ॥

"ভগবতী বিষয় সমাপ্তং।"

ইহা দুই পাতে সমাপ্ত। রচনা প্রায় সুন্দর। এক স্থানে গদ্যে 'ছুট কথা' আছে।

(২) সারদা।

আরম্ভ :—"অথ সারদা।

গীত। ওমা সারদে অরবিন্দবাসিনী, ওপদ পঙ্কজ গন্ধে, মধুকর সদানন্দে, ধায় মধুপানে পদবেষ্টিত হইয়া করে ধ্বনি ॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

ছড়া * * *
(মা) কারু দেও রূপবতি শত শত নারী।
কারু ঘর আল করে কানা গোদা খুঁড়ী ॥
তোমার দোষ নাই মাগো কপালেরি দোষ।
কারু রাখ সদা তুষ্ট কারু প্রতি রোষ ॥

সারদা সমাপ্তং"

ইহা ৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। রচনা গ্রাম্য শব্দ-বহুল।

(৩) কৃষ্ণ-বিষয়।

আরম্ভ :—"অথ কৃষ্ণ বিষয়।

গীত। কিবে শোভা বৃন্দাবনে মদনমোহন।
বিরাজে শ্রীরাধা সঙ্গে ভক্তের জুড়াতে মন ॥
ইত্যাদি।"

শেষ :—গীত।

ওরে মন মধুকর, সুখে মধু পান কর,
মুরহর কমল চরণে ॥
অনিত্য ভাবনা কেন, সে নিত্য ভাবনা কেন,
না হইল তত্বজ্ঞান, মত্ত অকারণে ॥
শুন রে পামর চিত্ত, একি তব অনুচিত,
ভ্রান্তে ভুলে কদাচিত, না কর শরণ.
তাই বলি সমুচিত, বিষয়ে ভব বঞ্চিত,
পাইবে সেই সচ্চিদানন্দ কারণে ॥

সখীসংবাদ সমাপ্ত : ॥'

ইহা ২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দুই এক ছত্র গদ্যও আছে। রচনা মন্দ নহে।

(৪) বিরহ।

আরম্ভ—"অথ বিরহ।

ছড়া। পুর্ণ চন্দ্র উদয়, দশদিক দিপ্তময়,
আহা মরি কি সুখ সময়। ইত্যাদি।'

শেষ :—

একবার চল তার কাছে এই কথা বলে কুমদি নলেনীর নিকটে ভ্রমরকে লইয়া গমন করিলেন ॥

'এই অবধি সমাপ্ত করা গেল।" ইহা ১১ পৃষ্ঠায় শেষ।

(৫) খেঁউড় পাঁচালী।

আরম্ভ—"অথ খেঁউড় পাচালী।

নমামি লিঙ্গযোনিভ্যাং খানকিলোচ্চা নমাম্যহং।
কোটনা কুটনিভ্য নমস্কৃত্যং খানকি রঞ্জনং কথ্যতে ॥'

শেষ :—

গীত। কামিনীর আশা যদি, না পূরিলে গুণনিধি,
তবে বল কি হবে উপায়,
হলে নিশী অবশান প্রকাশিত দিনমণি ॥
প্রভাত না হতে যামিনী, কোথা যাবে গুণমনি,
চঞ্চল হয়েছ কেন এখন আছে রজনী ॥
খেঁউড় সমাপ্ত :।"

ইহা ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অশ্লীল ভাষা ভদ্র লোকের অপাঠ্য।

(৬) হিতোপদেশ।

আরম্ভ :—

"অশেষ জন্মার্জিত ক্লেশ পাপ তাপ সংহারক সেচ্ছয়া সৃষ্টি সৃজন পালন প্রলয়াদিভিঃ যস্য কটাক্ষপাতৈঃ * * * * * * * সামান্য অজ্ঞান কারাগারে বন্ধি রজ্জায় (?) বদ্ধি করিয়াছে। (একই বাক্য ১০ পংক্তি !)"

শেষ :—"গীত। * * *
আমি মাত্র সবাকার, ত্যাজ এই অহঙ্কার,
ভজ সেই নির্ব্বিকার, এড়াবে তবে ভব বন্ধন ॥
পুস্তক সমাপ্তঃ।"

ইহা ৪ পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার রচনা সুন্দর; ভাব পারমার্থিক।

এই পুঁথিতে গীতও ছড়া ভিন্ন কিছু নাই। ছড়ার ভাষা গদ্যের মত হইলেও পদ্য বটে। গ্রন্থের একস্থানে 'ফুলল' তেলের উল্লেখ আছে। তবেই বুঝা গেল, আধুনিক 'ফুলেলা' নবাবিষ্কার নহে। অ ও আ বর্ণ দুটি সংস্কৃত বর্ণরূপে ছাপ (কেবল কয়েক স্থানে মাত্র)। বাঙ্গালা অনেক অক্ষরের দুর্দ্দশা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

৪২২। প্রেম নাটক।

মুদ্রিত গ্রন্থ। সন তারিখ নাই। আবরণ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীশ্রীকালী ভরসা ॥ প্রেম নাটক নামক গ্রন্থ ॥ কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার অভিনব ছন্দে বিরচিত হইয়া ইদানিন্তু জ্ঞানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥" ক্ষুদ্র পুস্তক; ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সমাপ্ত। দেশী বাঙ্গালা কাগজ।

আরম্ভে 'গুণক ছন্দে' গণেশ বন্দনা ও 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত' ছন্দে সরস্বতী বন্দনার পর—

"কোন নগরস্থ এক গৃহস্থ বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা কামিনী ভামিনী অনঙ্গমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী ভ্রুকটিভঙ্গিনী পূর্ণেন্দুবদনা কুন্দকুসুমদশনা কোমলরসনা ইন্দীবরনয়না ভ্রুকামধনুগঞ্জনা গৃধিনী শ্রবণা" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণরাজি একটানা স্রোতে চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারিলাম না !

শেষ :—

অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ।
নারীর সহিত প্রেম করো না কখন ॥

কহিলাম সার কথা কর প্রবিধান।
প্রেম নাটক গ্রন্থ হইল সমাধান॥

সমাপ্ত।"

ভাষা গন্ত পন্ত। পয়ার, ত্রিপদী ত আছেই; তা ছাড়া, মালিনী ছন্দ, মালঝাপ, ত্বরিত ছন্দ, একাবলী ছন্দ, তোটক ছন্দ আছে। গ্রন্থে কলুষিত প্রেমের বর্ণনা।

৪২৬। চন্দ্রকান্ত।

ইহার বিবরণ পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথিতে লেখা গিয়াছে। ইহাও মুদ্রিত গ্রন্থ। পূর্ব্বের ও অন্তকার গ্রন্থখানির বিষয় ও রচনা এক হইলেও গ্রন্থকারদের নামাদিতে গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের গ্রন্থে সর্ব্বত্র গৌরীকান্তের ভণিতা আছে; অন্তকার গ্রন্থেও তাহাই বটে। তথাপি টাইটেল পেজে লিখিত আছে:—"শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং॥ চন্দ্রকান্ত নামক গ্রন্থঃ। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত ইদানিন্ত মোকাম কলিকাতার যোড়া বাগানের শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামানীকের সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪০ শাল ৩০ আষাঢ় শুক্রবার ইতি॥"

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং। নমো গণেশায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। অথ গণেশ বন্দনা।
বড় ত্রিপদী। ধুয়া।
তব চরণে প্রণতি ওহে গণপতি
লম্বোদর করি দয়া: দেহ যদি পদছায়া:
আমি দীন দুরাচার অতি॥ ইত্যাদি।

শেষ:—

অতঃপর হরিং বল সর্ব্বজনে।
ভাষাগীত সুললিত গৌরীকান্ত ভণে॥

(পয়ার।)

যুধিষ্ঠির প্রতি তবে শক্তি ঋষি কন।
নারী হৈতে মুক্ত হৈল সাধুর নন্দন॥
অতএব মহাশয় করি নিবেদন।
দ্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়ে যতন॥
শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিদায় হইয়ে তবে যায় মুনিগণ॥
রাশি নামে ভনি আগে করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ॥
কলিকাতা মধ্যে সুতানুটিতে নিবাস।
বৈদ্যকুলোদ্ভব নাম মাণীক্যরাম দাস॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান॥
লইয়ে শ্রীদেবীচরণের অনুমতি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি॥
শ্রীল শ্রীযুত দেবী চরণ প্রামাণিক।
জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্ম্মিক॥
সুশীল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্ত্তি যার॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কারফরমা নাম।
কীর্ত্তিবন্ত শান্ত দান্ত সর্ব্বগুণ ধাম॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার।
নানামতে তাঁর বংশের আছয়ে প্রচার॥
তাঁর অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ।
গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস॥
সুতানটিতে ধাম এ দীন হীন অতি।
গুণজ্ঞান নাহি ছার অতি মূঢ়মতি॥
সাধুজনে গ্রন্থখানি দেখে একবার।
করিবে গুণগ্রহণ দোষ তিরস্কার॥
সাধুমুখে গুণ ব্যক্ত দোষাপহরণ।
মেঘবক্তে বারি বর্ষে যেন অলবণ॥
নিজ মুখ রচনায় যদি থাকে দোষ।
বিজ্ঞজনে করি নতি না করিহ রোষ॥

সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮। জীর্ণাবস্থা বাঙ্গালা কাগজ। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতির' রচয়িতা ও এই কালী-প্রসাদ দাস কি অভিন্ন নহেন?

৪২৭। নববাবু বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রায় আটপেজী আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড় বড় অক্ষর। বাঙ্গালা কাগজ। আবরণ পত্রে লেখা আছে।—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরণং। গৌড় দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ শর্ম্মন কৃত নববাবু বিলাস নামক গ্রন্থ কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দ ১৭৬০॥ সন ১২৪৫ সাল॥"

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; যথা,—অঙ্কুর-খণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। সর্ব্বাদৌ বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা। এগুলি পদ্যে। তৎপর 'ভূমিকা'। যথা:—

"নিশাকর-কর-নিকর-নির্ম্মল-ধবল-কোমল-কমল-মুক্তাফলনির্ম্মল-গঙ্গাজলতুল্য-সিতাশেষযশঃ প্রকাশী-কৃতভূমণ্ডল" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ ঘটা ২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চলিয়া কোথায় গিয়া বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে। অথ 'অঙ্কুর খণ্ডে অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর।'

শেষ:—

অতএব নীবয় (বিষয়?) ত্যজ, শ্রীনন্দন (?)
কুমার ভজ, ভজীলে অতুল সুখ পাবে।
ঐহীকে হইবে সুখী, যমরাজে দীবে ফাকি,
পরকাল সুখেতে রহিবে॥

ইতি শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণা বিরচিতে নববাবুবিলাসে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্তঃ॥ সমাপ্তশ্চায়ং নববাবুবিলাসঃ॥

ভাষা গদ্য পদ্য। গদ্য কি ভয়ানক দন্তোদমন!

৪২৮। নববিবি বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। কাগজ ও আকারাদি 'বাবু বিলাসা'দির মত। আবরণ পত্রে লেখা আছে:—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শ্রীচরণ ভরষা॥ নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটা-বর্ত্মে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা।

"অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী॥"

এতদ্বৃত্তান্তমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ। অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফুল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে কুলটা-গঞ্জন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্ত এই পুস্তক মৃজাপুরনিবাসী শ্রীমধু খাঁর আদেশে তৃতীয়বার কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল॥"

আরম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা; তৎপর ভূমিকা। যথা:—

"যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফল খণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" ইত্যাদি।

শেষ।—

অতঃপর ছাড়ি দাস্য হইলু কুট্টিনী।
সর্ব্ব শেষ সর্ব্ব নাশে লইলু টুক্কনী॥
এক জর্ম্মে চারি জর্ম্ম হইল আমার।
নষ্ট হয়্যা কষ্ট এত পাই বার বার॥
অতএব পুনঃ২ করি নিবেদন।
কুল ধর্ম্ম রক্ষা কর কুল নারীজন॥
অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী ইত্যাদি॥

প্রাগুদ্ধৃত শ্লোক। ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্ত।

ভাষা গদ্য পদ্য। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭। শেষে ছাপার কয়েকটি পাতা ছিড়িয়া যাওয়ায় হাতে লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাও 'নববাবুবিলাস' রচয়িতার রচিত।

৪২৯। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

প্রাচীন ছাপা গ্রন্থ। প্রায় আট পেজী আকারের পুরাতন দেশী বাঙ্গালা কাগজ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। টাইটেল পেজে লেখা আছে, —"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ ॥ অর্থাৎ ॥ পারস্য ভাষানুবাদপূর্ব্বক ॥ তন্ত্রপরিবর্ত্ত বঙ্গভাষা সর্ব্বজন হিতার্থে॥ সংগ্রহ ॥ শিবাদহনিবাসী॥ শ্রীপীতাম্বর সেন দীং। সিন্ধু যন্ত্রে॥ মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৪৬ সাল॥"

আরম্ভে ভূমিকা। তাহা অতি দীর্ঘ হইলেও এখানে তুলিয়া দিলাম। যথাঃ— শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং ভূমিকা। স্মৃত্বা ব্রহ্ম পাদাম্ভোজৌ। মলঙ্গানাঞ্চ (?) মঙ্গলৌ। বিপ্র শ্রীমান্ মহেশেন কৃতোয়ং শব্দসংগ্রহঃ। সর্ব্বশক্তিমান সৃজন পালন প্রলয়কারক সাধুরক্ষক সর্ব্বোপাসক মতস্থাপক ক্ষিত্যপ্তেজ আদি পঞ্চভূত-প্রকাশক ত্রিগুণাত্মক গুণাতীত অনির্ব্বচনীয় অজরামর সারাৎসার ঈশ্বরোদ্দেশে সংযত নতমানসে সঙ্খ্যাতীত প্রণামপূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সদ্বিদ্বান্ পরগুণগ্রাহী দোষাপহারক পরোপকারক (?) সাধুসমূহ সমীপে বিনীত পুরস্তান্নিবেদনমিদং ভারতবর্ষাধিপ শ্রীল শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ ইঙ্গলণ্ডাধিপতি মহাশয়ের অভিপ্রেত এই যে মহানগর কলিকাতা রাজধানীর অধীনের বঙ্গদেশে যে যে স্থানে রাজকীয় যে কোন কর্ম্ম হইতেছে তাবৎ কর্ম্ম বঙ্গভাষাক্ষরে প্রচলিত হয় এতদ্দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দের বহুকালাবধি পারস্য ভাষাক্ষরে কর্ম্ম করণাধীন বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা অবগত হইয়াও সর্ব্বথা উপস্থিত হয় না এতদভিপ্রায়ে কার্য্যোপযোগিতা যোগ্য কিয়ৎ পারস্য ভাষানুবাদানন্তর তৎপরিবর্ত্ত সাধুভাষা সংগ্রহান্তে অকারাদি ক্ষকারান্ত অনুলোমে পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান নামক গ্রন্থ প্রস্তুতানন্তর শ্রীযুত লওয়াব গবর্নর্ জেনেরেল্ বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রীর অনুবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক সংখ্যা শব্দ সকল গ্রন্থান্তে বিন্যাস করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলাম পারস্য শব্দ সকল বঙ্গাক্ষরে লিখনে উচ্চারণে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয় তদ্দোষাদি দোষ ক্ষমিয়া স্মরণীয় রাখিবেন ইতি॥" ইহার পর "ভাবতবর্ষের অধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত ডিপোটি গবর্নর্ জানেরেল্ বাহাদুরের গত বৎসরের ২৩ জানেওয়ারির লিখিত আজ্ঞা পত্রের অভিপ্রায় সংগ্রহ পত্র" বঙ্গভাষায় দেওয়া আছে। অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

অকিল, খাদে নিযুক্ত ন্যায়ে নিযুক্ত।
অকুক, প্রজ্ঞা বুদ্ধি মতি ধী।
অঙ্গুর, দ্রাক্ষা ফল বিশেষ। ইত্যাদি।
ছিয়াম, ত্রিংশ ত্রিশা।

শেষ। :—

ছিএকম, একত্রিংশ একত্রিশা।
ছিদোএম, দ্বাত্রিংশ বত্রিশা।

পারস্যাভিধান সমাপ্ত॥

অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। ইহা বঙ্গভাষায় প্রচলিত বিজাতীয় শব্দরাজির সংগ্রহ ও কূল-নির্ণয়ে অনেকটা সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪৩০। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্।

অল্পদিনের হাতের লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। পৃষ্ঠসংখ্যা ৪৯। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা

গদ্যানুবাদ। 'হরিণী যস্য গর্ভস্য ইত্যাদি শ্লোক হইতে পুঁথির আরম্ভ।

৪৩১। আচার-রত্নাকর।

ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে অরুণোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময়ের কর্ত্তব্য সদাচার কথিত হইয়াছে। আবরণে লেখা আছে:— "শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া ইদানীং শিবাদহের শ্রীপীতাম্বর সেন দীং সিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৮ সাল।" পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। আট পেজী আকারের বাঙ্গালা কাগজ।

৪৩২। কবিরাজী পাতড়া।

ইহার প্রকাণ্ড আকার। ৫ হইতে ১০৮ পর্য্যন্ত পত্রগুলি নির্ণয় করা যায়। তদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট পত্র আছে। অতি জীর্ণ শীর্ণ; অনেকগুলি পাতার কালী প্রায় যায়-যায় হইয়াছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি জানা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ ইহা নিদানাদির অনুবাদ হইবে। অল্প নমুনা দিলাম :—

মুস্তকঃ সৈন্ধবঞ্চৈব বৃহতী কলামেব চ।
যষ্টিমধু সমাজুক্তং নস্ত তন্দ্রানিবারণং॥

অস্যার্থং। মোথা সৈন্ধব বৃহতি মুল মধুজষ্টি সমান ওজন চুর্ন্ন নাশ করিব ইতি মুছা ভ্রম তন্দ্রা নিদ্রা চিকিৎসা সমাপ্ত॥" (১০৪ পত্র।)

৪৩৩। গীতরত্ন।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ ৺রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) গীতগুলি সংগৃহীত আছে। ভুমিকাংশের ।/০ হইতে ॥/০ সংখ্যক পত্রগুলি নাই বলিয়া মুদ্রণ কালাদি জানা যাইতেছে না। উক্ত পত্রগুলিতে নিধু বাবুর জীবনী সঙ্কলিত ছিল। ইহার প্রকাশক নিধু বাবুর অনুজ জয় গোপাল গুপ্ত। ভূমিকাদি ছাড়া, মূল গ্রন্থের ১—১৩৮ পত্র পর্য্যন্ত আছে। জানা যাইতেছে,—"রামনিধি বাবু এবম্ভূত সুখসম্ভোগ ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত করণান্তর ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র, পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রাদি রাখিয়া জাহ্নবীর তীরে যোগাসনে জ্ঞান পুর্ব্বক জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন।" নির্ঘণ্ট পত্রে 'রাগ রাগিণী প্রকরণ ও উহাদের সময় নিরূপণ' দেওয়া আছে।

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীঈশ্বর শরণং। গীতরত্ন।
ভৈরব রাগ—তাল ঢিমে তেতালা।

অরুণ সহিতে করিয়া, অরুণ আঁকি উদয় প্রভাতে।
কমল বদন, মলিন এখন, না পারি দেখিতে॥
উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে।
দুঃখের উপর, দুঃখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥ ১

১৩৮ পত্রের শেষ :—

আড়ানা—তাল জলদ্ তেতালা।

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়জন কোন।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন॥
অধিক্ কহিব কত আমি দেহ তুমি প্রাণ।
তোমার সুখেতে সুখ প্রাণ, তোমার দুঃখেতে জ্বালাতন,
সজল নয়ন॥ ১॥

গ্রন্থের শেষাংশে আখড়াই গীত ছিল, লিখিত আছে। ইহার শেষে বহুপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বোধ হয়। যাহা হউক, এই পুঁথিখানি 'পরিষদে' উপহৃত হইবে।

শ্রীআবদুল করিম।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মাসিক কার্য্য-বিবরণী

দশম মাসিক অধিবেশন—(১৩১১ সাল)

২১ ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এম্, এ
" রমেশচন্দ্র বসু
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি, এল্
" প্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত
" যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র
" অমৃতলাল বসু
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" গৌরহরি সেন
" কুঞ্জলাল দত্ত
কবিরাজ " নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ
" দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহঃ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী, ৪১ সুকিয়াষ্ট্রীট।
		২। শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী, সেন কোম্পানি, অপার চিৎপুর রোড।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। এস্ সি, মহালনবীশ স্কোয়ার, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীহেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, ৫ নূর মহম্মদ সরকারের লেন।

৩। পুস্তক উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক পরিষৎকে জানাইলেন যে, বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিম্নশিক্ষাসম্বন্ধীয় রেজোলিউসন বিবেচনার্থ যে শাখাসমিতি পূর্ব্ব-অধিবেশনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ঐ শাখা-সমিতির কার্য্য কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এই দুই জন নূতন সভ্যের নাম শাখা-সমিতিতে যোগ করা হইয়াছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিউটগৃহে শাখাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস ও শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র উপস্থিত হইয়া অসুস্থতা হেতু অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন নাই। গভর্মেণ্টে যে আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে, শাখাসমিতি তাহার মর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া হীরেন্দ্র বাবুকে তাহার খসড়া প্রস্তুত করিতে ভার দিয়াছেন; ঐ খসড়া অন্যান্য সভ্যের নিকট প্রেরিত ও অনুমোদিত হইলে, তাহা গভর্মেণ্টে প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্বে পরিষদের আর অপর অধিবেশনের সম্ভাবনা না থাকায়, শাখা-সমিতির অনুমোদিত পত্র গভর্মেণ্টে প্রেরণের জন্য পরিষৎ-সম্পাদককে আদেশ দেন। সম্পাদক এই প্রার্থনা করিলেন, প্রার্থনা অনুমোদিত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রমুখ কতিপয় সভ্য বাঙ্গলা গভর্মেণ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে সাধারণের মতামত সংগ্রহ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য কলিকাতায় সভাসমিতির প্রতিনিধি-বর্গের ও গণ্যমান্য ব্যক্তির আহ্বান আবশ্যক, সম্পাদককে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে সম্পাদক কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ও প্রধান প্রধান সভার সম্পাদক ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে পরামর্শসভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। ২০শে ফাল্গুন তারিখে পরিষৎকার্য্যালয়ে সভা আহূত হয়। অনেক মান্যব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরামর্শদ্বারা স্থির হয় য (১) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোন প্রকাশ্য স্থলে সাধারণকে আহ্বান করিয়া এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আহ্বান করা হইবে। (২) পরিষৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত আবেদনে গভর্মেণ্টের নিকট আরও তিন মাস সময়ের প্রার্থনা করা হইবে। (৩) ১৫ই মার্চ্চের পর আরও তিনমাস পাইবার জন্য পদস্থ ব্যক্তি কতিপয়ের ডেপুটেসন ছোটলাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণের উদ্যোগ হইবে। (৪) মফস্বলে এ বিষয়ে আন্দোলনার্থ ব্যবস্থা হইবে এবং কলিকাতায় এক বৃহৎ সভার আয়োজন করা হইবে। এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছে ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিষৎ কর্ত্তৃক আহূত পরামর্শসভার

অভিপ্রায়ানুযায়ী যে সকল সভানুষ্ঠান হইবে, তাহা সাধারণের অনুষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহা পরিষদের কার্য্যের অন্তর্গত হইবে না। *

৬। যশোহরের মাগুরার অন্ধ উকীল শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা সীতারাম রায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনাইলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে, তিনি সীতারামের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, তাঁহার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ রাঢ়প্রদেশে, শিক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে ও কর্ম্মস্থান মধ্যবঙ্গে, এই হেতু প্রায় সমগ্র দেশের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক রহিয়াছে। তৎপরে তিনি কিরূপে দেশের মধ্যে দস্যুদলনদ্বারা শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন ও মগ, ফিরিঙ্গী, পাঠান প্রভৃতি বৈদেশিক শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দিয়া তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও সামাজিক মত, রাজ্যমধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা ও বিবিধ সংকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তিনি কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝাইলেন এবং উপসংহারে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ আয়োজন করিয়া সীতারামের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালনার্থ সাধারণকে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সীতারামের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক হইতে তাঁহার বক্তৃতার উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে।

সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলকে বক্তার রচিত সীতারাম রায়ের জীবনী চরিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নে অনুরোধ করিলেন।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু "ভাষার ছন্দের উৎপত্তি" প্রবন্ধপাঠ করিলেন। [ঐ প্রবন্ধ ১১ ভাগ ২য় ও ৩য় সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে] ঐ প্রবন্ধলেখক পয়ার ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনের নানা অনুমানের সমালোচনা করিয়া নিজের আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার মতে পয়ার শব্দের "পয়" অংশ সম্ভবতঃ "পদ" শব্দের বিকৃতি। যাহা পদযুক্ত তাহাই পয়ার।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিলেন, পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মত আলোচ্য। (১) প্রাচীন পুঁথিতে পয়ারকে "পরাকৃত" ছন্দ বলা হইয়াছে। ঐ "পরাকৃত" (অর্থাৎ প্রাকৃত) শব্দ হইতে পয়ার হইয়াছে কি না? (২) "পয়কার" শব্দের এক অর্থ লড়াই—বাক্-যুদ্ধ। কবির লড়াই প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া "পয়কার" হইতে 'পয়ার' হইয়াছে কি না? (৩) "পাঁচালি" বা "পঞ্চালী" শব্দের সহিত পয়ারের সম্বন্ধ দেখা যায়। পঞ্চাল

* এতদনুসারে ২৭শে ফাল্গুন তারিখে জেনেরাল আসেম্ব্লিজ ইনষ্টিউট গৃহে এক সাধারণ সভা আহূত হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "সফলতার সদুপায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ঐ প্রবন্ধ ১৩১১ চৈত্রের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসন মিলিত হইয়া ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট ডেপুটেসন পাঠাইয়াছিলেন। ডেপুটেসনে শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (ব্যারিষ্টার) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনামত ছোটলাট বাহাদুর আর একমাস অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দিয়াছেন।

দেশের সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে কি না? দীনেশ বাবু বলিলেন, পয়ার পূর্ব্বে ১৪ অক্ষর ছিল না। গান ক্রমে লিখিত কবিতায় পরিণত হইলে অক্ষরসংখ্যা চৌদ্দতে দাঁড়াইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এখনও কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রবন্ধলেখকের চেষ্টা ও উদ্যম প্রশংসনীয়।

৮। সভাপতি মহাশয় কতিপয় উদ্ভট কবিতায় স্বরচিত বাঙ্গালা অনুবাদ শুনাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

মফঃস্বল হইতে যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের ও কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য ও তাঁহাদের সহিত সাহিত্য পরিষদের সম্বন্ধস্থাপনের উদ্দেশে ক্লাসিক থিয়েটারে সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। থিয়েটার গৃহ সহস্রাধিক ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ও সুশৃঙ্খলার সহিত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রথমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, পরে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দেন। নিম্নোক্ত মহোদয়গণ ও আরও অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত রাধারমণ কর
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার	" কামিনীনাথ রায়
" চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিষ্টার	" অমৃতলাল বসু
" যাদবচন্দ্র মিত্র	" গোবিন্দলাল দত্ত
" আনন্দনাথ রায়	" সৈয়দ নবাবআলী চৌধুরী
" দীনেশচন্দ্র সেন	" আবদার রহিম
" মন্মথনাথ সেন কবিরাজ	" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিপিনচন্দ্র পাল	" শিবধন বিদ্যার্ণব
" কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্	" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ	" ললিতমোহন মল্লিক
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ	" আশুতোষ বড়াল
" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ	" জগদীশচন্দ্র বসু এম্, এ; ডি, এস্‌সি
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি	" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" হেমচন্দ্র মল্লিক
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ
" যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ বসু	" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
" সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, বি, এল্
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ
" সখারাম গণেশদেউস্কর	" ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" নিখিলনাথ রায়, বি, এল্	" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার	" মন্মথমোহন বসু } (সহকারী সম্পাদক)
" মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ	" ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সরস্বতী-বন্দনা গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত হইল।

২। বাঙ্গালা গভর্মেণ্টের নিম্নশিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদের নিযুক্ত শাখাসমিতির নির্দ্ধারিত আবেদন পত্র অনুমোদিত হইল ও উহা গভর্মেণ্টে প্রেরণ করিবার আদেশ হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীমহম্মদ আবদাস্ সোব্‌হান, গাইবাঁধা, রঙ্গপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২। শ্রীহরিনাথ দে এম, এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
"	"	৩। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র এম, এ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪। শ্রীগঙ্গানাথ রায়, ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ধাপ, রঙ্গপুর।
"	"	৫। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গানাথ রায়ের বাটী, ধাপ রঙ্গপুর।
"	"	৬। শ্রীভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী, ভাইস চেয়ারম্যান ডি বোর্ড, জমিদার, রঙ্গপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী,জমিদার, টেপা রঙ্গপুর।
"	"	৮। শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল্ উকীল রঙ্গপুর।
"	"	৯। শ্রীরাধারমন মজুমদার, জমীদার রঙ্গপুর।
"	"	১০। শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল সম্পাদক রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরী মহল্লী বড়তরফের বাসা রঙ্গপুর।
"	"	১১। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল, রঙ্গপুর।
"	"	১২। কবিরাজ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
"	"	১৩। শ্রীবিপিনচন্দ্রপাল ১৬সরকার্স লেন,
"	"	১৪। চুনিলাল রায় ২৯ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
"	"	১৫। শশিভূষণ বসু এম্ এ হেড্ মাষ্টার, হেডমাষ্টার জেলা স্কুল বীরভূম সিউরী

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। * ঐ প্রবন্ধলেখক মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গলাজাতির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য ছাত্রবর্গকে আহ্বান করিলেন। মাতৃভূমির সেবা ব্যতীত কেবলমাত্র ধ্যান বা বন্দনা দ্বারা মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি জাগিতে পারে না। এখন মাতৃভূমির সেবা আমাদের স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সময় হইয়াছে।

* ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে।

স্বদেশকে ও স্বজাতিকে ভাল করিয়া না চিনিলে ঐ সেবা অসম্ভব। মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ-ভরে তাঁহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও আধুনিক অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনাই এখন আমাদের মাতৃসেবার প্রধান উপায়। ছাত্রগণ তাঁহাদের বয়সের উচিত উদ্যমের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হউন; তদ্দারাই তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিবে। সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এই স্বদেশসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছাত্র-দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রবন্ধপাঠকের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় ও হৃদয়ের আন্তরিকতায় শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ঐ মর্ম্মে ছাত্রগণকে আহ্বান করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে ছাত্রগণকে অভ্যর্থনা করিয়া রবীন্দ্রবাবুর উপদেশমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ একশ্রেণীর ছাত্র সভ্য-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের নির্দ্দেশমত বাঙ্গালার সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবেন। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্যের অনুসন্ধানে লোকবল আবশ্যক। অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ইংরাজি অভিধান সঙ্কলনের জন্য দুই লক্ষ Volunteer আবশ্যক হইয়াছিল। এখানেও সেইরূপ লোকবল আবশ্যক। ছাত্রগণ আপাততঃ পরিষদের সাহায্যার্থে Volunteer শ্রেণীতে নিযুক্ত হউন।

তৎপরে হাস্যরসরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া ছাত্র-দিগকে রবীন্দ্রবাবুর উপদিষ্ট মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার বাল্যকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাৎকালিক বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া আধুনিক রুচি পরিবর্ত্তনের বিষয় ইঙ্গিত করিলেন।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপলক্ষে তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ছাত্র-গণকে বলিলেন, এখন বাক্য ছাড়িয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। এতদিন আমরা বাক্যদ্বারা স্বদেশের উন্নতির চেষ্টায় ছিলাম্। এখন সে দিন অতীত হইয়াছে। কাজের সময় আসিয়াছে। সকলে সাধ্যমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বলিলেন, আমাদের জীবনে এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, তোমাদের জীবনের এখন প্রভাত, সন্ধ্যার সহিত প্রভাতের এক স্থানে সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। আমরা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যাইতেছি, তোমরা নূতন বলে সেই সূত্র ধরিয়া জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রদের পরিতোষের জন্য "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না" এই গানটি গাহিলেন

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় সভাপতিকে ক্লাসিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ও সঙ্গীত-গায়কগণকে ধন্যবাদ জানাইলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক। সভাপতি।

একাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ ; বি, এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ
„ যতীশচন্দ্র মিত্র
„ আনন্দনাথ রায়
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্,এ
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
„ জগদ্বন্ধু মোদক
„ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী
„ মুনীন্দ্রনাথ সাঙ্খ্যরত্ন
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল্
„ সখারাম গণেশ দেউস্কর
„ শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ ; বি, এল্
„ কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ
„ মনোরঞ্জন গুহ
„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ বাণীনাথ নন্দী
„ মুন্সী এম, কে, এম রওসন আলী
„ মৌলবি ওহায়েদ হোসেন, বি এল্
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ
„ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ গৌরহরি সেন
„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
„ কেদারনাথ সান্যাল
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ
„ মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহঃ সম্পাদক
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক

„ নিখিলনাথ রায় বি, এল
„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

আলোচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। ছাত্র সভ্যের নিয়মাবলী অনুমোদন ও তদনুসারে পরিষদের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, ৪। ১৩১২ সালের কর্ম্মচারিনিয়োগ, ৫। ১৩১২ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন। ৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক "১৩১১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

সভাপতি মহাশয় ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত না থাকাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১১শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	১। খাঁ বাহাদুর মৌলবী সৈয়দআলী নবাব চৌধুরী জমীদার, পশ্চিমগাঁও, লাক্‌সাম ত্রিপুরা
”	”	২। মৌলবী সাহ সৈয়দ ইমদাদন হক্ পশ্চিমগাঁও, লাক্‌সাম ত্রিপুরা।
”	”	৩। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বি, এ হেডমাষ্টার, লাকসাম পশ্চিমগাঁও হাইস্কুল ত্রিপুরা।
”	”	৪। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ চৌধুরী মাহীপুর
”	”	৫। মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফত্তাহ জমীদার, রঙ্গপুর
”	”	৬। মৌলবী আসিমদ্দিন আহম্মদ বি, এ উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী
”	”	৭। মুন্সী রওসান আলী, মোক্তার নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
”	”	৮। মুন্সী খবিরুদ্দিন আহম্মদ বি, এ স্কুল সব-ইন্সপেক্টর, ঢাকা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	৯। মৌলবী সৈয়দ হোশাম হায়দর চৌধুরী জমীদার, কুমিল্লা
"	"	১০। মুন্সী আবদুল গনি মোক্তার কুমিল্লা
"	"	১১। সৈয়দ মৌলবী আবদুল জব্বর জমীদার কুমিল্লা
"	"	১২। মৌলবী নৌশের আলী ইউসকাজম সবরেজিষ্টার, পাকুল্লা টাঙ্গাইল
"	"	১৩। চৌধুরী সিদ্দিক আহম্মদ জমীদার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
"	"	১৪। মৌলবী মহম্মদ মনিরুদ্দিন ইস্‌-লামবাদী সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম
"	"	১৫। মৌলবী বেলায়ৎ খাঁ, মোক্তার আলিপুর, ২৪ পরগণা
"	"	১৬। মুন্সী ইমদাদ আলী ভূতপূর্ব্ব পুলিশ ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রাম
"	"	১৭। মৌলবী সেমিরুদ্দিন আহম্মদ মোক্তার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর
"	"	১৮। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ রক্ষিত বি, এ হেডমাষ্টার, ইউসফ স্কুল, কুমিল্লা
"	"	১৯। সেখ নসিরুদ্দিন সোনাখালী, বগুড়া
"	"	২০। মৌলবী এব্রাহিম খাঁ টেঙ্গাপাড়া, মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ
"	"	২১। মির্জ্জা ইউসফ আলী সবরেজিষ্টার নওঁগা, রাজসাহী
"	"	২২। মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম হাতিয়া আলমপুর নদীয়া
"	"	২৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায়, মোক্তার নোয়াখালী

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	২৪। মুন্সী মফিজদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক পশ্চিমগাঁও স্কুল, লাক্সাম
”	”	২৫। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সান্ন্যাল উকীল, কৃষ্ণনগর
”	”	২৬। বরদাকান্ত সরকার গোবিন্দবসুর লেন, ভবানীপুর
”	”	২৭। কাজী রামজুল আহম্মদ, কৃষ্ণনগর, কুমিল্লা
”	”	২৮। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আলকরা জগন্নাথ দীঘি পোঃ
”	”	২৯। চৌধুরী আবদুল কুদ্দুশ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
”	”	৩০। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, লাক্সাম, বাঘমারা
”	”	৩১। কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ঐ
”	”	৩২। অমরকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ঐ
”	”	৩৩। কাজী আবদুল রসীদ, বোহিতরা, কুমিল্লা
”	”	৩৪। খাঁ বাহাদুর বজলল্ রহমন জমীদার নোয়াখালী
শ্রীহরিনাথ দে	নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৫। মিঃ ডব্লিউ হর্নেল, ইন্সপেক্টর, ইউরোপীয়ান স্কুল
”	”	৩৬। ” ভি, ডবলিউ জ্যাক্সন অফিঃ ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	”	৩৭। ” ই, ডি, রস Ph.D, প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা
শ্রীহরিনাথ দে	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৩৮। অধ্যাপক এম, ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,	মন্মথমোহন বসু	৩৯। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি.এল মুন্‌সেফ বস্থার

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	মন্মথমোহন বসু	৪০।	শ্রীঅদ্বৈতচরণ বসু বি, এল গভর্ণমেণ্ট উকীল, দ্বারভাঙ্গা
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৪১।	,, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী বারুইপুর ২৪ পরগণা
,,	,,	৪২।	,, তারাদাস রায় চৌধুরী ঐ
,,	,,	৪৩।	,, কালিদাস রায় চৌধুরী ঐ
,,	,,	৪৪।	,, শিবদাস রায় চৌধুরী ঐ
,,	,,	৪৫।	,, হরিদাস রায় চৌধুরী ঐ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৬।	,, নিখিলনাথ রায় ডেঃ মাঃ কলিঃ
বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৭।	,, মাননীয় বিচারপতি রায় প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর C.I.E. লাহোর
,,	,,	৪৮।	মাননীয় বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৯।	ডাঃ হরিধন দত্ত এম, বি, ৩৭ নং বেণেটোলা লেন
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	৫০।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন ১২১ নং মনোহরদাসের চক
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫১।	,, ডাঃ রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর ১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫২।	,, রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, এম,এ করৌলী রাজপুতানা
শ্রীবাণানাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৩।	,, নিশিকান্ত সেন, ৬৩ শ্যামপুকুর
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	,,	৫৪।	,, রাজা মনোমোহন রায় চট্টগ্রাম
মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	মহম্মদ রওসান আলী	৫৫।	,, মৌলবী মহমুদ নবী ডেঃ মাঃ ময়মনসিংহ
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫৬।	,, গিরিজানাথ রায় রসারোড
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৭।	,, মোহান্ত মহারাজ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫৮।	,, প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডনষ্ট্রীট
		৫৯।	,, ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২ চৌরঙ্গী রোড

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬০।	শ্রীনফরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কটন. ইনষ্টিটিউসন
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬১।	,, রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬২।	" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬ মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন
"	"	৬৩।	" কিশোরীমোহন সিংহ পরিষৎ কার্য্যাঃ

৩। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পরিষদের ছাত্রসভ্যসংক্রান্ত যে নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন এবং এতদনুসারে পরিষদের নিয়মাবলীর যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ছাত্রসভ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুমোদিত হউক এবং পরিষদের নিয়মাবলীর উক্তরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পরিষদের কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি, এল—সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায়	,,	চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	সহকারী সভাপতি
মাননীয় বিচারপতি	,,	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম এ, ডিএল,এফ,আর,এ,এস,এফ,আর,এস, ই,	
	শ্রীযুক্ত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
অধ্যাপক	,,	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক	
	,,	মন্মথমোহন বসু বি, এ	সহকারী সম্পাদক
	,,	ব্যোমকেশ মুস্তফী	
	,,	কিশোরীমোহন সিংহ	
	,,	নগেন্দ্রনাথ বসু—পত্রিকা-সম্পাদক	
	,,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—ধনরক্ষক	
	,,	অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থরক্ষক	
অধ্যাপক	,,	মন্মথ মোহন বসু বি, এ—ছাত্র সভ্যগণের পরিদর্শক	
,,	,,	গৌরীশঙ্কর দে এম, এ; বি, এল	আয়ব্যয়পরীক্ষক
	,,	ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ	

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে যে আট জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হওয়াতে যাঁহারা নির্ব্বাচনে ৯ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষদের নিয়মানুসারে নির্ব্বাচিতের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এইরূপ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এম, আর, এ, এস্। এতদ্ভিন্ন ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত চারিজনকে ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল। এই বার জন এবং আয়ব্যয়পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত উপরি উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩১১ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকে তিনি পুস্তক বিশেষের সমালোচনা না করিয়া ১৩১১ সালে যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি করিয়া গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার নামোল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার কতকটা আভাস দিলেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সী এম, কে, এম রওসাল আলী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে মুসলমান লেখকগণের কর্ত্তৃক লিখিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে কবি কায়কোবাদ প্রণীত "মহাশ্মশান," "লয়লা মজনু" এবং জনৈক মুসলমান লেখিকা প্রণীত মতিচুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বটতলা হইতে প্রকাশিত অৰ্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমানদিগের দ্বারা লিখিত পুস্তকসমূহের উর্দ্দু পার্শী প্রভৃতি মিশ্রিত জঘন্য বাঙ্গলাকে ব্যোমকেশ বাবু যে "মুসলমানী বাঙ্গলা নাম দিয়াছেন, তাহা বড়ই আপত্তিকর। কলিকাতা গেজেট এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকিলেও ব্যোমকেশ বাবুর তাহা গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। উপরি উক্ত বটতলার গ্রন্থগুলি মুসলমানী বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ নয়। সে গুলি যে ভাষায় লিখিত সে ভাষায় মুসলমানদিগের সংবাদপত্রাদি লিখিত হয় না। এইরূপ ভাষার অন্য আখ্যা দেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধের অকিঞ্চিৎকরতা দেখিয়া দুঃখিত। আধুনিক প্রকাশিত বিস্তর উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। তালিকা আরও সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। দিলবাহার, চখের নেসা,

নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ, সতীশ বাবুর বুদ্ধদেব প্রভৃতির উল্লেখ নাই।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাড়াতাড়িতে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, পরে করিবেন। তিনি ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধিক প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রয়োজন ছিল না। চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। বটতলার মুসলমানী ভাষার জন্য দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই, ইহা ক্রমে উন্নত হইবে। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলার অবস্থাও পূর্ব্বে অনেকটা এইরূপ ছিল, তাহা রাম রাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে বুঝা যায়।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—আমি পঞ্চানন বাবুর কথা অনুমোদন করি না। ব্যোমকেশ বাবু পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। "মুসলমানী বাঙ্গলা" শব্দটা একটা নাম মাত্র—ইহাতে মুসলমান ভ্রাতাগণের প্রতি কটাক্ষ করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভাষা এবং আমরা সকলে তাঁহাদের নিকট ঋণী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমারই প্রস্তাব-মত ব্যোমকেশ বাবু এই কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু বঙ্গভাষায় যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে একার্য্যের জন্য কলিকাতা গেজেটের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কার্য্যটা যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে কেবল একজনের উপর ভার দেওয়াও উচিত নহে। শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিগণের উপর একার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। কেহ কেবল দর্শনবিষয়ক গ্রন্থগুলি লইয়া আলোচনা করুন, কেহ উপন্যাস, কেহ ইতিহাস, এই-রূপ এক একজন এক একটি বিষয়ের গ্রন্থগুলি লইয়া সমালোচনা করুন। এরূপ করিলে তবে কার্য্য সম্পূর্ণভাবে হইবে। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মনে কোনরূপ কষ্ট দিবার অভি-প্রায়ে "মুসলমানী বাঙ্গলা" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু যখন আপত্তি উঠিয়াছে তখন নামটি পরিবর্ত্তন করাই ভাল।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—আমি যতীন্দ্র বাবুর কথায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আশা করি আগামী বারে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। পঞ্চানন বাবু ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যেরূপভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা ভাল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ ও যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁহারা প্রবন্ধের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটও কৃতজ্ঞ। এরূপ প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিককার্য্যের এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক সাহিত্যের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এগুলির দ্বারা সাহিত্যের কম পরিপুষ্টি সাধিত হয় না।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস মহাশয় বলিলেন,—প্রতিবৎসর যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণ যদি তাহার একখানি করিয়া পরিষদে দেন, তাহা হইলে এইরূপ বার্ষিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্ববক্তারা প্রবন্ধকারকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমি তাহা সমর্থন করিতেছি। তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। "মুসলমানী বাঙ্গালা" শব্দের অর্থ মুসলমানেরা যে বাঙ্গালা লেখেন তাহা নহে, তাঁহাদের বাঙ্গালায় আমাদের বাঙ্গলায় কোন প্রভেদ নাই, তাহার কোন স্বতন্ত্র নাম দিবার প্রয়োজন নাই। অশিক্ষিত মুসলমানেরা এক প্রকার অপভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই গবর্ণমেণ্ট অন্যনামের অভাবে এই নাম দিয়াছেন। অন্য নাম দিতে পারিলে ভাল হয়। যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব উত্তম। এক এক বিষয় আলোচনা করিবার ভার এক এক জনের হাতে থাকাই উচিত। যিনি যে বিষয়ের ভার লইবেন সেই বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় সেইগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ ও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত বৎসর জাগরূক থাকিয়া সেইদিকে তাঁহাকে সাগ্রহদৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবে ফল সন্তোষজনক হইবে। আশা করি প্রকাশকেরা ও প্রেসের অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে পরিষৎকে সহায়তা করিবেন। পুস্তক মুদ্রিত হইলেই যেমন তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন, তেমনি একখানি করিয়া যদি পরিষদে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ।

তৎপরে গ্রন্থোপহারকর্ত্তাদিগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী।

দ্বাদশ বর্ষ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩১২), ১২ই জুন (১৯০৫), সোমবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল সভাপতি।

„ নিখিলনাথ রায়, বি এল,
„ বিপিনচন্দ্র পাল,
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত,
„ নগেন্দ্রনাথ বসু,
„ আনন্দনাথ রায়,
„ রমেশচন্দ্র বসু,
„ হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এম আর, এ, এস,
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী,
„ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক,
„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ যাদবচন্দ্র মিত্র,
„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি এ,
„ সতীশচন্দ্র মিত্র,
„ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহকারী সম্পাদক,
„ কিশোরীমোহন সিংহ }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্য নির্ব্বাচন। ৩ পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ পরিষদের অন্যতম সদস্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। ৫ প্রবন্ধ।

(ক) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় কর্ত্তৃক "বীরকাহিনী বা ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক গীতা ও বেদান্তদর্শনমতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী—সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পরে—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যনির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল, উকীল, মুঙ্গের
		২। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত মুঙ্গের এল এম, এচ,
		৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বোলপুর, শান্তিনিকেতন
		৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার সব ডিঃ কলেক্টর ২০ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ৯ রাজার লেন।
শ্রীসেমিরুদ্দিন আহম্মদ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায় মোক্তার নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
		৭। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন ঐ
		৮। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
		৯। শ্রীরক্ষচন্দ্র লাহিড়ী ঐ
		১০। শ্রীগোপালচন্দ্র সেহানবীশ
		১১। শ্রীকুমুদচরণ নাগ, রঙ্গপুর
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী
		১৩। শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত এটর্নি ১০ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় জমিদার হাটবেড়িয়া, নড়াইল।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী এম এ এল্‌গিন রোড, এলাহাবাদ
		১৬। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুস্তফী সম্পাদক শৈল সাহিত্য-মন্দির, নৈনিতাল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের অন্যতম সদস্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক (জ্যোতিষিক) পরিভাষা লইয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়িলেই তাঁহার গবেষণা বুঝা যাইবে। তিনি দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে তিনি "বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" নামে নূতন ধরণের পঞ্জিকা আজ কয়েক বৎসর প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন এবং এজন্য বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান শিষ্য ছিলেন, তিনি চরিত্রবান্, ধর্ম্মশীল, সদ্বক্তা ও সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার অভাব উক্ত ব্রাহ্ম সমাজ আজ বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি বাঙ্গলায় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলায় দুইখানি পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি মাধব বাবু ও প্রতাপ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি উহা এই সভায় অদ্য পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে আপনারা অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অতএব আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ ১৩১২ শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বন্ধুবর বিপিন বাবুর প্রবন্ধে প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। যাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনাইয়া বন্ধুবর বিপিন বাবু আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব।

তৎপরে সমগ্র সভার অনুমোদনে যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধপাঠক মহাশয় ফরিদপুরের ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন। এই প্রবন্ধ তাহারই একাংশ)

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন—আনন্দ বাবু ১৬শ শতাব্দীর আকবরের সময় হইতে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপ। জেসুইট পরিব্রাজকদিগের বর্ণিত ইতিহাসে জানা যায় শ্রীপুরের কেদার রায়, বাকলার রামচন্দ্র রায় আর চণ্ডীকানের রাজা এই তিনজন হিন্দু ছিলেন। দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে তিনজন হিন্দু, নয়জন মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের প্রতাপে জেসুইটগণ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে বেগ পাইয়াছিলেন। চণ্ডীকানের রাজা সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্য। এই তিনজন হিন্দু ভৌমিকের মধ্যে কেদার রায় ও রামচন্দ্র রায় খুব বীর।

প্রবন্ধকার বলিয়াছেন কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, কেন না তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পিতা (মতান্তরে তাঁহার ভ্রাতা) চাঁদ রায়ও খুব বীর ছিলেন। রাল্‌ফ ফিচ্ সাহেব সে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জেসুইট পাদরীরা মুকুন্দ রায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সামান্য কথা বলিয়াছেন।

সভাপতি—মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের বারভুঞার ইতিহাস শুনিয়া অনেকদিন হইতেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, চাঁদ রায় কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। নিখিল বাবুও তাহার পোষকতা করিয়াছেন। আমি তাহার কারণ অন্যরূপ মনে করি। পাঠানরাজত্বের শেষ হইতে মোগলেরা একবারে বাঙ্গালার সমস্ত অংশ জয় করে নাই; ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াছিল। প্রথমেই প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব। কাজেই তাঁহাদের ধ্বংসের পর চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজত্ব আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আকবরের সময়ে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই বলিয়াই যে চাঁদ রায় কেদার রায় শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, তাহা প্রমাণ হয় না। যাহা হউক, প্রবন্ধকারের প্রবন্ধে এমন অনেক কথা আছে যাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবিবার ও শিখিবার কথা। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, পাঠান ও মোগলশাসনেও বাঙ্গালী ভূস্বামিগণ বিস্তৃত ভূভাগশাসন করিতেন, সেনাসাহায্যে দেশরক্ষা করিতেন। এক্ষণে প্রবন্ধকারকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য আমি সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি এ, সহকারী সম্পাদক মহাশয় নূতন অবলম্বিত উপায়ে ছাত্রসভ্যগ্রহণের বিবরণাদি জানাইয়া বলিলেন নয়জন ছাত্র, ছাত্রসভ্যের নিয়মানুসারে পরিষদের সভ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাত্রসভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

তৎপরে যথারীতি পুস্তকোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

(অনুমোদিত)

শ্রীমন্মথমোহন বসু — সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী — সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

৩১ আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, শনিবার, ৬॥ টা—

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এমএ, বি, এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল,
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,
" নগেন্দ্রনাথ বসু,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল,
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" মুরারিমোহন গুপ্ত,
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
" যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ,
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,
" তারকনাথ বিশ্বাস,
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, বি এল,
" যাদবচন্দ্র মিত্র,
" কামাখ্যাচরণ নাগ,
" উমেশচন্দ্র মুস্তফী,
" সুরেন্দ্রনাথ সান্দকী গোস্বামী,
" অক্ষয়কুমার বড়াল,

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ,
" বাণীনাথ নন্দী,
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক,
" জ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার,
" সৌরেশচন্দ্র বক্সী,
" চন্দ্রমাধব চাকী,
" মন্মথনাথ মিত্র,
" কমলাচরণ মিত্র,
" তুলসীদাস ভাদুড়ী,
" রাজকৃষ্ণ দত্ত,
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,
" বিহারীলাল রায়,
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী,
" মন্মথনাথ সুর (ছাত্রসভ্য)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ, (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু ব এ,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী,
" কিশোরীমোহন সিংহ, } সহকারী সম্পাদক

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠ। ২ সভ্যনির্ব্বাচন। ৩ পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কর্ত্তৃক "গীতা ও বেদান্তদর্শনমতে ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীঅনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট।
খগেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ	২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, জমিদার, শ্রীধরপুর, যশোহর।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। শ্রীকুমার ছত্রনাথ চৌধুরী ১৫৭।৩ অপার সারকুলার রোড।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ,	৪। শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ এম এ, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, উকীল, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৬। শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, উকীল, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ বি এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	৮। শ্রীদুর্গাদাস অধিকারী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	৯। অনন্তলাল ঘোষ বি এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	১০। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, অধ্যাপক, সিটি কলেজ।
" কামিনীনাথ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	১১। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮।৩ মণ্ডল ষ্ট্রীট।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	ঐ	১২। শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি এল, উকীল, ভাগলপুর।
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৩। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, ৭২ হ্যারিসন রোড।

৩। পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, "গীতা ও বেদান্তদর্শনের মতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [ঐ প্রবন্ধ তৎপ্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ নামক পুস্তকের একাংশ; ঐ পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক প্রবন্ধ পাঠের পর প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, বলিলেন হীরেন্দ্রবাবু বেদান্তদর্শনের প্রস্থানত্রয়ের অর্থ সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন; ঐ তিন গ্রন্থ গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রস্থানে উদ্যত বানপ্রস্থদিগের জন্য রচিত, এইজন্য ঐ নামের সার্থকতা। পালি অভিধর্ম্মপিটকের অন্তর্গত "পট্‌ঠান" নামে গ্রন্থ আছে, উহাতে কার্য্যকারণ তত্ত্বের আলোচনা আছে। সম্ভবতঃ বেদান্তদর্শনেও জগতের কার্য্যকারণতত্ত্বের আলোচনা থাকায় ঐ তিনগ্রন্থের 'প্রস্থান' নাম হইয়া থাকিবে। হীরেন্দ্র-বাবুর অনুমানও অসঙ্গত নহে। হীরেন্দ্রবাবু নির্গুণ ব্রহ্মবাদে নাস্তিকতা উৎপত্তির আশঙ্কা

করিয়াছেন। মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্ম অথবা হীরেন্দ্রবাবুর সগুণব্রহ্মের নামান্তর ঈশ্বর; আর মায়া-মুক্ত ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম। যাঁহারা উভয় ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বর নামটী ব্যবহার না করিলেও নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্রবাবুর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমালোচনা করিব না। হীরেন্দ্রবাবু বৈদান্তিকদিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিরোধ ত্যাগের এখন সময় আসিয়াছে। হীরেন্দ্রবাবুর উভয় ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। পথ বিভিন্ন হইলেও সকল সম্প্রদায়ের গম্যস্থান এক; মনুষ্যের স্বভাব ভেদে পথের ভেদ হয় মাত্র। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের বিবাদ করা উদ্দেশ্য ছিল না, আপন প্রকৃতি অনুসারে আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন মাত্র।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, অদ্য পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রনাথ বাবুকে বহুদিন পরে সভাপতির আসনে পাইয়াছি। পরিষদের শৈশবে তিনি এক বৎসরের অধিককাল সভাপতি ছিলেন; তৎপরে অবকাশাভাবে ও স্বাস্থ্যাভাবে তিনি পরিষদের কার্য্যে তেমন যোগদানে অবসর না পাইলেও পরিষৎ কখনও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই প্রাচীননেতা যে দারুণ ব্যাধি ও তদপেক্ষা নিদারুণ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য সাহিত্যসেবকেরা সকলেই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত; তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নূতন লেখকগণের পথ প্রদর্শক রহুন।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের জীবনে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। পরিষৎ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তারদ্বারা বঙ্গদেশের সমুদয় জ্ঞাতব্য অনুসন্ধান দ্বারা দেশের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ছাত্র সভ্যগণের সাহায্যে ও মফস্বলে শাখাসভা স্থাপন দ্বারা পরিষৎ আপাতত যথাসাধ্য এই কার্য্যনির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহার উদ্যোগে পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরিষদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম তাঁহারই স্বীকৃত জীবনের প্রধান ব্রতের সাহায্য করিবে। সেই রবীন্দ্র বাবু অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। তিনি সম্প্রতি মফস্বল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ যাহা তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মুখেই তাহার বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরায় সাহিত্যসভাস্থাপন করিয়া আসিয়াছেন; উহা পরিষদের শাখা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। মফস্বল ভ্রমণে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় আমাদের সাধনের অনুকূল। মফস্বলে অনেকেই পরিষৎকে শ্রদ্ধা করেন ও পরিষদের অপেক্ষায় আছেন। এই সময়ে পরিষদের যথোচিত চেষ্টা ঘটিলে বস্তুতই আমাদের বঙ্গদেশের পরিচয় পাইবার উপায় হইবে। বঙ্গদেশে জানিবার বিষয় প্রচুর আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এক পুষ্করিণীতে মায়াদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন বাহির

হইতে পারে। ত্রিপুরার অধিপতি এইরূপ প্রাচীন তথ্যানুসন্ধান ও বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহকার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কুমিল্লাতেও পরিষদের শাখা সভাস্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। সময় অনুকূল; এখন চেষ্টা করিলেই দেশ জুড়িয়া জাল ফেলা চলিতে পরে। ছাত্রদের উৎসাহ যেন পরিষদের ত্রুটিতে নির্ব্বাপিত না হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, আমাদের কার্য্যে উৎসাহ অধিক দিন থাকে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের জাতির ধ্বংস নাই। কর্ম্ম বিনা ধ্বংস নিবারণ হইবে না, এখন যে অবস্থাই হউক, কর্ম্মে উদ্যম আমাদের নিশ্চয় জন্মিবে ও জন্মাইতে হইবে। রবীন্দ্র বাবুর সাহিত্যে প্রতিভা ও কর্ম্মে উদ্যম উভয়ই বিস্ময়জনক। তিনি যখন মূলে আছেন, তখন ফল লাভ হইবেই।

রবীন্দ্র বাবু পুনরায় বলিলেন, একটি মেলায় দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্ক লোক মলিন পরিচ্ছদে দেশী কাপড়ের ও বহির বোঝা ঘাড়ে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। চাষারাও তাহার সম্যক্ আদর করিতেছে। জানিলাম লোকটী ভদ্র সন্তান, ব্রাহ্মণ, স্কুলের ছাত্র। দেখিয়া আমার আশা হইল।

ছাত্র সভ্য শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র গুপ্ত বলিলেন, টাঙ্গাইলে গ্রামে গ্রামে তথ্যানুসন্ধান জন্য একটী ছাত্রদের দল গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা অনেক কাজ করিতেছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ছাত্র সভ্যদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণাদির জন্য আহূত সভায় উপস্থিতির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সম্পাদক।	সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ; বি এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ	শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ মিত্র
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ	" কৃষ্ণধন মিত্র
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" মন্মথনাথ সুর
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ	" কৃষ্ণদাস বসাক
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন	" সত্যভূষণ দে
" কামিনীনাথ রায়	" শশিভূষণ দাস
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" শিবকৃষ্ণ দে

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
" জগদ্বন্ধু মোদক
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
" রমেশচন্দ্র বসু
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গৌরহরি সেন
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র
" সুশীলগোপাল বসু
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যার্ণব
" পূর্ণাংশুকুমার রায়
" কুঞ্জবিহারী দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ মিত্র
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু
" অনাথনাথ বসু
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল
" নগেন্দ্রকুমার বসু
" নবকান্ত কবিরত্ন
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বরাট
" রাখালদাস সেনগুপ্ত
" করালীচরণ হাজারা
" হরিগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
" নীলমাধব বর্ম্মণ রায়
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দে
" সুশীলগোপাল বসু
" প্রভাতচন্দ্র গুহ
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" শশীন্দ্রসেবক নন্দী
" বিজয়কৃষ্ণ বসু
" প্রবোধকৃষ্ণ ঘোষ
" নিখিলনাথ রায় বি, এল
" বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি এল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" কিশোরীমোহন সিংহ } সহকারী সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্যনির্ব্বাচন। ৩ পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ প্রবন্ধ—(ক) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের "অক্ষয়কুমার দত্তের কথা"—(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা নাম-রহস্য" ৫ । বিবিধ। ৬ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয়কর্ত্তৃক তিব্বতের বৌদ্ধ-বিহারের চিত্রপ্রদর্শন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীবাণীনাথ নন্দী	১।	শ্রীগোষ্ঠবিহারী আঢ্য
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২।	শ্রীমৌলবি আবদুলহামিদ খাঁ
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	৩।	শ্রীজগদ্বন্ধু মোদক
		৪।	শ্রীচারুচন্দ্র রায় মোক্তার
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদবিদ্যাবিনদ	৫।	শ্রীঅক্ষয় কালী, ষ্টার থিয়েটার
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী	৬।	শ্রীবিনোদবিহারী সেন রায়
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭।	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

নিম্নলিখিত ছাত্র সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।—

১। শ্রীহেমচন্দ্র সেন
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড

২। শ্রীহীরালাল রায়
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড

৩। শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
২৭।২ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

৪। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত
৫৮।১১ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

৫। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র
৫০ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

৪। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) রামদাস গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ শ্রীমণিমোহন সেন
(২) বাসনাঞ্জলি — শ্রীকামিনীনাথ রায়
(৩) The Noakhali Case
(৪) Indian Congressmen
এবং কতকগুলি মাসিক পত্রিকা — শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(৫) The 3rd Hare Anniversary meeting with Aksay kumar Datta's Bengali Lecture — শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
(৬) কৃষি গেজেট— শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু
(৭) The Vocabulary (1815) — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সভাকে জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থ তিনি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পরিষৎ দ্বারা প্রকাশ করাইবেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে তাঁহাকে এই অনুগ্রহের জন্য পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার আদেশ হইল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয় তৎপ্রণীত "গীতায় ঈশ্বরবাদ" নামক পুস্তক নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়াছেন; ঐ পুস্তকের প্রকাশভার তিনি পরিষৎকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। হীরেন্দ্র বাবুকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

উক্ত উভয় গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় বিগত তিব্বত অভিযান উপলক্ষে তিব্বত হইতে আনীত চারিখানি পট প্রদর্শন করিলেন। গ্যায়াংচি আক্রমণের পর তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে ঐ পট পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সার আরুণ্ডেল আরুণ্ডেল প্রথমে ঐ পটের অস্তিত্ব সতীশবাবুকে জ্ঞাপন করেন। সতীশ বাবু তাঁহার নিকট হইতে পট পাইয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে দেখাইয়াছিলেন। পটগুলিতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার প্রত্যেকের নিম্নে তিব্বতি অক্ষরে নাম লেখা আছে। কাপড়ের উপর পাকারঙ্গে পটগুলি চিত্রিত। কাপড় কোন কোন স্থলে রেসমি ও কিংখাপ। প্রথম পটের ঊর্দ্ধভাগে অমিতাভ বুদ্ধ, পার্শ্বে ব্রহ্ম, নিম্নে ধ্যানস্থ বুদ্ধ। বামে আকাশমার্গে বুদ্ধ গঙ্গাপার হইতেছেন। ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভের পর বুদ্ধদেবের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা তৎপরে চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম পটেই ৪৩টি ছবির নীচে তিব্বতি ভাষায় ৪৩টি বিবরণ অঙ্কিত আছে।

দ্বিতীয় পট একজন সৈনিকের আনীত। উহার মধ্যস্থলে বজ্রভৈরবের ভীষণ মূর্ত্তি। বুদ্ধদেব বজ্রভৈরবকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি পদতলে ধর্ম্মের শত্রুগণকে দলিত করিতেছেন। বজ্রভৈরবের পার্শ্বে তাঁহার অনুচর ও অনুচরী ভূত পিশাচ ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি, তন্মধ্যে নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মেঘবর্ণ, দুই বাহু, দুই পদতলে দুইটি শব। পটের পৃষ্ঠে বজ্রভৈরবের মন্ত্র লিখিত আছে। মন্ত্রের অক্ষর তিব্বতি ভাষা কতক সংস্কৃত, কতক তিব্বতি, মন্ত্রে বজ্রভৈরবকে শত্রুসংহারের ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা হইতেছে, মন্ত্রের উপরে শোণিতলিপ্ত পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত নরকরতলের ছাপ। তৃতীয় পটে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। চতুর্থ পটে স্থবিরগণের মূর্ত্তি।

ঐ পটগুলি ভিন্ন তিব্বত হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ আসিয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থের নাম জানাছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাহা পাওয়া যায় নাই, যথা—টীকাসমেত প্রমাণ-সমুচ্চয় নামক বিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ ও চন্দ্রব্যাকরণ। অন্যান্য গ্রন্থ যথা—গ্রহণগণনা সম্বন্ধে জ্যোতিষিক গ্রন্থ; মেঘদূতের তিব্বতী অনুবাদ, তারাদেবীর স্রগ্ধরাস্তোত্র, টীকাসমেত ন্যায়বিন্দু।

ঐ সকল গ্রন্থ ইউরোপে সাহিত্যসমাজসমূহের মধ্যে বিতরণ জন্য ইণ্ডিয়া আপিসে প্রেরিত হইয়াছে। সতীশ বাবুর প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছেন, আশা করা যায় ঐ সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের অনেক নূতন তথ্য নিরূপণে সাহায্য করিবে।

৭।৯ তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,বি, এল মহাশয় "অক্ষয় কুমার দত্তের কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, [ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে] প্রবন্ধলেখক ৺অক্ষয় কুমার দত্তের উইলের অন্যতর একজিকিউটর নিযুক্ত হইয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার উপলক্ষে তাঁহার বালীনগরস্থিত উদ্যান ভবন, পুস্তকালয়, মিউজিয়ম প্রভৃতির বিবরণ, অক্ষয়কুমারের সহিত

আলাপ ও কথোপকথন, অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণায় প্রবন্ধ অতি মূল্যবান্ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় অক্ষয় কুমার দত্তের শেষ উইলের একখানি হস্তলিখিত মোসাবিদা ও একখানি মুদ্রিত প্রতিলিপি ও তাঁহার পুস্তকালয়ের তালিকা সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদান করিলেন। পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যত্নে রক্ষার্থ অক্ষয় কুমারের ঐ স্মৃতিনিদর্শন গ্রহণ করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঙ্গলা নাম-রহস্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ মধ্যে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের প্রচলিত নামসমূহের অর্থগত ও ব্যুৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবৎসর পূর্ব্বে লেখককে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালির নামের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির কতিপয় পদ পাঠ করিলেন। পাঠকালে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, বিদ্যাপতির পদসমূহের ছন্দে অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই; মাত্রানুসারে উহার প্রতিচরণে অক্ষরসংখ্যার তারতম্য হয়। লোচন কবি প্রণীত রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থ সভায় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, ঐ গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও অন্যান্য কবির রচিত পদের উদাহরণ দ্বারা বিবিধ ছন্দের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐ গ্রন্থ হইতে ছন্দের নামগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

বিশেষ অধিবেশন।

১০ই ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ; বি, এল (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল
" মহেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এল
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
" নিখিলনাথ রায় বি, এল
" মন্মথনাথ সেন বি, এ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন

শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" জলধর সেন (বসুমতী-সম্পাদক)
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য ")
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি ")
" পাঁচকড়ি বোন্দ্যাপাধ্যায় বি,এ, (টেলিঃ ")
" বিহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী "
" বীরেশ্বর পাঁড়ে
" মুনীন্দ্রচন্দ্র সাংখ্যরত্ন
" বাণীনাথ নন্দী
" রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" মন্মথমোহন সুর
" অমৃতগোপাল বসু
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
" হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
" গৌরহরি সেন
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" গোবিন্দলাল দত্ত
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী (শিল্প ও সাহিত্য সং)
" সখারাম গণেশ (দেউস্কর) হিতবাদী ")
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" মণিমোহন সেন
" সতীশচন্দ্র সমাজপতি
" রমেশচন্দ্র বসু
" বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" প্রবোধগোপাল বসু
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
ব্যোমকেশ মুস্তফী
মন্মথমোহন বসু } সহকারী সম্পাদক

এতদ্ভিন্ন বহুশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবাসী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর অকালমরণে শোকপ্রকাশার্থ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি দশজন সভ্যের অনুরোধ ক্রমে সম্পাদককর্ত্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে এই সাধারণ সভা আহূত হয়।

সভাস্থলে গণ্যমান্য বহুব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটার গৃহ শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে যুগান্তরপ্রবর্ত্তক, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ও হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের সুলভ মূল্যে প্রচারকর্ত্তা, আশ্রিতপালক, কর্ম্মনিষ্ঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরমবন্ধু ও "বঙ্গবাসী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন"। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া সুরেশ বাবু পরলোকগত যোগেন্দ্র চন্দ্রের গুণাবলীর পরিচায়ক এক সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঐ প্রবন্ধে লেখক বঙ্গবাসী পত্রিকার উৎপত্তি ও তৎকর্ত্তৃক লোকশিক্ষার বিস্তারের বিবরণ দিয়া যোগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সুলভে শাস্ত্র প্রকাশের কথা ও তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, আশ্রিতবৎসলতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিলেন [ঐ প্রবন্ধ এই অধিবেশনে পর সপ্তাহের বঙ্গবাসী-পত্রিকায়

প্রকাশিত হইয়াছে। "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের মহানুভাবতার নিদর্শন স্বরূপ একদিন বঙ্গবাসী ছাপা বন্ধ করিয়া বিনামূল্যে বসুমতী ছাপিয়া দিবার বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তৎপরে এই প্রস্তাবের অনুমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বিশেষভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সেকালের হিন্দুনীতি-প্রিয়তার উল্লেখ করেন। "হিতবাদীর" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিন্দা স্তুতিতে অবিচলিততা ও ব্যবসায়বুদ্ধির উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, ভাষায় তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার ছিল এবং তাঁহার সকল লেখাই মর্ম্ম-চ্ছেদকারী ও সরল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কোনরূপ স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষা করিবেন, তজ্জন্য অর্থসংগ্রহের এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক"। এই প্রস্তাব করিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—পরিষৎপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির প্রচার যোগেন্দ্রচন্দ্রই আরম্ভ করেন। পরিষৎ এই কার্য্যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছেন। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারে দেশকাল পাত্রের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া বেদব্যাসের সহিত বাঙ্গালায় তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ত্তমান আন্দোলনপ্রণালী অনুমোদন না করিলেও প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এ; বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গবাসী প্রকাশ হইবার বহুপূর্ব্বে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায় শিক্ষিত। যোগেন্দ্রচন্দ্রই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের স্পৃহা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া বক্তা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সৎকার্য্যের উল্লেখ করেন। তৎপরে সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঈশ্বরপ্রেরিত লোক ছিলেন। তিনি নিরভিমান ছিলেন। অভিমান ছিল না বলিয়াই পর নিন্দায়, পরের গালিতে উত্তেজিত হইয়া তিনি কোন দিন মানহানির মোকৰ্দ্দমা নাই। তৎপরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যোগেন্দ্র বাবুর সুলভ গ্রন্থপ্রকাশ বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন প্রাণ-সঞ্চারের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বঙ্গে আজি যে স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ঐ বিষয় বঙ্গবাসী পত্রে বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন,—"যোগেন্দ্রচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি পরিষৎ গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। এই সংবাদ সভাপতির স্বাক্ষরিত করাইয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা হউক।" প্রস্তাব করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গবাসীর ধর্ম্মান্দোলনে বঙ্গসাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তনও বঙ্গবাসীদ্বারা বহুপূর্ব্বেই হইয়াছিল। নানারূপে বাঙ্গালী যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিকট ঋণী। হাই-

কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্র বাবুর সহজ সরল সরস ভাষায় লোকের পাঠস্পৃহা কিরূপ জন্মিয়াছিল, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন ও দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির সুলভ প্রচারের উপকারিতার কথা বলিলেন। তৎপরে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদনে বলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই বলিলেন; কিন্তু তিনি যে একজন উপযুক্ত কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বগুণেই বঙ্গবাসীর মতন বৃহৎ কাগজ, বৃহৎ আফিস ও সুলভ গ্রন্থ প্রচারের বৃহৎ ব্যবসায়ে সাফল্য ঘটিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনে সফলতা লাভ করিবার জন্য টাউনহলের বক্তৃতায় রবীন্দ্র বাবু যে নায়ক নির্ব্বাচন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত যাঁহারা কর্ত্তৃত্বপটু এবং কর্ত্তার উপযুক্ত ধীর স্থির গম্ভীর অথচ দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, দূরদৃষ্টি ও বিষয়-বুদ্ধিশালী, তাঁহারাই নায়ক হইতে পারেন।

তৎপরে টেলিগ্রাফের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের নানাবিধ সুকীর্ত্তি, সদ্‌গুণ, চরিত্রের দৃঢ়তা, গোপন দান, দুঃখের উপকার মহানুভবতা, রসাভাষ, আফিসে কর্ত্তৃত্ব ও অন্যত্র বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার প্রভৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—সময় হইলে ভগবান্ লোক প্রেরণ করেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঐরূপ প্রেরিত ব্যক্তি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও সাহিত্যের বিভিন্ন যুগেও এইরূপ অবতারের আবির্ভাব দেখা যায়। যোগেন্দ্র অবতারের কার্য্য—সুলভ সংবাদপত্রপ্রতিষ্ঠা ও সুলভ সাহিত্যপ্রচার। তিনি ব্রাহ্মণদের উদ্ধার ও উন্নতিপ্রয়াসী ছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় অল্পকথায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের গুণাবলীর আলোচনা করিলে পর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় বাঙ্গলা সাহিত্যের স্থান কিরূপ হইবে, তাহার আলোচনার জন্য এবং এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদককে লইয়া একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত করা হউক। ইঁহারা আবশ্যক বুঝিলে সমিতিতে আরও লোক লইতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। তৎপরে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

[শিয়ারশোল হইতে কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর ও সেরপুর, বগুড়ার রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় সভার কার্য্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিয়াছিলেন, যথাকালে ঐ পত্র উপস্থিত না হওয়ায় সভাস্থলে পঠিত হইতে পারে নাই। পরিষৎ-সম্পাদক।]

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সাম্পদক। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র মিত্র
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন
" হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" নিখিলনাথ রায়
" রাজকুমার বেদতীর্থ
" হৃষীকেশ মিত্র
" তারকনাথ বিশ্বাস
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, অদ্য আমরা নিতান্ত শোকার্ত্তহৃদয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। গত কল্য ভারতগবর্ণমেণ্ট আমাদের জন্মভূমি বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ আদেশ করিয়া ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন; আগামী ১৬ই অক্টোবর তারিখে এই ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রাচীন বঙ্গভূমি দুইভাগে ব্যবচ্ছিন্ন হইবে। সমস্ত দেশের বহুকোটী প্রজার কাতরোক্তিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিলেন না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রাজনীতির কোনরূপ আলোচনা করেন না, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের অধিবাসী; আমাদের হৃদয় এই দারুণ আঘাতে অবসন্ন হইয়াছে। বঙ্গবিভাগ বিষয়ে কোন বঙ্গবাসীই সম্মত হইতে পারেন না। এই হেতু আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত হউক।

অনন্তর সভাস্থ সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কার্য্য-বিবরণী

চতুর্থ মাসিক (স্থগিত) অধিবেশন।

১ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ কবিরাজ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ
" নিশিকান্ত সেন
" নবকান্ত সেন
" হেমচন্দ্র সেন } ছাত্রসভ্য
" মন্মথনাথ বসু } ছাত্রসভ্য
" রসময় লাহা
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম, এ; বি, এল
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ
পণ্ডিত " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
" মন্মথমোহন বসু বি,এ } সহঃ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ, ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের জ্যামিতির ইতিহাস ও সংস্কৃত জ্যামিতি এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী মহাশয়ের "পল্লী-ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

১৮ই ভাদ্র তারিখে চতুর্থ মাসিক অধিবেশন বঙ্গব্যবচ্ছেদ বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার উপলক্ষে স্থগিত হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনের ও তৎপূর্ব্বে ১০ই ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনে কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ৪২।১ শিকদারপাড়া রোড কালীঘাট।
রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর	” ”	২। শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী জমীদার, ভারেঙ্গা, পাবনা।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	” ”	৩। শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী বড়বাড়ী, হরিপুর, পাবনা।
” ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	” মন্মথমোহন বসু	৪। শ্রীরাজীবলোচন দত্ত বি, এ ৫। শ্রীব্রজমাধব চক্রবর্ত্তী বি, এ ৬। শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ
” মহেন্দ্রলাল মিত্র	” ব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার ৩১ গোপীমোহন দত্তের লেন বাগ্‌বাজার।
” মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	”	৮। শ্রীমন্মথনাথ নাগ রঙ্গপুর।
” ব্যোমকেশ মুস্তফী	” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৯। শ্রীআশুতোষ বসু মোক্তার, যশোহর।
” যতীন্দ্রমোহন বাগচী	” ব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম, এ ২৭।৩ বৈঠকখানাবাজার রোড়। ১১। শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। ১২। শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী ৯ নারিকেলবাগান লেন গড়পার।
” ব্যোমকেশ মুস্তফী	” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা সিমলা ষ্ট্রীট।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	” শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৪। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ২০০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
” ব্যোমকেশ মুস্তফী	” অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	১৫। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম, এ ৩৫।১ বিডন ষ্ট্রীট।
” যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী	” ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৬। উপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম, এ, বি, এল্ হাইষ্ট্রীট গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ ৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত	" "	১৮। শ্রীরজনীকান্ত সেন বি,এল ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
		১৯। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ হ্যারিংটন ষ্ট্রীট।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	২০। কবিরাজ নবকান্ত কবিভূষণ ২৪।১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
		২১। শ্রীরসময় লাহা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
		২২। শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছাত্রসভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

২৩। শ্রীসিদ্ধেশ্বর হালদার
৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী মেট্রপলিটন কলেজ।

২৪। শ্রীহারাণচন্দ্র দত্ত
৩য় বার্ষিক শ্রেণী বঙ্গবাসী কলেজ।

৪। পুস্তকসমূহের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১)	প্রবন্ধমঞ্জরী	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২)	The Native States of India	রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর
(৩)	নিদর্শনতত্ত্ব	রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর
(৪)	গীতায় ঈশ্বরবাদ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(৫)	বঙ্গ-স্বাধীনতা (মহারাজ প্রতাপাদিত্য)	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
(৬)	শৈলবালা	শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(৭)	ধর্ম্মপদ	Wilkens' Press.
(৮)	ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি	Wilkens' Press.
(৯)	Peary Chand Mitra	B. L. Dey.

৫। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় "সংস্কৃত জ্যামিতি ও জ্যামিতির ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বৈদিককাল হইতে সংস্কৃত গণিত শাস্ত্রের বিশেষতঃ জ্যামিতি শাস্ত্রের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া রেখাগণিতপ্রণেতা জগন্নাথ পণ্ডিত প্রভৃতি আধুনিক জ্যামিতিকারগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নবকান্ত কবিভূষণ আর্য্যভট্টকৃত পরিশিষ্ট পুস্তক প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে ঐ গ্রন্থের মতে পরাশরঋষি জ্যোতিষ ও রেখাগণিত শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাহার পর গর্গঋষি ঐ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ঐ পরাশরঋষি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও প্রবর্ত্তক। তৎপরে তিনি পরাশর প্রণীত রেখা শব্দের সংজ্ঞা পাঠ করিলেন। তিনি বক্তা থিব সাহেবের অনুবাদিত বৌধায়নের শুল্বসূত্র পুস্তক প্রদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষে গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত শুল্বসূত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৌধায়ন প্রণীত শুল্বসূত্রের জ্যামিতি শাস্ত্রের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যার্থ জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও গোলমিতি শাস্ত্রে যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে সংক্ষেপে ইউরোপীয় গণিতের সহিত হিন্দুগণিতের তুলনা ও সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলিলেন। ত্রিকোণমিতের স্থূলকথাগুলি এবং Differencial ও integral Calculus এর মূলতত্ত্ব সিদ্ধান্তশিরোমণিতে পাওয়া যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় পল্লিকথা প্রবন্ধপাঠ করিলেন। যমশেরপুর গ্রাম ও তৎসন্নিহিতপ্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া কতকগুলি দেশাচার ও লোকাচারের বিবরণ দিলেন। স্থানীয়ভাষা ও অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ঐ প্রবন্ধের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন, লেখকের বর্ণিত ভূভাগ বাগরি অঞ্চলের অন্তর্গত। ঐ প্রদেশে নীলকর হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থল ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন, পরিষৎ যে বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া নূতন কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ সেই কার্য্যের আরম্ভ সূচনা করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিররণ সংগৃহীত হইলে পরিষদেব কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখকগণকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর প্রস্তাবে ৺লাড়লীমোহন ঘোষের মৃত্যুতে কুমার অরুণচন্দ্র সিংহের নিকট পরিষদের শোকপ্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করা হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।	সভাপতি।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১২, ১৯শে নভেম্বর ১৯০৫।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯ নবেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" ভুবনমোহন বিশ্বাস, বি এল্
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি এ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" কবিরাজ করুণাকুমার সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" হৃষীকেশ মিত্র
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রমেশচন্দ্র বসু
" জগদ্বন্ধু মোদক
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" নন্দলাল ঘোষ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ (সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক)

আলোচ্য-বিষয় :—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। প্রবন্ধ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক "দীনবন্ধু মিত্র" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কর্ত্তৃক কতিপয় সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ৺অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।

১। কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপকগণ।
		৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওভারসিয়ার তাজহাট ওয়ার্ডস্ ষ্টেট, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
		৫। ” অম্বিকাচরণ চৌধুরী বড়বাড়ী, হরিপুর, পাবনা।
		ছাত্রসভ্য—৬। হারাণচন্দ্র দত্ত (Third year class) বঙ্গবাসী কলেজ।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানান হইল।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—স্বর্গীয় মহাত্মার সহিত আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিনি বহু-গুণে দেশমধ্যে বিখ্যাত ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা দেশমধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি যশের ও খ্যাতির আশায় দান করিতেন না; অথচ সৎকর্ম্মে মুক্তহস্তে রাজার মত দান করিতেন। সাহিত্য-পরিষদে তিনি কখনও পদার্পণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরিষদের গৃহনির্ম্মাণজন্য তিনি দুই সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, এত দান আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই। পরিষদের প্রতি অনুরাগের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। পরিষৎ সাহিত্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়াই তিনি এই রাজোচিত বদান্যতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার পৌত্র পরিষদের সভ্য আছেন, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন ও যশের অধিকারী হউন। পরিষৎ চিরদিন স্বর্গীয় মহাত্মার নিকট ঋণী। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। শ্রীযুক্ত রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর ৺কালীকৃষ্ণ বাবুর উদারতা, দানশীলতা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ জানাইয়া বলিলেন,—ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভার সাহায্যার্থ তিনি বিস্তর অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে উক্ত সভায় তাঁহারই নামে একটি ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা-সাহিত্যে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি এবং তাঁহার মহিমান্বিতা পত্নী উভয়েই সঙ্গীত রচনা করিতেন। সেগুলি বন্ধুবর্গের ব্যবহারার্থ মুদ্রিতও হইয়াছে। নিত্যকার্য্যের মধ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন না কোন গ্রন্থ পড়াইয়া শুনিতেন। লাইব্রেরী করিয়াছিলেন, ইংরাজি

ও বাঙ্গলা বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থের সংগ্রহ আছে। একমাত্র শিবরাত্রির সল্‌তে পৌত্রটিকে রাখিয়া গিয়াছেন, ভগবান্ তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলিলেন,—দুঃস্থ সাহিত্যসেবীকে তিনি সাহায্য করিতেন, আমাদিগের কোন সাহিত্য-বন্ধু তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইতেন। সাময়িক সাহায্য অনেকেই পাইয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহারই প্রচুর অর্থসাহায্যে সংবাদপত্রখানিকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং নিজেও বিশেষ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—অমরেন্দ্র বাবুর মরণের বয়স হয় নাই। পূজার ছুটীর পর আদালত খুলিলে আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, এ আশা আমরা কেহই করি নাই। তাঁহার ন্যায় সরলভাষী ব্যক্তি অতি বিরল। আদালতের কার্য্য অতি নীরস, এই নীরস কার্য্যের কথাও অমরেন্দ্র বাবু এত সরল ভাবে আলোচনা করিতেন যে, বিচারক হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উকীল পর্য্যন্ত হাসিয়া খুন হইত। অমায়িকতা, আপ্যায়নপটুতা ও সরলতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। সেকালের ইংরাজিওয়ালা ও এ কালের কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে অমরেন্দ্র বাবু যেন সংযোগ-স্থল ছিলেন। সেকালের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত-সংবাদ, নানাবিধ ব্যবস্থার ইতিহাস তিনি জানিতেন। তাঁহার নিকট নূতন পুরাতন অনেক বিষয়ের খবর পাওয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, ভাগলপুরে অমরেন্দ্র বাবুর সহিত একত্র বাস করিতাম। তাঁহার বাসায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের সম্মিলন হইত। এই মিলনে আমরা একখানা বই পড়িতাম। বই পড়িয়া আমরা তাহার উদ্ভট দোষ, ভাষাভঙ্গি বাছিয়া বাহির করিতাম। অমরেন্দ্র বাবু সেই সকল দোষ হইতে গ্রন্থকারের গুণপণা, রচনাকৌশল, সেই সকল দোষের অবস্থিতি জন্য গ্রন্থে অন্যগুণের বিকাশ, ইত্যাদি দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার সমালোচনায় সূক্ষ্মদৃষ্টি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। আমাদের এই সম্মিলনের একটা নাম ছিল 'গণ্ডতা ক্লাব' অর্থাৎ village union. অমরেন্দ্র বাবু গরীবের মা বাপ ছিলেন; সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া গরীব বালক বালিকাকে বাসায় ডাকিয়া আনিয়া কাপড় দিতেন, খাবার দিতেন। দুঃখ কষ্ট শুনিলে তিনি নিজে বড় কষ্ট পাইতেন। ভাগলপুর-ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন, নিজে অনেকগুলি বহি দিয়াছিলেন। খিচুড়ী ভাষার তিনি বড় বিরক্ত ছিলেন। বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিলে; কি ইংরাজি বলিতে বলিতে বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিলে বড় চটিয়া যাইতেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—অমরেন্দ্র বাবু আমার ভগিনীপতি, তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, তবে তাঁহার পারিবারিক জীবনের দুই একটা কথা, যাহা সাধারণের জানা আবশ্যক তাহা আমারই মত কোন আত্মীয় না

বলিলে প্রকাশ হইবার উপায় নাই। তিনি ভৃত্যবৎসল ছিলেন। দুই বেলা নিজে আহারে বসিয়া স্বীয় অন্নব্যঞ্জন হইতে ভৃত্যবর্গের জন্য কিছু কিছু অংশ রাখিয়া দিতেন। নিজে উচ্ছিষ্ট করিবার পূর্ব্বে উহা উঠাইয়া রাখিতেন। কেহ ওরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, চাকর বলিয়া কি অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে উহার ঘৃণা হইতে পারে না? নিজ হাতে উহাদের কিছু না দিলে, তাঁহার খাওয়া হইত না। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। আচারব্যবহারে আনুষ্ঠানিক হিন্দু না হইলেও হিন্দু-অনুষ্ঠানের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিত্য গৃহদেবতার আরতির সময় সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া করজোড়ে চক্ষু বুজিয়া দেবতার চিন্তা করিতেন।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবুই হেতমপুরের রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার ৺অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহায়-সম্পত্তিহীন দরিদ্র বালক কেবল নিজের চেষ্টায় কিরূপে লেখা পড়া শিখে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া লোকে কিরূপে ভাগ্যলক্ষ্মীকে অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অক্ষয় বাবু।

তৎপরে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব ও সমগ্র সভার অনুমোদনে পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র লিখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রচিত "দীনবন্ধু মিত্র" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলেন। [উক্ত প্রবন্ধ ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে।]

তৎপরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের, নীতি-শ্লোকের এবং কালিদাসাদির কাব্যাদি হইতে অংশ-বিশেষের পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুবাদের প্রাঞ্জলতা, রচনাকৌশল, শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, এক ভাষার কবির ভাব অন্য ভাষায় প্রকাশ করা বড় কষ্টসাধ্য। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ, উভয় ভাষায় শব্দ-সাদৃশ্য থাকিলেও বড় কঠিন। সভাপতি মহাশয়ের অনুবাদে আমরা কুমারসম্ভবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্থানের উৎকৃষ্ট অনুবাদ শুনিলাম। আশা করি, সমগ্র কুমারসম্ভব তিনি অনুবাদ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
সভাপতি

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৯ই পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)
পণ্ডিত „ রাজকৃষ্ণ তর্করত্ন (পুঁড়া)
„ মুনীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর-শাখাসভা)
„ ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী ঐ
পণ্ডিত „ তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ
„ নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম্ এ
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
„ গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী
„ বরদাপ্রসাদ সোম
„ গোবিন্দলাল দত্ত
„ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক
„ সতীশচন্দ্র বসু
„ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
„ অনুকূলচন্দ্র রায়
„ চণ্ডীচরণ ঘোষ
„ শরচ্চন্দ্র ঘোষ
„ যাদবচন্দ্র মিত্র
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ
„ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ কালীবর কুশারী
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ বাণীনাথ নন্দী
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ নিশিকান্ত সেন

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ সম্পাদক
„ মন্মথমোহন বসু }

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ।

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়কর্ত্তৃক "সাংখ্যের লোকান্তরবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন পারসিক ও হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার" নামক প্রবন্ধ, (খ) শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "বৈদিক তত্ব" নামক প্রবন্ধ। ৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যপদত্যাগ পত্র। ৭। বিবিধ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু, এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	ঐ	২। „ সতীন্দ্রসেবক নন্দী সিকদার বাগান
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩। „ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৬।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	„ মন্মথমোহন বসু	৪। „ বিহারীলাল সরকার বঙ্গবাসী সম্পাদক
„ রসিকলাল চক্রবর্ত্তী	„ ঐ	৫। „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬। „ রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কাকিনা,
		৭। „ উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বি এল্
		৮। „ অন্নদাপ্রসন্ন সেন জমীদার, রাধাবল্লভ
		৯। „ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাফেজ খাপ, রঙ্গপুর
		১০। „ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার
		১১। „ আশুতোষ লাহিড়ী বি,সি,ই; ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার
		১২। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাকের হাট কাছারী, দওয়ানী
		১৩। পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ নলডাঙ্গা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৪। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালপুর শ্যামপুর
		১৫। „ যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী
		১৬। „ কালীমোহন রায় চৌধুরী বিদায়প্রাপ্ত মুন্সেফ, ফরিদপুর
		১৭। „ মথুরানাথ দেব মোক্তার রঙ্গপুর
		১৮। „ রসিকলাল ঘোষ ষ্টেসন মাষ্টার শ্যামপুর,

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাস্থলে উপস্থিতিতে সম্পাদক মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং রঙ্গপুর শাখাসভার উপস্থিত সভ্যগণকে সাদরে সভায় আহ্বান করিলেন।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। বঙ্গমঙ্গল—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। মহাব্রত—শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, ৩। পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকর—শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য, ৪। তিন বন্ধু—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ৫। কথা-নিবন্ধ—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ৬। সুধা—শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭। A Catalogue of Palm leaf and Selected paper Mss of Nepal Library :—by Supdt Bengal Govt Press.

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন,—শান্তিপুরনিবাসী ৺যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি, এল মহাশয়ের পত্নী এক রাশি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ৫৪ খানি গ্রন্থ অদ্য সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি পরবর্ত্তী অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

১। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ২। সংক্ষিপ্তসারবৃত্তি ৩। অমরকোষটীকা। ৪। বৃন্দাবন-যমক-টীকা ৫। ললিতমাধব-টীকা ৬। স্তবমালা ৭। হংসদূত ৮। রাসপঞ্চাধ্যায় (সটীক) ৯ রাধামানতরঙ্গিণী ১০। হাস্যার্ণব (প্রহসন) ১১। ভাগবত ১২। গীতাসার ও শ্রীকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ১৩। সটীক অমর-কোষ ১৪। প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ ১৫। কবিকল্পদ্রুম ব্যাকরণ ১৬। ছন্দোমঞ্জরী ১৭। সটীক মহিম্নস্তোত্র ১৮। দুর্গাদাস কৃত কবিকল্পদ্রুম-টীকা ১৯। রঘুবংশ ২০। ভট্টিকাব্য ২১। সিদ্ধান্তলক্ষণটীকা ২২। নৈষধচরিত ২৩। রামগীতা ২৪। সটীক ভট্টিকাব্য ২৫। অবচ্ছেদনিরুক্তটীকা ২৬। ভাষাপরিচ্ছেদ ২৭। ভাগবত (সটীক) ২৮। মুগ্ধবোধ-পরিশিষ্ট ২৯। কারকার্থনির্ণয় ৩০। গোবিন্দলীলামৃত ৩১। ব্রহ্মযামলোক্ত চৈতন্যকল্প. ৩২। গোপাল-তাপনী ৩৩। ভট্টিকাব্য ৩৪। ঘটকর্পর,ঋতুসংহার, কাব্যচন্দ্রিকা ৩৫। ভাগবতটীকা

৩৬। পরমানন্দ সেনকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩৭। নরোত্তম দাসকৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৩৮। তন্ত্রচূড়ামণির অন্তর্গত পীঠনির্ণয়। ৩৯। শান্তিশতক ৪০। দুর্গাদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা ৪১। ভট্টিকাব্য ৪২। রামতর্কবাগীশ কৃত বৈয়াকরণটীকা ৪৩। সটীক ভাগবত ৪৪। মহেশ্বর-ভট্টাচার্য্য কৃত সাহিত্য-দর্পণটীকা ৪৫। নারায়ণ কবিরাজ কৃত গীতগোবিন্দটীকা ৪৬। কুমার-সম্ভব টীকা ৪৭। দেবেশ্বর-প্রণীত কবিকল্পলতা ৪৮। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকৃত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ৪৯। গোপালতাপনীর টীকা ৫০। ভরতমল্লিক কৃত ভট্টিকাব্যটীকা ৫১। শ্যামাকবচ ৫২। মুগ্ধবোধ ৫৩। কর্পূরাদি স্তোত্র। ৫৪। অমরকোষ।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক বলিলেন, ৺যশোদানন্দন বাবুর পিতা ৺হরিমোহন প্রামাণিক শান্তিপুরে একজন মান্য ব্যক্তি ছিলেন ; তৎকালে তিনি শান্তিপুর-রত্ন বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি জাতিতে তৈলিক ও আচারে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন ; সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তন্মধ্যে "কোকিলদূত" নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ তাঁহার জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর যশোদা বাবুর অনুরোধে আমি "কমলাবিলাস" নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটক ও কোকিলদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি। তাঁহার কৃত "ভারতবর্ষীয় কবিগণের সময় নিরূপণ" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থ যশোদা বাবু স্বয়ং প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য-প্রণালী অবলম্বনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের সময় নির্দ্ধারণের ও জীবনী সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেকেলে পণ্ডিত হইলেও তাঁহার উদারতা বিস্ময়জনক। তিনি গ্রীক ও হিব্রুভাষায় লিখিত বাইবেল অধ্যয়ন করিতেন ও এই উপলক্ষে মিশনারিদের সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। সেই ৺হরিমোহন প্রামাণিক উপস্থিত গ্রন্থরাশির অধিকারী ছিলেন। যশোদা বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন ; কান্দী ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার সময় যশোদা বাবুর সহিত আমার সম্পর্ক ঘটে। যশোদা বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পিতার সংগৃহীত মহামূল্য গ্রন্থরাশি অযত্নে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহার পত্নী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ছাত্র ও যশোদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুধাময় প্রামাণিক দ্বারা ঐ গ্রন্থগুলি পরিষৎকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করি, পরিষৎ যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থগুলি রক্ষা করিবেন। উহার মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। ৺যশোদা বাবুর পত্নীকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয় "সাংখ্যমতানুযায়ী লোকান্তরবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

রথের ধারণক্রিয়া দেখিয়া অধিষ্ঠাতার অনুমান হয়, সেইরূপ অচেতন শরীরের ক্রিয়া দেখিয়া চেতন অধিষ্ঠাতা পুরুষের অনুমান হয়। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। এই সূত্র ধরিয়া শরীরধ্বংসের পরও সেই পুরুষের স্থিতি অনুমান করিতে হয়। প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান

ঐ সূত্র স্বীকার করেন, কিন্তু দেহধ্বংসের পর চেতন পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না। দেহ পরিণামী ক্ষণভঙ্গুর ও নিত্যবিকারশীল হইলেও যখন "সেই আমি" এই প্রত্যভিজ্ঞা থাকে, তখন শরীর হইতে অধিকারী পৃথক্ আত্মার অনুমান সঙ্গত, "আমার শরীর" এই সম্বন্ধে ব্যবহারই শরীর হইতে আমার পার্থক্য স্বীকার করিতেছে, এই ব্যবহার সার্ব্বজনীন ও নৈসর্গিক, অতএব ভিত্তিযুক্ত। মৃত্যুরূপ বিকারে আত্মার নাশ সম্ভবে না। জাতমাত্র শিশু পূর্ব্বসংস্কারবশে স্তন্য পান করে; প্রবৃত্তি কার্য্যের একমাত্র কারণ সমস্ত কার্য্যেই ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ও উপকার-বুদ্ধি আছে। উপকারের আশা না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। শান্তিলাভের আশাতেই লোকে আত্মহত্যাতেও প্রবৃত্ত হয়। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান-প্রবৃত্তিও অতীত-জীবনে অর্জ্জিত ইষ্টসাধনজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই অনুমান সঙ্গত। পরজন্মে নবার্জ্জিত সংস্কারের চাপে পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় সংস্কার লুপ্তপ্রায় হয়। একাগ্রভাবে ধ্যানদ্বারা আত্মস্থ হইলে, অনেক সময় ঐ সকল সংস্কার স্মৃতিপথে উদ্বোধিত হয়। স্বপ্ন অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি, অনেক অসাধারণ স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন আকাশে উড্ডয়ন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী খেচরজন্মের স্মৃতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ক্রমাগত বিষয় পরিগ্রহদ্বারা আমরা আত্মাকে কৃত্রিম বিকারে দুষ্ট করিয়া থাকি; প্রযত্নদ্বারা অপরিগ্রহ অভ্যাসে আত্মাকে স্বচ্ছ অবস্থায় আনিতে পারা যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রত্যাহারদ্বারা মন আত্মার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার প্রত্যক্ষগম্য করিতে পারে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সময়াভাবে বক্তা জন্মান্তরবাদের বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন, তিনি যেরূপ সরল ভাষায় ঐ দুরূহ বিষয় বুঝাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ভবিষ্যতে তিনি অবশিষ্ট কথা শুনাইয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিবেন।

৬। সময়াভাবে শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত থাকিল। ব্রজবাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। সম্পাদক জানাইলেন, মেহেরপুরের জমিদার, পরিষদের সভ্য সাহিত্যসেবী ও বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রচারক ৺রমণীমোহন মল্লিক ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ শোক প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার গুণগ্রামের ও সাহিত্যসেবার উল্লেখ করিয়া ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হইল। সমাজপতি মহাশয় মুর্শিদাবাদবাসী পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলে, সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী তাহার সমর্থন করিলেন।

৮। সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু জানাইলেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট পরিষৎ নানাকারণে চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

(বঙ্গবাসীপত্রিকার সম্পাদক) তাঁহার স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছেন। ঐ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পদার্পণে পরিষৎ অনুগৃহীত হইয়াছে, বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১০। রঙ্গপুর-শাখাসভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, আমি যদিও এস্থানে অপরিচিত, তথাপি আমি সাহস করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার এই ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিলাম। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যাঁহাকে সম্মান করেন, সেই সভাপতি মহাশয় আমার কত সম্মানের পাত্র তাহা বলা বাহুল্য। রঙ্গপুরে এককালে বিলক্ষণ সাহিত্যচর্চ্চা ছিল, তখন বাঙ্গালার অন্যত্র সাহিত্যচর্চ্চার বিকাশ হয় নাই, তাহার বহুল প্রমাণ আছে। সম্প্রতি অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। রঙ্গপুরবাসীরা সাহিত্য-পরিষদের শাখাস্থাপন করিয়া পরিষদের অনুষ্ঠিত সাহিত্যসেবাকার্য্যে যোগ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত নহেন। গত বৎসর এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য যখন রবীন্দ্র বাবু কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, ঠিক সেই সময়ে রঙ্গপুর সপ্তপুষ্করিণীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী রঙ্গপুরে পরিষদের শাখাস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়, তৎপরে সুরেন্দ্র বাবুর যত্নে রঙ্গপুরে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। ভাগলপুরেও শাখা স্থাপিত হইয়াছে ও অন্যান্য জেলায় স্থাপনের ক্রমে চেষ্টা হইবে। রঙ্গপুর-শাখার স্থাপনকর্ত্তা সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় উপস্থিত আছেন, তিনি সম্প্রতি বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত, ভগবান্ তাঁহাকে নীরোগ করুন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র বাবু সভায় উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের মনের ভাব সুরেন্দ্র বাবুকে জানাইবেন। ভবানী বাবু রঙ্গপুর শাখাসভার অন্যতম কর্ণধার; তিনিই যেরূপ যত্নে শাখাসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই সকল স্থানীয় শাখাসভাদ্বারা বাঙ্গালার স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিত হইবে না; এবং জাতীয় ইতিহাস যতদিন লিখিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। ভাষার বন্ধন ও সাহিত্যের বন্ধনই জাতীয়তা রক্ষার প্রধান উপায়। ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত রাখিতে সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার শাখাসমূহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত নহেন; তিনি এবং তাঁহার সহকারিগণ আজ সমস্ত বঙ্গদেশে পরিচিত। যে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় অদ্য সাহিত্য-পরিষৎ সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনিও আজ কেবল বঙ্গের পণ্ডিতসমাজে পূজ্য নহেন, তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র পূজ্য। সাহিত্য-পরিষৎ রাজ-

নৈতিক সভা নহে; কিন্তু ভবানী বাবু হইতে মহামহোপাধ্যায় পর্য্যন্ত রঙ্গপুরবাসীরা রাজ-নিগ্রহ লাভ করিয়া আজ বাঙ্গালার মহিমা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা স্পেশিয়াল কন্‌ষ্টেবল নিযুক্ত হইয়া যে পীড়ন পাইয়াছেন, সেই পীড়ন বাঙ্গালী জাতির স্থায়ী মঙ্গলের নিদান হইবে, সন্দেহ নাই। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সম্পাদক।	সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ, ২০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি,আই-ই; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্ — শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

"	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	"	জগদ্বন্ধু মোদক
"	আনন্দ গোপাল ঘোষ	"	বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
"	ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি	মুন্সী "	আসাদ আলী
"	রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী	"	নগেন্দ্রনাথ বসু
"	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ	"	অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
"	বিহারীলাল সরকার	"	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
"	দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	"	শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্এ,বিএল
"	কিরণচন্দ্র দত্ত	"	চারুচন্দ্র মিত্র, এম্ এ
"	দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ	কবিরাজ "	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
"	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্	"	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
"	শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	"	যাদবচন্দ্র মিত্র
"	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	প্রভাসচন্দ্র দে (ছাত্রসভ্য)
"	সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	রমেশচন্দ্র বসু
"	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	"	হৃষীকেশ মিত্র (ছাত্রসভ্য)
"	বাণীনাথ নন্দী	"	বিহারীলাল রায়

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র সান্দকী গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু, বি এ,
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
} সহ-সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণপাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতাদিগের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের অকালমৃত্যুজন্য শোকপ্রকাশ। ৫। আনন্দপ্রকাশ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয়ের "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি (২) মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর মহাশয়ের "নাইট" উপাধি ও (৩) শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে। ৬। চিত্রপ্রতিষ্ঠা, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের চিত্রপ্রতিষ্ঠা, ৭। প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক জনৈক জাপানী চিত্রবিশারদের অঙ্কিত পাঁচ খানি রামায়ণচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কাশী-বৌদ্ধস্তূপ সারনাথ-স্তম্ভের কতকগুলি ছায়া চিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তব্য, ৮। বক্তৃতা—মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "পালি ও সংস্কৃত-গ্রন্থে রোমনগরের উল্লেখ" সম্বন্ধে বক্তব্য ৯। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন পারসিক ও হিন্দু জাতির সাদৃশ্য। ১০। বিবিধ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, এবং গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত হইল।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর, এম্ এ দেওয়ান ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট।
"	"	২। " নীলকান্ত রায় জমিদার খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুর্শীদাবাদ,
"	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৩। " উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ অধ্যাপক, নড়াইল কলেজ
"	"	৪। " উমেশচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ উকীল, ছাপরা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫। " যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্ উকীল, গয়া
	"	৬। " উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল এফ্ এস্ এল, ১।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফা	৭। " নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
"	"	৮। " বিহারীলাল মিত্র
"	"	৯। " যোগীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ,	"	১০। " প্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরাজ ১৩ গরাণহাটা ষ্ট্রীট

ছাত্র-সভ্য।

১১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ সাড়ে-চারি আনির কাছারী।

১২। শ্রীআশুতোষ রায়, পাকুড়িয়া নন্দনপুর, পাবনা।

১৩। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ডাফকলেজ।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। দ্রৌপদী,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ২। আক্কেল গুড়ুম,—শ্রীচারুচন্দ্র রায়, ৩। ভক্তি-সাধন,—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। বীণা,—পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিরত্ন, ৫। A Legend of the Sovabazar Sen Family—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু, ৬। মহাজনগাথা—শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, ৭। পাতঞ্জলদর্শন, ৮। মণিরত্নমালা, ৯। বাগ্‌বাজার ৺মদন-মোহন জীউর নিগূঢ়তত্ব ১০। দেশীয় জরীপ, ১১। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান ১ম ভাগ,—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১২। লম্পটপুরাণ,—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু ১৩। কামিনীগোপাল ও যামিনী যাপন,—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৪। Sanskrit, Jain and Hindi Manuscript Govt. press United Provinces.

৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের অকালমৃত্যুর জন্য শোক-প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনাজ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন। এই উপলক্ষে বক্তা কবিরত্ন মহাশয়ের জীবন ও চরিত্রের সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন ও তৎকৃত সুশ্রুতের অনুবাদ ও চরকসংহিতার ইংরাজি ও বাঙ্গলা অনুবাদের উল্লেখ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐ সকল অনুবাদের স্থানের পরিচয় দিয়া ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে উহা সাদরে গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত পালি ও তিব্বতী সাহিত্যে কৃতবিদ্য, বঙ্গের উচ্চতম কলেজের অধ্যাপক

ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় দেশমধ্যে সুপরিচিত। ইউরোপেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তারলাভ করায় বঙ্গবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত। পরিষদের সহিত তাঁহার বহুদিনের সম্পর্ক, তাঁহার পঠিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ শুনিয়া পরিষৎ অনেক সময় আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এসিয়াইটিক সোসাইটিতে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর যে অতি অল্পসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত আছেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রাজ-সম্মানলাভে আমরা সকলেই আনন্দিত।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর বলিলেন, তিব্বতের তাশিলামার সহিত সম্প্রতি ভারতের বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করিয়া সতীশ বাবু সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছেন। এই রাজসম্মানলাভ সেই ভ্রমণের পুরস্কার নহে, সতীশ বাবুর পাণ্ডিত্যের পুরস্কারে এই পরামর্শ বহুদিন হইতে চলিতেছে। তৎপরে শরৎ বাবু তিব্বতের তাশিলামার সংক্ষেপ পরিচয় দিয়া তিব্বত দেশে বিভিন্ন মর্য্যাদার পরিচয় দিবার জন্য শুভ্র রেশমী উত্তরীয় কিরূপে উপহার দেওয়া হয়, তাহা সভাস্থলে দেখাইলেন ও অবশেষে ঐ উত্তরীয় সতীশ বাবুর স্কন্ধে পরাইয়া দিলেন।

সতীশ বাবু বিনয়গর্ভবাক্যে পরিষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পরিষদের সভ্য ও হিতৈষী মহারাজ-কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের নাইট উপাধিপ্রাপ্তির জন্য আনন্দপ্রকাশের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ কুমার সম্প্রতি পরিষৎকে কতিপয় দুষ্প্রাপ্য তিব্বতী পুঁথি উপহার দিবেন এইরূপ আশা দিয়াছেন। পরিষৎ আনন্দের সহিত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৫। সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন। ১২৫৬ সালের ভাদ্র মাসে রজনী বাবুর জন্ম, আর ঐ সালের পৌষ মাসে তাঁহার জন্ম। রজনী বাবুর অকাল মৃত্যুতে তিনি অদ্যাপি শোকার্ত্ত। রজনী বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐতিহাসিকরূপে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন; পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-ছিল। পরিষৎ আজ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক অঙ্কিত ৺রজনীকান্ত গুপ্তের তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলে সভাস্থ সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির সম্মান করিলেন।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গলা সাহিত্যে রজনী বাবুর স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, রজনী বাবু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শৈশবে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরিষৎ যখন শৈশবের বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শোভাবাজারের বাটীর অর্গলমুক্ত করিয়া রাজপথে দাঁড়ান, রজনী বাবু তখন পরিষদের প্রধান সহায় ছিলেন। তাহার পরেই

আমরা রজনী বাবুকে হারাইলাম। বহু বিলম্বে পরিষৎ কথঞ্চিৎ তাঁহার স্মৃতির সম্মান রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বোধ হয় পরিষদের শ্লাঘার বিষয় নহে।

৭। তৎপরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে রোমের উল্লেখ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বহুস্থানে রোম ও রুম এই দুই নাম আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই উভয়-নামেই কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপল বুঝায়। বক্তা অনুমান করেন, রোম বা রোমক নগর বলিতে প্রাচীন রোম এবং রুম বলিতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল বা নব রোম বুঝাইত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বশিষ্টসিদ্ধান্ত ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তে রোমের উল্লেখ আছে। উহাতে রোমকে লঙ্কার পশ্চিমে নব্বই অংশ দেশান্তর ব্যবধানে অবস্থিত বলা হইয়াছে। লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয়, রোমে তখন মধ্যরাত্রি। এই অবস্থানের সহিত রোমের সঙ্গতি আছে, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের নাই। আরও উল্লেখ আছে, যবনপুর ও রোমের দেশান্তরগত ব্যবধান ৩০ অংশ, Local time গত ব্যবধান, দুই ঘটিকা, যবন-পুর যদি আলাকৃজান্দ্রিয়া হয়, তাহা হইলে এই উক্তিও রোমের সহিতই সঙ্গত হয়। সিদ্ধান্ত-গ্রন্থগুলি পাশ্চাত্যমতে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত, তখন কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল রোমের রাজধানী হয় নাই। রোমকসংহিতা বোম্বাইএ মুদ্রিত হইয়াছে। উহার সহিত হিপার্কসের মতের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই গ্রন্থও দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে রোমকসংহিতায় আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী মত থাকিলেও উহা অগ্রাহ্য নহে, কারণ উহাও সূর্য্যদেবের প্রচারিত, সূর্য্যদেব রোমনগরে ম্লেচ্ছরূপে অবতীর্ণ হইয়া রোমক নামক ম্লেচ্ছশিষ্যকে ঐ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই রোমক আচার্য্য সম্ভবতঃ হিপার্কসের কোন শিষ্য। মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, রোমের লোক উপহার হস্তে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভার দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। হরিবংশে রোমের উল্লেখ আছে। মহাভারতের ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত হইলেও উহা প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও সাহস করেন না। পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্রপিটকে রোমক-জাতক আছে। রোমক জাতকের মর্ম্ম এই যে, কোন প্রত্যন্তদেশবাসী রোমক সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় কঠোর ব্রত আশ্রয় করিয়াছিলেন। মাংসলোভে তিনি এক কপোত ভক্ষণ করিলে ভীত কপোতগণ কপোতরাজরূপে অবতীর্ণ বুদ্ধদেবের শরণ লইলে বুদ্ধদেব কপোতগণকে এই লোভী সন্ন্যাসী হইতে রক্ষা করেন। ত্রিপিটক অতি প্রাচীন গ্রন্থ; অশোকের সময়েও জাতকগণ বিদ্যমান ছিল। হইতে পারে, রোমকজাতক সিংহলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইলেও উহা প্রথম শতাব্দীর পরবর্ত্তী হয় না। পিথাগোরাসের উপাখ্যানে ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকদিগের অতিপুরাকালে সম্বন্ধ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। রোমের সহিত সম্পর্ক থাকাও বিস্ময়ের কারণ নহে। প্লিনি, ষ্ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি রোমের সহিত ভারত-বাণিজ্যের বহু উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত হইতে হীরক, মুক্তা, গন্ধদ্রব্য, গজদন্ত, সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র রোমে যাইত ও রোম হইতে মুদ্রা, মদ্য প্রভৃতি ভারতে আসিত, ভারতের সূক্ষ্ম

বস্ত্রাদিতে রোমের বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্য অনেকে আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। জুলিয়স সিজর লোকরঞ্জনার্থ নাটকাভিনয় করাইতেন। অভিনেত্রীরা ভারতের সূক্ষ্মবস্ত্রে প্রায় অনাবৃতা, হইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইতেন। বিলাসিতা বৃদ্ধির ভয়ে ভারতীয় বস্ত্র রাজাদেশে 'বয়কট' করিবার চেষ্টা করায় উহার বর্দ্ধিত মূল্যে গোপনে বিক্রয় আরম্ভ হয়।

অগষ্টসের সময় মৌসুম হাওয়ার আবিষ্কারের সহিত ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্যের বিস্তার হয়। ১২০ খানি জাহাজ বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষে আসিত ও অগ্রহায়ণ মাসে রোমে ফিরিত। ২৯ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। তৎপরে রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনে সেই বাণিজ্যের লোপ হয়। পরেও কনষ্টাণ্টিনোপলের সহিত কিছু দিন আদান প্রদান ছিল। কালিদাস প্রণীত জ্যোতির্ব্বিদাভরণে রুম নগরের যে উল্লেখ আছে সেই রুম কনষ্টাণ্টিনোপল। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ কবি কালিদাসের লিখিত নহে। এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে নবরোমের উল্লেখ থাকাই সঙ্গত। মুসলমানেরা অদ্যাপি কনষ্টাণ্টিনোপলকেই রুম বলেন।

দক্ষিণাপথে সহস্র সহস্র রোমকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সিংহভূমেও ঐ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন রোমকদিগের বিস্তৃত আদান প্রদানের পরিচয় উহাতেই পাওয়া যায়। অমরকোষের দিনার শব্দ রোমন dinarus এর অপভ্রংশ। রামায়ণে দিনারের উল্লেখ আছে, ঐ শ্লোক সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে উদাহরণ সহিত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যবনাচার্য্য ও রোমকাচার্য্য ভারতীয় পণ্ডিত, উহারা বিদেশী ছিলেন না। মহাভারতে যে সময়ে রোমের উল্লেখ আছে, সে সময়ে রোমের অস্তিত্ব ছিল না। পালিজাতকের প্রত্যন্তদেশবাসী রোমক ভারতবর্ষেরই কোন প্রত্যন্ত প্রদেশের ভূখণ্ড, পঞ্জাবেও ঐ নামের একটা স্থান ছিল। বিশ্বকোষে আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে তাহার নির্দ্দেশ আছে। রোমান dinarus ভারতবর্ষের দিনারের অনুকরণ।

সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রাচীন রোমের সহিত ভারতের প্রচুর বাণিজ্য বিনিময় চলিত। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কনষ্টাণ্টিনোপলই রুম, দিনার dinarus হইতে উৎপন্ন সে বিষয়ও নিঃসন্দেহ।

৮। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ক্যাটাকাস্কা নামক জনৈক জাপনী শিল্পীর অঙ্কিত পাঁচখানি রামায়ণ-চিত্র সভাস্থলে দেখাইলেন ও চিত্র কয়েক খানির যথাযথ ব্যাখ্যা করিলেন। চিত্র কয়খানির বিষয়। ১। নম্রমুখী সীতা রামকে বল্কল পরিধান শিখাইতে বলিতেছেন, ২। রাবণ সীতাকে বায়ুমার্গে লইয়া যাইতেছেন; তাঁহার অলঙ্কারসমূহ খুলিয়া পড়িতেছে। ৩। শৃঙ্গবেরপুরে শাল্মলীতলে রাম-চন্দ্রের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া সীতা নিদ্রিতা, দূরে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান। ৪। অশোকবনে সীতা। ৫। অগ্নিপরীক্ষা। এই চিত্রকর ভারতীয় শিল্পে শিক্ষালাভের জন্য সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা সংস্কৃত কিছুই বুঝেন না। সামান্য ইংরাজি জানেন। ইঙ্গিতের

সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া এই চিত্র কয়খানি আঁকান হইয়াছে। মুখভঙ্গীতে জাপানীভাব থাকিলেও চিত্রকরের ক্ষমতা প্রশংসনীয়। পরিষৎ গগন বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক দুইখানি ফটোগ্রাফের উপহারের জন্য উপহারদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

রাত্রি হওয়ায় অন্যান্য কার্য্য স্থগিত থাকিল। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত-উদ্ধারপ্রণেতা) সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক	সভাপতি

১৪ই মাঘ ২৭ জানুয়ারী শনিবার।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

১৪ই মাঘ, ২৭ জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি, এল্
" বিহারীলাল সরকার
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" নিশিকান্ত সেন
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ মিত্র (ছাত্র)
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি, এল্
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" রমেশচন্দ্র বসু
" পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ
" বাণীনাথ নন্দী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্ এ
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" চারুচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক
" মন্মথমোহন বসু বি এ } সহঃ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ,—২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারক

দাতৃগণকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কাশীর বৌদ্ধস্তূপ সারনাথ স্তম্ভের কতকগুলি নূতন ছায়াচিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা ৫। প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য" ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্, মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যনির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মিত্র, বি এ, বি এল কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদ
		২। " জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষাল, বি এ সাহাগঞ্জ এলাহাবাদ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। " হেমচন্দ্র সিংহ, কান্দী
"	"	৪। " বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
কুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫। " বৈদ্যনাথ সাহা, এম্ এ কুমারটুলী হাটখোলা।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। কৃষিভাণ্ডার—কাশীপুর কৃষিশালা, ২।৩ ফুলশর, যজ্ঞ-ভস্ম—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল্ এম্ আর, এ, এস্ ৪। Araishi-Mahfil—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পত্রপাঠান্তে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, রাজা বাহাদুর পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশকল্পে সাহায্যার্থ তৃতীয় বৎসরের জন্য তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বৎসরের তিনশত টাকায় নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদিত কাশীপরিক্রমা প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের ৩০০৲ টাকায় নগেন্দ্র বাবু ব্রজপরিক্রমা সম্পাদন করিয়াছেন। উহা বৃহৎ গ্রন্থ হইয়াছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইলে নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় আসিবে। অদ্যাপি ব্রজপরিক্রমা প্রকাশ হয় নাই। তথাপি রাজা বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৃতীয় বৎসরের দান পাঠাইয়াছেন। সভাপতি মহাশয় রাজাবাহাদুরের এই রাজোচিত দান ও পরিষদের প্রতি অসামান্য অনুগ্রহের জন্য পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ও পরিষৎ কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল। তৎপরে সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত তাঁহার পিতামহ-রচিত কল্কিপুরাণের পদ্য অনুবাদের হস্তলিপি প্রদর্শন করিলেন; ও তজ্জন্য হেমচন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সারনাথের নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ মন্দির, ভাস্কর্য্য, মূর্ত্তি প্রভৃতির অনেকগুলি ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিলেন ও নবাবিষ্কৃত প্রাচীন খোদিত লিপি দেখাইলেন, প্রদর্শনের সঙ্গে প্রত্যেক চিত্রের ও লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। ঐ সকল প্রাচীন বৌদ্ধনিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও অদ্যাপি কোথাও তাহার বিবরণ বাহির হয় নাই। [সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ সকল নিদর্শনের ও খোদিত লিপির চিত্র-সহ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।] সম্পাদক রাখাল বাবুর এই নূতন আবিষ্কার প্রদর্শনের জন্য আনন্দ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ "প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক প্রাচীন পারসিক ও ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষাসাদৃশ্য ও আচারগত এবং উপাসনা প্রণালী-গত বিবিধ সাদৃশ্য প্রদর্শনের পর মুসলমান বিজয়ের পর পারসিক জাতির বোম্বাই আগমনের বিবরণ দিয়াছেন। ভারতবর্ষে আগত পারসিকগণ যে সংস্কৃত শ্লোকে তদানীন্তন স্থানীয় রাজাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকগুলি প্রবন্ধ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তৎপরে বর্ত্তমান পারসিক সমাজের আচার ব্যবহার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। পারসিকদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ থাকায় প্রবন্ধ বিশেষ কৌতূহলজনক হইয়াছিল। লেখক বোম্বাই বাসকালে কোন পারসী ভদ্রলোকের বিবাহস্থলে উপবিষ্ট হইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচার প্রভৃতি সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু আচারের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা প্রবন্ধ মধ্যে ছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিয়া 'ধামেক' ও 'সারনাথ' এই দুই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন। 'ধামেক' সম্ভবতঃ ধর্ম্ম-সত্র ও সারনাথ নাম শারঙ্গনাথ হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের মৃগরাজ-রূপধারণের উপাখ্যান আছে, উহাতে শারঙ্গনাথের নাম পাওয়া যায়। বারাণসীতে মৃগদাবে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রাচীন আর্য্যজাতির বাসস্থান ভারতবর্ষে কোথাও ছিল, এ মত সন্দেহজনক। ইউরোপীয় জাতিগণের ও ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাও বাসস্থান ছিল, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয়। প্রাচীন পারসিকদিগের সহিত সেমিটিক জাতির সাহচর্য্যে ও আদান প্রদানে অনেক সেমিটিক ভাব পারসিকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বক্তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — সম্পাদক

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি — সভাপতি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই মাঘ, ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয় সাংখ্য দর্শন অবলম্বনে ধারাবাহিকরূপে চারি সপ্তাহে চারিটি বক্তৃতা করিবেন এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে সাহিত্য-পরিষৎ গৃহে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। বক্তৃতার বিষয় ও সময় নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১৭ মাঘ ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার	"আত্মা ও কর্ম্ম"
২৪ " ৬ ফেব্রুয়ারী "	"পদার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর"
১ ফাল্গুন ১৩ " "	"অদৃষ্ট ও পুরুষকার"
৮ " ২০ " "	"বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি"

প্রথম দিনের বক্তৃতাস্থলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভাস্থলে আনুমানিক দুইশত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় 'আত্মা ও কর্ম্ম"।

বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই বক্তার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন।

২৪শে মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা "পদার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর" শুনিবার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গ সকলেই বক্তাকে ধন্যবাদ দেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন।

১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের তৃতীয় বক্তৃতা "অদৃষ্ট ও পুরুষকার" জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। এই দিন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব দুই দিবসের ন্যায় এই দিনও সভাস্থ সকলে বক্তার অপূর্ব্ব বক্তৃতাগুণে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করেন।